ADVERTISEMENT.

THE following Epitome of Ancient History, signed for the use of Native Schools, has been mpiled from the works of Anquetil, Rollin, and hers, and is the product of the united labours f several individuals. The English was com-iled by the Society's Secretary. About twenty pages of the Translation were furnished by the youths of the Hindoo College; and the rest by Mr. Pearson of Chinsurah.

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ।

মিসর দেশীয় লোকের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ।

আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ।

নির্ঘণ্ট।

তৃতীয় ভাগ।

মীড ও পারসী লোকের বিষয়।

চতুর্থ ভাগ।

গ্রীক লোকের বিষয়।

পঞ্চম ভাগ।

রূম রাজ্যের বিবরণ।

CHAPTER I.

OF THE EGYPTIANS.

মিসর দেশীয় লোকের বিবরণ।

CHAPTER I.

OF THE EGYPTIANS.
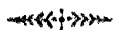
THOUGH the Egyptians were not, perhaps, the most ancient nation, a custom has prevailed of placing them first in history, no doubt, because of them we have the most ancient and circumstantial accounts. It is not known at what time they were formed into a distinct people, but they were a flourishing nation 250 years after the flood. Misraim, the grandson of Noah, was their founder; and the country is generally called after his name to the present day, among the nations of the East.

SECTION I.

Of the Country of Egypt, and the Things for which it is remarkable.

Egypt is bounded on the east by the Red Sea; on the south by Ethiopia; on the west by Libya; and on the north by the Mediterranean. It is 200 leagues long, and 80 broad. Through the middle of it, lengthwise, flows the Nile, by which it is watered and fructified; and it is divided into Upper, Middle, and Lower Egypt.

১ প্রথম ভাগ।

নদীমাতৃক মিসর দেশীয় লোকের বিবরণ।

যদ্যপি মিসর দেশীয় লোকেরা সর্ব্ব দেশস্থ মনুষ্যহইতে প্রাচীন নহে. তথাপি নীত্যনুসারে ইহাদের বিবরণ কহিতেছি; কেননা তাহাদের বিষয় অতি পুরাতন ও বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রথমে পাওয়া গিয়াছিল. তাহারা যে কখন্ বিশেষ লোক হইয়া গেল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু এইমাত্র টের পাওয়া যায়, যে জলপ্লাবনের পর আড়াই শত বৎসরে তাহারা এক মহৎ লোক হইল, ও নূহের পৌত্র মিস্রাম তাহাদের আদি দেশাধ্যক্ষ ছিলেন; অতএব পূর্ব্ব দেশ সমুদয়ে ঐ দেশের নাম তাহার নামে খ্যাত আছে।

১ প্রথম অধ্যায়।

মিসর দেশ ও তাহার সাধারণ বস্তুর বিবরণ।

মিসরের পূর্ব্ব দিকে সূফসাগর, ও দক্ষিণে কাফরী দেশ, এবং পশ্চিমে লিবিয়া রাজ্য, আর উত্তরাঞ্চলে মধ্যস্থ সমুদ্র। তাহা দীর্ঘে ৩০০ ক্রোশ, ও প্রস্থে ৪৫ ক্রোশ; এবং তাহার মধ্যে নীল্ নামে নদী বহিয়া ঐ দেশকে সেচন ও সফল করে; অপর সে দেশ আদি, মধ্য, অন্ত, এই তিন অংশে বিভক্ত আছে।

The first part, or that nearest the cataracts, was formerly embellished with a great number of superb cities, majestic temples, palaces, tombs, obelisks, and especially that famous city Thebes, celebrated for its astonishing population, its riches, and its edifices. From each of its hundred gates, it is said, it could send out two hundred chariots, and ten thousand men. The ruins still remaining of this great city, render what we are told of it, credible.

Memphis, in the Middle Egypt, without equalling Thebes, still exhibits to the eyes of travellers magnificent remains. Near it are the gigantic monuments, called the Pyramids, and the traces of the lake Mœris, dug by the hands of man, and of an amazing extent.

The lower part of Egypt is a creation of the Nile which, by depositing its mud, has formed this accumulation of land: it is very fruitful. The castle of Cairo, in this part, is a great curiosity. It stands on a hill without the city, has a rock for its foundation, and is surrounded with walls of a vast height and solidity. The way up to the castle is hewn out of the rock, and is of such easy ascent that loaded horses, &c can get up without difficulty. The greatest rarity in this castle is Joseph's well, which is cut out of the solid rock to a prodigious depth. Water is supplied from a spring, and is constantly drawn up by oxen, and conveyed by pipes to all parts of the castle.

The Nile rises in Ethiopia, and, swelled by the rains which fall in the months of April and May, enters Egypt, precipitating down seven cataracts.

পূর্ব্বে নির্ঝর নিকটবর্ত্তী প্রথম ভাগ নানা সুন্দর নগর ও বড় দেবালয় ও রাজধানী ও পাকা কবর এবং স্তম্ভেতে বিভূষিত ছিল; বিশেষতঃ তিবীস নগর বহু পূজা ও সম্পত্তি এবং গৃহাদিতে সুসিদ্ধ ছিল। তাহার শত দ্বার, ও প্রত্যেক দ্বার দিয়া নগরবাসিরা দুই শত রথ ও অযুত সেনা প্রেরণ করিতে পারিত। অদ্যাপি ঐ মহা নগরের যে অবশিষ্ট আছে তাহা দ্বারা বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলই সত্য।

মধ্য ভাগে মেম্ফিস নগর। যদ্যাপিও এই সহর তিবীসের তুল্য না হউক্ তথাপি তাহার অবশিষ্ট বস্তু পথিক লোকদের দৃষ্টিতে মনোহর। তাহার নিকট অতি উচ্চ থাম, ও মিরীশ রাজার কৃত্রিম বিস্তারিত হ্রদের চিহ্ন পাওয়া যায়।

অন্ত ভাগ নীল নদীর চড়াতে নির্ম্মিত, অতএব সে অতি উর্ব্বরা ভূমি। ইহাতে কেরো নামধেয় নগরের বাহে এক আশ্চর্য্য দুর্গ আছে; তাহা পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত, এবং উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। ঐ দুর্গ প্রবেশের পথ পর্ব্বতীয় প্রস্তর খণ্ডে প্রস্তুত; তাহা দিয়া হস্ত্যশ্বাদি অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে। অধিকন্তু ঐ দুর্গ মধ্যে যুসফের কূপ নামে এক ইন্দারা আছে, তাহা পর্ব্বতের নিম্ন পর্য্যন্ত গভীর, ও তাহার উনইহইতে জল প্রতি দিন বলদের দ্বারা কলেতে উত্থিত হইয়া নলী দিয়া দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে চালিত হয়।

নীল নদীর জন্মস্থান কাফরী দেশ, তাহা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া সাত নির্ঝরে পড়িয়া মিসরে প্রবিষ্ট হয়। পথিক লোক নিকট হইলে তাহা দেখিয়া ও হুড়ং শব্দ শুনিবামাত্র

The appearance and roaring make the curious traveller shudder as he approaches them; but the inhabitants of the river, familiarized with the danger, exhibit to travellers a spectacle of intrepidity truly astonishing. They are seen, suspended on the top of the wave, to precipitate themselves down the rocks, quit their crazy boats amid the foaming gulphs, immersed in a perpetual mist; and when they seem to be swallowed up, they reappear at a distance, safely floating on the smooth river. The waters of the Nile spread slowly over the lands, which they gradually cover, and are conducted to the more distan parts, by various canals. They remain four month almost stagnant; and that they may not flow o rapidly before they have deposited their fructifyin mud, a sea wind blows during those four months, b which they are detained.

Should a person, during the time of inundation take his station in any elevated place, he would dis cover a vast sea, above which arise a number of vil lages, resembling so many little islands connecte by causeways, interspersed with groves and copses for the convenience of the inhabitants. But in th same places where boats of every kind were see sailing in all directions in the beginning of Octobe when the inundation has subsided, and the groun is dry, that is, in December and January, cattle ar seen feeding and sporting in an immense meadov enamelled with flowers, divided by odoriferous hedge and planted with trees, some of which promise, ar others already afford, the most delicious fruits. Tl industrious cultivator gives still greater animation

ভয় পায়, কিন্তু তদ্দেশ নিবাসিরা বারম্বার পরিচিত প্রযুক্ত ভীত না হইয়া বরং বিদেশি লোক সকলকে আশ্চর্য্য কৌতুক দেখায়; কেননা তাহারা নৌকাস্থ হইয়া উচ্চ স্রোতহইতে নামিয়া পড়ে, এবং সফেণ ঘূর্ণা জল ও নিত্য কুজ্ঝটিকা দিয়া আপনাদের নৌকা বাহিয়া যায়; তাহাতে এমত বোধ হয় যে তাহারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষণেক কাল পরে অতি দূরে নদীর স্থির জলের উপরে ভাসিলে দৃষ্ট হয়। নীল নদীর জল তাবৎ মিসর ভূমিতে নিথরে বহিয়া ক্রমেং সর্ব্বত্র ব্যাপে, ও অতিদূর পর্য্যন্ত নদীমাত্রারা চালিত হয়। সেই জল প্রায় চারি মাস পর্য্যন্ত স্থির থাকে ও যেন ভূমিতে কাদা পতনের পূর্ব্বে জল অতি শীঘ্র বহিয়া না যায়, এ নিমিত্তে সমুদ্রহইতে এ চারি মাস এমত বায়ু বহে, যাহাতে আটকিয়া থাকে।

ঐ নদীপ্লাবন সময়ে যদি কেহ কোন উচ্চস্থানস্থ হইয়া দৃষ্টিপাত করে, তবে তাহার একার্ণব বোধ হয়, ও তাহার মধ্যে উপদ্বীপের ন্যায় উচ্চ সেতু সংযুক্ত নানা নগর দেখা যায়, আর নিবাসি লোকদের উপকারার্থ নগর নিকটবর্ত্তী নিকুঞ্জ বন প্রস্তুত আছে। কিন্তু যেখানেং কার্ত্তিক মাসে সর্ব্ব প্রকার নৌকা চলে, সেখানেং প্লাবনের পর শুষ্ক হইলে পুষ্পেতে শোভিত ও সুগন্ধি হয়। বিভক্ত ও উত্তম ফল ও পুষ্পবদ্বৃক্ষযুক্ত প্রশস্ত এক মাঠে পৌষ ও মাঘ মাসেতে চরিতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে, এমত পশুগণ দৃষ্ট হয়। কৃষকদের কর্ম্ম বিষয়ে ঐ দর্শন অধিক মনোহর। তাহাদের কার্য্য অতি

the scene. The labour of the husbandman is easy: he has only to rake the earth when it is drying, and mix with it a little sand, and it will produce the most abundant harvests.

The Nile requires nearly thirty feet of elevation, to bestow plenty. If it rise higher, or does not reach that height, sterility and famine are the consequence. Motives so interesting have attracted an anxious attention to the increase of this river. A thousand means have been resorted to, to secure and regulate the inundation, in which superstition has had its share. Formerly a young virgin was thrown into the water, in order to render the river propitious. At present only an image is thrown in. The increase of the Nile is, however, in Egypt, still the news of the day, and according to its degree occasions mourning or rejoicing.

Near the cataracts are seen the ruins of an edifice which appears to have been a palace. Its site is scattered over with columns, broken statues, and fragments of beautiful marble, very delicately sculptured. The entrance to it was by avenues of columns, of which travellers assure us there still exist six thousand, either standing or fallen down. They are seventy feet high, three resting on each base, and have on their capitals enormous figures of sphinxes and lions. These works are prodigious, but are not to be compared with the temple at Dendera, in the same part of Upper Egypt, the columns of which can scarcely be compassed by eight men with their arms extended; and of which the dimensions were such

সহজ, কেননা সেখানে প্রচুর ফশল জন্মাইবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ভূমি শুষ্ক হইবামাত্র বাৎ হইলে ফালের দ্বারা ভূমিতে বালি মিশ্রিত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

প্রচুর শস্য জন্মাইবার নিমিত্তে নীল নদীর জল বিশ হাত উচ্চ হওনের আবশ্যক, ইহার ন্যূনাধিক হইলে শুকা হাজা ও দুর্ভিক্ষ হয়। এই কারণ তদ্দেশীয়েরা নদীর বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তর দুর্ভাবনা ও চিন্তা করে; আর এই হ্রাস বৃদ্ধি নিরূপণার্থ তাহারা নানা উপায় স্থির করিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ নদীর তুষ্ট্যর্থে এক যুবতী জলেতে মগ্না হইয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার প্রতিমা মাত্র জলে বিসর্জ্জন করা যায়। মিসর দেশে নীল নদীর হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ক কথাবার্ত্তা প্রতি দিন হয়, ও তদনুসারে লোকদের দুঃখ কিম্বা সুখ জন্মে।

নির্ঝর নিকটে একটা বড় ঘরের চিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা বোধ হয় যে সেখানে রাজধানী ছিল। এবং স্তম্ভ ও ভগ্ন প্রতিমা, আর সুন্দর ও খোদিত শ্বেত প্রস্তর যুক্ত সে স্থান আছে। এবং স্তম্ভ নির্ম্মিত গলি দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। অপর পথিকেরা বলে, যে সেই গলিতে অদ্যাপি ছয় সহস্র থাম উত্থিত কিম্বা পতিত আছে। ঐ স্তম্ভ সকল ৪৬ হাত উচ্চ ও এক২ বুনিয়াদের উপর তিন ২ থাম ও তাহার মস্তকেতে নর ও সিংহের বড় ছবি দৃষ্ট হয়। এ সকল অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু যে মন্দির মিসরের উপরি ভাগ দেন্দিরা নগরের নিকট আছে তাহার তুল্য নয়, কারণ তাহার স্তম্ভ

that the Arabs had built a town on its top, the ruins of which are still to be seen.

We proceed from wonder to wonder, while we follow travellers in the grottoes of Syene, still remaining in Upper Egypt. There are above a thousand of them hollowed in the rock, and adorned with pilasters, and columns cut in the same stone: some o' them which have been entered, are capable of containing six hundred horsemen, drawn up in a line These grottoes were probably the quarries from whic' were procured the obelisks, two hundred feet higl formed of a single block, which are still surveyed wit astonishment. We find some cut in the rough i these grottoes, which prove the ability of the Egyp tians to render pleasing, situations apparently lea capable of embellishment.

If the utility of these enormous excavations is u known, that of the lake Mœris admits of no dou! Mœris, king of Egypt, who caused it to be dug, call it by his own name. In those years, when the inu dation of the Nile exceeded its requisite limits received the superfluous waters, which it returned years of failure. Notwithstanding the accumulatic of earth and mud, which must have contracted dimensions, it is still more than twelve leagues circuit. In the middle there is a kind of mou which appears to have been formed by the rema of two statues of the king and the queen his w thirty six feet high, and by the ruins of a pal The expense of keeping this lake in repair was mense; but, at the same time, the fishery of it extremely lucrative. The canals for the admis

৮ জনে আঁকাড়িয়া বেড়িতে প্রায় পারে না, ও তাহা এমত বিস্তারিত যে আরব লোক তাহার উপরে গ্রাম বসায়, ইহা অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়।

মিসরের উপরিভাগে সাইএনী নামা গুহাতে পথিক ব্যক্তিরা আরও নানা আশ্চর্য্য দেখিতে পায়। পর্ব্বতের মধ্যে পর্ব্বতীয় প্রস্তরের চৌকা ও গোল স্তম্ভেতে বিভূষিত সহস্রাধিক খোদিত গুহা আছে; এরূপ গুহার মধ্যে কোনং গুহা এমন বিস্তারিত, যে তাহাতে ছয় শত অশ্বারোহী এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এই গুহার মধ্যে যে এক শত ত্রিশ হস্ত উচ্চ ও অখণ্ড প্রস্তরময় মিসরের বড় স্তম্ভ নিম্মিত ছিল, এমত বোধ হয়। তাহা দৃষ্টিমাত্র লোকে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে। এ গুহাতে কতকগুলি অসম্পন্ন থাম্ এখান ও পাওয়া যায়, যাহাতে আমরা যে কোন গুপ্ত কুস্থানকে ও রম্য করাতে মিসর নিবাসিদের নৈপুণ্য দেখিতে পাই।

আমরা এই মহা গুহার কারণজ্ঞ না হইলেও মিরীস নামে এক হ্রদের নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য্য জানি, যে মিসরের এক রাজা তাহার খাত করাইয়া আপন নামে নাম রাখিয়াছিলেন; এবং যে বৎসরে নীল নদীর প্লাবনাধিক্য হইল, তখন তাহাতে জল প্রবেশ করিল; কিন্তু জলের হ্রাস হইলে তাহাহইতে নির্গত হইল। ভূমির অনেক পঙ্কদ্বারা হ্রদের বিস্তারতা অতি সঙ্কুচিত হইলেও অদ্যাপি তাহার গোলতা ১৬ ক্রোশের অধিক আছে। ইহার মধ্যে এক মঞ্চ আছে, বোধ হয় যে মিরীস রাজাও তাহার রাণীর ২৪ হাত উচ্চ প্রতিমদ্বয়, আর এক রাজধানীর অবশিষ্টেতে, তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হ্রদ ঝাড়াইতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মৎস্য

and letting out of the water, the mounds necessa to confine it, the gates and sluices, of which t traces still remain, all prove that the Egyptia were as well skilled in hydraulic, as in colossal a chitecture.

The objects most attractive of curiosity in Egy are the Pyramids, which have been justly plac among the wonders of the world. The princi ones have existed more than three thousand yea near the spot where Memphis formerly stood, a where Grand Cairo at present stands. We know lit of the purpose for which they were built: there indeed, great reason to conjecture they were tended for places of sepulture; and this object is unsuitable to the ideas of Egyptians, who attach so great an importance to the conservation of t bodies of their relatives. The largest and finest p ramid is situated advantageously on a rock, a hund feet high, in the middle of a level plain. It is perfect square, each side of which is nearly se hundred feet in length at the base. The height the pyramid is nearly five hundred feet, and its mensions continually contract upwards, till it t minates in a flat surface, about sixteen feet squa and composed of nine pieces. It may be ascende though with considerable difficulty, by layers of sto which form steps, by retiring three feet each lay On entering it by a passage in the middle, we fi galleries and staircases, the walls of which are of b liant stone, beautifully polished; and in the larg chamber, coated with beautiful marble, there is s a stone tomb to which the light of the sun can

রসায়েতে অনেক লভ্য হইল। এখনও তাহার জল প্রবেশ নির্গমার্থ
অবশিষ্ট মোহানা, ও জলস্থাপনার্থ বন্ধন, ও দ্বার, এবং জলপথ
াছে, এ সকলেতে মিসরীয় লোকদের রাজমিস্ত্রিরির কর্ম্মেতেই নয়,
ন্তু জলের কলেতে ও অতি পটুতার প্রামাণ্য হয়।

মিসর দেশেতে তাবৎ লোকের আশ্চর্য্য বোধক ও জগতের চমৎ-
ত বস্তুর মধ্যে উচিত গণ্য এমন ত্রিকোণ স্তম্ভ আছে। যেখানে পূর্ব্বে
ম্ফীস নগর ছিল, ও এখন কেরো সহর আছে, সেখানকার প্রধান
ম্ভ গুলি তিন হাজার বৎসরেতে বানান গিয়াছিল। সে সকলের
র্ম্মাণের কারণ আমরা যৎকিঞ্চিৎ জানি; অনুমানেতে বোধ হয়,
কবরস্থানার্থ সে সকল প্রস্তুত হইয়াছিল; কারণ ইহা মিসর
শীয় লোকের বিবেচনায় বড় উপযুক্ত কর্ম্ম, যে হেতুক তাহারা
াপন জ্ঞাতিবর্গের মৃত দেহ রক্ষা করাতে মহাফল বোধ করে। যে
ম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর তাহা মাঠের মধ্যবর্ত্তি এক পর্ব্বতের
পরে উত্তমরূপে নির্ম্মিত আছে। এই স্তম্ভটি চৌকোণা ও গোড়া
তুর্দ্দিকেই চারি শত সত্তরি হাত, ও তাহার উচ্চতা তিন
ত চল্লিশ হাত, এবং ঐ উচ্চতা ক্রমেং সরু, আর তাহার উপরি ভাগ
মান চত্বপার্শ্বে ১১ হাত প্রশস্ত ও ৯ খান প্রস্তরেতে গঠিত।
স্তর দিয়া কষ্টেতে তাহার উপর চড়া যাইতে পারে, কেননা সে
ড়ি বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রস্তরই দুই হাত অন্তর। আমরা পাথ
রয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে বারেণ্ডা ও সিঁড়ি পাওয়া যায়। এই
ভয়ই তেজোময় অতি পরিষ্কৃত পাতরে গড়া, যাহাতে সূর্য্যকিরণ

penetrate by any opening; it is said that three hundred and sixty thousand men were employed more than twenty years in erecting them, and that nearly half a million sterling was expended in garlick and radishes for the use of the workmen.

The Labyrinth, which is still more wonderful, was built near the lake Mœris. Its exterior was superbly decorated, and it contained three thousand rooms, vestibules, and chambers, one of which is fifty feet in height. Of these, fifteen hundred were on a level with the ground, and fifteen hundred under ground. In the latter were preserved the embalmed bodies of the king who built the structure, and those of the sacred crocodiles.

Besides these curiosities, there are in various parts of Egypt Obelisks, which serve as an ornament to some open squares, and are generally covered with inscriptions. Sesostris erected in the city of Heliopolis two which were of hard stone, brought from the quarries of Syene, at the extremity of Egypt. They were each 120 cubits high. Another still larger was made in the reign of Rameses, and it is said that 20,000 men were employed in cutting it. This latter and one of the former were afterwards conveyed to Rome, and form at this day, on account of their beauty as well as height, two of its principal ornaments.

The animals most remarkable in Egypt are the hippopotamus, or river horse, an untameable, fierce, and very irritable animal: the crocodile, an amphibious and voracious monster, of the lizard kind, but sometimes thirty feet or more in length: the ich-

কখনো প্রবেশ করে নাই। এমত উক্ত আছে, যে তিন লক্ষ ষাইট হাজার মনুষ্য কর্তৃক বিংশতি বৎসরেতে সমুদয় স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল, এবং তাহাদের ভক্ষণার্থে রসুন ও মূলাতে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

মিরীস হ্রদের নিকটে সর্ব্বতোভাবে আশ্চর্য্য ঘুরণীয় বাটী নির্ম্মিত আছে। তাহার বাহ্য সুন্দর রূপে পরিষ্কৃত, এবং ভিতরে তিন হাজার কুঠরী ও বারাণ্ডা ও দরদালান; কিন্তু এ সকলের মধ্যে একটা ৩৭ হাত উচ্চ। এবং ঐ সমুদয়ের অর্দ্ধেক সমান ভূমিতে আর অর্দ্ধেক ভূমির নীচে নির্ম্মিত। অপর ঐ ঘুরণীয় বাটীর নির্ম্মাণকর্ত্তা রাজাদের ও তাহাদের পূজ্য কুম্ভীর বর্গের মৃত শরীর তাহার নীচস্থ কুঠরীতে সংরক্ষিত হইত।

এই সমস্ত চমৎকৃত বস্তু ব্যতিরেকে মিসর দেশের নানা ভাগে নানা স্থানে চৌকোণা বেদির বিভূষণার্থ চিত্র বিচিত্র গগনস্পর্শী প্রস্তরময় স্তম্ভ রাখা যায়। হিলেওপলীস্ নামে নগরেতে সিসস্ত্রীস্ রাজা ঐ মত দুইটা স্তম্ভ স্থাপন করিলেন, এবং ঐ উভয়ই মিসরের প্রান্ত সীমাস্থ সাইএনের বড় শক্ত প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, ও এক শত কুড়ি হাত উচ্চ। এতদ্ভিন্ন রামীসীস্ রাজার কালে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভারের একটা স্তম্ভ নির্ম্মিত ছিল, উক্ত আছে যে তাহার নির্ম্মাণার্থ পাতর কাটিতে বিশ হাজার লোক নিযুক্ত হইল। এইটা ও পূর্ব্বোক্ত দুইটার একটা রোম নগরে লওয়া গেল, এবং ঐ দুয়ের সৌন্দর্য্য ও উচ্চতা প্রযুক্ত অদ্যাপি তাহার প্রধান বিভূষণ আছে।

মিসর দেশে হিপপটমস্ অর্থাৎ নদীর অশ্ব, ও কুম্ভীর, এবং নকুল ইত্যাদি প্রধান জন্তু থাকে, নদীর অশ্ব অদম্য ও হিংসুক এবং অতি বাধী। কুম্ভীর ভূজলচর ও কাঁকলাসাকার এবং বহুগ্রাসী, তাহার

neumon, a kind of rat, which clears the land from reptiles and other insects engendered in the mud, after the inundation. It is also a very formidable enemy to the crocodile, the eggs of which it breaks wherever it finds them; and it is said, that when the monster is sleeping, it will get down his throat, and gnaw his entrails. The domestic animals, oxen, goats, and sheep, thrive there prodigiously, and the flesh of the latter is of an exquisite flavour. We likewise find there chameleons, apes, and camels.

Among the birds which wing their way beneath this beauteous sky, the eagle and falcon are distinguished. The court yards are stocked with every kind of domestic fowl. From the banks of the river, and the lakes, the pelican, the heron, large flocks of wild ducks, and other aquatic birds, take their flight. Fish are likewise very abundant, and furnish the principal food of the common people. The ostrich runs over the sandy plains which surround Egypt; and the ibis, a bird formerly worshipped, and still greatly esteemed, takes his station at the entrance of the desert, as on a frontier entrusted to him to guard, and devours the serpents which Lybia sends.

Trees, excepting fruit trees, are rare; of the latter, the date is the most common, and of the others the palm, some cedars, and a thorny tree, useful for building boats. Nature has indemnified Egypt for the want of woods in its plants. It produces flax, which has always been in much esteem; papyrus, which supplied the Egyptians with paper, garments, utensils, and medicines; and of which

ধ্যে কোনটা ২০ হাত লম্বা। এবং নকুল ইন্দুরাকৃতি জন্তু, সে জল প্লা-
বনের পর কর্দ্দমজাত কীট ও পোকা সমুদয় খায়; আর সে কুম্ভীরের
প্রধান শত্রু, কারণ যে কোন স্থলে তাহার ডিম্ব পাইবামাত্র তথায়ই
ভাঙ্গিয়া ফেলে; অধিকন্তু এমত কথিত আছে, যে কুম্ভীর ঘুমাইলে
নকুল তাহার নলীদ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাড়ী ভুঁড়ী ভক্ষণ করে।
গরু, ছাগ, মেষ ইত্যাদি গ্রাম্য পশু সেখানে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট হয়,
এবং সে সকলের মাংস অতি সুস্বাদু। আর সেখানে গিরগিটি, বানর,
ও উট, পাওয়া যায়।

যে পক্ষিগণ মিসরের আকাশমধ্যে উড়ে, সে সকলের প্রধান
রাজপক্ষী। মিসরবাসিদের ঘরের উঠান সর্ব্বপ্রকার পোষা কুক্কুট
পক্ষিতে পরিপূর্ণ। এবং মিসরের নদী ও হ্রদের তীর হইতে হাড়গিলা,
ও বক, এবং বনকুক্ড়ার ঝাঁক, ও আর২ নানা প্রকার জলচর পক্ষী,
সময় বিশেষে উড়িয়া স্থানান্তরে যায়। সেখানে বিস্তর মৎস্য, তাহা
সাধারণ লোকের সচরাচর ভক্ষ্য। অপর মিসর নিকটস্থ চারিদিকের
জাঙ্গিয়া মাঠের মধ্যে উটপক্ষী গমনাগমন করে। এবং পূর্ব্বে মিস-
রীয়দের পূজ্য, ও অদ্যাপি অতি মান্য ইবিস নামে এক জাতীয়
পক্ষী; সে অরণ্যের ধারে থাকিয়া প্রান্তভাগের রক্ষক হইয়া নিবিয়া
দেশহইতে আগত সর্প সকল ধরিয়া ভক্ষণ করে।

মিসরে ফলবান্ বৃক্ষ বিনা বিস্তর গাছ নাই, ও এই ফলবন্ত তরুর
মধ্যে খর্জ্জুর প্রধান। বন্ধ্যাগাছের মধ্যে তাল, ও আরজ বৃক্ষ, আর
নৌকা নির্ম্মাণার্থ এক প্রকার কাঁটাগাছ প্রশস্ত। সেখানে অনেক বন
না থাকিলেও বিস্তর চারা ও সর্ব্বদা তাবৎ কর্ম্মযোগ্য শোন জন্মে।
মিসরীয় লোকেরা পাপাইরস্ নামে এক চারাদ্বারা কাগজ, ও

they even ate the pith. They made similar use of the lotus,* or lily of the lake. Here are likewise odoriferous plants, from which the women procure perfumes; and whoever has tasted the fruits, vegetables, and esculent roots of Egypt, will not wonder that the Jews should have regretted being deprived of them.

SECTION II.

The Manners and Customs of the Egyptians.

Egypt was ever considered by the ancients as the most renowned school for wisdom and politics, and the source whence most arts and sciences were derived. Hence the learned men of Greece and other nations travelled to Egypt to complete their studies.

Their government was always monarchical, but it appears that from the earliest times they took wise precautions to prevent the power of one alone from being hurtful to all. The education of a king was not entrusted to his parents. The prince who was to reign, from his birth was confided to the priests, who were grave personages, and well instructed in the religion and the laws. He was attended only by young men of approved manners; no slave, nor any person of suspicious character, might approach him. By religious exercises, by example, and by the daily recital of the consequences of noble or base actions, the idea was inculcated in him of a God rewarding virtue, and punishing vice. His employments were appointed for every hour of the day, the form of his habits prescribed, the time for

াপড়, এবং পাত্রাদি, আর ঔষধ পুস্তুত করিত; ও তাহার
াতি এবং পুষ্করিণীর শোভাকর পদ্ম থাইত। অপরং সেখানে
ান্ধি চারা আছে, যাহাতে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের সৌগন্ধ্য
ব্য পুস্তুত করে। মিসরের ফল, ও শাক, আর খাদ্য মূল যে
াহ আস্বাদ করিয়াছে, তাহাতে য়িশরায়েল লোকেরা ঐ সমস্ত
াব্যের অপ্রাপ্তি প্রযুক্ত যে দুঃখী ইহাতে কেহ কখনো আশ্চর্য্য
ান করিবে না।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

মিসরীয় লোকদের আচার ও ব্যবহারের বিবরণ।

প্রাচীন লোক কর্তৃক জ্ঞান, ও রাজনীতি, এবং শিল্প কর্ম্ম, আর
দ্যালয়ের মান্যমানতাপ্রযুক্ত য়ূনানী ও অন্য দেশহইতে বিজ্ঞ
ক্তিরা আপনং জ্ঞান সম্পূর্ণার্থ মিসরে উপস্থিত হইতেন।

তাহাদের মধ্যে রাজ্যশাসন সদাই রাজাদ্বারা হইত; কিন্তু বোধ
য় যে এক রাজার পরাক্রমেতে তাবৎ প্রজার হিংসা না হয়, এ
রণ তাহারা প্রথমাবধি অতি সাবধান থাকিত। যুবরাজেরা স্বকীয়
াতা মাতাদ্বারা শিক্ষিত হইতে পারিতেন না, বরং আজন্ম কাল রাজ-
তি ও ধর্ম্মের শিক্ষক যে অতি শিষ্ট পুরোহিত তাঁহাদের হস্তে সম-
্তি হইয়া কেবল বিশিষ্ট যুবা মানুষের সহিত ব্যবহার করিতেন, ও
ান দাস কিম্বা অশুদ্ধমনা লোকের নিকট যাইতেন না। সুতরাং ধর্ম্ম
র্ম্ম, ও দৃষ্টান্তে এবং ভদ্রাভদ্র কর্ম্মের ফল বিষয়ক পাঠ করণেতে
াতার জ্ঞাত হইতেন, যে পরমেশ্বর পুণ্যের ফল ও পাপের প্রতি-
ল অবশ্যই দেন। তাহাদের কার্য্য, ও বস্ত্রের বর্ণ, এবং শরীরের

the repetition of his exercises fixed, and the dishes of his table regulated both with respect to quality and quantity. Far from finding himself disagreeably restrained by the severity of these regulations, many of the kings of Egypt acknowledged, that they owed to them their vigour and health of body. The monarch, while he lived, was reverenced as a god; but at his death, submitted to the lot of other mortals. The whole people sat in judgment over him, at the entrance of his sepulchre; and, after a scrupulous examination, if his good actions did not outweigh his bad ones, he was disgracefully deprived of the rites of sepulture.

The kingdom was divided into provinces, each of which had its governor; and the lands distributed between the king, the priests, and the soldiers, who formed the three principal orders. There were three other inferior orders, the shepherds, the labourers, and the artizans. The portion allotted to the king was appropriated to the maintenance of the court, which was required to be magnificent; to the expenses of war, and rewards by way of encouragement. The estates of the priests were applied to defray the expenses of public worship, the national education, and the support of their families; those of the soldiers were instead of pay.

The priests attracted a veneration by their knowledge and virtues. They wore a habit of distinction, had a seat in the council of state, and when it happened that the Egyptians elected a king, if he was not of the class of priests, he was initiated into the order before he was enthroned. The priest-

স্বাস্থ্যজনক কর্ম্মের কাল, ও অন্নের প্রকার আর পরিমাণ, এই সমস্ত দিনের প্রতিক্ষণের কারণ নিয়মিত হইত। এ প্রকার নিরূপণের কঠিনতাতেও তাঁহারা যে দুঃখিত হইতেন না তাহার প্রমাণ এই, যে মিসরের অনেক রাজা স্বীকৃত হইয়াছেন, যে ঐ নিয়মেতে আপনাদের শারীরিক বলও স্বাস্থ্য পাইয়াছেন। রাজারা জীবদ্দশা পর্য্যন্ত দেব তুল্য মান্য থাকিতেন, কিন্তু মরিলে লোকে ইতর মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার ব্যাপার করিত; কেননা সকলে একত্র হইয়া কবরের ধারে যাইয়া তাঁহার জীবদ্দশার তাবৎ কার্য্যের বিবেচনা করিত। শেষে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিলে যদি তাঁহার সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম হইতে অধিক না হইত, তবে অসমুমার্থ তাঁহাকে কবরে শোয়াইত না।

এই রাজ্য প্রদেশদ্বারা বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ভাগে একং জন কর্ত্তা। প্রধান তিন জাতি রাজা, ও পুরোহিত, ও সৈন্য ছিলেন: ইহাদের মধ্যে তাবৎ ভূমি অংশাংশী ছিল। এবং এতদ্ভিন্ন রাখাল, ও কৃষক, ও শিল্পকর, এই তিন জাতিও মিসরে বাস করিত। রাজঅংশের উপস্বত্ব রাজবাটীর আবশ্যক বহুকার্য্য, ও যুদ্ধ, এবং পারিতোষিক দানেতে ব্যয় হইত। পুরোহিতের অংশ সচরাচার ভজনালয়, ও বালকদের শিক্ষা, আর নিজ জনের ভরণাদিতে ব্যয় হইয়া যাইত। অপর সেনাগণ আপনাদের বেতনার্থে অংশ পাইত।

পুরোহিতেরা স্বজ্ঞান ও স্বধর্ম্ম প্রযুক্ত মান্য হইয়া বিশেষ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মন্ত্রিবর্গীয় সভাতে পদপ্রাপ্ত হইতেন। মিসর লোকদের মধ্যে পরোহিতের বিজাতীয় এক রাজা নিরূপিত হইলেও তাহার অভিষেকের পূর্ব্বে উপনয়ন হইত। তাহাদের পৌরোহিত্য

hood was no doubt hereditary, since the Egyptians were obliged to follow the profession of their fathers, even if they were soldiers. The latter, like the priests, let out their lands to cultivators, and received a rent. The skill of the Egyptian husbandman has always been celebrated in tillage, and the management and breeding of cattle.

Their first care in the choice of judges was, that they should be of irreproachable morals. The members of the first tribunal of the nation, in number thirty, were taken from the principal cities, because it was supposed they would possess more knowledge and information. They chose themselves a president, who, as a mark of his dignity, wore suspended from the neck the image of Truth ornamented with diamonds. They were paid by the king. Causes were pleaded by the parties in person. The plaintiff presented his complaint in writing, a copy of which was given to the defendant, who returned his answer. The plaintiff replied, and the defendant, if necessary, rejoined; after which the judge, without speaking a word, turned the image of Truth towards the party in whose favour he decided. No advocates were permitted; their eloquence, subtlety, and habit of disguising truth rendered them suspected. In general, the Egyptians chose rather to judge by written than oral evidence, because the difference in facility of expression might give to one of the parties a superiority hurtful to justice.

Their laws were acknowledged to be so wise, that even distant nations came to learn and adopt them, and the wisdom of the Egyptians became prover-

নিঃসন্দেহ পুরুষানুক্রমে থাকিত; যে হেতুক মিসর দেশীয়েরা আপন পৈতৃক বৃত্তি রাখিত, পিতা সৈন্যকর্ম্ম করিলে তাহারাও সৈন্য হইত। পুরোহিতের ন্যায় সেনাগণও আপনাদের ভূমি কৃষকদের হাতে সমর্পণ করিয়া কর লইত। চাসকরণ ও গবাদির পোষণ রক্ষণের দ্বারা মিসরীয় কৃষকদের নৈপুণ্য সদা অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বিচারকর্ত্তাদিগকে মনোনীত করণের প্রধান চিন্তা এই, যেন তাহাদের ধর্ম্ম অনিন্দনীয় হয়। ঐ দেশীয় প্রধান সভাতে এমত ত্রিশ জন নিযুক্ত ছিলেন, ও তাঁহারা প্রধান নগরহইতে মনোনীত হইলেন; ইহাতে বোধ হইল, যে তাহাদের জ্ঞান ও নিপুণতা অধিক ছিল। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে এক জনকে সভাধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিতেন; এবং তিনি আপন গলাতে লুণ্ঠিত হীরাতে জড়িত সত্যতার প্রতিমা ধারণ করিতেন, তাহা তাঁহার সৌন্দর্য্যের চিহ্ন রূপ অলঙ্কার হইত। ইহাদের সকলকে রাজা বেতন দিতেন। বিবাদ হইলে লোকেরা তাঁহাদের নিকট আপনং কথা নিবেদন করিত। বাদী ব্যক্তি আপন ভাষা লিখিয়া দিলে তত্তুল্য লিপি প্রতিবাদির দিতে হইত, এবং সে তাহার উত্তর দিলে বাদী পুনরায় লিখিত, আর আবশ্যক হইলে প্রতিবাদী পুনরুত্তর দিত। পরে প্রধান বিচারকর্ত্তা কোন কথা না কহিয়া যে জয়ী হইবে তাহার প্রতি ঐ সত্যতার প্রতিমা দর্শানরূপ আজ্ঞা দিতেন। তাহাদের মধ্যে উকীল ছিল না, কেননা বাক্‌পটুতা ও ধূর্ত্ততা ও সত্যতার আচ্ছাদক গুণেতে তাহারা অপ্রত্যয়ী ছিল। মিসর লোকেরা সাক্ষ্য কথা ব্যতিরেকে সর্ব্বদা লিখনের দ্বারা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইত; কারণ যেন বাক্‌পটুতাতে যে বিশেষ আছে তাহাতেই এক জন প্রধান অন্যের ন্যায় নষ্ট করিতে পারে।

তাহাদের বিধি এত জ্ঞানযুক্ত, যে দূর দেশি লোক তাহা শিক্ষার্থে নিজ দেশহইতে মিসরে আসিত; এই রূপে মিসর লোকদের জ্ঞান

bial. They all shew the wisdom of the legislatur a few of the most remarkable ones are the followi Wilful murder and perjury were punished wi death.—Parents who had killed their children we not put to death, but were forced to hold in th embrace the dead body three days and three nigh —He who neglected to save a man's life, when was able, was punished as an assassin.—Every m was required to give an account of himself and h profession to a magistrate, and he who gave a fal account was put to death.—To prevent the borro ing of money, a man was required to pawn the bo of his father; and if he died without redeeming was denied the honours of sepulture. Great resp was paid to old age; and the young were obliged all occasions to rise, and resign to them the m honourable seat. Gratitude was the virtue they he in the highest esteem.

The Egyptians worshipped a number of diviniti the principal of which were the sun and moon, und the names of Isis and Osiris. They likewise assign gods to preside over all the elements, and worshi ped various animals. There was not a single to which had not its peculiar deified animal, a cat, d wolf, hog, crocodile, serpent, bird, or fish; for whi large buildings, aviaries, or ponds were provid according to their several natures, and priests a pointed to attend them. But what is most singu is, that animal which was adored in one town w sacrificed in another.

Their education was carefully attended to, a confined to their priests, who taught them religi

দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিল। আর তাহাদের বিধি ব্যবস্থাতে ব্যবস্থা সংস্থাপকদের জ্ঞান জানা যাইত। ঐ সকল বিধির কিঞ্চিৎ কহিতেছি। বধ ও মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ড মৃত্যু, ও পিতা মাতা যদি আপন সন্তানকে বধ করিত তবে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইত না, কিন্তু ঐ পুত্রের মৃত দেহ তিন দিবা রাত্রি বক্ষঃস্থলে করিয়া রাখিতে হইত। ও অন্য ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও যদি কোন লোক তাহা না করিত, তবে সে প্রাণহন্তার ন্যায় শাস্তি পাইত। আর এমন একটা রীতি ছিল, যে সকল লোককে আপনার ও নিজ বৃত্তির সম্বৎসরের বৃত্তান্ত বিচারকর্ত্তার নিকটে কহিতে হইত, ইহাতে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলিত তবে তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড হইত। এবং ঋণ বারণার্থ এই নিয়ম ছিল, যে ঋণের জন্যে আপন পিতাকে বন্ধক দিতে হইত, তাহাতে ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে যদি তাহার পিতা মরিত তবে তাহার কবর দিতে বারণ ছিল। ও সেখানকার বৃদ্ধ লোক সকল সর্ব্বত্র মান্য ছিলেন; তাঁহারা যখন কোন সভায় যাইতেন তখন যুবা পুরুষেরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উত্তমাসন প্রদান করিত। আর সে স্থানে ধর্ম্মের মধ্যে কৃতজ্ঞতা সর্ব্বদা প্রধান রূপে মান্য ছিল।

মিসরীয় লোকদের পূজ্য দেবতাগণের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য প্রধান ছিলেন, এবং এই দুয়ের প্রতিমার নাম ওসাইরিস এবং আইসিস। আর তাহারা ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই যে পঞ্চ ভূত ইহার প্রত্যেকের এক২ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, ইহা মানিত; এবং তদ্ভিন্ন আর২ নানা জন্তুকে দেবতা মানিয়া পূজা করিত। ও তাহাদের ইষ্টদেবতা ছাড়া প্রায় কোন গ্রাম ছিল না, কেননা প্রত্যেক নগরস্থ বিড়াল, ও কুকুর, ও কেন্দুয়া, ও শূকর, ও কুম্ভীর, এবং সর্প ও পক্ষী, কিম্বা মৎস্যাদি এই সকলের আরাধনা করিত। আর তাহাদের থাকিবার জন্যে বড়২ ঘর ও পিঞ্জর এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পূজার্থে যাজক নিযুক্ত করিত। কিন্তু যে জন্তু এক গ্রামে আরাধ্য তাহাকেই আর এক অন্য গ্রামে বলিদান করা যাইত, এই কর্ম্মটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশ্চর্য্য।

পুরোধারা অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক সকল লোকের বালককে শিক্ষা করাইতেন, বিশেষতঃ ব্যবসায় করিবে এমন যাহারা

geometry, arithmetic, reading, and writing, especiall the youth who were designed for trade. They wer early accustomed to sobriety, by not being permitte to eat of viands prepared by too refined cooker The Egyptians wore but few clothes, and walke barefooted. They were neither suffered to prac tise music or wrestling; because the former, they held enervated the mind, and the latter might prove inju rious to the body, by too violent exertions. It is no probable, however, that they prohibited singing, pleasure admitted among all nations, and in every age but in an extraordinary manner moderated their jo At their great feasts they placed before their gues a coffin, or sometimes a corpse with this inscri tion—"Behold this dead body; thou shalt becon like unto it."

Circumcision was in use among the Egyptians. Th made cleanliness an obligation; and gratitude, the favourite virtue, a point of honour. It is observe that, in some districts, the women carried on trad and were employed in the business without door while the men spun, and managed the househo affairs. We still find among them several habits p culiar to one sex, transferred to the other.

They were, perhaps, the first who taught the do trine of the immortality of the soul in the metem sychosis. It passes, said they, from one body in another, and even into the bodies of animals, b these transmigrations do not commence until aft the corruption of the carcase; on which account th were so attentive to its preservation. They spar neither labour nor expense in the construction

তাহাদিগকে ধর্ম্মের বিষয় ও মাপের বিষয় এবং আরং গণিতাঙ্ক, এতদ্ভিন্ন আরং লেখা পড়া এই সকল বিদ্যা শিখাইতেন। মিসর দেশীয় লোকেরা ছোটং কাপড় পরিয়া খালিপায়ে বেড়াইত, এবং যৌবনাবস্থাতেই ইন্দ্রিয় দমনার্থে মদিরাদি তেজস্কর খাদ্য দ্রব্যের ভোজন নিষেধ মানিয়া পরিমিত আহার করিত। আর বাদ্য ও মল্ল বিদ্যা কদাচ শিখিত না; কেননা তাহারা বোধ করিত, যে বাদ্যেতে পুরুষত্ব লোপ পায়, এবং মল্ল বিদ্যায় শরীরের অধিক আয়াসেতে তেজোহ্রাস হইয়া যায়। অনুমান হয়, যে তাহারা কাহাকেও গান করিতে বারণ করিত না, যে হেতুক সকল সময়ে সর্ব্বত্র গান করণ চলিত আছে। কিন্তু বিশেষ রূপে আপনাদের সুখ সম্বরণ করিত, আর মহোৎসবের সময়ে ভোজনার্থে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মুখে যাহাতে মৃত মনুষ্য রাখা যায় এমত সিন্দুকে, কিম্বা এই মৃত শরীরকে দেখ কিয়ৎ কালানন্তর তুমি এই রূপ হইবা এই লিপিযুক্ত শব রাখিত।

মিসর দেশের লোকদের মধ্যে ত্বকচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। ও তাহারা এমত বলিত, যে আপনার নিতান্ত আবশ্যক কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলের শরীর পরিষ্কার রাখিতে হয়, আর তাহাদের প্রিয়তম ধর্ম্ম যে কৃতজ্ঞতা তদ্বিষয়ে তাহারা কহিত, যে মানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা রাখ। এবং মিসরের কোনং অঞ্চলে বাণিজ্য এবং বাহিরের আরং কার্য্য এই সকল স্ত্রী লোকেই করিত, তাহাতে অদ্যাপিও সেখানে স্ত্রী লোকের কর্ম্ম পুরুষে করে, এবং পুরুষের কার্য্য স্ত্রী লোকে করে, এই রূপ রীত আছে।

অনুমান হয়, যে মিসর দেশীয়েরা মানুষের আত্মা দেহান্তরে প্রবিষ্ট হন, এই কথা কহাতে সকলের অগ্রে আত্মার নিত্যতা প্রকাশ করিত। তাহারা বলিত, যে আত্মা এক শরীর হইতে শরীরান্তরে যান এবং কখনও নর দেহ হইতে পশু দেহে প্রবেশ করেন, কিন্তু পূর্ব্ব শরীর ধ্বস্ত না হইলে শরীরান্তরে গমন করেন না; অতএব তাহারা শব রক্ষার্থে বহুবিধ যত্ন করিত, এবং বিস্তর ব্যয় ও শ্রম পূর্ব্বক আপনা-

their sepulchres, which they named *eternal abod*
while they only called the most sumptuous pala
inns.

Their funeral ceremonies began by the mourni
of the women, which consisted in loud lamentati
and frantic cries. The embalmer was then sent
who, according to the price allowed him, employ
spices of greater or less value, and performed
work with more or less exactness. To such perf
tion was the art of embalming carried in Egypt, t
the body was not in the least disfigured. The l
even of the eyebrows and eyelids suffered no alte
tion, and the features were so perfectly preserv
that the person might be recognized; and carcas
called mummies, are still found entire under aroma
bandages, which have certainly existed many hundr
years. The coffin was covered with hieroglyphi
which, perhaps, served as an epitaph.

The relatives of the deceased then caused noti
to be given by a public cryer, that on such a da
such a person was to be conveyed to his sepulchr
and invited to the ceremony his friends, and judg
appointed to examine the actions of the defunct. H
whole life was then passed in review, without no
ticing his birth, for the Egyptians considered all me
as equals. Those who on this trial were adjudge
to have been virtuous, were inclosed in the tombs wi
eulogies, hymns, thanksgivings, and prayers to th
gods, that they might be admitted into the abodes o
happiness. When the deceased had committed an
crime, or left debts, he was not buried. His bod
was left in some particular place in the house; and i

দের কবর প্রস্তুত করিয়া ঐ কবরের নাম রাখিত চিরকালের নি-বাসাগার; কিন্তু রাজাদের অতি রম্য মনোহর যে রাজধানী তাহার নাম সরাই বলিত।

তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রথমে স্ত্রী লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে হায়ং করিয়া কান্দিত, ও উৎকট শব্দ করিত; পরে সুগন্ধি দ্রব্য লেপক ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের ধনদানের তারতম্য জানিয়া অল্প কিম্বা বহুমূল্য সুগন্ধি দ্রব্যেতে ঐ শব মুক্ষিত করিত। এবং ঐ দ্রব্য মাখানেতে উহা-দের এমন নৈপুণ্য ছিল, যে ঐ মৃত শরীর কিছুমাত্র বিরূপ হইত না, বরং ভ্রূ ও চক্ষুর পাতার লোম গুলিন অবিকৃত থাকিত, ও মুখের আকৃতি এমন অবিকল রাখিত, যে তাহা দেখিবামাত্র হঠাৎ চিনিয়া সে মানুষকে জ্ঞাত হওয়া যাইত। আর সুগন্ধি দ্রব্য মুক্ষিত অথচ রজ্জুতে বদ্ধ যে শব তাহাকে তাহারা মমীজ বলে, এরূপ শব অদ্যাপিও মিলে। আর শতং বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি কতক গুলি শব এখনও বিদ্যমান আছে, এবং মৃত শরীরের সিন্দুকেতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে, তাহাতে বোধ হয় যে ঐ মৃত ব্যক্তির তাবৎ খ্যাতি বিষয়ের লিপি।

মৃত ব্যক্তির শরীর প্রস্তুত হইলে পর জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ঢেঁড়রা দিয়া তাবৎ লোককে এই সমাচার দিত, যে অমুক ব্যক্তিকে অমুক দিনে কবরে রাখা যাইবে; এবং মিত্রগণের সঙ্গে বিচারকর্ত্তাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনিয়া তাহাদিগকে ঐ মৃত মনুষ্যের তাবৎ কৃত ক্রিয়ার বিচারার্থে নিযুক্ত করিলে তাহারা সমস্ত কর্ম্মের বিচার করিত; কিন্তু জাতি বিষয়ক কোন কথা কহিত না, কেননা মিসরীয় লোকেরা সকলকে তুল্য জ্ঞান করিত। অনন্তর বিচারিত হইলে এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক ছিলেন যদি এমন বোধ হইত, তবে তাঁহার নানা প্রকার প্রশংসা পূর্ব্বক প্রস্তর নির্ম্মিত কবর দিয়া দেবতাদের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ক গান ও ধন্যবাদ এবং এই ব্যক্তির যেন স্বর্গবাস হয় এমন প্রার্থনা করিত; কিন্তু ঐ মরা মানুষ কোন দোষগ্রস্ত কিম্বা ঋণী

has happened that his descendants, having beco rich, have satisfied the creditors, and thus procu the rites of sepulture.

If we should attend only to the names of the a practised, and the sciences cultivated by the Eg tians, we might suppose that they possessed all knowledge of the moderns; but on more mature co sideration, we shall perceive, that of some of the sciences they knew only the names and elemen and that they were far from possessing them in th present perfection: they are nevertheless highly c serving our estimation for the light they display while other nations were plunged in the most pr found darkness.

Let us give them praise, therefore, for their geom try, that is, for having acquired certain principles which they could fix the boundaries of the groun abandoned by the river, though they were not able measure inaccessible distances. Their arithmet was an economical, or at most, a mercantile calcul tion. Placed under a serene sky, and on a level so enjoying an extensive horizon, they studied th course of the stars, and fixed the return of mont and years, which is certainly making some progres but very little when compared with the learne theories deduced and demonstrated by our moder astronomy. They were addicted to judicial astrology that is to say, the opinion of the influence of th stars on the destinies of men. If we judge their skil in painting by the figures we find on the coffins o their mummies, the only monuments of this kind tha remain, they must have made but little progress i

এমন সুস্থির হইলে কবর না দিয়া গৃহের মধ্যে কোন বিশেষ স্থলে তাহাকে নিংক্ষেপ করিত। কিন্তু কথনং এমনও হইয়াছে, যে তদ্বংশজাত কোন ব্যক্তি ধন পাইয়া সেই ধনেতে ঋণশোধ দিয়া ঐ শবের কবর দিত।

সকল বিদ্যার নাম মাত্র কহিলেই বোধ হয়, যে সে সকল বিদ্যা মিসরীয় লোকদের ছিল, কিন্তু বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিতে গেলে এমন কতক গুলিন বিদ্যা আছে, যে কেবল তাহার নাম এক সূত্র মাত্র জানিত, এখনকার মনুষ্যদের মত সম্পূর্ণ রূপে জানিত না। কিন্তু তথাপি তাহারা এই জন্যে আমাদের মান্য, যে অন্যং দেশীয় ব্যক্তিরা যখন ঘোরান্ধকারাবৃত ছিল, তখন তাহারা তাহাদিগকে বিদ্যারূপ দীপ্তি প্রদান করিত।

পরিমাণ বিদ্যা বিষয়ে আমরা তাহাদের প্রশংসা করি, কেননা তাহারা আপনাদের নিরূপিতাঙ্কপাতানুসারে নদীর সকল চড়া ও ভূমির সীমা নির্ণয় করিতে পারিত, কিন্তু অগম্য স্থল মাপিতে পারিত না। আর তাহাদের অঙ্কবিদ্যা এমন ছিল, যে নিজং সংসারের আয় ব্যয় ও ব্যবসায়ের হিসাব করিতে পারিত। আর জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে তারাগণের গমনাগমনের পথ জ্ঞাত হইয়া গণনা পূর্ব্বক বৎসর ও মাসাদির স্থির করিত, আর জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান যে ঐ মিসর দেশ সে সত্য, কেননা সেখানকার আকাশ অতি নির্ম্মল, এবং সে স্থল সমভূমি, সুতরাং আকাশে দূর দৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু এখনকার জ্যোতির্বেত্তারা সপ্রমাণে যে সকল বিষয় স্থির করিয়াছে তাহা উহাদের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বোধ হয়, যে ইহাদের অপেক্ষা ঐ মিসরীয় লোকেরা ঐ শাস্ত্র অত্যল্প মাত্র জানিত। আর জাতকাদি গণিতবিদ্যায় তাহারা অত্যন্ত রত ছিল, কেননা গ্রহগণ যে মনুষ্যের ভদ্রাভদ্র ফলদাতা এই কথাতে তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিত। অপর মৃত শরীরের সিন্দুকেতে যে সকল ছবি আছে তদ্ভিন্ন আর কোন ছবি পাওয়া যায় না, এবং ঐ সমস্ত

that art. Their designs are rude and awkward. It does not appear that they were more able in sculpture. Their works of this kind are either figures swathed up to the shoulders, or which, diminishing from the waist downwards, end in a sheath. It is said that there were workmen who made only legs, others for feet, others for arms and hands, and others for heads, and so of the rest. Can it be supposed that all these parts, made in different workshops, could have been fitted together with sufficient accuracy to be graceful, and of perfect form, as some authors have asserted?

The limits prescribed to medicine, must likewise have prevented the progress of that science. No physician was permitted to extend his practice to more than one disease; and if he were to treat this disease in a different manner from that prescribed by law, and the patient died, he was punished with death. Two very injurious inconveniences resulted from this rule; the first, that the physician, being confined to one single malady, endeavoured to ascribe every sickness to that disease, and thus was induced to apply remedies directly the reverse to those the disorder really required; second, that not being allowed to vary his treaiment, but at the risk of his life, he could acquire no experience; and thus the science continually remained in its infancy. Physicians were paid out of the public treasury. The practice of embalming might have been the means of acquiring anatomical knowledge; but it does not appear that much advantage of that kind was derived from it.

বির আকার অতি কুৎসিত, ইহাতেই আমাদের বোধ হয়, যে
হারা চিত্র কর্ম্মেতে নিপুণ ছিল না; তবে কি না যৎকিঞ্চিৎ জানিত
ই মাত্র। আর তাহাদের দেশে এমন প্রতিমা পাওয়া গিয়াছিল, যে
প্রতিমার স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং গলা অবধি পাপর্য্যন্ত
মেং সরু। আর উক্ত আছে, যে কেহ প্রতিমার পা ও কেহ বা
ত এবং কেহবা মস্তক এই রূপে অনেকে এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত;
হাতে অতি কুৎসিত হইয়া উঠিত, কেননা এক কর্ম্ম পাচ জনে
রিতে গেলে যত সুন্দর হয় তাহা তো বুঝিতে পার। এই রূপ
তিমা দেখিয়া বোধ হয়, যে তাহাদের চিত্র কর্ম্মে যেমন নৈপুণ্য
লে খোদকারিতেও তেমনি।

চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়েতেও হেতু প্রতিবন্ধকদ্বারা উত্তম রূপে
দ্যা হইল না, কেননা তাহাদের এক নিয়ম এই প্রকার ছিল,
কোন চিকিৎসক এক রোগ ব্যতিরিক্ত অন্য রোগের চিকিৎসা
রিতে পারিবে না। আর তাহাতে যে ঔষধ লিখিয়াছে, সেই
ষধ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ সেবন করাইতে পারিত না। যদ্যপি
ন্য ঔষধ সেবন করাইলে ঐ রোগির [illegible] মরণ হয় তবে তদ্দেশীয়
াজকর্ত্তৃক সেই চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হইত। এই রূপ পূর্ব্বোক্ত
বস্থাতে দুই দোষ জন্মাইল। প্রথমতঃ বৈদ্য এক রোগ ব্যতিরিক্ত
ন্য রোগের চিকিৎসা জানিত না, অতএব সকল পীড়াই ঐ
ষধের দম্য জানিয়া তাহাই সেবন করাইত। সুতরাং রোগোপসম
রে থাকুক বরঞ্চ বৃদ্ধি হইত। দ্বিতীয় এই, যে প্রাণদণ্ড ভয়ে একৌ-
ধ ব্যতিরিক্ত সেবন করাইতে পারিত না, এ কারণে অন্যান্য ঔষ-
ধের গুণ পরীক্ষা হইত না, এই জন্যে তাহারা তদ্বিষয়ে নিপুণ
পে খ্যাত না হইয়া বরঞ্চ তাহাদের অক্ষমত্ব প্রকাশ হইত। আর
দেশীয় রাজা চিকিৎসককে বেতন দিতেন। আর তাহারা মৃত
রীর কোন দ্রব্যদ্বারা লেপন করিয়া শত২ বৎসর অমনি রাখিতে
ারিত; অতএব ঐ বিদ্যাদ্বারাতে ব্যবচ্ছেদ্য বিদ্যা, কি না অস্ত্র

Commerce flourished in Egypt from the earliest times. An inland trade was carried on between the cities and provinces, by means of the Nile, and foreign commerce by canals cut through the deserts, and communicating with the Red Sea, and, by the river, with the Mediterranean. Egypt thus maintained the communication of the two seas. It received by caravans the valuable merchandise of Arabia and India, which it transmitted with its corn to the southern parts of Europe, at that time but indifferently supplied with grain.

The art of war was not unknown to the Egyptians. Surrounded by mountains and deserts, and defended by these natural ramparts against hostile invasions, they might have lived in perpetual peace; but, like many other nations, they were infected with the rage of conquest, and were especially celebrated for an excellent cavalry.

The Egyptians, like almost all the orientals, had two languages, the sacred and profane. It is said likewise, that the sacred was of two kinds, one of which was appropriated to secret mysteries, and known only to the chief priests. The profane is preserved by the Copts, the remaining descendants of the ancient inhabitants. There were likewise two sorts of writing, the hieroglyphical, of which we find so many traces on the Egyptian monuments, and another, employed for the common purposes of life, which consisted of the images of words. It is supposed that their characters nearly resembled those of Chinese. Both their language and manner of writing, however, are now lost. The Greeks have trans-

চিকিৎসাও সুন্দর রূপে হইবার পথ ছিল, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে বড় উপকার হইত না।

ঐ মিশর দেশে অতি পূর্ব্ব পূর্ব্বকালাবধি বাণিজ্যাদি অতি সুন্দর রূপে চলিয়া আসিতেছিল। ঐ দেশের নীল নামে নদীদ্বারা তদন্তঃপাতি সকল দেশে ও নগরেতে অনায়াসে ব্যবসায় চলিত; এবং মিশর দেশস্থেরা অনেক খালের দ্বারা নানা দেশ মহারণ্যাদি উত্তীর্ণ হইয়া শুফ্ সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত যে ঐ নীল নামে নদী, তদ্দ্বারা নানা গ্রাম ছাড়াইয়া ভূমধ্যস্থ সাগরে পড়িয়া বহু দূর দেশীয় লোকদিগের সঙ্গে পরম সুখে ব্যবসায় করিত। আর ভারত বর্ষ ও আরব দেশ হইতে যে সকল বহু মূল্য দ্রব্য বড় ২ শকটের দ্বারা ঐ মিশর দেশে আইসে, সেই সকল দ্রব্য আর অনেক ধান্যাদি ইউরপীয়েরা দক্ষিণ দেশে পাঠাইত, কারণ সেই সকল দেশে তখন অল্প ধান্যাদি জন্মাইত।

আর মিশর দেশীয় লোকদের যুদ্ধ কর্ম্মে পারগতা ও বিজ্ঞতা ছিল। অন্যান্য দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে কোন প্রকারে আক্রম করিতে আসিতে পারিত না, কারণ মিশর দেশ নানা বনোপবনদ্বারা ও নানা পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত হইয়া দুর্গের ন্যায় প্রকাশ পাইত, সুতরাং তাহারা পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিত; কিন্তু অন্যান্য দেশীয় লোকদের মত স্বভাবত এক ক্ষণ যুদ্ধব্যতিরেক তাহারা থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ, তাহাদিগের সৈন্যমধ্যে অশ্বারূঢ় জনেরা অতিশয় যোদ্ধা ছিল।

বঙ্গ দেশস্থ লোকদের মধ্যে যে রূপ সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই প্রকার ভাষা আছে, তদ্রূপ তাহাদেরও দুই ভাষা ছিল, এক ধর্ম্ম বিষয়ে অপর সাধারণ তাবদ্বিষয়ে। কিন্তু ঐ ধর্ম্মভাষা আরবার দ্বিধা ছিল, এক অতি গোপনীয়। ফলতঃ, মন্ত্রাদিবিষয়ে তাহার ব্যবহার ছিল, আর কেবল পুরোহিত ব্যতিরেকে কেহই ঐ কথা জ্ঞাত ছিল না; অন্য প্রকার সে স্থানের প্রাচীন লোকের বংশোদ্ভূত যে কপটি লোক তাহারা জানিত। এবং তাহাদের কথার ন্যায় লিপিও দুই প্রকার, প্রথম কেবল মূর্ত্তিতে লেখা যাইত, তাহা ঐ দেশে স্তম্ভাদির উপরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; দ্বিতীয় চিহ্নদ্বারা, সে কেবল সাধারণ বিষয়কর্ম্মোপযোগি, অনুমান হয় যে ঐ অক্ষর সকল প্রায় চীন দেশের অক্ষরের মত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যে কপটি লোক তাহারা যে কথা

mitted to us the accounts we have already given of the customs of the Egyptians, and to them likewise we are indebted for what we know of their history.

SECTION III.

History of the Egyptians, and their Kings.

The Egyptian history is divided into three periods. The first period includes 1663 years, commencing with the establishment of the monarchy by Menes, and ending in the destruction of it by Cambyses. The second includes 202 years, extending to the death of Alexander the Great. The third includes 293 years, extending to the death of Cleopatra. As the second refers more particularly to the Grecian, and the last to the Roman history, it will be necessary in this place to consider only the former period. According to the Egyptian historians, first gods, and afterwards demigods and heroes, governed it successively for more than twenty thousand years. This account, however, is believed to be fabulous, their true history commencing with the reign of their kings.

After the fabulous ages, the first king who makes his appearance is Menes. He drained the lower part of Egypt, changing what was before a morass, into firm ground; turned the course of the Nile, so as to render it of advantage to the country; taught religion, instituted solemn festivals; and was succeeded by fifty kings of the same race.

Egypt appears to have been enriched and embellished during this long succession; but it lost these

জানিত তদ্ভিন্ন ভাষা ও লিপি এই উভয়ই একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপর মিশর দেশের এইং বিষয় ও এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয় যুনানী লোকের ইতিহাসকর্ত্তারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মিশর দেশীয় রাজবংশাবলীর বৃত্তান্ত।

মিশর দেশীয় লোকের তাবৎ ইতিহাসের যে কাল, তাহা তিন ভাগ করা গিয়াছে। তাহার প্রথম ষোল শত তিন বৎসরাত্মক যে কাল তাহার আদিতে মিনিষ নামক রাজা রাজ্যস্থাপক ছিলেন, কিন্তু শেষে কেম্বাইসিষ নামক রাজা ঐ পূর্ব্ব স্থাপিত রাজ্য নষ্ট করিলেন। দ্বিতীয় সেকন্দরসাহ রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত দুই শত দুই বৎসর। তৃতীয় ক্লিয়পাত্রা নাম্নী রাণীর মরণ পর্য্যন্ত দুই শত তিরানব্বই বৎসর। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ যুনানী লোকদের ইতিহাস, এবং তৃতীয়াংশ রুমী লোকের ইতিহাসে পাওয়া যায়; অতএব তাহা না লিখিয়া প্রথম ভাগের বিষয় লিখিতেছি। মিশরীয় লোকদের ইতিহাস রচকেরা বলেন, যে প্রথমতঃ দেবগণ, ও তৎপরে উপদেবতারা, তাহার পর দৈত্যগণ, ইহারা ক্রমশঃ বিংশতি সহস্র বর্ষ সংখ্যক ঐ মিশর দেশে রাজত্ব করিয়াছেন; কিন্তু এ কথা যথার্থ বোধ হয় না, কেবল গল্প মাত্র, যে হেতুক তাহাদের সত্য ইতিহাস সকল মানব রাজার কর্ত্তৃত্বাবধি আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কল্পিত যে দেবগণ ও উপদেবগণাদির রাজ্যকাল বিংশতি সহস্র বর্ষ, তদনন্তর রাজবর্গের মধ্যে মিনিষ রাজা খ্যাত্যাপন্ন হইলেন। ইনি মিশরের শেষ ভাগে নিম্ন যত হাজা ভূমি ছিল, তাহার মধ্যেং নালা কাটাইয়া ঐ ক্ষেত্র সকল শুষ্ক করিয়া শস্য জন্মাইলেন, এবং নীল নদীর শ্রোত ফিরাইয়া তদ্দেশের বিস্তর উপকার করিলেন। আর ঐ দেশীয় লোকদিগকে পারলৌকিকোপদেশ দিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক পর্ব্ব সকল স্থির করিলেন। অপর তদ্বংশোদ্ভূত পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য ভোগ করিলেন।

অনুমান হয়, যে ঐ মিনিষ রাজার উত্তরাধিকারিদের রাজত্ব কালীন মিশর দেশ ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সুশোভিত ছিল; পরন্তু পশ্চিম

advantages by the invasion of a peoplew ho came from the west, who laid waste, and enslaved this beautiful kingdom. They are represented as a horde of savages, and their kings as tyrants, who pillaged, massacred, and destroyed, and appeared to place their glory in effacing the very name of the nations they conquered. These conquerors were called king shepherds, probably because they applied themselves to pasturage. It is not known whether they reigned over Egypt a long time: but at length they were conquered in their turn; and first confined to a corner of the country, but afterwards entirely driven out, destroyed, or confounded with the native inhabitants.

The Egyptians having conquered and driven out their invaders, were again governed by native kings. After a succession of several princes, of which one (Busiris) founded Thebes, Osymandyas succeeded to the throne. He was sufficiently powerful to raise against the Ethiopians, an army of four hundred thousand foot, and twenty thousand horse. He valued himself greatly for the buildings he erected. "Let him," said he, "who envies my greatness, equal me in any one of my works." This *King of Kings*, for so he called himself, adorned Memphis with porticoes, temples, his own tomb, and other monuments. It is but justice to acknowledge, that in his edifices he knew how to unite elegance with majesty, differing in that respect from many of his predecessors and successors, who cared but little for the beauty of a work, provided it was of vast dimensions. He likewise built a library, and placed over the entrance this inscription: "The medicine of the soul."

দেশহইতে এক জাতি আসিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক ঐ উৎকৃষ্ট রাজ্য হস্তগত করিয়া লওয়াতে রাজ্যের সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়া গেল। আর ইতিহাসরচকদের লিখনানুসারে বোধ হয়, যে ঐ জাতি অত্যন্ত অসভ্য, এবং তাহাদের ভূপতিরাও এমনি দুরাত্মা ও নির্দয়, যে তাহা-রা কেবল লুট ও খুন ও আরং উপদ্রব করিতে রত ছিল। আর যে দেশ অধিকার করিয়া লইত তাহার নাম যাহাতে একেবারে লোপ পায় এমন কর্ম্ম ঐ পাপিষ্ঠদের আশংসিত ছিল। অপর তাহাদের নাম ছিল রাখাল রাজা; কেননা তাহারা মাঠেং পশুচারণ করিয়া বেড়া-ইত এমন বোধ হয়। অপর তাহারা মিশরেতে যে কত দিন পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিল, তাহা জ্ঞাতসার নয়, কিন্তু শেষে তাহারাও পরাভূত হইয়া তদ্দেশের এক কোণে আটকান ছিল। অনন্তর কতক গুলা সেখানহইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া স্বদেশে পলাইল, আর কতক বা ঐ দেশের দেশীয় লোকের সহিত মিলিত হইয়া রহিল।

মিশরনিবাসিরা ঐ শত্রুগণকে জয় পূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়া যেং দেশীয় রাজগণের প্রজা হইয়া রহিল, ক্রমেতে ঐ রাজাদের বিবরণ লেখা যাইতেছে। প্রথমে বুযাইরিস নামক যে রাজা তিনি তিবিস্ নগরেরপত্তন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পরে উসাইমণ্ডিয়সরাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, এবং তিনি এমন বিক্রমান্বিত ছিলেন, যে কাফরী লোকদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চারি লক্ষ পদাতিক ও বিশ হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রস্তুত করিলেন; আর অনেকং প্রাসাদ নির্ম্মিত করাইয়া আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক আপন মুখহইতে এই বাক্য নির্গত করিলেন, যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি আমার ঐশ্বর্য্যদ্বেষ্টা হয়, তবে মৎকর্ত্তৃক যে সকল কর্ম্ম হই-য়াছে তাহার মধ্যে একটা করিয়া উঠুক্ দেখি। এবং তিনি আপনার উপাধি রাজাধিরাজ রাখিয়া অনেক বারাণ্ডা ও মন্দির, এবং জঙ্গবর, এই সকলেতে ও আরং অনেক গৃহাদিতে মেম্ফিস্ নগর সুশোভিত করিলেন। এতদ্বিষয়ে তাহার একটা বিশেষ প্রশংসা এই, যে তৎ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে অট্টালিকাদি সে সকল বৃহৎ এবং সৌন্দর্য্যযুক্ত ছিল। তাহার পূর্ব্বাপর রাজবর্গের এ রূপ ছিল না, কেননা সে সকল রাজাদের গৃহাদি প্রশস্ত এবং উচ্চ হইলেই হইত, কোন সৌন্দর্য্যের বিচার ছিল না। অপর তিনি এক পুস্তকাগার প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারে ইহাই মনের ঔষধ, এই লিপি সংস্থাপন করিলেন।

Several monarchs who succeeded him enlarged and embellished Thebes. Netocris was the first woman who wore the crown in Egypt. She received it from the Egyptians, who had deprived her brother of the regal power; but more vindictive than grateful, she began her reign by plunging into a dungeon the grandees who had deposed her brother, and raised her to the throne. She is described as beautiful, with fair hair, and an admirable complexion, but of a cruel disposition. She built one of the pyramids.

After her, twelve generations elapsed to Mæris, who dug the famous lake which bore his name. Many historians make him the immediate predecessor of the celebrated Sesostris. At the birth of his son, the father collected together all the male children born the same day, that they might be brought up and educated with him, persuaded that those who had been his companions and equals in his childhood, would, when he should arrive at mature age, become his faithful ministers and affectionate soldiers.

For a first expedition, his father sent him to clear Lybia from serpents and wild beasts; and to fight against the Arabs. This success inspired him with a desire to extend his conquests still further, and even were it possible, over the whole world. He began by securing the centre of his power. He endeavoured to gain the hearts of his subjects, by acts of liberality and clemency, pardoning all who had been guilty of rebellion, and paying the debts of insolvents. To this benevolence he added the most amiable affability, and provided for the safety of the

পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী কিয়ৎ সংখ্যক রাজ কর্তৃক ঐ তিবিয়
নগর অতি বিস্তৃত ও বিভূষিত হইল। পরন্তু মিশর দেশে স্ত্রী লোক-
দের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে নিটোকৃশ রাণী কি প্রকারে রাজত্ব ভার
পাইয়াছিলেন? না, সেখানকার প্রজা লোকেরা তাঁহার ভ্রাতাকে
সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঐ রাজ্ঞীকে রাজমুকুট দিয়া রাজ্যাভিষিক্ত
করিল। আর তিনি সুকেশেতে এবং গৌরবর্ণে ও অঙ্গ সৌষ্ঠবেতে
পরম সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল, তৎ
প্রযুক্ত যে রূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তাহা লেখা যাইতেছে।
যে সকল প্রধানং লোকের আনুকূল্যেতে রাজ্য পাইয়াছিলেন,
তাহাদিগকেই কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগি-
লেন। অপর মিশর দেশের মধ্যে যে কতক গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত
বৃহৎ২ স্তম্ভ আছে, তাহার মধ্যে একটা তৎকর্তৃক নির্ম্মিত ছিল।

পরে এই রাজ্ঞী অবধি করিয়া মিরিষ নামধেয় রাজা পর্য্যন্ত
দেশ পুরুষ ছিল, এবং মিরিষ নামে যে হ্রদ তাহা ঐ মিরিষ রাজা
কাটাইয়া স্বনামে খ্যাত করেন। আর অনেক ইতিহাসবেত্তারা
কহিয়াছেন, যে তিনিই খ্যাত্যাপন্ন সিষোস্ত্রীশ নামক রাজার অব্য-
হিত ঊর্দ্ধ্বাধিকারী ছিলেন। অপর তাঁহার পুত্রের জন্ম দিবসে যত
বালক জন্মিল, তিনি সেই সকলকে আনয়ন পূর্ব্বক আপন সন্তানের
সহিত রাখিয়া দিলেন, কেননা তাহারা যেন সমভাবে প্রতিপালিত
ও শিক্ষিত হয়; ইহার ভাব এই, যে তাহারা বাল্য কালাবধি একত্র
থাকিয়া সখ্য হইলে যৌবনাবস্থায় যখন তাঁহার পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত
হইবে, তখন উহাদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কেহং
বা রাজপ্রিয়ক সৈন্য হইবে।

সিষোস্ত্রীশ রাজা পিতার অনুমতি ক্রমে লিবিয়া দেশের সর্প ও
হিংসুক জন্তু সকল নষ্ট করিতে এবং আরবি লোকের সহিত সংগ্রাম
করিতে প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার এমনি শুভ যাত্রা
হইল, যে তৎ কর্ম্ম সফল করিয়া অন্যং দেশ জয় করিতে ইচ্ছুক
হইয়া মনে২ এ প্রকার সাহস করিলেন, যে পৃথিবী মণ্ডল একাকী
জয় করিতে পারি; অতএব নিজ রাজ্যের স্থৈর্য্য করিতে তাবৎ প্রজা
যখন তাঁহার অনুগত হইয়া থাকে, এতদর্থে দান ও লোকের প্রতি
অনুগ্রহ প্রকাশ, এবং উপদ্রবিদের অপরাধ ক্ষমা, আর খাতকদিগকে
নিজ ধনদ্বারা খালাষ করা, ও নিরভিমানী হইয়া আপামর সাধারণ

country, by establishing in it thirty-six governors, under the regency of his brother.

Convinced that the strength of armies consists in unison and honour, Sesostris instituted, both by land and sea, military orders formed of the most select among his subjects. At the head of these brave men, sometimes in fleets which covered the Indian and Mediterranean seas, and sometimes with armies, which traversed the countries from the banks of the Ganges to Thrace, he continued his conquests, and erected in several places columns, which were to be seen long after his decease. They bore this inscription: "Sesostris, king of kings, and lord of lords, subjected this country by the power of his armies." After an absence of nine years, which he had passed in extending his conquests, Sesostris returned to Egypt, dragging in his train a multitude of slaves. Armais, or, as others call him, Danaus, his brother, who had now been accustomed to command, attempted the life of the king, who escaped, as if by a miracle, from the flames prepared to destroy him. He contented himself with banishing the criminal, who retired to Greece. Sesostris employed the remainder of his days in fortifying and embellishing Egypt.

He was tyrannical toward those he conquered, if we may judge of the manner in which he conducted himself towards captives of the common class by that in which he treated their kings, whom, from time to time, he caused to be harnessed, to draw his chariot. One day observing that one of these unhappy princes frequently turned his head, and with a melancholy

সকলের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার করা, এই সকলেতে রত ছিলেন। আর ছত্রিশ জনকে রাজ্যাধ্যক্ষ করিয়া তাহাদের উপর আপন ভ্রাতাকে কর্ত্তা করিয়া দিয়া আরবার যুদ্ধ করিতে চলিলেন।

আর সম্মান পাইয়া এক বাক্যতায় থাকিলে সেনাগণের যে পরাক্রম বাড়ে সিষোস্ত্রীশ রাজা ইহা স্থির জানিয়া জল ও স্থলস্থ যত সৈন্য ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান২ ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া বিশেষ২ সেনাধ্যক্ষতা পদে নিয়োগ পূর্ব্বক দল সংস্থাপন করিলেন। আর তাঁহার সৈন্য সমূহের কথা কি বলিব, জলেতে এত অসংখ্য লোক ছিল, যে তাহাদের জাহাজ সকলেতে সমুদ্র প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরে রাজা সর্ব্বোপরিস্থ অধিপতি হইয়া কখন হিন্দী সাগরে, ও কোন সময়ে বা ভূমধ্য সাগরে, এবং কালক্রমে থ্রেস্ দেশাবধি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে২ তাবৎ শত্রু নিকটে বিজয়ী হইয়া দেশ প্রদেশের স্থানে২ জয় চিহ্নস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া তদুপরি ভাগে লিখিয়া দিলেন, যে সিশোস্ত্রীশ রাজাধিরাজ ও প্রভুদের প্রভু, আপন ভুজবলেতে এতদ্দেশ পরাভূত করিলেন। সেই স্তম্ভ গুলা তম্মরণের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল। এই রূপে তিনি নয় বৎসরের মধ্যে বহু দেশ অধিকৃত করিয়া সেই ২ স্থান হইতে অনেক লোককে দাস করিয়া লইয়া যৎকালে মিশরে পুনশ্চ বাহুড়িয়া আইলেন, তৎকালে তাঁহার ভ্রাতা আরমাইস কিম্বা দানোজ যাহাকে বলে, যে তাঁহার দেশান্তর গমন করাতে রাজত্ব চালাইতেছিল, সেই ঐ শিষোস্ত্রীশের বধেচ্ছুক হইয়া যে সময়ে রাজা শয়নাগারে ছিলেন, সে সময়ে ঐ গৃহে অগ্নি প্রদান করিল; কিন্তু ঈশ্বরের ঘটনাতে রাজা পলাইয়া প্রাণধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি ঐ প্রাণদণ্ডেচ্ছু ভ্রাতাকে দণ্ডান্তর প্রদান না করিয়া দেশান্তরে দূর করিয়া দিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তি য়ুনানি দেশে গিয়া রহিল; পরন্তু এখানে রাজা যে কাল পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে মিশর দেশ দুর্গেতে শক্ত ও বিভূষিত করিলেন।

শিষোস্ত্রীশ রাজার পরাজিত রাজগণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার ছিল, তাহার উপর দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারে, যে আর ২ সাধারণ পরাভূত ব্যক্তিদের প্রতিও নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন। দেখ, কোন সময় তিনি ঐ রাজাদিগকে অশ্ব সাজাইয়া আপন রথেতে যুড়িয়া বেড়াইতেন। তাহাতে এক দিবস তাহাদের মধ্যে এক

and thoughtful countenance, fixed his eyes on the wheels, he enquired of him why he did so: "O king," replied the royal slave, "the revolution of the wheel reminds me of the vicissitudes of fortune: every part of it is by turns at the top, and at the bottom. Such is the lot of men: to-day they may be seated in a throne, and to-morrow reduced to the most ignominious slavery." This just reflection made such an impression on the monarch, that he discontinued his proud and insulting practice. In his old age he became blind, and killed himself.

To several other Egyptian kings, of whom the last was a tyrant, succeeded Actisanes, an Ethiopian, whom the Egyptians had themselves called to the throne. He was a rigid enforcer of justice. His severity peopled Rhinocolura, the most remote city in the country between Syria and Egypt, in a fertile soil, but with no water except what was extremely salt and bitter. To this place he sent robbers, for whom he made the strictest search, after having first stigmatized them with an indelible mark of ignominy, by cutting off their noses. Necessity, the mother of invention, taught them the art of making snares with reeds, with which they took quails that migrated into that country at certain seasons.

Mendes, his successor, who was raised to the throne by election, built the labyrinth. After an anarchy of five generations, Menes, of obscure birth, was advanced to the regal dignity.

জন দাস ভূপ চিন্তিত ও ম্লান বদনেতে ঘাড় বাঁকাইয়া এক দৃষ্টিতে রথচক্র বারম্বার দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে সিষোস্ত্রীশ রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কি জন্যে এমন করিয়া চাকা দর্শন কর? তাহাতে তিনি এই উত্তর দিলেন, যে হে মহারাজ, এই চক্রের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, যে চক্রস্থ কাষ্ঠ যেমন নীচে পড়িতেছে, পুনরায় ঐ কাষ্ঠ উপরে উঠিতেছে, তেমনি জানিবা মনুষ্যের অবস্থা। দেখ, অদ্য সিংহাসনোপবিষ্ট রাজ সম্ভ্রম যুক্ত যে ব্যক্তি সেই আর বার কল্য দাসত্ব ও অপমান প্রাপ্ত হয়। এই হিতোপদেশ বাক্যেতে মহারাজ নম্রচিত্ত হইয়া তদবধি ঐ দম্ভ ও অপমানের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। পরে ঐ সিষোস্ত্রীশ রাজা বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইলেন।

তৎপশ্চাৎ যাহাদের মধ্যে অন্তিম রাজা বড় উপদ্রবী ছিল, এমন মিশরীয় অনেক রাজা গত হইলে মিশর দেশস্থ লোকেরা কুশ্ দেশোদ্ভূত যে একটাইশনিস্ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল; তাহাতে তিনি দেশে যেন কোন প্রকারে অন্যায় না হয়, এতদর্থে উৎকৃষ্ট রূপে দেশ শাসিত করিয়া মিসর ও সিরিয়া এই উভয়ের মধ্যান্বিত অথচ মিশরের প্রান্তভাগ যে রিনোকলুরা নামক নগর, তাহা লোকেতে পরিপূর্ণ করিলেন; সে কি প্রকারে, না যত্নেতে নানা অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেশ প্রদেশের ডাকাইত ধরিলেন, এবং তাহাদের চিরস্থায়ী অপমান সূচক নাসিকাচ্ছেদন রূপ দণ্ড প্রদান করিয়া ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, সেখানকার ভূমি সকল উর্ব্বরা কিন্তু জল অতিশয় লবণাক্ত ও তিক্ত। অনন্তর সমস্ত উপায় দেখানে যে দুর্দশা সে তাহাদিগকে শরদ্বারা পক্ষি মারণের উপায় শিক্ষাইল, তাহাতে তাহারা সময় বিশেষে তদ্দেশাগত যে বাটুয়া পক্ষি সকল, তাহাদিগকে মারিয়া ভোজন পূর্ব্বক প্রাণ ধারণ করিল।

একটাইশনিসের পর মেণ্ডিষ নামক ব্যক্তি মিশরীয় লোক কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া রাজ পদস্থ হইলেন। পরে যাহাতে ঘুরাণ ফিরাণ পথ সমস্ত আছে, এমন এক বৃহৎ বাটী বিশেষ প্রস্তুত করিলেন। এই রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দেশ অরাজক হইয়া রহিল, পশ্চাৎ মেনিশ নামধেয় এক জন নীচ জাতি রাজ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন।

Remphis, his successor, or, as he likewise called, Rhamsinitus, was extremely avaricious, and caused a strong fortress to be built, in which to keep his treasures. He believed it to be inaccessible; but on visiting his riches, he found them continually diminish. The cause of this diminution was as follows: The architect who built the treasury, had placed one stone so artfully, that a single man might remove and replace it without its being perceived, and thus enter and carry away what he pleased. The builder, when dying, disclosed this secret to his two sons, who made that use of it, which the king perceived by the diminution of his treasures. The king, therefore, placed snares around the vessels which contained the gold. The robbers, not suspecting any danger, came as usual. The foremost of them was taken, and perceiving that his escape was impossible, desired his brother to cut off his head, and carry it away with him, that he might not be compelled to discover his accomplice. His brother complied with his request; and the king, the next day, found only a body without a head from which he could obtain no information.

After eight other monarchs, Cheops ascended the throne, and built the great pyramid, and was succeeded by Mycerinus.

Genephactus is the king placed the next after Mycerinus. He is celebrated for his temperance, th

মেনিশের উত্তরাধিকারী যে রেম্‌ফিস্‌ কিম্বা রেম্‌সিনাইটস্‌ যাহাকে বলে তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, এই হেতুক অর্থসঞ্চয়াপনার্থে একটা শক্ত দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া অনুমান করিলেন, যে কাহারো ক্ষমতা নাই যে এখানে আইসে। তখন আপনার সুবর্ণাদি ধন লইয়া ঐ স্থানে রাখিলেন। পরন্তু এক দিবস তথায় গিয়া দেখেন, যে পূর্ব্বাপেক্ষা মুদ্রাদির অল্পতা হইয়াছে। ইহার বীজ এই, যে রাজ মিস্ত্রি কর্ত্তৃক ঐ ধনভাণ্ডার গ্রথিত হইল সেই এক খান বৃহৎ প্রস্তর এমন কল করিয়া সেখানে স্থাপিত করিয়াছিল, যে এক জনে তাহা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বাহির হইয়া পুনরায় তদ্রূপে রাখিতে পারে, যাহাতে অন্য কাহারো সন্ধান পাইবার সঙ্গতি ছিল না; সেই প্রকারে ঐ মিস্ত্রি ধনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া চুরি করিত। পরে আপন অন্তিম কালে ঐ গুপ্ত কথা দুই পুত্রকে জানাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর তাহার সন্তানেরাও আপন পিতৃ ব্যবসায় চালাইতে লাগিল, ইহাতে রাজা ধনের অল্পতা দেখিয়া অবশ্য কেহ আমার বিত্তাপহরণ করে, ইহা জানিয়া ঐ ধনঘড়ার চতুষ্পার্শ্বে ফাঁদ পাতিয়া রাখিলেন; পশ্চাৎ ঐ দুই জন চোর নিয়মানুসারে নিঃশঙ্ক হইয়া তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র প্রথমাগত ব্যক্তি ফাঁদে পড়িয়া বদ্ধ হইল, এবং পলাইবার কোন উপায় না দেখিয়া আপন ভ্রাতাকে কহিল, যে হে ভাই, আমার মস্তক চ্ছেদন করিয়া লইয়া পলায়ন কর; কেননা ইহাতে কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না; অতএব তোমার উপরেও কোন আপদ ঘটিবে না। এই কথা শ্রবণেতে উহার ভাই ভীত হইয়া তদ্রূপ করিয়া প্রস্থান করিল। তৎ পর দিনে ভূপতি সে স্থলে আগমন করিয়া দেখিলেন, যে একটা ছিন্ন মস্তক শরীর পড়িয়া আছে, তাহাতে তদ্বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

রেম্‌ফিস রাজার পরে আট জন রাজার অধিকার-গত হইলে যাহার নাম খিয়োপস তিনি রাজত্ব পাইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, এবং মিসর দেশে যে কতক গুলি বৃহৎ ২ চতুষ্কোণ স্তম্ভ স্থাপিত আছে, তাহার মধ্যে একটা তিনিও নির্ম্মাণ করান, ও তাঁহারি উত্তরাধিকারী ছিলেন মাইখিরাইনস্‌।

ঐ মাইখিরাইনস্‌ রাজার অধিকারের পর ইতিহাসানুক্রমে জেনিফাক্‌টস্‌ রাজার বিবরণ লেখা যাইতেছে। তিনি পরিমিতাহারে

ove of which he acquired by an accident. In an expedition which he made against the Arabs, his army wanting provisions, was obliged to feed on the coarsest and most disagreeable aliments. He immediately conceived that the delicacies of the table might be dispensed with, and forbade them throughout his dominions. Any other person would have rather recompensed himself for the want he had suffered, by indulging in the plenty in his power.

His son, Bocchoris the Wise, merited that title by his useful institutions. His successor, Orychis, framed the law respecting debts, by which the body could not be buried till they were paid. After him a succession of conquering, dethroned, and restored kings, shews a fermentation, which ended in a government of twelve kings.

These twelve kings having become masters of the country, took every possible means to secure their power; but the greatest difficulty was to guard themselves against the ambition of each other. After some time, eleven of them conspired against Psammetichus, and banished him to the marshes:—afterwards, having obtained foreign aid, he in return attacked and defeated them, and reserved the throne for himself alone. Psammetichus afterwards endeavoured to attach his subjects to him by mildness and generosity, without, however, entirely neglecting strangers,

সুখাত্যাপন্ন হইলেন, ঐ পরিমিত ভোজন যে ঘটনাতে হইয়া উঠিল, তাহার বিবরণ এই, যে তিনি আরবি লোকের সহিত সমর যাত্রায় প্রস্থান করিয়া তৎ স্থানে সুখাদ্য দ্রব্যাভাব প্রযুক্ত আপনি সসৈন্যে বিস্বাদ্ কদর্য্য সামগ্রী কিঞ্চিৎ কাল ভোজন করিলেন; তাহাতে রাজা অন্তঃকরণে স্থির করিলেন, যে সামান্য ভক্ষণেতেই যদি প্রাণ ধারণ হইতে পারে, তবে বিশেষ উৎকৃষ্ট ভোজনের প্রয়োজন কি? ইহাতে উত্তম ভোগের নিষ্প্রয়োজনতা জানিয়া আপনি তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন, এবং আজ্ঞা দিয়া অধিকারস্থ তাবৎ লোককেও নিবারিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার যশ ... কারণ এইটা হইয়া উঠিল, যে অন্য ব্যক্তি এমত বিপদগ্রস্ত ... পরে অতি ... সুভোজনেতে পূর্ব্ব ক্লেশ নিবারণ করিত, কিন্তু তিনি বিস্তর সুখাদ্য বস্তু পাইয়াও তাহা না খাইয়া ঐ রূপে কাল যাপন করিলেন।

ঐ জেনিফাক্টিসের সন্তান যে বখোরিষ তিনি রাজ্যাধিপতি হইয়া জ্ঞানবান্ নামে বিখ্যাত ছিলেন; কারণ এই, যে তৎ কর্ত্তৃক উত্তমোত্তম ব্যবস্থা সকল নিরূপিতা হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী আসাইখিষ যিনি ঋণবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম স্থাপিত করেন; সে নিয়ম কি প্রকার, না যে ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করিত, তাহাকে আপন পিতার মৃত দেহ বন্ধক দিতে হইত, পরে যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ ঋণ পরিশোধ না করিত, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার পিতৃ দেহের ও আত্ম দেহের কবর হইত না। এই আসাইখিষের পঞ্চত্ব হইলে পর কোন রাজা জয়যুক্ত কেহ বা রাজ্যচ্যুত কেহ২ বা রাজ্যাধিকারী হওয়াতে বহুকাল এই রূপে রাজ্যেতে উপদ্রব জন্মিল। অবশেষে এককালীন দ্বাদশ ব্যক্তির রাজত্ব প্রাপ্তি ও সিংহাসনাধিষ্ঠান হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত রাজ্যরীতি লুপ্ত হইয়া গেল।

ঐ দ্বাদশ ব্যক্তি রাজ্যাধিপতি হইয়া শক্তিক্রমে আপন২ পদ রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইল। আর তাহাদের পরস্পর এতদ্বিষয়ে বড় ভয় ছিল, যে ইহার মধ্যে কোন জন পাছে আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া রাজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করে। পরে কিঞ্চিৎ কাল গত হইলে একাদশ জন এক বাক্যতা পূর্ব্বক সামেতিকসের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দূর করিয়া দিল; অনন্তর ঐ ব্যক্তি অন্য কোন প্রবল লোকের সাহায্যেতে আপন রাজত্বহারক যে একাদশ ব্যক্তি তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করিয়া একাকী সিংহাসনো-

for whom he still testified the highest respect. He opened to them his ports, and made commerce flourish. He endeavoured to discover, the sources of the Nile, and was the first of the Egyptian kings who drank wine. Psammetichus, wishing to know which was the most ancient nation in the world, conceived this question might be determined by the first word pronounced by two children, whom he caused to be brought up without ever hearing a human voice. At the end of two months, these children pronounced the word *beccos*, which in the Phrygian language, signifies bread; and hence he concluded that the Phrygians were the most ancient people.

It is reported, that under Pharoah Necho, his successor, the Egyptians, guided by the Phœnicians, sailed out of the Red Sea by the straits of Babelmandel, directed their course towards the eastern coasts of Africa, doubled the Cape of Good Hope, and having passed the straits of Gibraltar, returned by the way of the Mediterranean to Egypt, where they arrived after a passage of three years.

While the fleets of Necho covered the Mediterranean and the Arabian Gulph, his land armies fought against the Medes and Babylonians, who had recently overthrown the Assyrian monarchy. He vanquished the former on the banks of the Euphrates; and triumphed over the Jews under Ahaz; but was himself subdued in his turn by Nebuchadnezzar, king of Babylon.

পবিষ্ট হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। পরে নম্রতা ও দানশীলতাতে আপন প্রজাদের সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত হইলেন, এবং বিদেশস্থ লোকদিগকেও হেয় জ্ঞান না করিয়া বরং তাহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক যে যেমন লোক তাহাকে তেমনি সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন। ও সচরাচর বাণিজ্য চলিবার জন্যে সমুদ্র তীরস্থ যে নগর, তাহাতে অন্য দেশীয় লোককে জাহাজ লইয়া গমনাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন; ইহাতে বাণিজ্য উত্তম রূপে চলিতে লাগিল। আর প্রথমতঃ নীল নদীর উৎপত্তিস্থান যে কোথা তাহার অন্বেষণ করিলেন, এবং মিসরাধিপতিদের মধ্যে তিনি মদিরা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। আর তাবদ্ভাষার মধ্যে কোনটা আদি ভাষা ইহা জানিতে এই উপায় স্থির করিলেন, যে দুইটা ছোট বালককে নির্জ্জনে রাখিব, যেখানে অন্য কোন মনুষ্যের শব্দ মাত্রও শুনিতে না পায়; তাহাতে যে ভাষা ঐ বালকেরা অগ্রে উচ্চারণ করিবে তাহাই হইবে আদি ভাষা, এই সুস্থির করিয়া তদ্রূপ করিলেন। শেষে দুই মাসের পর ঐ দুই জন বালক বেকোষ এই বাক্য উচ্চারণ করিল, ইহার অর্থ ফ্রিগিস্থ ভাষায় রুটী; ইহাতে তিনি নির্ণয় করিলেন, যে সকল হইতে ফ্রিগিয় লোক প্রাচীন।

উক্ত আছে, যে পূর্ব্বোক্ত রাজগণের উত্তরাধিকারী যে ফেরোনিকো, তাহার রাজত্ব ভোগকালীন মিশর দেশীয়েরা ফিনিকিয় লোকের সহায়তায় ভরসা পাইয়া জাহাজদ্বারা সুফ সাগরহইতে বাবেল মণ্ডল নামক যে এক ক্ষুদ্র নৌকা, তাহা অবলম্বন করিয়া আফ্রিকা দেশের উত্তরাঞ্চল বেষ্টন পূর্ব্বক উত্তমাশাখ্য অন্তরীপ বেড়িয়া জিব্রালতর নামক ক্ষুদ্র সৌতাদ্বারা মধ্যস্থ সমুদ্রে উপনীত হইল, তথায় তিনবৎসর গত হইলে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে পুনশ্চ প্রবেশ করিল।

তৎকালীন ফেরোনিকো নামক রাজার জাহাজ সমূহেতে মধ্যস্থ সাগর ও আরব মোহানা ব্যাপ্ত হইল, তৎকালীন তাঁহার সৈন্য সকল আসরীয় রাজ্যনাশক যে মিডীয় ও বাবেলীয় লোক, তাঁহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিল, তাহাতে ঐ রাজকর্তৃক ফরাৎ নদীর তীরে মিডীয় লোক পরাজিত হইল। পরে য়িহুদা আহাজ নামক রাজাকে পরাস্ত করিয়া শেষে নেবুখদনেজর নামে যে বাবেলের রাজা তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন।

We do not find that Psammes, his son, continued this war. He must, no doubt, have had a great reputation for wisdom, since the Greeks sent to consult him concerning the regulations of the Olympic games His first question was, "Are your own citizens, wh judge between the competitors, allowed to contend in the games?" It was answered, that they were "Then," replied he, "you offend against the law of hospitality, since it is natural for them to favou their fellow citizens more than strangers."

Apries, or Pharoah Hophra, was a warlike prince He continued or resumed the war against the Babylo nians, and employed great forces, both by sea an land, against the Tyrians, Sidonians, and Cypriot His artful policy deceived the Jews, whom he engage in a war against Nebuchadnezzar, the emperor o Assyria. He afterwards abandoned them; but suf fered, as a punishment, an insurrection in his ow kingdom. He had offended his army, which after defeat, accused him of having been rashly expos and deserted. Amasis, one of his officers, put him self at the head of the malcontents. Apries em ployed against him an army of foreigners, who no withstanding their bravery, were beaten, and Apri fell into the hands of the conqueror.

Amasis wished to save the monarch; but the peop being furious in their enmity, obliged him to put h to death, and he was strangled. Amasis was of me

অনুমানে জ্ঞান হয়, যে কেরোনিকোর পুত্র যাঁহার নাম পস
ম্ব তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পিতৃকৃত সমরে নিরস্ত হইলেন।
র তিনি যে জ্ঞানবান্ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; এতদ্বিষয়ে অতি
াত্যাপন্ন ছিলেন, যেহেতুক য়ুনানী লোক রাজনির্ণীত আলিম্পিক
মে যে খেলা, তাহার নিয়মের উপদেশ গ্রহণার্থে তৎসমীপে এক
ত প্রেরণ করিলে পর, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এ
গরায় যাহারা মধ্যস্থ হইয়া বিচার করে, তাহাদিগকে সেই খেলা
েতে দেও কি না? ইহাতে দূত উত্তর প্রদান করিল, যে হাঁ,
াহারাও ঐ খেলা করে বটে। তখন রাজা কহিলেন, যে তাহারা
ে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, কেননা পরকে আত্ম তুল্য দেখিতে হয়
ই যে কর্ম্ম, তাহার ব্যাঘাত করে; তাহার বীজ এই, যে ব্যক্তি যৎ
র্ম্মেতে মধ্যস্থাচরণ করে সে যদি আপনি তৎকর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয়
বে স্ব দেশস্থ লোকের প্রতি পক্ষতা হইতে পারে।

আপ্রাইস, কিম্বা ফেরোহহ্প্রা যাহাকে বলে, তিনি অতিশয় যুদ্ধ
িপুণ হইয়া বাবেল দেশীয় লোকদের সঙ্গে যে সমরে পসামিয নিবৃত্ত
হলেন, তাহাতে তিনি পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সোর ও সীদন
ার সিপ্রিওট লোকের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য সমুদ্রপথে ও ভূমি
থে যুথে২ পাঠাইলেন। পরে বাবেল দেশাধিপ যে নীবূকদনেসর
াহার বিরুদ্ধে য়িহুদীদিগকে সংগ্রামে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ
াহাদিগকে প্রতারণাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলেন, কিন্তু আপন দেশে উৎপ-
ন হওয়াতে এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন। আর নিজ
সন্যগণকে বিরক্ত করিয়াছিলেন, এতন্নিমিত্তে তাহারা এক প্রক
রাপ্ত হইয়া তাঁহার এই প্রকার অপবাদ দিল, যে তিনি আমাদিগকে
ঙ্কর যে যুদ্ধ ভূমি তাহাতে সংস্থাপিত করিয়া ছাড়িয়া গেলেন।
ার আমাসিয নামক যে তাঁহার এক জন সৈন্যাধিপতি ছিলেন,
িনি ঐ সকল ক্রুদ্ধ সৈন্যের কর্ত্তা হইলে পর আপ্রাইস তাহাদের
রুদ্ধে অন্য দেশীয় সৈন্যগণকে নিযুক্ত করিলেন; ইহাতে তাহারা
হাপরাক্রমেতে যুদ্ধ করিলেও পরাভূত হইল, ও তিনি আমাসি-
যের হস্ত গত হইলেন।

আপ্রাইস রাজার প্রাণরক্ষার্থে আমাসিয়ের বিস্তর যত্ন ছিল, কিন্তু
লোকেরা তাঁহার বধেচ্ছু হইয়া অতিশয় শত্রুতা পূর্ব্বক গল দেশ
াপিয়া প্রাণ বাহির করিল। আর আমাসিয নীচ লোক ছিলেন, এবং

birth, and his life before he came to the throne had been licentious and criminal. He had supported his extravagance by robbery, and frequently could only extricate himself from the embarrassments into which this practice brought him by insolence and effrontery. His subjects sometimes failed in the respect due to him, at which he in general took but little offence. On one occasion, however, he determined to shew that he was not totally regardless of this want of reverence towards him, which he considered as drawn on him by the meanness of his birth. He caused a golden cistern, in which he used to wash his feet, to be made into an idol, which he placed in the most frequented temple of the city, where every one bowed down to it, and worshipped it. He then assembled his court, and thus addressed them: "The god you now adore was made of a vessel which served for the vilest uses. I, in like manner, was once a person in a low station, but now I am your king: forget not, therefore, the honour which is due to me."

His reign would have been uninterruptedly successful, had he not violently incensed against him Cambyses, king of Persia, as it is said, by refusing to give him one of his daughters, imagining that he only wished to have her for a concubine. The pride of the Persian was so much offended, that he raised a powerful army against the king of Egypt, and he induced his ablest general to revolt from him.

Amasis did not live to witness the victory of Cambyses: the scourge fell on Psammenitus, his son and successor. A single battle threw him into the power

রাজ্যাভিষিক্ত হওনের পূর্ব্বে অত্যাচারী ও দোষগ্রস্ত ছিলেন। আর চৌর্য্যবৃত্তিতে বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়া অপকর্ম্মেতে তাবৎ ব্যয় করিতেন, ইহাতে তিনি কতং বার বিপদ সাগরে মগ্ন হইয়া তাহা-ইতে কেবল অশিষ্টতা ও নির্লজ্জতাদ্বারা অনেকবার আত্মরক্ষা করিলেন, এবং কখনং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাবর্গে উপযুক্ত রাজ সম্মান প্রদান না করাতেও তিনি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন। এই রূপে কিয়দ্দিন গত হইলে পর তিনি ইহা স্থির করিলেন, আমি নীচ জাতি প্রযুক্ত ইহারা আমার উপযুক্ত সম্ভ্রম করে না, ভাল এতদ্বিষয়ে যে আমি যে নিতান্ত অমনোযোগ না করি, ইহা তাহাদিগকে জ্ঞাতসার করাইব; এই মনস্থ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, যে পাদপ্রক্ষালনাধার এক বৃহৎ স্বর্ণ পাত্র ভগ্ন করিয়া তাহাতে এক প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং নগরস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়ে রাখ; অনন্তরে তাহারা ইহা করিল; পরন্তু লোকেরা তথায় প্রস্থান পূর্ব্বক ঐ প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিনি আপন মন্ত্রিবর্গেকে এক এক করিয়া এতদ্বাক্য প্রকাশ করিলেন, যে তোমাদের এই ক্ষণের আরাধ্য দেবতা অতি নীচ কার্য্য পাত্রহইতে নির্ম্মিতা হইয়াছেন; সেই প্রকার আমিও পূর্ব্বে নীচ স্থানে পতিত ছিলাম বটে, কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের রাজা হইয়াছি; অতএব আমার উপযুক্ত সম্মান দিতে যত্নবান্ হও।

আর ইনি যদ্যপিস্যাৎ ফারসী দেশাধিপতি যে কেম্বাইসিস তাঁহার ক্রোধ না জন্মাইতেন, তবে ইহাঁর রাজ্য বহুকাল শ্রীযুক্ত হইয়া থাকিত, তাহাতে কোন ব্যাঘাত হইত না। আর ঐ ক্রোধের বীজ এই রূপ উক্ত আছে, যে তিনি আত্ম কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না, কেননা তিনি আপন মনেং বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে আমার কন্যাকে কেবল উপপত্নীর ন্যায় করিয়া রাখিবে; ইহাতে ফারসী দেশাধিপ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বিস্তর সৈন্য প্রস্তুত করিয়া ঐ মিশরের রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, এবং উহারি প্রধানং সেনাপতি সকলের ভেদ জন্মাইয়া তাহার প্রাতিকূল্যাচারে নিযুক্ত করিলেন।

কেম্বাইসিসের জয় হইবার পূর্ব্বে আমাসীষ প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এই সকল দুরবস্থা ঐ আমাসিষের উত্তরাধিকারি পুত্র যে সামিটস তাঁহার উপর ঘটিল। তিনি প্রথম বার সংগ্রামেতে,

of the Persians, and was attended with circumstances which it will be proper to relate, to shew the dreadful nature of reprisals.

The general who had abandoned the standard of Amasis, was named Phanes, and was a Greek. His soldiers remained faithful to the Egyptians, when their leader deserted, and knowing that he was in the Persian army, to give Psammenitus a proof of their attachment, took the children of Phanes, whom they had detained with them, led them to the army when ready to join battle, and, in sight of their father and his new friends, cut their throats over a vessel which received their blood, and drank it in the presence of the two armies. The conflict which ensued was dreadful: both parties were animated by rage and despair; but the Egyptians at length gave way, and fled to Memphis. Cambyses sent a herald to them to require them to surrender; but they, in a phrenzy of rage, tore the herald in pieces, and dragged his mangled body through the city. The Persians easily made themselves masters of the city. The punishment of the populace, who, perhaps, had alone been guilty of these enormities, fell upon the persons of elevated rank who had not restrained their fury.

Ten days after the taking of the city, the king of Egypt was dragged ignominiously into the suburbs, to act a part in one of the most dismal tragedies that can possibly be conceived. He was seated in an elevated place, when immediately his daughter appeared in the habit of a wretched slave, with a pitcher in her hand to draw water, the badge of the lowest servitude. She was followed by the daughters of the

পারসীদের হস্তে পতিত হইয়া পরাজিত হইলেন। আর তাঁহার পরাভব যে রূপে হইল, ও প্রতিহিংসা করিতে গেলে, মনুষ্য যে কি রূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, তাহা দেখাইতে এই ক্ষণে কহা যাইতেছে।

আমাসিষকে পরিত্যাগ করিয়াছিল যে ফানীষ নামক সেনাপতি, সে গ্রীক লোক ছিল; সে ব্যক্তি ত্যাগ করিলেও তাহার অধীন যে সৈন্য গণ মিশর দেশীয় লোকদের পক্ষে স্থির থাকিল; এবং তাহারা আপনাদের সেনাধ্যক্ষকে পারসীদের সৈন্য দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উভয় দলের সম্মুখ যুদ্ধ হইবার তাৎকালীন আপনারা যে পসামেনিটস্ রাজার পক্ষে স্থির আছে, তাহা জানাইতে ঐ সেনাপতির সন্তান গুলিকে লইয়া তাহার ও তাহার বন্ধু বর্গের প্রত্যক্ষে পাত্রের উপর ঐ বালকদের মস্তক রাখিয়া ছেদন পূর্ব্বক তৎপাত্রস্থ রক্তপান করিল। তৎপরে বড় ভয়ঙ্কর সমর হইয়া উঠিল, কেননা উভয় দলেই ক্রোধে এবং নৈরাশ্যতায় পরিপূর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু শেষে মিশরীয় লোকেরা পরাভূত হইয়া মেম্ফিষনামে নগরে পলায়ন করিলে পর, কেম্বাইসিষ এক দূতকে পাঠাইলেন, যে তুমি গিয়া বল, তাহারা যেন আমার শরণাগত হইয়া থাকে। তাহাতে তাহারা এই বাক্য শুনিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিত হইয়া ঐ দূতের অঙ্গ সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া তাহার মৃত দেহ নগর মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল; পরন্তু পারসীরা অনায়াসে সেই নগর অধিকার করিল। আর অনুমান হয়, যে এই ক্রূর কর্ম্ম কেবল ইতর লোকেই করিল, কিন্তু তাহার সমুচিত প্রতিফল উহাদের তৎকর্ম্ম করণে অনিবারক যে প্রধান লোক ছিল, তাহাদের উপরে ঘটিল।

নগর করতলস্থ হইলে দশ দিবসের পর ঐ স্থানের রাজা যে পসামেনিটস তাঁহাকে অপমানিত করিয়া নগরের প্রান্তভাগে লইয়া অপার দুঃখসাগরে মগ্ন করিল। কি রূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিল না, নগরস্থ অনেক বিশিষ্ট কুলোদ্ভূত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাকে একটা উচ্চস্থানে বসাইল, ও তাঁহার কন্যাদের দাসীবেশ ধরাইয়া একটা ঘট হস্তে প্রদান পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মানা করিল, কেননা ঘট হাতে দেওয়া অতি নীচ দাসীত্বের চিহ্ন ছিল। আর ঐ

greatest families in Egypt, all in the same servile at-tire and deploring, with loud lamentations, their unhappy condition. Their fathers, who had been placed with Psammenitus, burst into tears at the wretched sight. He alone, though ready to sink under his distress, shed not a tear, but only fixed his eyes on the ground. These females were followed by the son of Psammenitus and two thousand of the chief Egyptian youths, all with bits in their mouths, and halters round their necks. They were led to be sacrificed to the manes of the Persian herald who had been massacred. Psammenitus, as if in a state of stupefaction, never raised his eyes, while the Egyptians around him uttered the wildest exclamations of despair. But the monarch, who appeared so to suppress all signs of sensibility, perceiving among the crowd one of his intimate friends, whose exterior appearance exhibited every sign of the most extreme wretchedness, burst into a flood of tears, and struck himself on the head like one frantic. Cambyses enquired of him how he explained this difference of behaviour. "The calamities of my own family," observed he, "are too great to occasion tears to flow; but the sight of a friend reduced to distress, permits me to weep."

Reduced to a province of the Persian empire, Egypt became the perpetual nursery of seditions. Thus the richest and most flourishing of kingdoms, the depository of the arts and sciences, powerful in fleets and land forces, which had often given laws to the neighbouring countries, and extended its conquests to the most distant lands; celebrated for its attachment to its religion and its kings; the centre of commerce, from its position between two seas; inaccessible to invasions from the deserts which surrounded it, became the prey of factions and foreign invaders, and

রাজকন্যার পশ্চাদ্ভাগে মিশর দেশীয় প্রধান লোকদের কন্যাগণ উন্নত বেশ বিশিষ্টা হইয়া আপনাদের দুরবস্থা প্রযুক্ত রোদন ও শোকোক্তি করিতে লাগিল, ইহাতে পসামেনিটসের নিকটস্থ তাহাদের পিতৃগণ তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; কিন্তু রাজা দুঃখার্ণবে ডুবিয়া রোদন না করিয়া কেবল অধোদৃষ্টিতে রহিলেন। আর ঐ কন্যাসকলের পশ্চাতে পসামেনিটসের পুত্র এবং দুই সহস্র ভদ্র লোকের যুবা সন্তান, তাহাদের মুখ মধ্যে লাগাম ও গলদেশে রজ্জু প্রদান করিয়া মিশরীয় লোক কর্তৃক পূর্ব্ব হত যে পারসী তে, তাহার উদ্দেশে এই সকলের প্রাণ নষ্ট করিতে উপস্থিত করিল। তাহাতে মিশরাধিপতি মূঢ়ের ন্যায় কেবল অধোবদনে রহিলেন; কিন্তু চতুর্দ্দিক্‌স্থ মিশরীয় লোক বিলাপযুক্ত রোদন করিল। পরে চৈতন্যের লেশচিহ্ন হত যে ঐ রাজা, তিনি জনসমূহের মধ্যে মহা দুঃখ রূপ শূলেতে বিদ্ধ হৃদয় এই রূপ বাহ্য চিহ্নযুক্ত আপনার এক জন বিশিষ্ট বন্ধুকে দেখিবামাত্র হঠাৎ অত্যন্ত রোদন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় মস্তকে করাঘাত করিলেন। অনন্তর কেম্বাইসিস রাজা ইহা দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি পূর্ব্বে নীরব হইয়া ছিলা, কিন্তু এই ক্ষণে যে এইরূপ ব্যবহার করিলা ইহার বীজ কি? তাহাতে পসামেনিটস উত্তর প্রদান করিলেন, যে আমার এই সমস্ত পরিবারের অতিশয় বিপদ্দর্শনে উৎকট যে দুঃখোদয়, ইহাতে অশ্রুপাত নিবারণ করিল; কিন্তু শেষে এই অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত যে বন্ধু ইহাকে দেখিয়া রোদন করিতেছি।

এবম্প্রকার হওয়াতে মিশর দেশ পারসী রাজ্যান্তঃপাতি এক প্রদেশ হইয়া উপদ্রবের আধার হইয়া উঠিল। হায়২! দেখ দেখি, যে স্থান সর্ব্ব দেশাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সুশোভিত, আর শিল্প কার্য্য ও শাস্ত্রাদি বিদ্যার আকর; এবং জাহাজ সমূহ ও সৈন্যেতে বলবান্; অপর তন্নিকটবর্ত্তী যে নানা দেশ প্রদেশ, তাহার ব্যবস্থাপক ও অতি দূর দেশীয়দের দর্পহারক: আর রাজনীতি ও আরং [illegible] সকল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক রক্ষা করাতে অতিশয় সুখ্যাত্যাপন্ন: এবং [illegible]গরদ্বয়ের মধ্যস্থিত প্রযুক্ত বাণিজ্যের প্রধান স্থান, ও মরিভূ [illegible]রণ্যে বেষ্টিত হেতুক অনাক্রমণীয়; এমন উত্তম যে রাজ্য, সে অন্য দেশীয়ের আক্রমণেতে ও আপনাদের এক বাক্যতা না থাকাতে একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। আর এখন পর্য্যন্ত ও অন্য২ দেশীয়েরা

is now only visited by travellers as a country venerable for its ruins, and the remains of its former greatness.

QUESTIONS.

Section I.

Why are the Egyptians placed first in history?
When was their kingdom founded, and by whom?
How is Egypt divided?
By what countries is it bounded?
For what were the upper and middle parts remarkable?
What curiosity is found in the lower parts?
What is said of the Nile?
How does the country appear at different seasons?
How is it rendered fruitful?
What antiquities are found near the Cataracts?
What is remarked concerning the Grottoes?
What was the extent and use of the lake Mæris?
What is said concerning the Pyramids?
Where was the Labyrinth, and how was it formed?
What are the animals, birds, and plants, peculiar to Egypt?

Section II.

For what have the Egyptians been celebrated?
What was their government, and how were their kings educated?
How was the kingdom divided?
What was the character, dress, &c. of their priests?
How were their judges chosen?
What were some of their peculiar laws?
What was their religion?
How were their children educated?
What did they teach concerning the soul?

বল সেখানকার পুরাতন ভগ্ন বস্তু ও পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অবশিষ্ট
তা দেখিতে ঐ দেশে গমন করে।

প্রথমাধ্যায়ের প্রশ্ন।

ইতিহাসরচনাতে সকল দেশের প্রথমেতেই কেন মিশর দেশের
ঙ্গ করা যায়?
কোন সময়ে কে তাহার পত্তন করিলেন?
তাহার চারিদিকে যেং দেশ আছে সে সকলের নাম কি?
ঐ মিশর কয় অংশে বিভক্ত আছে?
মিশরের আদি ভাগে ও মধ্য ভাগে কিং পুরাতন সামগ্রী পাওয়া

তাহার শেষ ভাগে কিছু আশ্চর্য্য বস্তু আছে কি না?
নীল নদীর বিষয়ে কিং কহা গিয়াছে?
ঋতুতে ২ ঐ দেশের কেমন ২ আকার হইয়া উঠে?
ঐ দেশের সকল ভূমি কি রূপে উর্ব্বরা হয়?
নির্ঝরের কাছে কোনং পুরাতন বস্তু আছে?
উহার বিষয়ে কিং বলা গিয়াছে?
মিরীষ হ্রদের পরিসর কত, ও সে হ্রদেতে বিশেষ উপকার কি হয়?
মিশরের বিশেষ ২ স্তম্ভের বিষয়ে কিং উক্ত আছে?
ভুরনা ঘর কোথায়, ও তাহা কি প্রকারেই বা নির্ম্মিত হইয়াছে?
মিশরেতে কোনং বিশেষ জন্তু ও পক্ষী এবং বৃক্ষ মিলিতে পারে?

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রশ্ন।

মিশর দেশের যে এত সুখ্যাতি ছিল তাহার কারণ কি?
তদ্দেশীয়দের রাজত্ব ও রাজনীতির শিক্ষা কেমন?
ঐ রাজ্য কি প্রকারে বিভক্ত হইয়া গেল?
তাহাদের পুরোহিতগণের ব্যবহার ও বেশ কি রূপ ছিল?
সেখানকার বিচারকর্ত্তা কোন ২ নিয়মে নিযুক্ত হইতেন?
সে স্থানে যত বিধি ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ বিধি কিং?
তাহাদের ধর্ম্ম কি প্রকার?
তাহাদের বালকগণকে কি রূপে শিক্ষা করাইত?
জীবাত্মার বিষয়ে তাহারা কি বলিত?

How were their funeral ceremonies performed?

What was the state of the arts and sciences among them?

What was their knowledge and practice of physic?

In what state was commerce among them?

What was their language?

SECTION III.

Into how many periods is the history of their kings divided?

Who was their first king?

What people invaded Egypt?

Who reigned after the invaders were expelled?

Who was the first woman that reigned in Egypt?

For what was Mæris famous?

What were the qualities and exploits of Sesostris?

What was the character of Actisanes?

For what is Mendes renowned?

What was the vice of Remphis?

Who built the great Pyramid?

For what was Genephactus celebrated?

How did Psammetichus become king; and what was his conduct afterwards?

What expedition and wars were engaged in by Pharoah Necho?

Who was his son, and for what was he famous?

For what was Apries distinguished?

Who was his successor, and how did he try to exalt himself?

In whose reign, and in what manner was Egypt destroyed?

What is its present state?

তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কি রূপ রীতি ছিল?
তাহাদের শিল্পকর্ম্মে ও বিদ্যায় কেমন ব্যুৎপত্তি ছিল?
বৈদ্যক শাস্ত্রেতে তাহাদের কি প্রকার জ্ঞান ও ব্যবহার ছিল?
তাহাদের বাণিজ্য কি প্রকার?
তাহাদের ভাষা কেমন?

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রশ্ন।

মিশর দেশের রাজগণের ইতিহাস কয় অংশে বিভক্ত আছে?
সেখানে প্রথম কে রাজা হইয়াছিলেন?
কোন দেশের লোক মিশরের উপর আক্রমণ করিল?
ঐ আক্রমণ কারিরা বহিষ্কৃত হইলে পরে কোন ব্যক্তি রাজ্য ভোগ করিলেন?
মিশরের মধ্যে প্রথম রাণী কে?
মীরিষ রাজা কোন বিষয়ে খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন?
সিষোস্ত্রীষ রাজার কি গুণ, কি২ কর্ম্ম, আর দোষইবা কি ছিল?
আক্টিসানিষ রাজার ব্যবহার কি প্রকার ছিল?
মেণ্ডিষ রাজার সুখ্যাতি কোন বিষয়ে ছিল?
মেম্ফিষ রাজার কোন দোষ ছিল?
সকলহইতে বৃহৎ যে স্তম্ভ তাহা কে নির্ম্মাণ করাইল?
গেনিফাকটস কোন বিষয়ে খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন?
প্সামিতিকস কি প্রকারে রাজা হইলেন, আর তাঁহার আচরণ কেমন ছিল?
ফেরেনিকার জাহাজ যাত্রা ও যুদ্ধের বিষয় কি লেখা গিয়াছে?
তাঁহার পুত্রের নাম কি, ও কোন বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন?
আপ্রাইযের খ্যাতি কোন বিষয়ে ছিল?
তাঁহার উত্তরাধিকারী কে, আর কি প্রকারে আপনার সম্ভ্রম বাড়াইতে যত্ন করিলেন?
কোন রাজার রাজত্বের সময়ে, ও কাহাদ্বারা এবং কি প্রকারে মিশর রাজ্য নষ্ট হইল?
এইক্ষণে তাহার কেমন দশা হইয়া উঠিয়াছে?

REFLECTIONS.

Section I.

How greatly are we indebted to Divine Providence for the art of writing, by means of which, events which took place in remote ages of the world are presented to our view: nor ought we to be less grateful for the discovery of the art of printing, which enables us, at a small expense, to have these accounts in our own possession.

Various are the advantages to be derived from the study of history; amongst others, we are thereby led to amend our own lives. If a certain work be allotted to ten individuals, to be performed in rotation, he may be expected to fulfil his task the best whose turn is last, in as much as he has before him the example of the former nine: so in the study of history, whicl contemplates the characters of others, we are led to correct our own. Observing the actions which are there recorded, it is our duty to reject what is evil, and to adopt that which is good.

Whilst casting our eye on the ruins of Thebes, or of other ancient cities, and contrasting their present appearance with their former grandeur, we are naturally led to reflect on the transitory nature of earthly things. The founders of those cities, and their inhabitants, have long since perished; and so must we also after a few days or years, mingle our bodies with the dust.. How important, therefore, is it to prepare fo eternity!

The description here given of the Nile, tends t remind us of the wisdom and goodness of the Creator

উপদেশ কথা।

প্রথম অধ্যায়।

লিপি বিদ্যাবিষয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত, কি জন্যে না, তাহাতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি; আর ছাপা বিদ্যাতেও কৃতার্থ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক আমরা প্রত্যেক জন অল্প মূল্যে পাইতেছি।

ইতিহাস পুস্তক পড়াতে বিস্তর ফল দর্শে, তাহার মধ্যে একটা ফল এই, যে সেই সমুদয় বিবরণ পাঠ করিয়া আপনং ব্যবহার শুধরাইতে পারা যায়; ইহার প্রমাণ এই, যে কোন একটী কর্ম্ম যদি ক্রমে২ দশ জনকে করিতে বলা যায়, তবে সকলের শেষে যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করে সে যেমন পূর্ব্বের নয় জন অপেক্ষা উত্তম করিতে পারে, কেননা অগ্রে তাবতের ক্রিয়া দর্শন পূর্ব্বক দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া যাহাতে কোন দোষ না থাকে তাহাই করিতে যত্ন করে; তেমনি ইতিহাস পড়িলে এই খানি হইয়া উঠে, যে পূর্ব্বের লোক সকলের ব্যবহার জ্ঞাত হইয়া যাহাতে আপনার সু ব্যবহার হয় এই রূপ করিতে সচেষ্ট থাকে। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের মধ্যে যাহা২ কুৎসিত তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া উত্তম কার্য্য সমস্ত গ্রাহ্য করে।

থিবীস নামে নগর ও অন্য ২ প্রাচীন নগর এবং অট্টালিকা এই সকলের ভাঙ্গা কাঁতড়া দেখিয়া, আর ঐ সমস্তই বা কত বড় বৃহৎ ও ঐশ্বর্য্যান্বিত ছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া, পৃথিবীস্থ তাবদ্বস্তুর যে কেমন অচিরস্থায়িত্ব, ইহা আমাদের বোধ হইতেছে। দেখ, যাহারা ঐ ২ নগরের পত্তন করিয়াছিল, এবং যত লোক সেই ২ স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে; তদ্রূপ অল্প দিবসের পর আমাদের এই মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইয়া যাইবে; অতএব লোকান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য কি না।

অপর নীল নদীর কথা শ্রবণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার যে কেমন জ্ঞান ও কি পর্য্যন্ত দয়া, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে; আর

Rivers, which sometimes occupy a great extent country, are not less essential to our comfort and our existence, than is the dry land. Even inundation which appear calculated only to desolate a provinc become the means of its fertility and beauty. Th war and other dreadful calamities, in the hand of Pr vidence, not unfrequently are instrumental in intr ducing to a nation, knowledge, and happiness, ar peace.

On visiting Egypt, if, on the one hand, we are r minded of the perishable nature of worldly grandeu on the other, we are constrained to notice, how great superior is the capacity bestowed upon man to th of any other creature upon earth; and how surpri ing are the effects resulting from continued effort One stone being placed upon another, at length ris to a pyramid; and these pyramids, through the lap of so many ages, have stood uninjured. There a few things, it has been said, which are not attainab by persevering industry. Let us then no longer gi place to idleness, especially in youth, the mornin of our days, the season best fitted for exertion: l us arise and build, not a pyramid of stone—whic however it may attract our admiration, is yet a cum berer of the ground—but of science. Adding lesso to lesson, let us seek to acquire that knowledge b which we may become useful to society, and happ here and hereafter.

Section II.

In the estimation of those who judge correctly, th Egyptians will be commended, not so much on a

নদী সকল বিস্তর ভূমি যুড়িয়া থাকে বটে, তত্রাপি স্বল্প ক্ষেত্র যাদৃশ আমাদিগের জীবনোপায়ের ও স্বচ্ছন্দ রূপে থাকিবার প্রয়োজনক তাদৃশ নদীও জানিবা। দেখ, নদীর জলপ্লাবনের সময়ে প্রথমতঃ এমনি জ্ঞান হয়, যে ইহাতে দেশ একে বারে নষ্ট হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং সেখানকার সমস্ত ভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, ও তাহার সৌন্দর্য্য জন্মে, এ যেমন তেমনি কখন২ যুদ্ধও আর২ উৎকট দুর্গতিতে ঈশ্বরের কৌশলে মনুষ্যেরা শেষে জ্ঞান ও সুখ এবং স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

মিশর দেশের তাবৎ কথা শুনিয়া এই ভূমণ্ডলস্থ ঐশ্বর্য্যের যে কেমন অনিত্যতা তাহা বুঝা যাইতেছে; আর জগৎস্থ পশু পক্ষ্যাদি অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেমন উত্তম বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, আর নিরন্তর চেষ্টা করিলে যে কি পর্য্যন্ত ফল হইয়া উঠে, ইহা ও এক বার দৃষ্টি করিতে হয়। দেখ, প্রস্তরের উপর্য্যপরি প্রস্তর স্থাপন করাতে শেষে একটা পিরামিড অর্থাৎ বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ঐ স্তম্ভ কত শত২ বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি অদ্যাবধি সেই রূপ বিদ্যমান আছে। আর পূর্ব্বাপর এমনি একটা প্রথা আছে, যে অবিচ্ছেদে সাধন করিলে যে সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই প্রায় নাই; এই জন্যে বলি, আমরা যেন আলস্যকে কোন প্রকারে শরীরের মধ্যে স্থান না দেই। বিশেষতঃ, পরমায়ু হইয়াছে যে এক দিবস স্বরূপ, তাহার প্রত্যূষ সময় যে বালক কাল, তাহাতে গাত্রোত্থান করিয়া যেন স্তম্ভ গাঁথি; কিন্তু প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ নহে; কেননা ঐ স্তম্ভ লোকের চমৎকার বোধ হইলেও সে কেবল ভূমির ভার মাত্র; তবে কি না বিদ্যা রূপ স্তম্ভ গম্থন করিয়া এই রূপে উঠাই, যে পাঠের উপর পাঠ সংস্থাপন করিয়া যেন এমন বিদ্যা প্রাপ্ত হই, যাহাতে পরোপকার করিতে পারি, এবং ঐহিক পারত্রিকেও সুখী হইতে পারি।
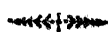
দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মিশরীয় লোক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি জন্যে না তাহারা যে বলবান্ ও বড় যোদ্ধা

count of their being a warlike and powerful people, as because of their love of science. We admire also the wisdom which characterizes several of their laws and customs, and which led them to prescribe habits of moderation and of industry even to their princes. Idleness is the parent of mischief. Let every moment of our time, therefore, have its appropriate employment, whether labour, study, or healthful exercise.

In every nation, mankind appear to have perceived the necessity of a ruler or rulers, in order to the right management of public affairs. And so is it needful for each individual to possess wisdom, whereby to regulate his dispositions and actions. He who has nc rule over his spirit, is as a city without walls; or, as a country without a king.

From what is said of their appointing judges, i would seem that the Egyptians were in a good measure sensible of the importance of a right administration of justice, and of the regard due to truth. Alas! hov much is it to be lamented, that in Bengal so many, even from their infancy, are accustomed to speak falsehood

Accompanied with a degree of light, we perceive however, the traces of much darkness. To refer to on only. To what purpose was it, to bestow so muc labour and expense on the embalming of dead bodies Let us rejoice that we live in a day more favoured— a day wherein the knowledge placed within our reacl whether it relate to things sacred or secular, is s much superior to that of Egypt.

SECTION III.

In endeavouring to trace the earlier periods of tl history of Egypt, as well as of several other countrie

ছিল এমন নয়, তবে কি না বিদ্যাপ্রিয়ও ছিল এ জন্যে, আর বুদ্ধিদ্বারা যে প্রকার কতক গুলি ব্যবহার ও বিধি ব্যবস্থা এবং রাজার প্রতিও যে রূপ নিয়মিত ও নিরালস্য ব্যবহার সুস্থির করিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের প্রশংসা করা যায়। আর তাবৎ আপদের মূল হইয়াছে আলস্য; অতএব নিবেদন এই, যে ক্ষণ মাত্রও আলস্য না করিয়া বিদ্যাভ্যাসে কিম্বা আর২ উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত।

বোধ হয়, সকল দেশীয় লোকেরাই জানিয়াছে, যে রাজ্য শাসনের জন্যে এক জন রাজার আবশ্যক বটে, এ যেমন তেমনি সকল লোকেরি জ্ঞানের আবশ্যক আছে, কেননা তদ্ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় জয় করিবার আর উপায় নাই। দেখ, যাহার মন বশতাপন্ন না হয়, সে ব্যক্তি ভগ্ন প্রাচীর নগর ও অরাজক দেশ এই উভয়ের তুল্য।

বিচারকর্ত্তাকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে কতক গুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে মিশর দেশের লোকেরা রাজ্যের ন্যায় বিচার করা ও সত্য কথা কহা যে কেমন উচিত কর্ম্ম; তাহা জানিত, ইহাতে এই বড় খেদের বিষয়, যে এতদ্দেশে প্রায় সকলেই বাল্য কালাবধি মিথ্যা বাক্য কহিয়া কাল যাপন করে।

আর মিশরীয় লোকের এত জ্ঞান ছিল বটে, কিন্তু স্থানে২ তাহাদের অনেক ভ্রান্তিও দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে একটা এই, যে মৃত মানুষের দেহ অবিকল রাখিতে বিস্তর ব্যয় ও শ্রম করিত, ইহার প্রয়োজন কি। তাহাতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় এই, যে মিশরীয়দের সময়াপেক্ষা আমাদের এই সময় ভাল, কারণ উহাদের যাদৃশ জ্ঞান ছিল, তাহাহইতে আমরা ঐহিক পারত্রিকবিষয়ে উত্তম জ্ঞান পাইতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়।

মিশর ও অন্য২ কতক দেশের পূর্ব্ব বিবরণ তত্ত্ব করিতে গেলে বোধ হয়, যে যদ্দিবসে গগণ মণ্ডল মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়, তদ্দিনে

we are reminded of the face of nature as seen on a cloudy and dark day. We can discern the landscape to a certain extent; but in stretching our view towards the horizon, we perceive it to be enveloped in fogs and mists. In the instance before us, kings and conquerors, together with their greatest achievements, lie buried in one common oblivion.

Instead of bestowing the chief praise on such as have been engaged only in a succession of wars and conquests, may we not be allowed to award it to those who, perhaps, unnoticed by the world, have been silently occupied in doing good, and who have conferred lasting benefits on posterity by devising improvements in agriculture, or in other branches of the peaceful arts. If that individual deserves well of his country who causes a blade of grass to grow where none grew before, let us not pass over the work of Menes, who, by the cutting of canals and directing the course of the Nile, rendered fertile a tract of land that once was a barren waste. Still more becoming is it, by opening the sources of intellectual improvement, and breaking up the springs of knowledge, to render the human mind, by nature inclined to evil, productive of wisdom and of virtue.

Owing to the navigation at the mouth of the river Hooghly being so extremely intricate, it is not without much difficulty that ships are enabled to make the port of Calcutta. It might be, a hundred vessels are searching for the passage, and yet must they wait till the pilot appears to conduct them on their way. Similar to this is the state of mankind. We are voyagers on the sea of life—all are in pursuit of one object, that is, *happiness*. Nevertheless, without a pilot without a directing hand from heaven, not one

এক স্থানে দাঁড়াইয়া দেশ দর্শন করিতে হইলে কিঞ্চিৎদূর দেখা যায়, কিন্তু অধিক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত হয় না, কেননা মেঘেতে ঘোর দেখায়, এ. যেমন তেমনি ঐ সকল দেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এক প্রকার অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ, তথাকার প্রধান ২ রাজগণ ও বীরবর্গ এবং তাহাদের কৃত যে বড় ২ কর্ম্ম এই সমস্তের বৃত্তান্ত প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, যে ব্যক্তিরা কেবল সংগ্রাম ও দেশ জয় করিয়া বেড়াইত তাহাদের সুখ্যাতি না করিয়া বরং যাহারা স্থির হইয়া উত্তম ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে ও কৃষি কর্ম্মের কিম্বা আর ২ হিংসা রহিত বিদ্যার স্ফূর্ত্তি করিয়া তাহার উপকার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি অনেকে মনোযোগ না করিলেও আমরা উহাদের প্রশংসা কেন না করি। আর যে স্থানে ঘাস মাত্র না থাকে, সেখানে যে ব্যক্তি এক তৃণাঙ্কুর জন্মায়, সে যদি প্রশংসা পাত্র হয়, তবে মিনিষ রাজার কার্য্যের প্রতি আমরা কি জন্যে দৃষ্টিপাত না করি; তিনি করিয়াছিলেন কি না অনেকে খাল কাটিয়া এবং নীল নদীর স্রোতঃ ফিরাইয়া যে ক্ষেত্র সমুদয় পতিত ছিল, তাহা উর্ব্বরা করিলেন। অপর তাঁহার এই সকল কর্ম্ম যদি উত্তম পদবাচ্য হইল, তবে যাহাতে উত্তরোত্তর বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইয়া উঠে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এমন উপায় সৃষ্টি করা আর স্বভাবতঃ দুষ্ট যে মনুষ্যের মন, তাহাকে ফলবান্ করা, অর্থাৎ কু কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া সু ক্রিয়াতে নিযুক্ত করা, এ সকল কেমন উত্তম কর্ম্ম!

আর গঙ্গাসাগর অঞ্চলে অনেক২ চড়া আছে, তৎ প্রযুক্ত গঙ্গার মোহানা দিয়া যে জাহাজের গমনাগমন সে অতি দুষ্কর; অতএব ঐ সকল জাহাজ কলিকাতায় অতি কষ্টে আসিয়া পৌঁছে। দেখ, এমন হইতে পারে, যে সেখানে এক শত জাহাজ আছে, কিন্তু পথ প্রদর্শক কর্ণধার ব্যতিরেকে এক খানা জাহাজও অগ্রসর হইতে পারে না। সেই রূপও পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যের দশা হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ, আমরা সকলেই ভবার্ণবে পড়িয়া সুখের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ইহাতে পরমেশ্বর পথ না দেখাইলে কেহই তাহা পাইতে পারিবে না। দেখ, ভ্রান্তি প্রযুক্ত সকলে পথ হারাইয়াছি, তাহাতে কতক গুলি লোক কহে, যে ধনী হইলে সুখী হয়, কিন্তু সে কথা যে অগ্রাহ্য ইহার প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছেন

"shall be able to find it. We mistake the road. Thus some may be ready to say, that to be great is to be happy." Let us contemplate the case of Sesostris, king of Egypt. He was possessed of riches, of honours, of pleasures—notwithstanding which, so far was he from having attained happiness, that in order to get rid of a life, the burden of which he was unable to endure, he laid violent hands on himself. Alas! he had mistaken his course. Happiness is to be sought for, not from without, but from within; not in the things of the world, but in the fear of God.

Again, it must be remarked, what a fatal tendency has prosperity to blind the understanding, and to generate pride in the hearts of men. How are we struck with indignation and pity at the words which he caused to be inscribed on the pillars erected to commemorate his victories!

By what is recorded in the concluding part of the history, we are led to recollect the reply made to king Sesostris by one of his royal captains, and which may be applied as well to kingdoms as persons. Egypt, once the most powerful, is now one of the least of the nations of the earth. The vestiges which still remain, serve only to point out to us its former greatness.

সিষস্ত্রীশ রাজা, যে হেতুক তাঁহার যথেষ্ট ধন ও সম্ভ্রম এবং আর ঐহিক সুখের বিস্তর সামগ্রী ছিল, তত্রাপি ঐ রাজার মনোমধ্যে এমন উৎকট দুঃখ ছিল, যে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে আত্মঘাতী হইলেন। হায় ২ সুখান্বেষণের বিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। ফল, সুখের চেষ্টা বাহ্য বিষয়ে না করিয়া অন্তরে করিতে হয়, কেননা সাংসারিক কোন বস্তুতে তাহা মিলে না, কিন্তু ঈশ্বর সবাতে পাওয়া যায়।

পুনশ্চ লিখি, ঐশ্বর্য্যেতে মনুষ্যের বুদ্ধি যে কেমন বিগড়িয়া যায় ও মনে ২ কি প্রকার অহঙ্কার জন্মে, ইহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। দেখ, ঐ রাজা জয়চিহ্ন সংস্থাপনার্থে স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে যে কথা লেখাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমাদের কেমন মনস্তাপ জন্মে।

এই ইতিহাসের শেষে যে কতক গুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে সিষস্ত্রীশ রাজাকে এক বন্দি রাজা চক্রস্থ কাষ্ঠের দৃষ্টান্ত দিয়া যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা এখন আমাদের মনে উদয় হয়। আর সেই কথা যেমন ব্যক্তির উপর বর্ত্তে তেমনি রাজ্যের প্রতিও খাটে, তাহার সাক্ষী দেখ। মিশর পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যহইতে এক প্রধান রাজ্য ছিল, কিন্তু এইক্ষণে যে কতক গুলি ভাঙ্গা গাতড়া পড়িয়া আছে, সে কেবল পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্যের স্মরণার্থক চিহ্ন মাত্র।

CHAPTER II.

F THE ASSYRIANS AND BABYLONIANS.

আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ।

CHAPTER II.

OF THE ASSYRIANS AND BABYLONIANS.

SECTION I.

Of the first Assyrian Empire.

THE Assyrian empire was one of the most potent in the universe. It is generally allowed that Nimrod was the founder of the first Assyrian empire, which subsisted, with more or less extent and glory, upwards of 1450 years, from the time of Nimrod to that of Sardanapalus, the last king. Nimrod was a great hunter, and in applying himself to this laborious and dangerous exercise, he had two things in view; the first was to gain his people's affection, by delivering them from the fury and dread of wild beasts; the next was to train up numbers of young people by this exercise of hunting, to endure labour and hardship, to form them to the use of arms, to inure them to a kind of discipline and obedience, and thus prepare them for more important enterprises.

The capital of this kingdom was Babylon. From this country, he went into that which has the name of Assyria, and there built Nineveh. This conqueror, having possessed himself of the provinces of Assur, did not ravage them like a tyrant, but filled them with cities, and made himself as much beloved by his new subjects, as he was by his old ones. Among other cities, he built one more large and magnificent than the rest, which he called Nineveh, from the name of his son Ninus, in order to immortalize his memory.

দ্বিতীয় ভাগ।

আশর ও বাবেল রাজ্যের বিষয়।

১ প্রথম অধ্যায়।

আশরীয় প্রথম রাজ্যের বিবরণ।

পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের মধ্যে আশর রাজ্য অতিশয় প্রধান ছিল। অনুমান হয় যে নিম্রোদ নামক রাজা এই প্রথম রাজ্যাধিকারের সংস্থাপক ছিলেন, এবং এই রাজা অবধি করিয়া সারদনাপালস্ নামে শেষ রাজা পর্য্যন্ত এক হাজার চারি শত পঞ্চাশ বৎসর ঐ রাজ্য মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত ছিল, কিন্তু কখন বা তাহার ন্যূনতাও হইত। আর নিম্রোদ অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন, কিন্তু আয়াস পূর্ব্বক এই সাহসিক কর্ম্ম করাতে তাঁহার দুইটি অভিপ্রায় ছিল। তাহার প্রথম এই, যে হিংসুক জন্তুর উপদ্রব ও ভয়হইতে আপন প্রজাং লোকদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের তুষ্টি জন্মান। আর দ্বিতীয় ঐ মৃগয়াদ্বারা অনেক যুবা পুরুষকে অস্ত্র শস্ত্রে পারগ করিয়া ও স্বীয় আজ্ঞা পালনে এবং শ্রম ও দুঃখ সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত করিয়া মৃগয়াপেক্ষা আরং ভারিং কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত করা।

এই রাজ্যের প্রধান নগর বাবেল। ঐ নিম্রোদ সেখানহইতে প্রস্থান করিয়া আশর নামক যে দেশ, তথায় গিয়া নিনিবী নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু এ জয়ি ব্যক্তি আশরের সকল প্রদেশ পাইয়াও একটা উপদ্রবির মত তাবৎ লুটপাট না করিয়া বরং স্থানে ২ সুশ্রেণী পূর্ব্বক নগর ও গ্রাম স্থাপিত করিলেন, তাহাতে পূর্ব্ব স্থাপিত প্রজাদিগের যেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন নূতন প্রজাদিগেরও তেমনি প্রিয়তম হইলেন। পরন্তু তাবৎ নগর অপেক্ষা যে নগর বৃহৎ ও মনোরঞ্জন, তাহা তিনি ভাল রূপে নির্ম্মাণ করিয়া আপন পুত্র যে নিনস্, চিরকাল তাঁহার স্মৃতি করাইতে ঐ যুবরাজের নামানুসারে নগরের নাম নিনিবী রাখিলেন।

Ninus, the son of Nimrod, or Belus, is considered by many historians as the founder of the Assyrian empire; and for that reason, a great part of his father's actions are ascribed to him. Having a design to enlarge his conquests, the first thing he did, was to prepare troops and officers capable of promoting his designs. And having received powerful succours from the Arabians his neighbours, he took the field, and, in the space of seventeen years, conquered a vast extent of country, from Egypt as far as India and Bactria, which countries he did not then venture to attack.

At his return, before he entered upon any new conquests, he conceived the design of immortalizing his name, by the building of a city answerable to the greatness of his power: he called it Nineveh, and built it on the eastern banks of the Tigris. Possibly he did no more than finish the work his father had began. His design was to make Nineveh the largest and noblest city in the world, and to put it out of the power of those that came after him, to build such another. Nor was he deceived in his views, for never did any city equal this in extent and magnificence: it was eighteen miles and three quarters in length; and eleven miles and one quarter in breadth; and consequently was an oblong square. Its circumference was sixty miles. The walls of it were an hundred feet high, and of so considerable a thickness, that three chariots might go abreast upon them with ease. They were fortified and adorned with a hundred towers, two hundred feet high.

After he had finished this prodigious work, he resumed his expedition against the Bactrians. His army is said to have consisted of 17,00,000 foot, 2,00,000 horse, and about 16,000 chariots, armed with scythes.

অনেক লোকের বিবেচনায় আইসে যে নিম্রোদের পুত্র নিনস্ ম্বা বিলস্ ইবা হউক আশরের প্রথমাধ্যক্ষ ছিলেন, তন্নিমিত্তে তাঁর পিতৃকৃত অনেক কর্ম্মের নাম তাঁহার নামানুসারে রাখা গিয়াছেল। পরে তিনি আপন রাজ্য বাড়াইতে ইচ্ছা করিয়া সেই অভিপ্রায় পরিপূর্ণ করিতে যেং সেনাপতি ও যে সৈন্যগণ প্যারগ, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর নিকটবর্ত্তী যে আরবীয় লোক তাহাদের আনুকূল্য পাইয়া স্থানান্তরে যুদ্ধার্থে চলিলেন, তাহাতে সতর বৎসরের মধ্যে নানা দেশ অর্থাৎ মিশর প্রভৃতি দেশ দমন করিলেন; কিন্তু হিন্দুস্থান ও ব্যাক্ট্রিয়া পর্য্যন্ত গিয়া এই দেশ আক্রমণ করিতে ভীত হইয়া তৎকালে ক্ষান্ত ছিলেন।

নিনস আপনার রাজধানীতে পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া আর কোন দেশ করতলস্থ করিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে এই স্থির করিলেন, যে আমি পরাক্রমের বাহুল্যেতে যদি এক বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট নগর বানাই তবে আমার সুখ্যাতি চিরকাল থাকিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া টিগ্রীষ নদীর পূর্ব্বতটে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম নিনিবী রাখিলেন; তাহাতে এই অনুমান হয়, যে তিনি তাঁহার পিতার আরব্ধিত কর্ম্মের কেবল নিষ্পত্তি করিলেন। আর নিনসের এই অভিপ্রায় হল, যে নিনিবী নগর সর্ব্বাপেক্ষা এমন উৎকৃষ্ট ও প্রধান হয় যে আমার কোন উত্তরাধিকারী যেন এরূপ না করিতে পারে। ইহাও যথার্থ বটে; কেননা এই নগরের মত মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত অন্য কোন নগর আর কখন হয় না। ঐ নগর চতুষ্কোণ, তাহা দীর্ঘে প্রায় নয় ক্রোশ এবং প্রস্থে ছয় ক্রোশ, সুতরাং উহার চারিদিকে ত্রিশ ক্রোশ; ও তাহার প্রাচীর পঞ্চাশ হাত উচ্চ, ও ওসার এমন প্রশস্ত যে তিন খান রথ তাহা দিয়া একেবারে যাইতে পারে। আর তাহা এক শত হাত উচ্চ এমন এক শত বুরুজাতে বিভূষিত ও রক্ষিত ছিল।

নিনস্ এই পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ব্যাক্ট্রিয়া দেশের লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। আর এই উক্ত আছে, যে তাঁহার সত্তর লক্ষ পদাতিক, এবং দুই লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য,

Ninus made himself master of a great number of cities, and at last laid siege to Bactria, the capital of the country. Here he would probably have seen all his attempts miscarry, had it not been for the diligence and assistance of Semiramis, wife to one of his chief officers, a woman of great sagacity, and peculiarly exempt from the timidity of her sex. It was Semiramis that directed Ninus how to attack the citadel; and by her means he took it, and thus became master of the city, in which he found immense treasure. The husband of Semiramis having killed himself, to prevent the effects of the king's threats and indignation, who had conceived a violent passion for his wife, Ninus married her.

After his return to Nineveh, he had a son by her, whom he called Ninyus. Not long after this he died, and left to the queen the government of the kingdom. She, in honour of his memory, erected a magnificent monument, which remained a long time after the ruin of Nineveh.

Semiramis applied all her thoughts to immortalize her name, and to cover the meanness of her extraction by the greatness of her enterprises. She proposed to herself to excel all her predecessors in magnificence; and to that end, she undertook the building of the mighty Babylon; in which work, she employed two millions of men, who were collected out of all the provinces of her vast empire. Some of her successors adorned that city with new works and embellishments, till it became the wonder of the world.

The principal works which rendered Babylon so famous, were the walls of the city, the gates, and the bridge, the lake, and canals, the palaces, and the temple of Belus; works of such magnificence, as can scarcely be conceived.

যে রথের চাকাতে বড় ২ ছোরা থাকে এমন ষোল হাজার
এই সকল ছিল। পরে তিনি বিস্তর নগর জয় করিয়া
শের প্রধান নগর যে ব্যক্‌ট্রিয়া তাহা সসৈন্যে ঘেরিলেন,
ন্তু তাঁহার এক জন সেনাপতির যে স্ত্রী ছিল সে বড় বলবতী ও
ত্যন্ত সাহসযুক্তা, তাহার নাম সিমিরামিষ্‌, সে যদি তদ্বিষয়ে
হার সাহায্য না করিত তবে বোধ হয় যে তিনি বিপদ
গরে মগ্ন হইতেন। আর সে করিয়াছিল কি, না যে২
পায়ে গড় আক্রমণ করিতে হইবে তাহা নিনস রাজাকে
জাইল, তিনি তদনুসারেই ঐ স্থান জয় করিলেন; এবং
গরাধিকারী হইয়া তাহাতে বিপুল ধন পাইলেন। অপর ঐ
র প্রেম রূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তাহার স্বামির প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ
লেন; অতএব উহার স্বামী রাজভয়েতে সেখানহইতে পলা-
য় আত্মঘাতী হইল, পরে রাজা ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন।
নিনিবী নগরে তিনি পুনরাগমন করিলে পর ঐ রাজার
ই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল, ঐ সন্তানের নাম নিনিয়স
য়া গেল, তাহার কিছু কাল পরে রাজা ঐ রাণীকে রাজ্য
র্পিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। পরে রাজ্ঞী তাঁহার স্মরং
র্থ ও সম্ভ্রমার্থে তাঁহার কবর স্থানে একটা বড় আশ্চর্য্য স্তম্ভ
নাইলেন, নিনিবী নগর উচ্ছিন্ন গেলে পরও সেটা অনেক
ল পর্য্যন্ত ছিল।
ঐ সিমিরামিষ্‌ রাণী কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা আপনার নাম
কর করিতে এবং নিজের পূর্ব্বের কুত্রতা ঢাকাইতে বড়
চিন্তিতা ছিলেন; অতএব আপনার পূর্ব্ব পুরুষের তাবৎ
র্ত্তি অপেক্ষা নিজের এক মহৎ কীর্ত্তি প্রকাশ করিবার জন্যে
বেল নামে এক বৃহন্নগরের পত্তন করিতে স্বকীয় রাজা-
তে বিশ লক্ষ লোককে নিযুক্ত করিলেন। আর ঐ রাণীর
রাধিকারিরা ঐ মহা নগর বিস্তীর্ণ এবং সুশোভিত করিয়া এমত

Babylon stood on a large plain; the walls were prodigious, being in thickness eighty-seven feet, and in height three hundred and fifty feet. The city was an exact square, each side of which was fifteen miles in length, which gave it a compass of sixty miles. The walls were built of large bricks, cemented together by a glutinous lime produced in that country. This lime formed so fine a cement, that the walls were as strong as though they had been composed of one entire rock.

These walls were surrounded without by a vast ditch full of water, and lined with brick-work on both sides. Of the earth that was dug out of it, the bricks were made with which the walls were built, and from the vast size of which, may be inferred the greatness of the ditch.

On each side of this great square were twenty-five gates, all made of solid brass: between these gates, at regular distances, were towers higher than the walls. From each gate, in a straight line to the gate directly over against it, there was a road a hundred cubits broad, and fifteen miles long; so that the whole number of the streets was fifty, each fifteen miles long. Besides these there were four other streets, which went round the four sides of the city next to the walls, and each of which was two hundred feet broad. By these streets, each crossing each other in this manner, the whole city was divided into six hundred and seventy-six squares, each two miles in circumference. Round the square on every side towards the street stood the houses, built three or four stories high, and beautified with all manner of ornaments. The ground in the middle of each square was occupied with gardens.

উৎকৃষ্ট করিল, যে শেষে পৃথিবীর মধ্যে ঐ ক্রিয়া আশ্চর্য্য রূপে গণিত হইল।

এই নগর প্রাচীর, দ্বার, সেতু, হ্রদ, খাল, রাজগৃহ, দেবমন্দির এই সকলেতে প্রসিদ্ধ ছিল। আর ঐ সমস্ত এমনি আশ্চর্য্য ছিল যে প্রায় তাহা কেহই নির্ব্বচিতে পারিত না।

বাবেল নগর এক মহামাঠের মধ্যে স্থাপিত ছিল, ও তাহার প্রাচীর অত্যাশ্চর্য্য, তাহা চৌষট্টি হাত চৌড়া ও দুই শত বত্রিশ হাত উচ্চ। আর সে নগর চতুরস্র, তাহার প্রত্যেক দিক্ সাড়ে সাত ক্রোশ লম্বা, সুতরাং চতুর্দ্দিকে ত্রিশ ক্রোশ আয়তন ছিল; ও সে অতিবৃহৎ আর ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত; এবং সে দেশে এক প্রকার আঠা জন্মে তাহাতে তাহার গাঁথনি ছিল, তৎপ্রযুক্ত সে প্রাচীর পর্ব্বতের মত শক্ত ছিল।

প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে জলেতে পরিপূর্ণ এক খাল ছিল, সেই খালের উভয় পার্শ্ব ইষ্টকের দ্বারা গ্রথিত। সেই খালের মৃত্তিকাতেই নগরের প্রাচীরের ইষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাতে বুঝ যে সে খাল কত বড়।

এই মহাচতুষ্কোণ নগরের প্রত্যেক দিকে পিত্তলময় পঁচিশ২ দ্বার ছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে স্থানে২ প্রাচীরহইতে ও উচ্চ দুর্গ সকল ছিল; আর প্রত্যেক দ্বারহইতে তৎসম্মুখবর্ত্তি দ্বারপর্য্যন্ত এক শত হাত চৌড়া ও সাড়ে সাত ক্রোশ লম্বা এমন সোজা এক রাজপথ ছিল, এই ক্রমে ঐ নগরের মধ্যে এই প্রকার পঞ্চাশটা রাজপথ ছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত চারিদিকে চারিটা বড় রাজপথ ছিল, সে প্রতি রাজপথ এক শত তেত্রিশ হাত চৌড়া। এই প্রকার পথদ্বারা ছয় শত ছেয়ত্তর চতুরস্র পল্লী ছিল; তাহার প্রত্যেক পল্লী চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পরিমিত, এবং ঐ প্রতি পল্লীর চতুষ্পার্শ্বে অতি সুন্দর গ্রথিত ও নানা ভূষণে ভূষিত এমন তেতালা ও চৌতালা বাটী ছিল। আর ঐ সকল পল্লীর মধ্যস্থলে কেবল উদ্যান।

A branch of the river Euphrates ran through the city, from north to south. On each side of the river was a high wall, of the same thickness as that which surrounded the city. In these walls were gates of brass, and descents by steps to the river, for the convenience of the inhabitants. These gates were always shut at night, which gave the city the appearance of a double town.

In the centre of the city, over the river was thrown a bridge of extraordinary magnificence: it was built with such wonderful art as to create a foundation sufficiently strong, in the bottom of a river which was sandy. The arches were made of huge stones, fastened together with chains of iron and melted lead. Before they began to build the bridge, they turned the course of the river, and laid its channel dry.

The lake and canals of the city were as magnificent as they were useful. On the sun's melting the snow on the mountains of Armenia, where the river Euphrates has its rise, there arose every year an increase of waters, highly disadvantageous to the inhabitants of the city and the surrounding country. To prevent the damage occasioned by this inundation, two canals were cut at a considerable distance above the town, which turned the course of these waters into the Tigris; and to secure the country yet more from the danger of these inundations, prodigious banks were raised on each side the river.

To facilitate the erection of these works, an immense lake was dug to the west of Babylon, forty miles square, one hundred and sixty in compass, and thirty-five feet in depth. Into this lake was the whole river turned till the work was finished, when it was made to flow back into its former channel. But that

ঐ নগরের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ ফরাৎ নামে নদী বহিত, ও সে নদীর উভয় তীরে নগরের প্রাচীরের মত চৌড়া প্রাচীর ছিল, আর সেই উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীরে পিত্তলময় দ্বার সমস্ত ছিল, এবং নগরস্থ লোকের উপকারের জন্যে তাহার বাঁধা ঘাট ছিল। রাত্রিতে সেই সকল দ্বার বন্ধ করিলে দুই নগর জ্ঞান হইত।

নগরের মধ্যে নদীর উপরে অতি সুন্দর এক সেতু ছিল। ঐ সেতু অত্যাশ্চর্য্য রূপে গ্রথিত হইয়াছিল, যেহেতুক নদীর তলায় বালি ছিল, ও তাহার খীলান শক্ত প্রস্তরেতে গ্রথিত, এবং লৌহ ও সীসা-দ্বারা পাতর সকল বদ্ধ। আর সেতু গাঁথিবার পূর্ব্বে ঐ নদীর শ্রোত অন্য পথে ফিরাইয়া গাঁথিয়াছিল।

নগরের নিকটে যে হ্রদ ও খাল কাটা গেল, সে অতিশয় আশ্চর্য্য, ও অত্যন্ত কর্ম্মোপযুক্ত। আর ফরাৎ নদীর উৎপত্তি স্থান যে আরমানী পর্ব্বত, তাহাতে গ্রীষ্ম কালে জমাৎ জল গলিয়া ঐ নদীতে বন্যা হইত, এই প্রযুক্ত নগরে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশে লোকদের কষ্ট হইত, তন্নিবারণার্থে নগরের উজানে কতক দূর দুই মহা-খাল কাটা গেল, ও সেই খালের দ্বারা বন্যার জল সকল তিগ্রিস নদীতে পড়িত, এবং বন্যার জল নদীর উভয় তীরস্থ দেশ নষ্ট যেন না করে, এই নিমিত্ত নদীর উভয় পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর গাঁথা গেল।

ঐ প্রাচীর গাঁথিবার কারণ বাবেল নগরের পশ্চিম ভাগে প্রত্যেক দিকে বিশ ক্রোশ পরিমিত ও তেইশ হাত গভীর ফলতঃ চারিদিকে আশী ক্রোশ আয়তন এমন এক হ্রদ কাটা গেল; এবং ঐ হ্রদের মধ্যে তাহারা ফরাৎ নদীর জল আনাইল, ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার ঐ জল ফরাৎ নদীতে আনাইল। কিন্তু বৎসরং বন্যা হইলে ফরাৎ নদীর দ্বার দিয়া বহিয়া নগর নষ্ট যেন না করে, এই নিমিত্ত সেই হ্রদ বজায় রাখিল। দেশের উপকারার্থে তাহার মধ্যে সমুদ্রের জল রাখিত, এবং অনেক প্রকার ক্ষুদ্রং খালদ্বারা সে জল চতুর্দ্দিকের ক্ষেত্রে দিত। অতএব ঐ হ্রদ হইতে দেশের দুই প্রকার

the Euphrates, in the time of its increase, might not overflow the city through the gate,* this lake was preserved, and the water received into it was kept all the year for the benefit of the country, and let out by sluices for watering the lands below it: the lake therefore was equally useful in defending the country from inundation, and in rendering it fertile. Some authors ascribe to Nebuchadnezzar the erection of these works, while others ascribe them to his daughter-in-law.

At the two ends of the bridge, on either side of the river, were two palaces, which had communication with each other by a vault built underneath the channel of the river at the time of its being dry. The old palace, which stood on the east side of the river, was three miles and three quarters in compass. The new palace, which stood on the west side of the river, was seven miles and a half in compass. It was surrounded with three walls, one within another. These walls, as well as those of the other palaces, were adorned with a variety of sculptures, representing all kinds of animals. In the new palace were the celebrated hanging gardens: they contained a square of four hundred feet on every side, and were carried aloft in the manner of several large terraces one above another, till the height equalled that of the city. The walls were sustained by vast arches raised one above another. On the top of the highest arch were laid large flat stones, sixteen feet long and four broad: over these was a layer of reeds, mixed with a great quantity of lime, upon which were two rows of bricks; the whole was covered with thick sheets of lead, upon which lay the mould of the garden. All this was contrived to keep the moisture of the mould from running through. The earth laid on this roof was so dee

উপকার হইল; যে বন্যা হইলে জল ঐ হ্রদে থাকিত ও উপরের দেশ ডুবাইত, ও বন্যা না হইলেও ঐ হ্রদের জলদ্বারা ক্ষেত্রে শস্যাদি জন্মিত। কেহ২ কহে যে নিবুকদনেসর রাজা এই সকল কর্ম্ম করিলেন, ও অন্যে কহে ঐ রাজার পুত্রবধূ ইহা করিল।

নগরের মধ্যে সেতুর উভয় পার্শ্বে দুই রাজগৃহ ছিল, তাহার এক রাজগৃহহইতে অন্য রাজগৃহে যাইতে ঐ নদীর নীচে দিয়া পথ ছিল, সে পথ নদীর শুষ্কতা দশাতে প্রস্তুত করা গিয়া ছিল। নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে যে প্রাচীন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দিকে দুই ক্রোশ। ও নদীর পশ্চিম পার্শ্বে যে নূতন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দিকে পৌনে চারি ক্রোশ। সেই নূতন রাজগৃহের চতুর্দিকে এক প্রাচীর অন্য প্রাচীরের মধ্যে এই রীতিক্রমে তিন প্রাচীর ছিল, ঐ সকল রাজগৃহের প্রাচীরের উপরে প্রস্তরে লিখিত নানা প্রকার জন্তুর আকার ছিল। নূতন রাজগৃহে অতিখ্যাত ঝুলান নামে উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যান চতুষ্কোণ, ও তাহার প্রত্যেক দিক্ দুই শত ছেশাট্টি হাত পরিমিত। আর তাহার গঠন এই রূপ ছিল, যে মৃত্তিকার উপরে খীলান করিয়া তাহার উপরে ছাত করিল। সেই ছাতের উপরে পুনর্ব্বার খীলান করিয়া তাহার উপরে ছাত করিল। এই মত খীলানের উপরে খীলান করিল, যে পর্য্যন্ত নগরের সমান হইয়া উঠিল। পরে সকলের উপরিস্থ খীলানের উপরে সাড়ে দশ হাত লম্বা আড়াই হাত চৌড়া এমত বড়২ পাতর রাখা গেল। পরে এক প্রকার আচাদ্বারা নল সংলগ্ন করিয়া বিছাইল, তাহার উপরে দোহারা করিয়া ইষ্টক গাঁথিল, তাহার উপরে অতিশয় শক্ত করিয়া সীসার দ্বারা মোড়াইল। উদ্যানের মৃত্তিকার রস গলিয়া না পড়নের কারণ এই সকল প্রক্রিয়া করা গেল। ছাতের উপরে এত মৃত্তিকা দেওয়া গেল, যে বটবৃক্ষ পর্য্যন্তও সেখানে আপন মূল দৃঢ় করিতে পারিত। আর সে উদ্যানে সকলহইতে বৃহদ্বৃক্ষ

that the greatest trees might take root in it; and wi
such the terraces were covered, as well as with a
other plants and flowers adapted to adorn a garde
Historians say that Amatus, the wife of Nebucha
nezzar, who was a daughter of the king of Media, ha
been much delighted with the mountains and garde
of that country; and as she desired to have somethi
like it in Babylon, Nebuchadnezzar, to gratify he
caused this prodigious edifice to be erected.

The fifth wonder of Babylon was the temple
Belus, which was a building half a mile in compas
and a furlong in height. It consisted of eight towe
built one above the other. The ascent to the top wa
by circular stairs on the outside, which turned eigh
times round the tower from the bottom to the to
Over the whole, on the top of the tower, was an ob
servatory, by the aid of which the Babylonians becam
more expert in astronomy than all other nations. Bu
the chief use for which this tower was designed wa
the worship of the god Belus, an image of whom wa
placed in it, forty feet high, composed entirely of gol
and valued at two crores and sixty lacks of rupee

This great city, built with such extraordinary mag
nificence, is now so completely destroyed, that it
difficult to discover the place where it stood. Of it
beautiful gardens, its massy walls, and magnificen
temple, scarcely one stone remains on another. Th
present inhabitants of the country are almost unac
quainted with its former magnitude, the records o
which are preserved among other nations.

Such were the chief works that rendered Babylo
so famous: the greater part of them are ascribed b
historical writers to Semiramis. That this enor
mous city might be erected with the despatch he

ও যাহার পত্র পুষ্পাদিতে উদ্যান শোভা পায়, সে বৃক্ষও রোপণ করা গেল।

ইতিহাসবেত্তারা কহে, যে নিবুকদ্‌নেসর রাজার স্ত্রী আমাতস্‌ মিদীয় দেশের রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি আপন দেশের পর্ব্বত ও উদ্যান দর্শনে উৎসুকা ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি বাবেল নগরে এই রূপ উদ্যান সন্দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিবুকদ্‌নেসর তাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত এই রূপ করিলেন।

বাবেল নগরে পঞ্চম আশ্চর্য্য বেল দেবতার মন্দির; সে চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত, এবং চারি শত আশী হাত উচ্চ। সে মন্দির আট তালা, ও তাহার গাত্রে লগ্ন সোপান ছিল, এবং সে সোপানদ্বারা চতুর্দ্দিকে আট বার প্রদক্ষিণ করিয়া উপরে উঠিতে হইত। আর মন্দিরের উপরে গ্রহ নক্ষত্রাদির দেখিবার স্থান ছিল, তাহার দ্বারা বাবেল নগরীয় লোকেরা অন্য সকল জাতিহইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিপুণ হইল। কিন্তু ঐ মন্দিরের মধ্যে বেল নামক দেবতার সংস্থাপন ছিল, আর ঐ দেবতায় স্বর্ণময়ী এক মূর্ত্তি সাতাইশ হাত উচ্চ ছিল, তাহার মূল্য দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা।

অত্যাশ্চর্য্য রূপ গ্রথিত যে ঐ মহানগর, তাহা এখন এমত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যে প্রায় তাহার নিদর্শনস্থানও নাই। এবং তাহার সৌন্দর্য্য যুক্ত উদ্যান, ও বৃহৎ প্রাচীর, ও ঐশ্বর্য্যশালি মন্দির, এই সকলের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরেও এখন দেখা যায় না। এবং সে দেশের লোকেরা এখন প্রায় জানে না, যে স্বদেশে পূর্ব্বে এই রূপ মহানগর ছিল, কিন্তু অন্য ২ জাতিদের মধ্যে তাহার বিবরণ আছে।

পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল অতি উত্তম প্রাচীরাদিদ্বারা বাবেল নামে যে মহা নগর, সে অতিশয় খ্যাত হইল, এবং প্রাচীন ইতিহাসরচকেরা বলেন, যে সিমিরামিষ রাণী প্রায় ঐ সকলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনি স্বেচ্ছানুসারে ঐ মহানগর শীঘ্র প্রস্তুত করাইতে আপনার মনোনীত এবং বিশ্বস্ত যে লোক সকল, তাহাদিগকে ডাকিয়া ঐ নগর নির্ম্মাণে করিতে যে ২ সামগ্রীর প্রয়োজন ছিল তাহাও তাবৎ দিয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ২ করিয়া বানাইতে দিলেন,

impatience required, she allotted particular spots to her trustiest friends, allowing to each, every thing that was necessary for the undertaking, by which means the whole was shortly finished, according to her commands. When she had completed these great undertakings, she thought fit to make a progress through the several parts of her empire; and, wherever she came, left as monuments of her magnificence many noble structures which she erected, either for the convenience or ornament of her cities. She was particularly careful to have water brought by aqueducts to such places as wanted it, and to make the highways easily passable, by cutting through mountains and filling up valleys. The authority this queen had over her people seems very extraordinary, since we find her presence alone capable of appeasing a sedition.

Not satisfied with the vast extent of dominions lef her by her husband, she enlarged them by the conquest of a great part of Ethiopia. Her last and grea expedition was against India: on this occasion she raised an innumerable army out of all the provinces of her empire, and appointed Bactria for the rendezvous. As the strength of the Indians consisted chiefly in their great elephants, she caused a multitude o camels to be accoutred in the form of elephants, in hopes of deceiving the enemy. The Indian king having notice of her approach, sent ambassadors to ask her who she was, and with what right, having never received any injury from him, she came ou of wantonness to attack his dominions; adding, tha her boldness would soon meet the punishment i

এই প্রকারে কেবল তাহারি আজ্ঞা প্রমাণে ঐ সকল কার্য্য অতি ত্বরায় সম্পন্ন হইল। তদনন্তর রাজমহিষী এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া আপনার সকল রাজ্য দেখিতে স্থানে২ বেড়াইতে লাগিলেন; এবং যেখানে২ যান সেখানে২ প্রয়োজনানুসারে নগর ও গ্রাম এবং তাহার সৌন্দর্য্যের কারণ আর২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া, এই সকল আপনার মহিমার চিহ্ন স্বরূপ করিয়া সংস্থাপন করেন। বিশেষতঃ, যে২ স্থানে জলাভাব ছিল, সেই২ স্থানে জলানয়নার্থে বড়২ জলের নালা কাটান,এবং পর্ব্বতদ্বারা যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন হইয়াছিল, সেই২ পর্ব্বত কাটাইয়া নীচ স্থান সকল পূরাইয়া ঐ সমস্ত ভূমি সমান পূর্ব্বক রাজপথ সকল সোজা করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দেন। আর পূর্ব্বে প্রজারা যুক্তি পূর্ব্বক স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, যে কোন বিশেষ সময়ে রাণীকে বধ করিয়া রাজ্য লইব, তাহা তাঁহার দর্শন মাত্রেই ঘুচিয়া গেল। ইহাতে দেখ দেখি, যে প্রজা লোকদের কাছে তাঁহার কত দূর পর্য্যন্ত সম্মান ছিল।

তাঁহার পতি তাঁহাকে যে মহারাজ্যের কর্ত্রী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াও তিনি পরিতুষ্ট না হইয়া কাফরি দেশের প্রধান এক ভাগ জয় করিয়া লইয়া আপন রাজ্য বাড়াইলেন। পরে হিন্দুস্থান জয় করিবার জন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আপনার ঐ বৃহৎ রাজ্যের যত দেশ প্রদেশ ছিল, তাহাহইতে অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে একত্র করিবার জন্যে বেকত্রা নামক এক স্থান স্থির করিলেন। আর হিন্দু লোকদের বিস্তর বড়২ হস্তী ছিল, কেননা তাহাদ্বারা তাহারা যুদ্ধ করিত; অতএব ঐ হস্তিগণ তাহাদের এক প্রকার প্রধান বল ছিল। কিন্তু ঐ রাণী তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার মনস্থ করিয়া উট গুলাকে হাতির মত সাজাইলেন। পরে হিন্দুর রাজা তাঁহার আগমনের সম্বাদ পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন দূতকে প্রেরণ করিলেন, যে তুমি গিয়া তাঁহাকে এই২ কথা জিজ্ঞাসা কর, যে তুমি কে? আর আমাদের রাজা তোমার কোন অপকার করেন নাই, তথাপি কোন বিচারে মিথ্যা দুঃখ দিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে আসিয়াছ? ও পরের পরাক্রম না জানিয়া সাহস পূর্ব্বক যে এই কুব্যবহার করিতেছ, ইহার উপযুক্ত দণ্ড ত্বরাতেই দেওয়া যাইবে। অনন্তর ঐ দূত গিয়া রাণীকে এই সকল কথা কহিলে, রাজ্ঞী

deserved. Tell your master, (replied the queen, that in a little time I myself will let him know who am. She advanced immediately towards the rive Indus, and having prepared a sufficient number of boats, she attempted to pass it with her army. The passage was a long time disputed; but after a blood battle, she put her enemies to flight. Above a thou sand of their boats were sunk, and above a hundre thousand of their men taken prisoners.

Encouraged by this success, she advanced direct into the country, leaving sixty thousand men b hind to guard the bridge of boats, which she ha built over the river. This was just what the kin desired, who fled on purpose to bring her to a engagement in the heart of his country. As soo as he thought her far enough advanced, he face about, and a second engagement ensued, more blo dy than the first. The counterfeit elephants cou not long sustain the shock of the real ones: the routed her army, crushing whatever came in the way. Semiramis did all that lay in her power to ral and encourage her troops, but in vain. The swif ness of her horse soon carried her beyond the rea of her enemies. As her followers crowded to th bridge to repass the river, great numbers of the perished, through the disorder and confusion un voidable in such circumstances. When those th could save themselves were safely over, she destro ed the bridge, and by that means arrested the pu suit of her enemies. She and Alexander after h were the only persons that ever ventured to car the war beyond the river Indus.

হা শুনিয়া উত্তর দিলেন, যে তোমার রাজাকে বল গিয়া, যে ামি আপনার পরিচয় শীঘ্র যাইয়া আপনি দিব, এই কথা হিয়া তিনি সিন্ধু নদীর নিকটে গিয়া পোঁছিলেন। পরে বিস্তর ৌকা প্রস্তুত করিয়া সসৈন্য পার হইতে২ অনেক দিন পর্য্যন্ত দ্ধ হইল, ইহাতে ও পারে উত্তরিবার বাধ জন্মিল, কিন্তু শেষে ক বার তুমুল সংগ্রাম পূর্ব্বক আপনার শত্রুকে জয় করিয়া ঐ নদী ার হইলেন, তাহাতে হিন্দুদের হাজার হইতেও অধিক নৌকা লে মগ্ন হইয়া গেল, ও এক লক্ষ সৈন্য তাঁহার হাতে ধরা াড়িল।

রাণী আপনার জয়ে প্রফুল্লচিত্তা হইয়া সিন্ধু নদীতে যে নৌকার েতু করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে ষাটি হাজার সেনাকে সেখানে রাখিয়া ঐ দেশের ভিতর প্রবেশ করিলেন; ইহাতে হিন্দু াজারও মত ছিল, কেননা রাণীর সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিতে াহার প্রবৃত্তি ছিল; অতএব আপন দেশের মধ্যে পলাইয়া যখন নুমান করিলেন, যে আর যাইবার আবশ্যক নাই, তখন ঐ াজমহিষীর সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ রিলেন, তাহাতে কেবল সাজান যে কাল্পনিক হস্তি সকল তাহারা ্রকৃত হস্তির প্রতাপ সহিতে না পারাতে ঐ সমস্ত হাতী রাণীর সন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল, ও থিমধ্যে যে সকল সেনা ছিল তাহাদিগকেও পদতলে দলিয়া ফলিল; ইহাতে সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ য়ে পলাইল। পরন্তু রাজ্ঞী তাহাদিগকে একত্র করিতে ও তাহাদের সাহস জন্মাইতে বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু তাবৎ বিফল হইল। শেষে আপনি অশ্বের বেগ গতি প্রযুক্ত শত্রুহস্তহইতে রক্ষা পাইয়া রণস্থলহইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহার সৈন্য সকল নদী পার হইবার জন্যে ঐ নৌকাসেতুর উপরে অত্যন্ত ঘেঁষা ঘেঁষি করিয়া বড় গোলমাল ও কলহ করিতে লাগিল, তাহাতে অনেকেও মারা পড়িল। আর আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ যে সকল লোক তাহারা পার হইবা মাত্র রাণী নৌকাসেতু ভাঙ্গিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবারিলেন। ঐ সিমিরামিস রাণী আর তাহার পর সেকন্দর রাজা এই দুই জন ছাড়া সিন্ধুনদী পার হইতে আর কাহারো সাহস ছিল না।

Semiramis, some time after her return, discovered that her son was plotting against her, and one of her principal officers had offered him his assistance. Without inflicting any punishment on the officer, who was taken into custody, she voluntarily abdicated the throne, and put the government into the hands of her son.

Ninyas was in no respect like those from whom he received his birth, and to whose throne he succeeded. Wholly intent upon his pleasures, he kept himself shut up in his palace, and seldom showed himself to his people. To keep them in subjection, he had always at Nineveh a certain number of regular troops, furnished every year from the several provinces of his empire, at the expiration of which term they were succeeded by the like number of other troops on the same conditions; the king putting a commander at the head of them, on whose fidelity he could depend. He made use of this method, that the officers might not have time to gain the affections of the soldiers, and so form any conspiracies against him.

His successors for *thirty generations* followed his example, and even surpassed him in indolence. We know not either the dates of their succession, or their consanguinity, from Ninyas to Sardanapalus, who was the last of them.

The name of this latter prince is become almost a proverbial reproach; and he merited the ignominy to which he is consigned, if it be true, as history asserts, that he was not ashamed to dress like a woman, to spin among his concubines, to paint and

ঐ রাণী হিন্দুস্থানহইতে পরাঙমুখ হইয়া নিজরাজধানীতে রিয়া আইলে পর সন্ধান পাইলেন, যে তাঁহার নিনীয়স নামাপুত্র 'পন প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন, যে রাজ্ঞীর ণ দণ্ড করিয়া আপনি রাজা হইব; অতএব রাণী ঐ কুমন্ত্রি নাপতিকে আর কোন শাস্তি না দিয়া কেবল কারাগারে বদ্ধ রিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপন সিংহাসন ছাড়িয়া তাহাতে ঐ পুত্রকে াইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

নিনীয়স যে পিতামাতাহইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তত্তুল্য কোন আচরণ না করিয়া, বল নিজ রাজধানীতে সুখামোদে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। আর াপি প্রায় কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও যাইতেন না, ° তিনি আপন প্রজালোককে স্বং কার্য্যে সর্ব্বদা নিবিষ্ট রাখিবার ন্য রাজ্যের সকল স্থানহইতে বিস্তর সৈন্য আনাইয়া তাহাদিগকে ত্র করিয়া সেনাপতির সহিত নিনিবী নগরে রাখিতেন। আর পনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এক জন সেনাপতিকে তাহাদের সকলের ার কর্ত্তা করিয়া দিয়া এক বৎসর গত হইলে উহাদিগকে পরি- ্ত করিয়া ঐরূপ অন্য সৈন্য গণকে নিযুক্ত করিতেন। ইহার ভাব ', যে দশ জনে ঐক্য হইয়া এক জন মহত্তেরো মন্দ করিতে পারে; তএব সেনাপতিরা পাছে অবকাশ পাইয়া সৈন্যের সঙ্গে প্রীতি রিয়া কোন প্রকারে তাঁহার মন্দ করে, এই জন্যে তিনি এমত রতেন।

নিনীয়স অবধি করিয়া সার্দনাপলস্ শেষ রাজা পর্য্যন্ত ত্রিশপুরুষ, ন্তু নিনীয়সের যে রূপ আচরণ তদ্রূপ তাহার উত্তরাধিকারিরও ছিল, বরং তাঁহাহইতে তাহাদের আরও অধিক আলস্য ল; কেননা তাহারা রাজকীয় কর্ম্ম না করিয়া সর্ব্বদা সুখভোগ করিত, ার এই সকল রাজারা কোন সময় রাজত্ব পাইয়া কত দিন র্য্যন্ত তাহা ভোগ করিল, আর কি২ কর্ম্ম করিল, এই সকল ও াহাদের বংশাবলী ইহা প্রায় কিছুই জানা যায় না।

সর্ব্বশেষের রাজা যে সার্দনাপলস তাঁহার কৃত যত কর্ম্ম সে কল এক প্রকার অপকীর্ত্তির দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে, এবং তাঁহার ্ সকল কাহিনী শুনিতে পাই, তাহা যদি সত্য হয় তবে তিনি সমূহ াপযশের আধার হইয়া বড় কুপাত্র ছিলেন বটে। আর তিনি কি

deck himself with the most effeminate ornaments, and riot in the most shameless and vile lasciviousness. Either from indignation at his conduct, or from ambition, two of his subjects formed the project of dethroning him. One of these was named Arbaces, a Median by nation, and an able general: the other was Belesis, a Babylonian, a priest, and a great astrologer. The latter prevailed on Arbaces to enter into his plans, and inspired him with hopes by pretended predictions. They began by forming a combination among all the governors of the province, who, at that time, by a very blameable negligence on the part of the monarch, were all assembled at Nineveh, and afterwards they gained over the annual army. On the first rumour of this revolt, the king hid himself in the inmost part of his palace. Being obliged afterwards to take the field with some forces which he had assembled, he at first gained three successive victories over the enemy, but was afterwards overcome, and pursued to the gates of Nineveh, wherein he shut himself, in hope that the rebels would never be able to take a city so well fortified, and stored with provisions for a considerable time. The siege proved indeed of great length. But when he saw that the Tigris, by a violent inundation, had thrown down two miles and a half of the city wall, and by that means opened a passage to the enemy, he

াকর্ম্ম করিয়াছিলেন, না কখনং স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপপ-
র সঙ্গে সূতা কাটিতেন, এবং কখনবা স্ত্রী লোকের অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে
রিয়া ও তাহাদের মত অলকা তিলকাদিদ্বারা বেশভূষা করিয়া
র্লজ্জ রূপে লম্পটতা করিতেন। পরে ঐ দুরাত্মার এই সকল কুব্য-
ার প্রযুক্ত তাঁহারি দুই জন প্রজা ক্রোধেতে হউক কিম্বা রাজত্ব
বার আশাতেই বা হউক, তাঁহাকে সিংহাসনহইতে দূর করিতে
স্থ করিল; কিন্তু ঐ দুই জন প্রজার এক জনের নাম আর্বাসীস্,
মিড়ীয় দেশ জাত এক প্রধান সেনাপতি ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির
ম বিলীসীস, সে বাব্বেল নগরোদ্ভূত এক পুরোহিত, এবং বড়
ক ছিল। কিন্তু সে প্রথমে আপনার মনে২ পরামর্শ করিয়া ঐ
বাসীসকে আনিয়া কাল্পনিক কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাক্যেতে তাহার
ঃকরণে ফল দর্শাইয়া দিল। তৎকালে রাজা আপনার অসাবধান-
প্রযুক্ত উহাদের কর্ত্তব্য জানিতে না পারিয়া, আর কোন অভি-
য়ে সেনাপতি গণকে নানা স্থানহইতে আনাইয়া নিনীবি নগরে
ত্র করিয়াছিলেন। এই সময়ে ঐ দুই জন সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে
য়া মিলিল, তাহাতে তাহারাও ঐ পরামর্শে সম্মত হইয়া যুক্তি
র্ব্বক বৎসরং যে সেনাগণকে আনা যাইত তাহাদিগকে সম্বাদ
য়া আনাইয়া রাজার উপরে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।
তামধ্যে রাজা এই সকল অনর্থের সমাচার শুনিয়া অন্তঃপুরের
ধ্যে গিয়া গুপ্ত ভাবে রহিলেন। কতক দিনের পরে সৈন্যের সঙ্গে
জের যাওনের নিতান্ত আবশ্যক জানিয়া সেনাগণকে লইয়া
ণ সজ্জা পূর্ব্বক নগরের বাহিরে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। অন-
র তিন বার রণজয় করিলেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া নিনী-
নগর পর্য্যন্ত পলায়ন পূর্ব্বক শীঘ্র ঐ নগরের দ্বার বন্ধ করিয়া
রিগণকে আটকাইলেন, এবং মনে২ এই ভরসা রাখিলেন, যে
মন শক্ত বজ্র তুল্য প্রাচীরেতে আবৃত যে এই নগর, ইহা শত্রুরা
খন মারিয়া নিতে পারিবে না; অতএব প্রচুর খাদ্যদ্রব্যেতে
রিপূর্ণ যে এই স্থান, ইহাতে থাকিয়া অনায়াসে কাল কাটাইতে
ারিব, ইহা ঠাহরাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার ভিতরে রহিলেন।
রে তাঁহার বিপক্ষদের ছাউনি সকল ঐ নগর ঘেরিয়া অনেক
দন পর্য্যন্ত থাকিল; কতক কালের পর যখন টিগ্রীষ নদীর জল
উথলিয়া ঐ পুরীর প্রাচীর দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তখন

deemed his cause lost. He resolved, however, to die in a manner which he thought would cover the infamy of his scandalous and effeminate life. He ordered a pile of wood to be made in his palace, and setting fire to it, burnt himself, his eunuchs, his women, and his treasures.

We are not to wonder that the Assyrian empire should fall under such a prince; but undoubtedly it was not till after having passed through various augmentations, diminutions, and revolutions, common to all states, even to the greatest, during the course of several ages.

Of the ruins of this vast empire were formed three considerable kingdoms; that of the Medes, which Arbaces, the principal head of the conspiracy, restored to its liberty; that of the Assyrians of Babylon, which was given to Belesis, or Nabonasser, governor of that city; and that of the Assyrians of Nineveh, the first king whereof took the name of Ninus the younger.

Section II.

Of the Second Assyrian Empire.

After the death of Sardanapalus, and the division of the country settled among his revolters, Ninus the younger ascended the second Assyrian throne. He is generally supposed to be the same with Phul or Pul. This prince invaded the kingdom of Israel, in the reign

াজা দেখিলেন যে শত্রু বর্গের প্রবেশের পথ হইয়া উঠিল;
হাতে বুঝিলেন যে আর কোন প্রকারে আমার বাঁচিবার
পায় নাই; অতএব আপনার পূর্ব্বের ঐ সকল কু ব্যবহার যাহাতে
াচ্ছাদিত হয় এ রূপে মরিতে মনস্থ করিয়া ভৃত্যবর্গেকে আজ্ঞা
লেন, যে রাশীকৃত কাষ্ঠ রাজ গৃহেতে আনিয়া রাখ। ইহা শুনিয়া
াকরেরা তাহা করিল; তখন তিনি তাহাতে আপন হস্তে অগ্নি
য়া প্রজ্বলিত করিয়া নিজ স্ত্রী সকল ও খোজা ও ধন সম্পত্তি এই
র্বশুদ্ধ আপনি ঐ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিলেন।

যে রাজ্যের রাজা এমন পাপিষ্ঠ হয় সে রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবার
াশ্চর্য্য কি? আর অনুভব হয়, যে এই রাজত্ব নষ্ট হইবার পূর্ব্বে
খন২ উহার বৃদ্ধি ও কখন বা হ্রাস এবং কোন সময়ে বা রাজ-
ানিময়.এই সকল ঘটিয়াছিল, কেননা প্রায় তাবৎ রাজ্যেতেই এই
মস্ত সম্ভবে; অতএব বৃহৎ রাজ্য যদি অনেক কাল পর্য্যন্ত থাকে
বে তাহাতে কি এমন হয় না? অর্থাৎ অবশ্য হইতে পারে; এই
েতুক এই সমস্ত ঘটিলে পর তাহার নাশ হইল।

ঐ রাজ্য নষ্ট হইলে পর তাহার মধ্যে তিন রাজ্য হইয়া
ঠিল; তাহার প্রথম রাজ্যের নাম মিডীয়, যাহার কর্ত্তা আবাসীস,
ানি নিনস রাজার উপর আক্রমণ করিবার প্রধান কর্ত্তা ছিলেন,
িনি পূর্ব্বের মত ঐ রাজ্য স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় আশর দেশের
াবেলাখ্য রাজ্য, যাহার কর্ত্তা ছিলেন বিলীসীস, তিনি নাবোনা-
ার নামেতেও খ্যাত ছিলেন। তৃতীয় ঐ আশর দেশের নিনিবী
ামে খ্যাত যে রাজ্য, যাহার প্রথম রাজা সিংহাসনে বসিয়া আ-
ানার নাম কনিষ্ঠ নিনিস রাখিলেন।

---

২ দ্বিতীয়াধ্যায়।

আশরীয় দ্বিতীয় রাজ্যের বৃত্তান্ত।

সার্দনাপলস্ রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর যে ব্যক্তিরা
াহার উপর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা রাজ্যাধিপতি হইলে
শষে ঐ কনিষ্ঠ নিনস আশরীয় দ্বিতীয় রাজ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট
হইলেন। আর বোধ হয় পল ও ফুল এই যে দুই সংজ্ঞা, এ তাঁহারি

of Manahem, their king; but returned without committing hostilities, upon receiving a thousand talents of silver Phul was the first that invaded Syria, which continued tributary to the Assyrian empire.

The successor of Pul was Tiglath-pileser; who to strengthen his power, and secure the allegiance of the neighbouring countries, shortly after his accession invaded the kingdom of Israel. Ahaz, king of Judah, finding himself attacked at the same time by the kings of Syria and Israel, robbed the temple of part of its gold and silver, and sent it to Tiglath-pileser, to purchase his assistance; promising him besides to become his vassal, and to pay him tribute. The king of Assyria, finding so favourable an opportunity of adding Syria and Palestine to his empire, readily accepted the proposal. Advancing that way with a numerous army, he beat Rezin, took Damascus, and put an end to the kingdom erected there by the Syrians. From thence he marched against Pekah, and took all that belonged to the kingdom of Israel beyond Jordan, as well as all Galilee. But he made Ahaz pay very dear for his protection, still exacting of him such exorbitant sums of money, that for the payment of them, he was obliged not only to exhaust his own treasures, but to take all the gold and silver of the temple. He inflicted still greater calamities on the Israelites, by carrying away many of them captive into his dominions.

ছিল; কিন্তু মানাহিম যখন য়িশরাএল দেশের রাজা ছিলেন, তখন নিনস ঐ রাজার উপর আক্রমণ করিতে গিয়া সন্ধি হওয়াতে তাঁহার স্থানে তিন কোটি টাকা পাইলেন, তাহাতে ঐ রাজ্যেতে কোন উৎপাৎ না করিয়া পুনশ্চ আপন অধিকারে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু ঐ পুল সর্ব্বাগ্রে সিরিয়া রাজ্যের উপর আক্রমণ করাতে ঐ রাজ্য তাঁহার করতলস্থ হইয়া রহিল।

টিগ্লাৎ পেলিসর নামে যে তাঁহার এক জন উত্তরাধিকারী, তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কিছু কালের পর আত্মপরাক্রম স্থাপনার্থে, এবং নিকটস্থ দেশাধ্যক্ষেরা ভয় প্রযুক্ত বশীভূত হইয়া আপন২ সাধ্যানুসারে প্রাণপণে সাহায্য করিবে, ইহার জন্যেও বটে, য়িশরায়েল রাজ্যের উপর আক্রম করিলেন। এই সময়ে আহাজ নামক যে য়িহুদা দেশের রাজা, তিনি সিরিয়া দেশাধিপতি ও য়িশরায়েল দেশাধিপতি এই দুই জন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, টিগ্লাৎ পেলিসরের নিকটে এই সমাচার পাঠাইয়া শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে ধর্ম্ম মন্দিরের তাবৎ রূপা ও স্বর্ণ লইয়া ঐ আশর দেশের রাজাকে ডালি পাঠাইয়া দিলেন; এবং আরও এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে আমি চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকিব এবং করও দিব। ইহাতে আশর দেশাধিপ সিরিয়া ও য়িহুদা দেশ আপন রাজ্যান্তঃপাতি করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক ঐ উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন। পরে বিস্তর সৈন্যের সহিত ঐ অঞ্চলে গমন পূর্ব্বক সিরিয়া দেশের রেজিন নামক রাজাকে পরাভূত করিয়া দমস্ক নগর অধিকার করিলেন, এবং ঐ রাজ্য উল্টাইয়া দিলেন। অনন্তর য়িশরায়েল দেশের পিকা নামে রাজার নিকটে গিয়া যর্দন নদীর ওপারে ঐ য়িশরায়েলের অন্তঃপাতি সমস্ত দেশ ও গালিলীর তাবৎদেশ প্রদেশ এই সকল আপন অধিকার করিয়া লইলেন। আর আহাজ রাজা যে তৎ কর্ত্তৃক উপকৃত হইলেন, তন্নিমিত্তে ঐ আহাজ রাজার স্থানে বিস্তর কর লইলেন। তিনি এত ধন তাঁহার ঠাঁই চাহিলেন, যে তিনি আপন ভাণ্ডারের তাবৎ ধন দিয়া কুলাইতে পারিলেন না। শেষে ধর্ম্ম মন্দিরের সমস্ত সোণা রূপা লইয়াও দিলেন, কিন্তু তিনি ইহাহইতেও য়িশরায়েলের লোকদিগকে এ রূপ অধিক ক্লেশ দিলেন, যে তথাকার অনেককে দাস করিয়া লইয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

Shalmanezer, his son, completed the misfortunes of the Israelites, by carrying them all into captivity, and dispersing them through his extensive empire.

Sabacus, the Ethiopian, having made himself master of Egypt, Hoshea, king of Samaria, entered into an alliance with him, hoping by that means to shake off the Assyrian yoke. To this end, he withdrew from his dependance upon Shalmanezer, refusing to pay him any further tribute, or make him the usual presents.

Shalmanezer, to punish him for his presumption, marched against him with a powerful army; and after having subdued all the plain country, shut him up in Samaria, where he kept him besieged for three years; at the end of which he took the city, loaded Hoshea with chains, and threw him into prison for the rest of his days; carried away the people captive, and planted them in Halah and Habor, cities of the Medes.

Shalmanezer died, after having reigned fourteen years, and was succeeded by his son Sennacherib. As soon as this prince was settled on the throne, he renewed the demand of the tribute exacted by his father from Hezekiah. Upon his refusal, he declared war against him, and entered into Judea with a powerful army. Hezekiah, grieved to see his kingdom pillaged, sent ambassadors to him, to desire peace upon any terms he would prescribe. Sennacherib, seemingly mollified, entered into treaty with him, and demanded a very great sum of gold and silver. The king exhausted both the treasures of the temple and his own coffers to pay it. The Assyrian, regarding neither the sanction of oaths nor treaties, still continued the war, and pushed on his conquests more vigorously than

আর শাল্‌মানাশর নামে যে তাঁহার পুত্র তিনি য়িশরায়েলের লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা এমন বিপদ সাগরে মগ্ন করিলেন, যে সেখানকার অবশিষ্ট প্রায় সকলকেই দাস করিয়া লইয়া আপন দেশে স্থানে ২ রাখিয়া দিলেন।

পরে কাফরি দেশাধিপতি যে সাবাকস তিনি মিশর দেশ যখন জয় করিয়াছিলেন, তখন হোষিয়া নামক যে য়িশরায়েলের রাজা, তিনি তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা করিলেন, কেননা তাঁহার মনে ২ এই আশয় ছিল, যে ইহার দ্বারা আশর দেশাধিকারির অধীনতা ঘুচাইব; অতএব তিনি আর শাল্‌মানাসরের বশতাপন্ন না হইয়া কর বা উপঢৌকন ইহা কিছুই দিতে অঙ্গীকার করিলেন না।

শাল্‌মানাসর ঐ হোষিয়াখ্য রাজাকে এই কর্ম্মের প্রতিফল দিতে যূথে ২ সৈন্য লইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। পরে যত দূর পর্য্যন্ত পথ পর্ব্বতাদিদ্বারা দুর্গম নয় তত দূর জয় করিয়া শেষে শমরোণ নগরেতে হোষিয়াকে ঘেরিয়া বদ্ধ করিলেন, এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রূপ বদ্ধ রাখিয়া শেষে ঐ নগর আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া হোষিয়া রাজাকে শৃঙ্খলে দৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক মরণ পর্য্যন্ত কারাগারে রাখিলেন। আর উহার যত লোক ছিল সে সমুদায়কেই ভৃত্য করিয়া মিডীয় রাজ্যের মধ্যে হালা ও হাবোর নামে যে দুই নগর ছিল তাহাতে রাখিলেন।

শাল্‌মানাসর চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর সিন্নাখরিব নামে যে তাঁহার এক পুত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন, তিনি আপন পিতৃ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া য়িহুদী দেশের হিজকিয়া নামক রাজার স্থানে তাঁহার পিতা যে কর লইতেন তিনিও তাহা লইতে আশয় করিলেন। তাহাতে হিজকিয়া কর দিতে অঙ্গীকার না করাতে তিনি সুসজ্জীকৃত অনেক সৈন্য লইয়া উহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে য়িহুদী দেশে প্রস্থান করিলেন। পরে হিজকিয়া আপন রাজ্যে লুট হইতে দেখিয়া কোন রূপে সন্ধি হয় এই জন্যে তাঁহার নিকটে দূত পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর দূতের প্রমুখাৎ সকল কথা শুনিয়া ঐ সিন্নখরিব নম্রতা প্রকাশ করিয়া য়িহুদীর রাজার স্থানে বিস্তর স্বর্ণ রূপ্য চাহিয়া এক নিয়ম স্থির করিলেন। ইহাতে তিনি নিজ ভাণ্ডার ও মন্দির শূন্য করিয়া তাহাতে যত অর্থ ছিল সকলি তাঁহাকে দিলেন, তথাপি আশরাধিপতি নিজ

ever. Nothing was able to withstand his power, and of all the strong places of Judah, none remained untaken but Jerusalem, which was likewise reduced to the utmost extremity. At this very juncture Sennacherib was informed, that Tirhakah, king of Ethiopia, who had joined his forces with those of the king of Egypt, was coming up to succour the besieged city. The Assyrian prince marched immediately to meet the approaching enemy. In short, he discomfited the Egyptians, and pursued them even into their own country, which he ravaged, and returned laden with spoil. After this, he came back with his victorious army, and encamped before Jerusalem, and besieged it anew; but here he met with a total overthrow, 185,000 of his men being destroyed in one night by a pestilence.

Upon his return to Nineveh, being enraged at his disgrace, he treated his subjects in the most cruel and tyrannical manner. The effects of his fury fell more heavily upon the Jews and Israelites, of whom he caused great numbers to be massacred every day, ordering their bodies to be left exposed in the streets, and suffering no man to give them burial. In short, the king's savage temper rendered him so insupportable to his own family, that his two eldest sons conspired against him, and killed him in the temple, in the presence of the god Nisroch, as he lay prostrate before him. But the two princes, being obliged after this parricide to fly into Armenia, left the kingdom to Esarhaddon, their youngest brother.

পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আরবার সংগ্রাম করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা জয়ী হইলেন। আর এমন মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন, যে তাঁহার সম্মুখ রণে কেহ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না; এবং যিরূশালম ব্যতিরেকে যিহুদা দেশের যত প্রাচীরাবৃত্ত নগর ছিল, সে সকলি তিনি হস্তগত করিয়া পশ্চাৎ সসৈন্যে গিয়া যিরূশালম নগর ঘেরিলেন, ইহাতে ঐ নগরে বড় দুঃখ ও বিপদ উপস্থিত হইল। হেন কালে সিন্নাখরিব সম্বাদ পাইলেন, যে তিরহাকা নামক কাফরীর রাজা মিশরাধিপতির সঙ্গে যোগ করিয়া উভয়ের সৈন্য শুদ্ধা এই নগরের সাহায্যার্থে আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আগামি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আগ বাড়িয়া চলিলেন। পরে যুদ্ধেতে জয়ী হইয়া ঐ মিশর দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তাড়িয়া লইয়া ঐ দেশ সমস্ত লূট করিতে লাগিলেন, এবং যথেষ্ট সামগ্রী লুটিয়া ফিরিয়া পুনশ্চ আপন বিজয়ি সৈন্য শুদ্ধা যিরূশালেমের চারিদিকে ছাউনি করিয়া ঘেরিয়া রহিলেন; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে সেই কালে একটা মহামারী হইয়া এক রাত্রিতে ১৮৫০০০ সৈন্য মারা পড়িল, ইহাতে প্রায় তাঁহার সকল সেনা নষ্ট হইল।

আশর দেশের রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ রাজধানী যে নিনিবী নগর, তাহাতে বাহুড়িয়া আইলেন, এবং সৈন্য সকল নষ্ট হওয়াতে পরাজিত হইয়া আপন প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বিস্তর উপদ্রব ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, ঐ কোপ যিহুদীর ও যিশরায়েলের লোকদের প্রতি আরো অধিক প্রকাশ করিলেন; ফল তিনি আজ্ঞা দিলেন, যে প্রতি দিন অনেক লোককে বধ করিয়া ঐ শব গুলাকে রাজপথে ফেল, আর তাহাদের কবর কেহ যেন না দেয়। এবং ঐ দুরাত্মার এমন নির্দয় চরিত্র ছিল, যে অন্য লোক ও দিকে থাকুক তাঁহার পরিবারই তাহা সহ্য করিতে পারিত না; অতএব ঐ রাজার জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম এই দুই পুত্র আপনাদের পিতাকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিল। পরে রাজা যখন মন্দিরে গিয়া নিস্রোক নামক যে তাঁহার ইষ্ট দেব, তদগ্রে দণ্ডবৎ করেন, তখন তাহারা তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিল। তদনন্তর ঐ দুই জন যুবরাজ পিতৃহত্যা করিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে এশারহাদন তাহাকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক আরমানী দেশে পলায়ন করিল।

After Merodach Baladan, who succeeded Belesis there was a succession of kings at Babylon, of whor history has transmitted nothing but the names. Th royal family becoming extinct, there was an eight years interregnum, full of troubles and commotions. Esar haddon, taking advantage of this juncture, made him self master of Babylon, and annexing it to his forme dominions, reigned over the two united empires thirtee years. After having reunited to the Assyrian empire, Sy ria and Palestine, which had been rent from it in th preceding reign, he entered the land of Israel, wher he took captive as many as were left there, and carrie them into Assyria, except an inconsiderable numbe that escaped his pursuit. But that the country migl not become a desert, he sent colonies taken out of th countries beyond the Euphrates to dwell in the citi of Samaria.

Esarhaddon, after a prosperous reign of thirt nine years* over the Assyrians, and thirteen over tl Babylonians, was succeeded by his son Saosdu chinus This prince is also called Nabuchodonoso which name was common to the kings of Babylo To distinguish this from the others, he is called N buchodonosor the First. He defeated the king of tl Medes in a pitched battle, fought the twelfth year his reign, upon the plain of Ragau; took Ecbatana, tl capital of his kingdom, and returned triumphant to N neveh.

Saracus, otherwise called Chynaladanus, succeede Saosduchinus; and having rendered himself contemp ble to his subjects by his effeminacy, and the little ca he took of his dominions, Nabopolassar, a Babylonian

বাবেল দেশেতে বিলিসীস রাজার উত্তরাধিকারী মিরোদক বালাদন ছিলেন, তাহার পর যাঁহারা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজাবলীতে কেবল তাঁহাদের নাম মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু আর কোন বিবরণ মিলে না। আর আশর দেশের রাজবংশ লোপ হইলে পর ৮ বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে কোন রাজা না থাকাতে ঐ দেশে বিস্তর দুঃখ ও কলহাদি হইতে লাগিল। এই কালে এশারহাদন রাজা ইহা দেখিয়া ঐ রাজ্য লাভের বিলক্ষণ অবকাশকাল জানিয়া বাবেল রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ঐ রাজ্যটা এবং নিজ রাজ্য একত্রীকরণ পূর্ব্বক ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দুই রাজ্য ভোগ করিলেন। পূর্ব্ব কালের কোন রাজকর্ত্তৃক আশরদেশহইতে পৃথক্‌কৃত হইয়াছিল যে শিরিয়া ও য়িহুদা দেশ, এই দুইকে ঐ এশারহাদন রাজা আশরের অন্তঃপাতি করিয়া য়িশরায়েল দেশে আগমন করিবার সময়ে সেখানে অবশিষ্ট যে লোক ছিল, তাহাদিগকে দাস করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু অত্যল্প লোক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া সেখানে রহিল। আর পাছে শমোরণ দেশ মনুষ্য শূন্য হইয়া অরণ্যের প্রায় হইয়া যায়, এই জন্যে ফরাৎ নদীর পারহইতে অনেক লোককে আনাইয়া ঐ দেশে বাস করিতে পাঠাইলেন।

এশারহাদন রাজা আশরীয় দেশে ঊনচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিয়া বাবেল দেশে ত্রয়োদশ বর্ষ প্রভুত্ব করিলে পর তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরে সাহসদ্‌কিনস নামা তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, তিনি বাবেল দেশীয় রাজবর্গের সাধারণ পদবী যে নাবুকদ্‌নেসর ইহাতেও খ্যাত ছিলেন, কিন্তু বাবেলের আর সকল রাজাহইতে বিশেষ করিবার জন্যে লোকে তাঁহাকে প্রথম নাবুকদ্‌নেসর বলিত; পরন্তু দ্বাদশ বৎসর রাজ্য করিবার বেলা রাগো মাঠেতে তাহার একত্রীকৃত সৈন্যগণ মাড রাজার ঐ রূপ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করাতে তিনি জয়ী হইয়া মাড রাজার রাজত্বের মধ্যে প্রধান নগর যে বিতানা, তাহা জয় করিয়া আপনার নিনিবী নগরে পুনর্যাত্রা করিলেন।

যাহাকে সারাকস বলে কিম্বা খাই নালাদানস্ বলে, তিনি তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া অত্যন্ত স্ত্রৈণ হওয়াতে এবং রাজ্যের পালন না করাতে প্রজাগণ তাঁহাকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিল। পরে নাবো-

birth, and general of his army, usurped that part of the Assyrian empire, and reigned over it one and twenty years. This prince, the better to maintain his usurped sovereignty, made an alliance with Cyaxares, king of the Medes. With their joint forces he besieged and took Nineveh, killed Saracus, and utterly destroyed that great city. From this time forwards, the city of Babylon became the only capital of the Assyrian empire.

The Babylonians and the Medes, having destroyed Nineveh, became so formidable, that they drew upon themselves the jealousy of all their neighbours. Necho, king of Egypt, was so alarmed at their power, that to stop their progress, he marched towards the Euphrates at the head of a powerful army, and made several considerable conquests. Nabopolassar, finding that after the taking of Carchemish by Necho, all Syria and Palestine had revolted from him, and neither his age nor infirmities permitting him to go in person to recover them, he made his son Nabuchodonosor partner with him in the empire, and sent him with an army to reduce those countries to their former subjection.

Nabuchodonosor the Second defeated Necho's army, near the Euphrates, and retook Carchemish. From thence he marched towards Syria and Palestine and reunited those provinces to his dominions. Having entered Judea, he besieged Jerusalem, and took it. He caused Jehoiakim to be put in chains, with a design to have him carried to Babylon; but being moved with his repentance and affliction, he restored him to the throne. Great numbers of the Jews, and, among the rest, some children of the royal family, were carried captive to Babylon; whither all the treasures of the king's palace

পলাসর নামক বাবেল দেশ জাত যে তাঁহার এক জন সেনাপতি ছিল, সে তাঁহারি আশরীয় রাজ্যের একাংশ হরণ করিয়া লইয়া ২১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাতে প্রভুত্ব করিল। পরে ঐ ব্যক্তি নিজাক্রান্ত রাজ্য রক্ষার্থে সাইআকসারিষ নামে যে মিডীয় দেশের রাজা, তাঁহার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়া পরস্পর এক বাক্যতা পূর্ব্বক আপনাদের উভয়ের সৈন্য একত্র করিয়া নিনিবী নগর ঘেরিয়া জয় করিলেন, এবং সেখানকার সারাকস রাজাকে নষ্ট করিয়া ঐ বৃহন্নগরটা সর্ব্বশুদ্ধা উচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্ন করিলেন। ঐ কালাবধি আশরীয় রাজ্যান্তঃপাতি যত নগর ছিল তাহার মধ্যে কেবল বাবেল প্রধান হইয়া উঠিল।

নিনিবী নগর নষ্ট হওয়াতে বাবেল ও মিডীয় দেশ এমন বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিল, যে উহাদের নিকট রাজ্যস্থ ব্যক্তি সকল তাহাদিগকে ভয় ও দ্বেষ করিতে লাগিল, এবং নিখো নামক যে মিশরের রাজা তিনিও তাহাদের প্রতাপেতে শঙ্কিত হইয়া ঐ পরাক্রম দমনার্থে বিস্তর সেনা একত্রীকরণ পূর্ব্বক সসৈন্যে ফরাৎ নদীর নিকটে গমন করিয়া নানা নগর জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তিনি কারখিমিষ নগর জয় করিলেন, তখনি সিরিয়ার ও য়িহুদী দেশের সমস্ত লোক নাবোপলাসরের বিপক্ষ হইয়া উঠিল; নাবোপলাসর ইহা দেখিয়া আপনার বার্দ্ধক্য ও দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে যাইতে অসমর্থ হইয়া ঐ সমস্ত দেশ করতলস্থ করিতে আপন পুত্র যে নাবুকদ্নেসর, তাহাকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সমূহ সৈন্য তাহার সঙ্গে দিয়া পাঠাইলেন।

এই দ্বিতীয় নাবুকদ্নেসর যথেষ্ট সৈন্য লইয়া ফরাৎ নদীর তীরে গিয়া নিখো রাজাকে সৈন্যের সহিত পরাভূত করিয়া কারখিমিষ নগর পুনশ্চ অধিকার করিলেন। অনন্তর সে স্থান হইতে শিরিয়ায় ও য়িহুদী দেশে প্রস্থান করিয়া ঐ দুই রাজ্য জয় পূর্ব্বক আপন রাজ্যান্তঃপাতি করিয়া য়িহুদী দেশে প্রবেশ করণান্তর য়িরূশালম নগর ঘেরিয়া জয় করিলেন; পরন্তু তাঁহার এই মনস্থ ছিল, যে য়িহুয়াকিম রাজাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আপনার সঙ্গে বাবেলে লইয়া যান, কিন্তু ঐ রাজার দুঃখ দর্শনে এবং খেদোক্তি শ্রবণে করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে পুনশ্চ সিংহাসনে বসাইয়া পূর্ব্ব পদস্থ করিলেন, এবং

and a part of the vessels of the temple, were likewise transported.

Towards the end of the fifth year of Jehoiakim, died Nabopolassar, king of Babylon, after having reigned one and twenty years. As soon as his son Nabuchodonosor had news of his death, he set out with all expedition for Babylon, taking the nearest way through the desert, attended only with a small retinue, leaving the bulk of his army with his generals, to be conducted to Babylon with the captives and spoils. On his arrival, he received the government from the hands of those that had carefully preserved it for him, and so succeeded to all the dominions of his father, which comprehended Chaldea, Assyria, Arabia, Syria, and Palestine, over which he reigned forty-three years.

Soon after, Jehoiakim revolted from the king of Babylon, whose generals, that were still in Judea, marched against him, and committed all kinds of hostilities upon his country. In the mean time he died, and was succeeded by his son Jechonias. Nabuchodonosor's lieutenants continuing the blockade of Jerusalem, in three months time he himself came at the head of his army, and made himself master of the city. He plundered both the temple and the king's palace of all their treasures, and sent them away to Babylon, together with all the golden vessels remaining, which Solomon had made for the use of the temple: he carried away likewise a vast number of captives, amongst whom was king Jechonias, his mother, his wives, with

য়িহুদী দেশের কতক গুলি রাজবংশীয় সন্তানকে রাজধানীর বিত্ত এবং মন্দিরের কতক সুবর্ণাদি নির্ম্মিত পাত্র শুদ্ধা লইয়া ও ঐখান-কারি আর ২ অনেক লোককেও লইয়া বাবেল দেশে সংস্থাপন করিলেন।

য়িহুয়াকিমের পঞ্চম বর্ষীয় রাজত্বের সময়ে নাবোপলাসর নামক যে বাবেলের রাজা, তিনি একুশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলে পর তাঁহার পুত্র নাবুকদ্‌নেসর এই সমাচার পাইবামাত্র তাবৎ লুটিত সামগ্রী পশ্চাৎ লইয়া যাইতে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিয়া, এবং সেনাপতির হস্তে তাবৎ সৈন্যকে সমর্পণ করিয়া অরণ্যের মধ্যস্থান দিয়া যে সোজা পথ ছিল, সেই পথ ধরিয়া ত্বরায় বাবেল দেশে উত্তরিলেন। আর যে ব্যক্তি তাঁহার নিমিত্তে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, তাহাহইতে তিনি আপন পৈতৃক রাজ্য লইয়া তন্মধ্যস্থ যে খাসদি, ও আশর, এবং আরাবী, ও সিরিয়া, ও য়িহুদী দেশ ছিল, এই সকল বুঝিয়া পাইয়া ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্তের উপর রাজত্ব করিলেন।

কিয়ৎকালানন্তর য়িহুয়াকিম রাজা বাবেল দেশাধিপতির অধীনতা ঘুচাইয়া স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন কর প্রদান করিতেন তেমন আর করিলেন না, ইহাতে বাবেলীয় রাজার পূর্ব্ব স্থাপিত য়িহুদী দেশে যে কতক গুলি সেনাপতি ছিল, তাহারা ঐ য়িহুয়াকিমের বিপক্ষ হইয়া তদ্দেশে বিস্তর দৌরাত্ম্য ব্যবহার করিল। তৎকালে য়িহুয়াকিম পরলোকে যাত্রা করিলে পর য়ি-খোনিস নামে যে তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন, তিনি য়িরু-শলম নগরে পৈতৃক সিংহাসনে বসাতে ঐ সেনাপতিরা গিয়া ৩ মাস পর্য্যন্ত সে নগর ঘেরিয়া রহিল; ইতো মধ্যে নাবুকদ্‌নেসর এই সমাচার পাইবা মাত্র সমূহ সৈন্য লইয়া আপনি য়িরুশালমের সমীপে গমন পূর্ব্বক ঐ সৈন্য সেনাপতির সঙ্গে আপন সমভিব্যাহারী সৈন্য সকল মিলাইয়া সে নগর অবিলম্বে জয় করিয়া সে স্থানে আপনি সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন। পরে রাজধানীর ও মন্দিরের সমস্ত ধন এবং শা-লিমন নামে যে পূর্ব্বে রাজা ছিলেন তাঁহার কৃত অবশিষ্ট যত স্বর্ণাদি পাত্র ছিল, এই সর্ব্বশুদ্ধা বাবেলে চালান করিয়া য়িখোনিয়স ও তাঁহার মাতা এবং তাঁহারি স্ত্রী সকল আর রাজ মন্ত্রিগণ ও আর ২ বিস্তর ধনবন্ত লোক, এতদ্ভিন্ন আর ও যথেষ্ট লোক, এই সকলকে

all the chief officers and great men of his kingdom. In the room of Jechonias, he set upon the throne his uncle Mattaniah, who was otherwise called Zedekiah.

This prince having made an alliance with Pharaoh king of Egypt, broke the oath of fidelity he had taken to the king of Babylon. The latter soon chastised him for it, and immediately laid siege to Jerusalem. The king of Egypt's arrival at the head of an army gave the besieged a gleam of hope; but their joy was very short lived: the Egyptians were defeated, and the conqueror returned against Jerusalem, and renewed the siege which lasted near a twelvemonth. At last the city was taken by storm, and a terrible slaughter ensued. Zedekiah's two sons were, by Nabuchodonosor's order killed before their father's face, with all the nobles and principal men of Judah. Zedekiah himself had both his eyes put out, was loaded with fetters, and carried to Babylon, where he was confined in prison as long as he lived. The city and temple were pillaged and burnt and all their fortifications demolished.

After reigning 43 years, Nabuchodonosor died. He was one of the greatest monarchs that ever reigned in the East. He was succeeded by his son, Evil Merodach, who rendered himself so odious by his debauchery and other extravagancies, that his own relations conspired against him, and put him to death. His wife Nitocris is that queen who raised so many noble edifices in Babylon. She caused her own monument to be placed over one of the most remarkable gates of the city, with an inscription, dissuading her successors from touching the treasures laid up in it, without the most urgent and indispensable necessity. The to

স দাসী করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলেন, এবং যাইবার সময় খোনিয়সের খুড়া মাত্তানিয়াকে কিম্বা জেদিকিয়াকেই বা হউক ঐ খোনিয়সের স্বরূপ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়া রাজা রিয়া গেলেন।

ঐ জেদিকিয়া নামক যিহুদী দেশের রাজা, মিশর দেশের ফর-হ রাজার সঙ্গে মিত্রতা করিয়া সেই ভরসাতে বাবেল রাজ্যাধি-তির সঙ্গে শপথ পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ রিয়া কর দিলেন না, এই হেতু বাবেলাধিকারী ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে নশ্চ গিয়া যিরূশালম নগর বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে শীঘ্র দণ্ড দিতে দ্ধর উদ্যোগ করাতে ফরওহ রাজা ঐ বেষ্টিত নগরের সাহায্য রিতে সসৈন্যে আসিয়া তথাকার লোকদের আহ্লাদজনক ভরসা তে লাগিলেন; কিন্তু সে আহ্লাদ ক্ষণেক মাত্র হইল, কেননা বাবে-য় সৈন্যের হাতে মিশরীয় সেনাগণ আশুপরাভূত হইয়া রণে দিয়া পলাইলে পর, ঐ বাবেলের জয়ি সৈন্য সমূহ এক বৎসর র্য্যন্ত যিরূশালম ঘেরিয়া থাকিয়া শেষে চড়াউ হইয়া অধিকার রিয়া লইল। আর এমন বাড়াবাড়ী মারামারি হইয়া উঠিল, যে হাতে সহস্র২ লোক মারা পড়িল, তাহার মধ্যে বাবেলীয় রাজার াজ্ঞানুসারে জেদিকিয়ার প্রত্যক্ষেতে তাঁহার দুই পুত্র ও মন্ত্রিগণ বং আরং অনেক প্রধান লোক হত হইল। পরে রাজা পুনশ্চ অনু-তি দিয়া সেই নগর ও মন্দির লুট করাইয়া শেষে অগ্নিপ্রদান র্ব্বক ভস্মসাৎ করাইলেন, ও মূর্চ্চা সকল ভগ্ন করিয়া সমভূমি রাইলেন। অনন্তর জেদিকিয়ার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে ড়ি দিয়া বাবেলে লইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দি করিয়া খিলেন।

নাবুকদ্নসর পূর্ব্বের সকল রাজা অপেক্ষা প্রধান রূপে ৪৩ ৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলে পর ইবিল-রোদক নামে তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া আপন কামুকতা অপব্যয় প্রযুক্ত সকলের নিকট এমনি ঘৃণিত হইলেন, যে অন্যের থা দূরে থাকুক তাঁহারি পরিজন তাঁহার প্রাণ হিংসা করিল। পরে টোকৃশ নাম্নী উহারি স্ত্রী রাজ্যাভিষিক্তা হইয়া ঐ বাবেল দেশে ন্তর উৎকৃষ্ট মনোরম অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইলেন, ও বহু াল পর্য্যন্ত আপনার নাম রাখিতে নগরের এক প্রধান দ্বারের

remained closed till the reign of Darius, who, upon his breaking it open, instead of those immense treasures he had flattered himself with discovering, found nothing but the following inscription: "If thou hadst not an insatiable thirst after money, and a most sordid, avaricious soul, thou wouldst never have broken open the monuments of the dead."

Neriglissor, his sister's husband, and one of the chief conspirators, reigned in his stead. Immediately on his accession to the crown, he made great preparations for war against the Medes, which made Cyaxares send for Cyrus out of Persia, to his assistance. He was slain in battle in the fourth year of his reign.

Laborosoarchod, his son, succeeded to the throne. Possessing the most vicious inclinations, he indulged them without restraint, when he came to the crown, as if he had been invested with sovereign power only to have the privilege of committing with impunity the most infamous and barbarous actions. The reign of Laborosoarchod lasted but nine months: his own subjects, conspiring against him, put him to death. His memory is stigmatized in history by two actions equally infamous: the murder of Gobryas, a young Babylonian nobleman, whom he killed at a hunting match, from jealousy of his dexterity, because he had pierced with his dart a wild beast which he had missed; and the mutilation of an officer named Gadates, because one of his concubines had praised his accomplishments. The families of these two noblemen, who were very

রে একটা বড় স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ইহা লিখিয়া রাখি-
, যে কোন উত্তরাধিকারী জীবনোপায় থাকিতে কিম্বা অত্যা-
ক না হইলে ইহার মধ্য স্থাপিত যে ধন, তাহা স্পর্শও করি-
না। পরে ফারশী দেশীয় দারায়স কিম্বা গষ্টাস্প যাহাকে বলে,
াজার আমল পর্য্যন্ত সে স্তম্ভ পূর্ব্বমত গাঁথা ছিল, কিন্তু দারায়স
ার ভিতর কিছু অর্থ আছে, ইহা অনুমান করিয়া ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গি-
ন, কিন্তু কিছুই না পাইয়া কেবল এই এক লিখন দেখিলেন,
"তোমার মন যদি এমন ধন তৃষ্ণিত ও অর্থ লোভি হইয়া
ছত না হইত তবে মৃত লোকের স্মরণার্থক যে স্তম্ভ, তাহা কদাচ
ঙ্গিতা না।"
ইবিলমিরোদক রাজার ভগিনীপতি যে নিরিগ্লিষর, যিনি উহার
হন্তাদের মধ্যে প্রধান এক জন, তিনিই ঐ রাজ্য লইয়া মিডীয়
জার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে শীঘ্র সাজিলেন; তাহাতে মিডীয় দেশা-
পতি যে সাইকুরীস, তিনি ফারশী দেশের সাইরস রাজাকে
হ্বান পূর্ব্বক দুই জনে মিলিয়া ঐ নিরিগ্লিষের সহিত সংগ্রাম
রিয়া তাঁহার চতুর্থ বৎসর রাজ্য করিবার বেলা তাঁহাকে বধ
রিলেন।
তদনন্তর লাবরোসোরোখদ নামক তাঁহার সন্তান, তৎ সিংহাস-
োপবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে যে২ অভিলাষ উদয় হইল, তাহা
বাধে পূর্ণ করিলেন; ইহাতে অনেকে তাহার ঐ কু ব্যবহার
খিয়া মনে২ চাহিরাইত, যে ইনি উপযুক্ত দণ্ড না পাওয়াতে
বল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া পৃথিবীতে অপযশ রাখিতে রাজা হই-
াছেন। বিশেষতঃ, দুইটী কুক্রিয়া করিয়া যে আপনার কলঙ্ক
স্থাপন করিয়াছেন, তাহা লেখা যাইতেছে। তাহার প্রথম কর্ম্ম
ই, যে তিনি একবার মৃগয়াতে গিয়া একটা পশুর প্রতি শর
ঃক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিন্ধিতে পারিলেন না, কিন্তু বাবেল
েশের এক ব্যক্তি প্রধান গাব্রিয়স নামা যুবা পুরুষ তাঁহার সঙ্গে
হল, সে ঐ পশুকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল, এই হেতু তিনি তাহার
াণ দণ্ড করিলেন। দ্বিতীয়, গাদাতিষ নামে তাঁহার এক সেনা-
াতি ছিল, সে তাঁহার উপস্ত্রীর লাবণ্যের প্রশংসা করিয়াছিল, এই
ন্যে তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিলেন। অতএব শেষে ঐ দুই ব্যক্তির
ারিজন প্রবল হইয়া মিডীয় ও ফারশীয় লোকের সহিত মিত্রতা

powerful, joined the Medes and Persians, and contributed not a little to the overthrow of the Babylonian throne, already in a tottering state.

His successor was Belshazzar. It is on good grounds supposed that he was the son of Evil-Merodoch, by his wife Nitocris, and consequently grandson to Nabuchodonosor. In his reign the siege of Babylon was carried on by Cyrus: but he, trusting to the strength of its walls, neglected all precaution, and whilst his enemies were besieging him, gave a great entertainment to his whole court, upon a certain festival, which was annually celebrated with great rejoicing. In that same night, the enemy, who had turned the course of the river, entered the city by its channel, and put to the sword the king, the garrison, and all the inhabitants.

Thus ended the Babylonian empire, after having subsisted two hundred and ten years from the destruction of the great Assyrian empire.

REFLECTIONS.

"Know thyself," has ever been accounted a maxim of the last importance in our search after true wisdom. "The proper study of mankind is man." The records of history, therefore, become valuable, in as much as they greatly assist us in forming a correct estimate of our common nature. As the tree is made known by its fruits, so by actions is developed the character of the human mind. It is true the enquiry leads to a mortifying conclusion. The mirror appears to be presented only to exhibit to our view our own deformity,

রয়া তাঁহার সিংহাসন টলটলায়মান করিল। ইহাতে তাঁহার
জা কেবল ৯ মাস মাত্র ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া রহিল, পরে ঐ
লে ঐক্য হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিল।
ইহার পর বেলসাজ্জর এই রাজ্যাধিকারী হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত
লেন। আর বোধ হয়,যে ইনিই নাবুকদ্‌নসরের পৌত্র নেটোকৃশ
ীর গর্ভজাত ইবিলমিরোদকের ঔরস পুত্র ছিলেন। পরন্তু তিনি
জত্ব করিতেছেন এই সময়ে সাইরস রাজা সসৈন্য আসিয়া ঐ
বেল নগর ঘেরিয়া রহিলেন; কিন্তু সেখানকার চারিদিকের প্রা-
অত্যন্ত শক্ত ছিল, এই ভরসাতে বেলসাজ্জর শত্রুদমনার্থে
ান উপায় চেষ্টা না করিয়া প্রতিবৎসর নিয়মিত একটা বিশেষ
ছিল তাহা করিতে আহ্লাদ পূর্ব্বক মন্ত্রিবর্গের কারণ চর্ব্য চোষ্য
হ্য পেয় এই চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য যে দিবসে প্রস্তুত করি-
ন, সেই রাত্রিতে বিপক্ষেরা নদীর স্রোত বদ্ধ করিয়া তাহার
দা দিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাকে এবং তাঁহার সৈন্য-
কে ও প্রজাবর্গকে শানিত খড়্গেতে ছেদন করিয়া ফেলিল।
শরীয় বৃহদ্রাজ্য লুপ্ত হইলে পর বাবেল রাজ্য দুই শত দশ
সর পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে এই রূপে নষ্ট হইয়া গেল।

উপদেশ কথা।

জ্ঞানের চেষ্টা করিতে গেলে আপনাকে চিন, এই কথাটি হই-
ছে যে তাহার প্রথম সোপান স্বরূপ, ইহা পর্ব্বাপর লোক প্রসিদ্ধ
ছে। আরও এমনি একটি কথা আছে, যে মনুষ্যের মন জ্ঞাত হও-
যে বিদ্যা, সে তাবৎ বিদ্যা অপেক্ষা করিয়া অধিক প্রয়োজনক।
র ইহা পাইবার উত্তম উপায় হইয়াছে প্রাচীন ইতিহাস সকল;
হেতুক ফল দেখিয়া যেমন গাছ জানা যায়, তেমনি মনুষ্য সকল
কি প্রকার, তাহা তাহাদের ক্রিয়ানুসারেই বোধ হয়। তবে কি
তহাস পড়াতে মানুষের কর্ম্ম সকল দেখিয়া যে রূপ স্থির হইয়া
চ তাহাতে আমাদের অতিশয় ক্ষোভ জন্মে। ফলতঃ এমনি বোধ হয়
আপনাদের কুৎসিত আকার দেখিতে ঐ দর্পণ স্বরূপ ইতিহাস
ত করিয়া রহিয়াছিল, ইহাতে কখনং এমনি বিরক্ত হইতে হয়,

and in so striking a light, that ofttimes we are ready, as it were, to start aside in disgust. Alas! turn we to what country of the globe we please, in reviewing the history of its inhabitants, how frequently do we find a large proportion of it to consist of little more than a catalogue of crime: and what might still further excite our astonishment, the voice of fame has ever been ready to announce to posterity as heroes and demigods, those who have been foremost in works of violence and bloodshed! So far, indeed, has our nature fallen, that man, notwithstanding his surprising capacities, appears, in some respects, even lower than the animals which surround him, and by which he is served. The beast of the forest preys not upon his own species. How awful, how affecting, then, is the picture afforded us by history! It were in vain to attempt to calculate the myriads of the human race that have been slaughtered by the hands of their fellow men! This teaches us to form a very humble opinion of, and at the same time exceedingly to mistrust our own hearts.

We may notice frequently, that in proportion to the pains which men take to display their power, so, in the end, is their weakness made evident. Nineveh and Babylon, once the proudest cities in the world, have for ages past been so entirely desolated, that it remains a matter of conjecture as to the precise places where they formerly stood. In vain also are the most impenetrable bulwarks, as well as every possible means of defence founded on human strength and foresight, independent of the Divine protection. The walls, and gates, and bars of Babylon proved of no avail, when

চাহা ফেলিয়া পলাইতে উদ্যত হই। হায়২ পৃথিবীর যে কোন
হউক না কেন, তাহার ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে সচ-
র এমনি দেখিতে পাই, যে তাহার অধিক ভাগ কেবল দুষ্কর্ম্মের
রণ। আরও একটি আশ্চর্য্য এই, যে যাহারা ঐ সকল দুষ্কর্ম্ম
তে শ্রেষ্ঠ, অনেকে তাহাদিগকে বীর ও দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা
,এবং জগৎ সংসার ব্যাপিয়া তাহাদের যশো ঘোষণা করিয়াছে।
তঃ মানুষের নানা প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলেও পা-
ত এমনি পতিত হইয়াছে যে কোন২ অংশে বন্য পশু অপেক্ষাও
া। তাহার সাক্ষী দেখ, ব্যাঘ্রাদি হিংসক জন্তু সকল স্বজাতীয়
র হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্য যে কত মনুষ্যকে নষ্ট করিয়াছে
ার সংখ্যা করা যায় না। এইক্ষণে এ সকলেতে আমরা এই শিক্ষা
িতে পারি, যে অহঙ্কার না করিয়া নম্র হওয়া উচিত, ও আপন২
র উপর বিশ্বাস না রাখা উচিত।
ার দেখা যাইতেছে, যে কোন লোক আপন২ পরাক্রম যত
াইতে চেষ্টা করে শেষে ততই তাহাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া
। ইহার সাক্ষী দেখ, নিনিবী ও বাবেল নগরের মত ঐশ্বর্য্যান্বিত
। নগর পৃথিবীর মধ্যে আর ছিল না, তথাপি কত শত বৎসর গত
ল যে সে দুই নগর এমত উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যে কোনখানে
রের পত্তন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না; কেবল অনু-
নতে মাত্র বোধ হয়। অতএব পরমেশ্বর যদি রক্ষা না করেন
বজ্র তুল্য শক্ত যে দুর্গ, এবং বলেতে ও বুদ্ধিতে আর যত২ উপায়
ক, সে সকলি বিফল হয়; কেননা বাবেল নগর অতিশয় উচ্চ-
চ শক্ত প্রাচীরেতে বেষ্টিত ছিল, আর তাহার দ্বার এবং হুড়-
সকলও তদ্রূপ শক্ত; তথাপি ঈশ্বরকর্তৃক নিরূপিত তাহার নাশ
বার দিন যখন উপস্থিত হইল তখন কিছুতেই আটকাইতে
রিল না; এই জন্যে বলি কোন রাজ্য কত দিন থাকিবে ও
হার শ্রী বা কেমন বাড়িবে ইহা অনুভব করিতে গেলে তা-
র সৈন্য সামন্ত ও ঐশ্বর্য্যের আধিক্যেতেই যে অধিক দিন থা-
বে এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে এমন নহে। তবে কি না
ই রাজ্যবাসিরা যদি ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা সকল
লন করে তবেই জানিবা যে তাহার ভদ্রত্বের লক্ষণ সেই। আরও
কাল ও পর কালের বিষয় এই উভয় তৌল করিয়া দেখিলে

the period appointed for its destruction had arrived. We may, therefore, calculate on the continuance and prosperity of an empire, not so much from the prowess of its warriors, or the vastness of its resources, as from the regard which is paid to the practice of religion and virtue. And further, if our minds are rightly instructed as to the value of the things of time, compared with those of eternity, we shall be led to pity, rather than to envy, those who occupy exalted stations in society. Instead of repining that our names are not numbered with the great, we shall feel grateful to that Providence which, by fixing our lot in a more humble sphere, has thereby secured us from many dangers, difficulties, and temptations ; as trees planted in a valley escape the blast which carries headlong those situated on the tops of the mountains ; or as vessels which skim along the shore easily make the harbour, and are safe, whilst others that venture out to sea are riven asunder by the tempest, and founder in the deep. Semiramis, in the zenith of her glory, was yet in danger of being assassinated by the hand of her own offspring !

ান দ্রিক্ ভারি ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে যাহারা
চ্চপদস্থ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করা আমাদের কোন প্রকারে কর্ত্তব্য
:হ। মহল্লোকের নামের সঙ্গে আমাদের নাম যে গণিত
হ্ এ বিষয়ে খিদ্যমান না হইয়া বরং আমাদিগকে ক্ষুদ্র পদে
যুক্ত করিয়া নানা আপদহইতে রক্ষা করিয়াছেন যে ঈশ্বর,
হার ধন্যবাদ যেন করি। যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরিস্থ যে গাছ,
ঝড়ে একেবারে উৎপাটিত হইয়া পড়ে; কিন্তু নীচে যে গাছ
কে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটে না। কিম্বা তুফানের বেলা যে সকল
দ্র২ জাহাজ সমুদ্রের ধারে২ যায়, সে সমস্ত খালের ভিতর প্র-
ষ্ট হইয়া রক্ষা পাইতে পারে; কিন্তু যে বৃহৎ২ জাহাজ সাগরের
। দিয়া যায়, সেই গুলা তৎকালীন প্রবল তরঙ্গে বিদীর্ণ হইয়া
রা পড়ে। এই ২ কথার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে সিমিরামিস রাণী;
থ, ঐ রাণী অতুলৈশ্বর্য্য পাইয়াও আপন পুত্রহইতে তাঁহার
াভয় ছিল।

CHAPTER III.

OF THE

MEDES AND PERSIANS.

তৃতীয় খণ্ড।

মীড ও পারশী লোকের বিষয়।

CHAPTER III.

OF THE MEDES AND PERSIANS.

SECTION I.

Of the Medes.

THE Medes were the desendants of Madai, the third son of Japhat, from whom was denominated a tract of country which was bounded on the north by part of the Caspian Sea; on the east by Parthia and Hyrcania; on the south by Persia, Susiana, and Assyria; and on the west by Armenia Major. The climate was extremely hot in the plains, and cold upon the mountains; and the productions of the country necessarily varied with the temperature. The air was insalubrious in the vicinity of the Caspian Sea, where the rivers which supply that immense reservoir of water frequently overflowed their banks, and occasioned noxious exhalations. In some parts of Media, bread was made of dried almonds; but in the southern districts, corn and wine were produced in great abundance.

The nation of the Medes was once very powerful, but the people afterwards became effeminate and luxurious. Their religion and laws were nearly the same with those of the Persians. When a law was once enacted, it was not in the king's power to repeal it; and hence the unalterable decrees of the Medes are frequently alluded to in history.

তৃতীয় খণ্ড।

মীড ও পারশী লোকের বিষয়ে।

১ প্রথম অধ্যায়।

মীড লোকের বিষয়ে।

যাফতের তৃতীয় পুত্র যে মাডাই, তৎকুলোদ্ভূত লোকেরা মীড সংজ্ঞিত ছিল; আর ঐ মাডাইর নামানুসারেই দেশের নাম রাখা গিয়াছিল মীডিয়া দেশ। তদ্দেশের উত্তর সীমা কাস্পীয়ন নামে খ্যাত সাগরের এক ভাগ, এবং পূর্ব্ব সীমা পারথীয়া ও হিরকেনিয়া এই দুই প্রদেশ, আর দক্ষিণ সীমা পারশী ও সুষীয়ানা এবং আশরিয়া এই তিন প্রদেশ, ও পশ্চিম সীমা আরমানী মেজর নামে এক দেশ। আর ঐ দেশের পর্ব্বতোপরিস্থ ক্ষেত্র অত্যন্ত শীতল, এবং তদ্ভিন্ন মাঠের ভূমি সকল অতিশয় উষ্ণ; অতএব তত্তৎস্থানানুসারে দ্রব্য সকল ও তদ্রূপ উৎপন্ন হইত। আর যে সকল নদীর জল আসিয়া ঐ কাস্পীয়ন সাগরে পড়িত সে সমস্ত নদী বারম্বার উপছিয়া যাওয়াতে তৎসমীপস্থিত প্রদেশে জলপ্লাবন হইয়া সেইং স্থানে সমূহ বাষ্প উঠাতে ওখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যজনক ছিল। আর মীডিয়াখ্য দেশের কোনং ভাগেতে নীরস বাদামেতে রুটি করা যাইত, কিন্তু তদ্দেশের দক্ষিণাংশে অতিরেক শস্য ও মদিরা জন্মিত।

মীড নামক ব্যক্তিদের পূর্ব্বকালীন অতিশয় পরাক্রম ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ সুখার্ণবে গা ঢালিয়া তাহাদের পুরুষত্ব সকল একেবারে লোপ হইয়া গেল। ঐ মীড লোকদের বিধি ও ধর্ম্ম সকল প্রায় পারসী লোকদের সদৃশ ছিল। এমনি একটি রীতি ছিল, যে কোন ব্যবস্থা সুস্থির হইলে তাহার অন্যথা করিতে রাজাও সমর্থ হইতেন না, অন্যের কথা কি বলিব; অতএব ইতিহাসবেত্তারা যখন কোন অখণ্ডিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন তখন ঐ ব্যবস্থা সকল তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া কহেন।

This people were subjugated by Pul, the founder of the second Assyrian monarchy, or by his immediate successor, Tiglath-Peleser. They remained in subjection to the Assyrians till the reign of Sennacherib, when they shook off the yoke, and gallantly defended their recovered liberties. They lived some time without a king; but the licentiousness and anarchy which began to prevail, enabled Dejöces, a subtle and ambitious Mede, to raise himself to the regal dignity. The first acts of the new sovereign were those of a haughty and an imperious tyrant. At length, being induced to invade Assyria, his forces were defeated, and himself slain by Soasduchinus, or Nabuchodonosor.

He was succeeded by his son Phraotes, who was a prince of an enterprising spirit, and obtained possession of all the Upper Asia between Mount Taurus and the river Halys. He also invaded Assyria, and besieged the metropolis of that country; but he perished in the attempt, with the greater part of his army.

The crown of Media now devolved on Cyaxares, a prince of great courage and abilities, who avenged on the Assyrians the defeat and death of his father. The Scythians, however, over-ran and ravaged Media; and the king, in order to free himself from them, having invited great numbers to an entertainment, cruelly caused them to be massacred. Cyaxares entered into an alliance with Nebuchadnezzar, king of Babylon; and in conjunction with the Babylonians, he resumed the siege of Nineveh, slew Sarac the king, and levelled that proud metropolis to the ground. Having erected his kingdom into a potent empire, he died, and left the government to his son Astyages.

আশর দেশীয় দ্বিতীয় রাজ্য সংস্থাপক যে পাল, তৎকর্ত্তৃক কিম্বা তিগলাথপিলিষর নামক যে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎকর্ত্তৃক মীডাখ্য লোকেরা পরাভূত হইয়া ঐ আশরীয় সিনকরিব রাজার অধিকার পর্য্যন্ত বশতাপন্ন থাকিয়া শেষে সাহস পূর্ব্বক পরাধীনতা ঘুচাইয়া স্ববশে কিয়ৎকাল অরাজক হইয়া বাস করিতে২ অস্বামিক প্রযুক্ত তাহাদের লাম্পট্যের আধিক্য হইয়া উঠিল; অতএব তদ্দেশীয় ডিঔসিষ নামক এক চতুর ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যেচ্ছুক হইয়া সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অহঙ্কারী ও দাম্ভিক এবং অত্যাচারী ইত্যাদির ন্যায় কদাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সসৈন্যে আশর দেশাক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়া নিজ সেনাগণ বিপক্ষহস্তে পরাজিত হইলে পর আপনি সোয়াজডিউকিনস্ কিম্বা নবুকদ্নেসর যাহাকে বলে, তাঁহার হাতে প্রাণ হারাইলেন।

তিনি পর লোকে যাত্রা করিলে পর ফ্রাওটিষ নামক তাঁহার পুত্র পৈতৃক পদ পাইয়া অত্যন্ত সাহসান্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং টারস পর্ব্বত অবধি করিয়া হালিষ্ নদী পর্য্যন্ত ইহার মধ্যবর্ত্তি যত দেশ প্রদেশ ছিল, আর আশিয়া দেশ এই সকল জয় করিয়া লইলেন। পরে আশর দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সেখানকার রাজধানী ঘেরিয়া রহিলেন, কিন্তু তথায় তিনি ও তাঁহার বিস্তর সৈন্য প্রাণপরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর অত্যন্ত সাহসান্বিত এবং চতুর সয়াকজরেষ, তিনি রাজ মুকুট মস্তকোপরি ধারণ পূর্ব্বক মীডিয়া দেশাধিপতি হইয়া আপন পিতৃ হন্তা যে আশর দেশীয় লোক, তাহাদিগকে পিতার পরাভব ও মৃত্যুর প্রতিফল প্রদান করিলেন; এবং সিথিয়া দেশীয় ব্যক্তিরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক যৎকালে লুট করে তৎকালীন তিনি তাহাদের হাতহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে তাহাদের অনেককে ছলেতে ভোজনের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনাইয়া নির্দয় রূপে হত্যা করিলেন, এবং তিনি বাবেল রাজ্যাভিষিক্ত যে নাবকদ্নসর তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিয়া নিনিবী নগর পুনরায় ঘেরিয়া ঐ নগরাধিপ যে সেরকাখ্য রাজা, তাঁহার প্রাণ দণ্ড পূর্ব্বক ঐ মহা রাজধানী একেবারে সমভূমি করিয়া দিলেন। আর প্রতাপেতে আপন রাজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া নিজপুত্র যে এসটিয়াজেষ তাঁহাকে রাজ দণ্ড দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

This prince, who is also called Ahasuerus, repulsed the Babylonians, who, under the conduct of Evil-Merodach, had made an inroad into the country. Having married a Jewish maiden of great beauty, he was a friend and protector of the Jews.

On the death of Astyages, the crown devolved on his son, Cyaxares II. who was also designated by the name of Darius the Mede, and was uncle to Cyrus. Cyaxares and his nephew reduced Babylon, and appointed Daniel one of the governors of the subjected kingdom. Cyrus, having united under his power the Medes and Persians, Media lost its name, and was incorporated with Persia.

Section II.

Of the Persians.

Persia, which is one of the most delightful countries in Asia, has obtained different appellations in different ages. It anciently extended about two thousand eight hundred English miles in length, from the Hellespont to the mouth of the Indus; and about two thousand miles in breadth, from Pontus to the mouth of the Arabian Gulph.

The climate of this country varies considerably according to the situation, some parts being parched with insufferable heat, whilst others are frozen with cold. Some of the vallies, however, are extremely fertile, and produce fruits, flowers, and aromatic herbs, in great exuberance. In a most beautiful plain, said to have contained near fifteen hundred villages, was situate

ঐ রাজার আর একটি নাম ছিল আহাসিউরস, পরন্তু বাবেল দেশবাসি লোকেরা ইবিল মিরডাক্‌কে অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে পর, তিনি তাহাদিগকে নিজাধিকারহইতে দূর করিয়া দিলেন। আর য়িহুদী লোকদের এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিলেন, তজ্জন্যে ঐ লোকদের প্রতিপালন পুর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিলেন।

ঐ এস্‌টিয়াজেবের শরীর পতনের পর দ্বিতীয় সায়াকজেরেষ নামক যে তাঁহার পুত্র, যাঁহার আর একটি সংজ্ঞা ছিল মিডিয়া দেশীয় ডারিয়ুস, তিনি পৈতৃক পদাভিষিক্ত হইয়া সাইরস নামক যে তাঁহার সাহসী ভাগিনেয় ছিল, তাহার সঙ্গে ঐক্য করিয়া বাবেল দেশ জয় পূর্ব্বক অধিকার করিলেন, ও দানিএল নামা এক ব্যক্তিকে ঐ অধিকৃত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা করিয়া রাখিয়া দিলেন; এবং মিডিয়া ও পারশী এই দুই রাজ্য সাইরস একসাৎ করাতে মীড লোকদের নাম একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পারশী রাজ্যের বিষয়ে।

আশিয়ান্তঃপাতি তাবদ্দেশ অপেক্ষা পারশী দেশ সর্ব্বাংশে অত্যুত্তম, এবং ঐ দেশ ভিন্নং কালে ভিন্নং নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আর পূর্ব্বে তাহার দীর্ঘতা হেলেস্‌পান্টস মোহানা অবধি সিন্ধুনদীর উত্তর দিক্‌ পর্য্যন্ত এক হাজার চারিশত ক্রোশ ছিল, এবং আড়ে পান্টস নদী অবধি করিয়া আরব সাগর পর্য্যন্ত এক হাজার ক্রোশ।

ঐ দেশের নানা স্থানে নানা প্রকার বায়ু বহে, তাহাতে কিয়ৎ সংখ্যক দেশে অসহ্য গ্রীষ্ম হয়, ও কতক গুলি দেশে এমন প্রবল শীত, যে তাহাতে জল প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া যায়। আর উহার কতক প্রদেশের উর্ব্বরা যে নিম্ন ভূমি সকল, তাহাতে যথেষ্ট ফল ফুল ও অনেক প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষ এই সকল উৎপন্ন হয়; এবং এই কথা শুনা গিয়াছে, যে অতি সুন্দর একটা প্রান্তরের মধ্যে এক হাজার পাঁচ শত গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে পারশী লোকদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত যে রাজ্য, তদুপযুক্ত উৎকৃষ্ট মনোরম পারসেপালিষ নামক রাজধানী স্থাপিত ছিল। পারশী দেশাধিপতিদের পূর্ব্বকার রাজগৃহ

the capital, Persepolis, the magnificence of which was worthy of an empire so rich and powerful. At the foot of a mountain stood the ancient palace of the kings of Persia, of which the walls on three sides still remain. In the solid granite appear certain figures, some of which are emblematical or historical, and others represent battles, hunting matches, and ancient ceremonies, religious and civil.

The Persians are supposed to have descended from Elam, the son of Shem; and they are sometimes denominated Elamites. Their government has been always monarchical and arbitrary, and the crown hereditary. None were permitted to enter the royal palace without express permission, nor to approach the seat of majesty without prostrating themselves on the ground. The Persian sovereigns frequently heard causes, and were in some degree attentive to the administration of justice.

The ancient Persians paid great regard to the education of their children. At the age of five years, the children of reputable parents were entrusted to the care of learned masters, who endeavoured to implant in their opening minds an aversion to vice, and allured them, rather by example than precept, to the practice of virtue.

Criminals convicted of high treason, were condemned to have the right hand struck off, and then to suffer decapitation. They who had terminated the life of a fellow creature by poison, were pressed to death between two stones. But the most severe punishment exercised in Persia was the inhuman one of fastening the culprit between two boats in such a manner, that, though his head, hands, and feet were left uncovered

এক পর্ব্বতের তলেতে স্থাপিত ছিল, তাহার তিন দিকের প্রাচীর অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। আর যে সকল বৃহৎ প্রস্তরেতে ঐ দেওয়াল গ্রথিত হইয়াছে সেই সমস্ত পাতরের উপরে নানা কথার অর্থবোধক যে সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি সকল, এবং ইতিহাস ও যুদ্ধ ও মৃগয়া প্রভৃতি, যে আকার দেখিবা মাত্র বোধ হয় এমন আকার সমস্ত আছে, আর ধর্ম্মবিষয়ের এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞাপক যে আকৃতি সমূহ, এই তাবৎ তাহাতে খোদিত আছে।

বোধ হয় পারশী দেশীয় লোকেরা শেমের পুত্র যে এলাম, তদ্বংশজাত; অতএব কখনং তাহারা এলামীয় পদবাচ্যও হয়। আর তাহাদের রাজ্যে এমনি প্রথা ছিল, যে যিনি রাজপদাভিষিক্ত হইতেন, তিনি অন্য কাহার অপেক্ষা না করিয়া কেবল আপন ইচ্ছাতেই তাবৎ কর্ম্ম চালাইতেন, এবং রাজা কাল প্রাপ্ত হইলে পর তাহারি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমেতে রাজমুকুট পাইতেন। আর ভূপতির আজ্ঞা না পাইয়া যে রাজগৃহে প্রবেশ করা, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম না করিয়া যে সিংহাসন সন্নিধানে যাওয়া, এ সকল কাহারো সাধ্য হইত না। আর ঐ রাজারা সময় বিশেষে প্রজার নিবেদন শ্রবণ করিয়া প্রায় ন্যায়পূর্ব্বক সুবিচার করিতেন।

পারশী দেশের প্রাচীন লোকেরা আপনং সন্তানদের বিদ্যাভ্যাস যে প্রকারে হয় তাহাতে অতিশয় যত্ন করিয়া তৎস্থানস্থ ভদ্র লোক সকলে আপনং বালকদের পঞ্চম বর্ষবয়স্ হইলেই তাহাদিগকে বিদ্বান্ শিক্ষকের পাঠশালায় প্রেরণ করিতেন, তাহাতে শিক্ষকেরা ঐ ছাত্রদের মন যাহাতে কুকর্ম্ম সকলহইতে ফিরিয়া সৎকর্ম্মে নিবিষ্ট হয়, এমন সমস্ত উদাহরণ বাক্যদ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা করাইতেন।

পারশী লোকের দোষি লোকদের প্রতি এই সকল দণ্ডের নিয়ম ছিল। যে জন রাজদ্রোহ কারণ অপরাধী, প্রমাণদ্বারা এমন নিরূপণ হইলে অগ্রে ঐ ব্যক্তির দক্ষিণহস্ত ছেদন করিয়া পশ্চাৎ মস্তক ছেদন করিত। আর যে বিষ ভোজন করাইয়া পরের প্রাণ হরণ করিত, তাহাকে পাষাণ দ্বয়ের মধ্যে ফেলিয়া অস্থি সকল চূর্ণ করিয়া প্রাণে মারিত। এবং তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অকরুণ দারুণ এই দণ্ড ছিল, যে দোষযুক্ত মনুষ্যকে শক্ত রূপে বন্ধনগ্রস্ত করিয়া এই প্রকারে নৌকাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি করিয়া ফেলিয়া রাখিত, যে তাহার

he was unable to move. His face, exposed to the rays of the sun, was smeared with honey, which invited innumerable swarms of flies and wasps to torment him: whilst worms devoured his entrails; and the executioners, that they might prolong his excruciating agonies obliged him to take food. The object of the Persian laws was to prevent, rather than punish crimes. They were, perhaps, the only people who enacted a penal law against ingratitude.

Anciently, the Persians were all trained to military exercises, and particularly to the use of the bow. It was disgraceful for the grandees to appear in public except on horseback. Hence their horses were richly caparisoned; and the Persians sometimes entered the field of battle in splendid chariots, drawn by four, six or even eight horses. When they designed to make war on any nation, they sent heralds to demand earth and water, and by that means compel the people to acknowledge the Persian monarch as their sovereign.

It is supposed that the Persians were originally instructed in the knowledge of God by their progenitor Elam, and that they were recovered from certain erroneous opinions by the patriarch Abraham. They have however showed, and still show, a great veneration for fire and the sun. Zoroaster taught them to consider the sun as the noblest creature of the Almighty, and the immediate seat or throne of the Deity, and the element of fire as the purest symbol of the divine nature. The Persians believe in two principles; the one good, the

মস্তক পদাদি প্রকাশিত থাকিয়াও ঐ সকল অবয়বের স্পন্দন
রিবার শক্তি থাকিত না। আর তাহার বদন এমন করিয়া
খিত, যে সূর্য্য কিরণের উত্তাপে উত্তপ্ত হওয়াতে অতি কাতর
ত, এবং মুখেতে মধু লেপন করিয়া দিত। তাহার কারণ এই,
মধুমক্ষিকা ও বোলতা ঝাঁকে২ উহার মুখ মণ্ডলে বসিয়া হুল
াইয়া বিস্তর যন্ত্রণা দিত, তাহাতে হননকারকেরা ঐ দো-
কে উদর পূরণ করিয়া অন্ন ভোজন করাইত, কেননা অধিক
ল দুঃখভোগ হইবে। আর পারশীরা যে সকল অপরাধের দণ্ড
ান করিয়াছিল, তাহা দোষার্থক অপেক্ষা করিয়া প্রায় দোষ
ারণার্থে হইতে পারে; এবং অনুমান হয় যে কৃতঘ্নতার যে দণ্ড
ান, তাহা কেবল তাহারাই করিয়াছিল।

আর ঐ পূর্ব্বকালীন পারশী দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলেই অস্ত্র-
্যা বিশেষতঃ ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিত। আর সেই স্থানের প্রধান২
ক্তিরা ব্যক্ত রূপে বাহিরে গমন করিতে হইলে অশ্বারূঢ় হইয়া যা-
ত, নতুবা তাহাদের মানের হানি হইত। এই কারণ উহাদের
াটিক স্বর্ণ রজতাদিতে বিভূষিত ছিল; আর তাহারা যে কালে রণ-
ল গমন করিত, সে কালে চতুঃ সংখ্যক কিম্বা ষট্ সংখ্যক বা
ষ্ট সংখ্যক অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিত। আরও
হাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, যে অন্য কোন লোকের
হিত সংগ্রাম করিতে মনস্থ হইলে ঐ বিপক্ষদের নিকটে এক জন
চ প্রেরণ করিয়া মৃত্তিকা ও জল যাচ্ঞা করিত; ইহার ভাব এই,
তাহাতে তাহাদের অধীনতা বাঞ্ছা থাকিলে মৃত্তিকা ও জল দিয়া
া প্রদান করিবে, ও পারশীর রাজা সম্রাট্ হইয়া থাকিবেন, নতুবা
ুল সংগ্রাম হইবে।

অনুমান সিদ্ধ এই, যে পারশী লোকদের পূর্ব্ব পুরুষ যে এলাম,
কর্তৃক তাহারা প্রথমতঃ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিল,
র আব্রাহাম নামক যে য়িহুদী লোকের পূর্ব্ব পুরুষ, তাঁহার দ্বারা
ন্তিজনক এমন যে কতক গুলি অশাস্ত্রীয় মত তাহাহইতে রক্ষা
াইয়াছিল; কিন্তু তত্রাপি তাহারা চিরকাল সূর্য্য ও অগ্নিকে যথেষ্ট
ক্তি করে। ফল জোরাস্টর নামে তাহাদের যে এক জন প্রধান
রু, তিনি উহাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরের
াবৎ সৃষ্টের মধ্যে প্রধান রূপে সূর্য্যের সৃষ্টি হয়, এবং ঐ সূর্য্য

other evil. These two principles occasion good and evil in the world. They say that evil is punished in the other world by two guilty angels, who proportion the sufferings of the wicked; that all will be delivered at the day of judgment, which will be at the end of twelve thousand years; and that God employed six seasons in the creation of the world.

The marriages of the Persians are those of children in their minority; of widowers with a second wife; of such as marry by their own choice; of such as are given in marriage by persons who are desirous of leaving them their property; and of the dead, from an opinion that married people are peculiarly happy in a future state. The parties designing to contract the nuptial engagement, declare their consent to the priest, who blesses the marriage, and scatters rice over them.

The dead are carried to *the tower of silence*, where the bodies are devoured by birds of prey, that they may not pollute the earth or infect the air. Zoroaster persuaded the Persians to build over every altar a pyreum, or fire temple, which fire they esteemed an image of the Deity, the symbol of his purity, the shadow of his nature.

The first king of Elam was Chederlaomer, who conquered many of the Asiatic provinces, and held the kings of Sodom, Gomorrah, Bela, Admah, and Zeboim, in subjection for twelve years. He was, however, vanquished by the patriarch Abraham, and lost the sovereignty of the Pentapolis. From this period to the

ল তাঁহার বাসস্থান; ও ঈশ্বর যে কীদৃশ ইহার সকলহইতে
ম দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে অগ্নি। অপর তাহারা ইহাও কহে, যে
ল কর্ম্মের সৃষ্টি করেন ও মন্দ কর্ম্মের সৃষ্টি করেন এমন দুই জন
র্ত্তা আছেন, তদনুসারেই তাহা ঘটে। আর বলে, যে পরলোকে
যগুস্ত ব্যক্তিকে মন্দ দুই দূত বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত দণ্ড
ান করিবে, পশ্চাৎ দ্বাদশ সহস্র বৎসর গত হইলে মহা প্রলয়
লীন সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে। আর এই কথা কহে, যে
মেশ্বর ছয় বারে তাবতের সৃষ্টি করিলেন।

তাহাদের দারপরিগ্রহের যে সকল রীতি তাহা লেখা যাইতে-
। উহাদের বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয়, আর স্ত্রী বিয়োগির অন্য
র সহিত পুনর্ব্বার উদ্বাহ হয়; তাহার মধ্যে আরবার এই বিশেষ,
কতগুলি লোক স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিবাহ করে, ও কতক বা উত্তর
ল ধনাধিকারী হইবার জন্যে অন্যের ইচ্ছাতে বিবাহিত হয়।
র এক আশ্চর্য্য কথা শুন, যে মৃত শরীরেরও বিবাহ দেয়, কেন-
তাহাদের এমন গ্রহ আছে যে বিবাহিত ব্যক্তি পরকালে গিয়া
ী হয়। আর বিবাহের পূর্ব্বে পুরোহিত সমীপে বর কন্যা এই
য়ের সম্মতি জানাইতে হয়, তখন ঐ পুরোহিত ঐ উভয়ের মস্তকে
্য দূর্ব্বা প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

ঐ পারশী দেশ নিবাসিরা সেখানকার মৃত দেহ সকলের কবর
দিয়া নিঃশব্দ নামক এক উচ্চ মূর্চ্ছার মধ্যে রাখিয়া দিত; ইহার
ব এই, যে আমমাংসাভিলাষি শকুনি পক্ষি প্রভৃতি ঐ স্থানে
য়া শব মাংসভোজন করিত, তৎ প্রযুক্ত তৎ স্থানস্থ মৃত্তিকার
শুচিত্ব জন্মিত না, ও বায়ু মন্দ না হওয়াতে মারীভয়ও হইত না।
র তাহারা জোরাষ্টরের মন্ত্রণানুসারে বিস্তর বেদি নির্ম্মাণ করি-
প্রত্যেকের উপরিভাগে ঈশ্বর যে কীদৃশ, ইহার দৃষ্টান্ত হেতুক
তাঁহার গুণের প্রতিবিম্ব জ্ঞাপনার্থে এক২ অগ্নি সংস্থাপনার্থক
দির প্রস্তুত করিল।

এলাম অর্থাৎ পারশী দেশের আদি রাজা যে চেদারলৌয়ামার,
নি আশিয়ার অন্তর্গত কিয়ৎ সংখ্যক দেশ জয় করিয়া সদম ও
মোরা এবং বেলা ও আদমা আর জেবইম এই সকল দেশাধি-
তিদিগকে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর বশীভূত করিয়া রাখিয়া-
লেন; কিন্তু পরে য়িহুদী লোকের পূর্ব্ব পুরুষ যে আব্রাহাম

reign of Cyrus, the history of Elam or Persia is clouded with fiction.

Cyrus, who was styled the Great, on account of his extensive conquests, and his restoration of the captive Jews, was the son of Cambyses, a Persian grandee, and of Mandane, daughter of Astyages, king of the Medes. He passed the first twelve years of his life in Persia, where he was inured to hardships, and such exercises as might capacitate him to bear the fatigues and toils of war. He was then taken to his grandfather Astyages, with whom he lived till he had attained the age of sixteen years, after which he returned into Persia. In the fortieth year of his age, he was called to the assistance of his uncle Cyaxares, who had ascended the throne of Media, and who appointed him generalissimo both of the Medes and Persians. The powerful alliance formed against the Medes induced the king of Armenia to withhold his usual tribute. Cyrus, therefore, marched against him, and compelled him to pay his tribute, and to furnish his customary quota of auxiliaries.

The Egyptians, Greeks, Babylonians, Thracians, and other nations of Lesser Asia, having entered into an alliance against Cyaxares, chose Crœsus, king of Lydia, to be their general. The confederates assembled in the vicinage of the river Pactolus, and advanced to Thymbra, whither Cyrus also marched with one hundred and

৷ কর্ত্তৃক সংগ্রামে পরাভূত হইলেন, এবং পেলাপোনিষ নামক
রাজ্য ছিল, তাহাহইতেও চ্যুত হইলেন। এই সমস্ত ব্যাপার যৎ
লে হইয়াছিল, তৎ কালাবধি সাইরস নামা রাজার রাজ্যভোগ
র্য্যন্ত ঐ পারশী দেশের বিবরণ কেবল কৃত্রিম ইতিহাসে ব্যাপ্ত।
এই সাইরস নামধেয় ভূপতি বিস্তর ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম জয়
রিয়াছিলেন, এবং যে সমস্ত য়িহুদী দেশস্থ লোক বন্দী হইয়াছিল,
হাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এ জন্যে তাঁহার রাজাধিরাজ
পাধি ছিল। আর তিনি ঐ পারশী দেশীয় কেম্বাইশেষ নামধেয়
ক জন মহল্লোকের ঔরসজাত ও মীড লোকের রাজা যে এষ্টাএ-
সে, তাঁহার কন্যা যে মান্দেনী তদ্গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। অপর
নিই দ্বাদশ বৎসর ঐ পারশী দেশে বাস করিয়া সেখানকার দুঃখ
চল সহ্য করিতে এমন অভ্যাস করিলেন, যে তিনি যুদ্ধের যত
রিশ্রম ও ক্লেশ তাহা অনায়াসেই সহিষ্ণুতা করিতে পারিতেন;
বং তাঁহার তৎ স্থানে থাকিয়া নানা প্রকার রণ পাণ্ডিত্যও
ইয়া উঠিল। পরে দ্বাদশ বৎসরানন্তরে এষ্টাএজেস নামে যে
হার মাতামহ, তৎসমীপে ষোডশ বর্ষ পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে
নশ্চ আপন দেশে ফিরিয়া আইলেন; পরন্তু যখন চত্বারিংশদ্বৎসর
য়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন সাইআক্সেরস নামক যে তাঁহার মাতুল,
নি যৎকালে মিডীয়ের রাজা ছিলেন, তৎকালে আত্ম সাহায্যার্থে
সাইরস রাজাকে আপনার কাছে আনাইয়া মীড ও পারশীর
বেং সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিলেন। অপর আরমানীর রাজা
পন নিকট রাজ্যস্থ লোককে দলবদ্ধ দেখিয়া পূর্ব্বে মীড লোকের
জাকে যে কর প্রদান করিতেন, তাহা রহিত করিলেন; ইহাতেঐ
ইরস তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন, ও পূর্ব্ববৎ
র প্রদান এবং সেনাদ্বারা আত্মসাহায্য করাইলেন।
মিশর দেশীয়েরা, ও গ্রীক লোকেরা, এবং বাবেলীয় মনুষ্যেরা,
ার শ্রেষ্ঠ দেশস্থ ব্যক্তিরা, এবং আশিয়ার অন্যান্য দেশস্থ
াকেরা, এই সকলে ঐক্য হইয়া সাইরসের সহিত যুদ্ধ করিতে
সস নামক যে লিডিয়ার রাজা, তাঁহাকে আপনাদিগের সেনা-
ক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সকলে সসৈন্যে পাক্টোলস
ীর তীরে প্রস্থান পূর্ব্বক একত্র হইয়া, থিমব্রা দেশে উপনীত
ইলেন। পরে সাইরস ইহা জ্ঞাত হইয়া এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য

thirty thousand troops, besides three hundred armed chariots, several moving towers, and a considerable number of camels, upon which were mounted Arabian archers. The forces of Crœsus, however, were twice as numerous as those of Cyrus, and amounted to four hundred thousand men. A furious contest ensued, and Cyrus himself was sometimes in imminent danger; but, at length, the confederates gave way on all sides. After this engagement, Cyrus took Sardis, the capital of Lydia, and made Crœsus prisoner, whom he replaced on the throne. After subduing Syria and Arabia, he marched against Babylon, which he reduced after a siege of two years, and put an end to the Babylonian empire.

About two years after the reduction of Babylon, Cyaxares died, and left the whole government of the empire to Cyrus, who at this time published the famous decree by which the Jews were permitted to return to their native country, and restored all the vessels which Nebuchadnezzar had brought from Jerusalem. This prince, who was greatly beloved by all the nations that acknowledged his dominion, died in the seventieth year of his age. Cyrus was the founder of the Persian empire, which included India, Assyria, Media, Persia, and the parts adjoining to the Euxine and Caspian Seas. In the establishment of this empire he displayed much wisdom. Notwithstanding the impolitic measures of his successors, it continued for the space of more than two hundred years.

তিন শত রথের রথ এবং কতক গুলি চলিত মূর্চ্চা আর সহস্র ২
ষ্ট্রারূঢ় আরবী ধনুর্দ্ধর, এই সমস্ত লইয়া রণসজ্জা পূর্ব্বক ঐ থিমব্রায়
মন করিলেন; কিন্তু সাইরসের সৈন্য অপেক্ষা করিয়া ক্রীসসের
গুণ সেনা, তাহা গণনায় চারি লক্ষ ছিল; আর ঐ দুই জনেতে
ারতর অতি ভয়ঙ্কর সমর হইয়াছিল; আর তাহাতে কোনং
ময় সাইরসের উপর এমন আপদ ঘটিয়াছিল, যে তাহাতে
াহার প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া ছিল; কিন্তু শেষে এমনি হইয়া
ছিল যে ক্রীসসের বশীভূত হইয়া যে সমস্ত লোক সংগ্রামে নিযুক্ত
ইয়াছিল, তাহারা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাতে
ইরস নিজ বিপক্ষকে পরাভূত করিয়া লিডিয়া দেশের সারডিষ
মক রাজধানী করতলস্থ করিয়া লইলেন, এবং ক্রীসসকে বন্দী
রিয়া কিয়ৎকালানন্তর পুনশ্চ পূর্ব্বপদস্থ করিলেন। পশ্চাৎ সিরিয়া
আরব দেশ অধিকৃত করিয়া বাবেল নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা
রিলেন, ও তথায় উপস্থিত হইয়া দুই বৎসর তন্নগর বেষ্টন পূর্ব্বক
াপন হস্তগত করিয়া, একেবারে ঐ রাজ্য উঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর গত হইলে সাইআক্সেরস তাবৎ রাজকীয়
র্য্যের ভার সাইরসের হস্তে অর্পণ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। পরে ঐ
ইরস এই সুখ্যাতি যুক্ত আইন প্রকাশ করিলেন, যে বন্দি য়িহুদী
াকদিগকে স্ব দেশে যাইতে দেও, এই অনুমত্যনুসারে য়িহুদী লো-
রা আহ্লাদিত হইয়া স্ব দেশে প্রস্থান করিল। আর করিলেন কি না
বূকদনসর নামক রাজা পূর্ব্বে য়িরূশালেম নগরস্থ মন্দির হইতে
সকল সুবর্ণ রজতাদি নির্ম্মিত পাত্র লুট করিয়া আনিয়া-
লেন, সেই সমস্ত- তিনি ফিরাইয়া দিলেন। আর এই ভূপতি
স্ত প্রজা লোকের প্রিয়তম হইয়া রাজ্যের কর্তৃত্ব করিলেন, এবং
ত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। আর এই
পাল পারশী রাজ্যের সংস্থাপক ছিলেন, যাহার অন্তর্গত ভারত
. আশর, মিডিয়া, পারশী এই সকল দেশ, এবং ইক্সাইন ও কাস্পী-
সাগরের নিকটস্থ অনেক ২ দেশ প্রদেশ ছিল। অপর তিনি
ৰর বাহুল্যেতে ঐ রাজ্যের দৃঢ় রূপে পত্তন করিয়াছিলেন; আর
হার উত্তরাধিকারিরা অবিবেচক হইয়া অনেক অপকর্ম্ম করিয়া-
ল, তত্রাপি ঈশ্বরেচ্ছাতে দুই শত বৎসরের মধ্যে তাহার বড়
টা ব্যাঘাত জন্মিল না।

Cyrus was succeeded by his son Cambyses, who, soon after his accession to the throne, resolved to undertake an expedition against Egypt, and in that kingdom committed great cruelties and devastations. After the termination of the Egyptian war, he projected an expedition against Ethiopia, and sent thither spies, who, under the specious character of ambassadors, might procure information relative to the strength and political situation of the country. The king of Ethiopia, who had received intelligence of the object of their mission, said to them, "If your sovereign were an honest man, he would neither desire more than his own, nor attempt to enslave a people who have never injured him. However, give him this bow, and tell him, that I advise him to make war on the Ethiopians when the Persians shall be able thus easily to bend it; and, in the mean time, let him be thankful that the Ethiopians cherish not the desire of extending the limits of their empire." Cambyses no sooner received this message, than he commanded his army to begin their march for Ethiopia, though they were unprovided with any necessaries for such an expedition. But the king quickly found his troops in want of provisions, water, and every thing requisite; and the soldiers, after eating their beasts of burden, were obliged to choose one man by lot out of ten, to serve for food to his companions. At length, after having sacrificed the flower of his army to this preposterous undertaking, he was obliged to retreat to Thebes in Egypt. He had also sent against the Am-

এই সাইরস রাজার সন্তান যে কেম্বাইসিস তিনি পিতৃপদাভি-
ষিক্ত হইয়া মিশরীয় লোকের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে মনস্থ
করিলেন। অনন্তর তৎস্থানে সসৈন্যে প্রস্থান পূর্ব্বক তুমুল সংগ্রাম
করিয়া লুট পাটেতে তদ্দেশ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন,
এবং ঐরূপ সমাপন হইলে পর কাফরী লোকদের সঙ্গে সমর করিতে
মনে২ স্থির করিয়া কতক চর উকিলবেশে ঐ দেশে প্রেরণ করি-
লেন। এই রূপ করিয়া যে পাঠাইলেন ইহার কারণ এই, যে সেখান-
কার লোকের বল ও রাজ্যের বৃত্তান্ত সকল তাহাদের অজ্ঞাতসারে
জানিয়া আসিবে। পরন্তু ঐ লোকেরা কাফরীর ভূপসমীপে উত্তরিলে
ঐ রাজা ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাদের যাওনের যে ভাব, তাহার অনুসন্ধান
পাইয়া কহিলেন, যে তোমাদের রাজার স্বভাব যদি ভাল হইত তবে
তিনি আপন সম্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পরদ্রব্যে এমন লোভ
কদাচ করিতেন না। আর যে জন কখন তাঁহার কোন হিংসা করে
নাই তাহাকেও বশীভূত করিতে সচেষ্টিত হইতেন না; ভাল এ
কথা ওদিকে থাকুক, এইক্ষণে এই ধনুক খানি তাঁহাকে দিয়া কহ,
যে পারশীরা যৎকালীন ইহাতে জ্যারোপণ করিতে পারিবে, তৎ
কালীন যেন কাফরীদের সহিত যুদ্ধ দেয়। আর তাঁহাকে এই ভাগ্য
করিয়া মানিতে বলিও, যে কাফরী লোক আপন রাজ্য বৃদ্ধিতে
উৎসুক নহে, অর্থাৎ তাহা হইলে তিনি বিপদগ্রস্ত হইতেন। কেম্বাই-
সিষ নিজ চরদের প্রমুখাৎ কাফরী রাজার এই প্রকার দম্ভবচন
সকল শ্রবণ করিয়া উৎকট রাগাপন্ন হইলেন, এবং তৎকালীন কাফর
দেশ পর্য্যন্ত যে যাওয়া যায় এমন উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ছিল না,
তথাপি আপন সৈন্যগণকে আজ্ঞা দিলেন যে তোমরা শীঘ্র সসজ্জী-
ভূত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্থান কর। ইহাতে সেনা সকল চলিল। কিছু দিন
পরে রাজা দেখিলেন, যে জল ও আর২ দ্রব্যের অপ্রতুল হইয়াছে,
তাহাতে সেনাগণ এমন দুর্গতিতে পড়িল যে পথি মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত
হইয়া ভারবাহক যে সমস্ত জন্তু ছিল, তাহাদিগকে ক্রমে২ ভোজন
করিয়া পশ্চাৎ সরতি খেলাতে দশ জনের মধ্যে এক২ জনকে
আহার করিয়া চলিল। এই রূপে যাইতে২ উত্তম২ সৈন্য সকল
নষ্ট হইয়া গেল; অতএব শেষে ঐ কেম্বাইসিস বিমুখ হইয়া
থিবেজ নগরে ফিরিয়া গেলেন। আর তাঁহার যে কেবল এই আ-
হ্লাদ হইয়া উঠিল এমন নয়, আরও এক খানা মহা উৎপাৎ ঘটিল;

monians another detachment, which, though it arrived at the city of Oasis, was never heard of afterwards.

Irritated by misfortune, Cambyses committed cruelties in Egypt, and killed their god Apis. He became jealous of his brother Smerdis, whom he caused to be assassinated by his principal favourite Prexaspes. Afterwards, seeing his sister Meroe, lamenting the hard destiny of her brother Smerdis, he struck her with his foot in so brutal a manner as to occasion her death. He shot an arrow through the heart of the son of Prexaspes, to prove, as he said, that wine did not take from him the use of his faculties. He ordered Crœsus, king of Lydia, to be executed. Those, however, who received the orders, ventured to conceal the devoted prince, on the supposition that Cambyses might repent of his ill-timed severity; but, though Cambyses was glad the next day to find Crœsus still alive, he commanded those who had disobeyed his orders to be put to death. Cambyses was returning into Persia, to quell a revolt which had been occasioned by Smerdis, one of the Magi, who pretended to be the brother of the king, when he accidentally received a wound from his own sword, of which he died at Ecbatana in Syria.

The counterfeit Smerdis was injured by his excessive precautions. Cyrus having formerly caused the ears of the Magi to be cut off, this mutilation occasioned a discovery; and a conspiracy of seven of the principal Persian grandees being formed against Smerdis, he was

সে কি না তিনি আর এক দল সৈন্য আমন দেশে সংগ্রাম করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা যে ওয়াসিস নগর পর্য্যন্ত গিয়া উপনীত হইল, এই সমাচার প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহার পর কোন খানে গেল, আর কি রূপ বা হইল, তাহার কিছুই সম্বাদ পাইলেন না।

কেম্বাইসিষ এই সমস্ত দুর্দশাতে রাগান্ধ হইয়া মিশর দেশে নানা প্রকার নির্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, আর এপিয়স নামে খ্যাত এক দেবকে নষ্ট করিলেন। শেষে আপন ভ্রাতা যে স্মর্ডিষ তাহার প্রতি বিস্তর ঈর্ষা প্রকাশিয়া প্রেক্সাস্পেষ নামক যে এক জন আপনার প্রধান অমাত্য ছিল, তৎ কর্তৃক ঐ স্মর্ডিষকে বধ করিলেন। পরে মিরই নাম্নী যে তাঁহার এক ভগিনী ছিল তাহাকে ভ্রাতৃশোকার্ত্তা দেখিয়া এমন নিষ্ঠুরতা প্রকাশিয়া পদাঘাত করিলেন, যে তাহাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। আর করিলেন কি, না সুরাপানে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না, এই কথা কহিয়া প্রেক্সাস্পেষের পুত্রের বক্ষঃস্থলে এক তীর মারিলেন, তাহাতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পৃষ্ঠ দিয়া ঐ তীর বাহির হইলে সেও প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরন্তু তিনি লিডিয়ার অধিপতি যে ক্রীসস তাহার মস্তক ছেদন করিতে অনুমতি দিলে পর জল্লাদেরা বিবেচনা করিল, যে এই রাজাকে বধ করিলে পশ্চাৎ ইনি অনুতাপী হইবেন, অতএব ইহাকে রক্ষা করা উচিত, এই সকল ভাবিয়া ঐ ভূপতিকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল; আর কেম্বাইসিষ তৎ পর দিবস ক্রীসস রাজা জীবিত আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া মনেং আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু ঐ আজ্ঞালঙ্ঘনকারিদের প্রাণ দণ্ড করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, তাহাতে তাহাদেরও প্রাণ গেল। আর স্মর্ডিষ নামক এক ব্যক্তি গণক ছিল, সে ছল করিয়া আমি রাজার ভ্রাতা এই কথা কহিয়া পারশী দেশের উপপ্লব করিয়াছিল; অতএব তাহার শান্তি করিতে যৎ কালীন কেম্বাইসিষ ঐ দেশে পুনরাগমন করিতে ছিলেন, তৎ কালীন আপনার অস্ত্রাঘাতে ক্ষতাঙ্গী হইয়া সাইরিয়া দেশের একবাটানা নামক নগরে প্রাণ হারাইলেন।

ঐ কল্পিত স্মর্ডিষের অসঙ্গত সাবধানতাতে অমঙ্গল হইয়া উঠিল, ফল সাইরস রাজা তাবদ্গণকের কর্ণচ্ছেদন করিয়াছিলেন, ঐ

assassinated. When the public tumults had subsided, the conspirators held a council on the kind of government which should be established; and after some debate, they determined in favour of monarchy. They agreed, therefore, to meet next morning on horseback, at an appointed place near the city, and to acknowledge him whose horse first neighed, as king of Persia. This plan was reduced to execution; and Darius, the son of Hystaspes, by a stratagem of his groom, obtained the sovereignty.

In the commencement of his reign, Darius put to death Intaphernes, one of the conspirators. This nobleman attempted to enter the palace at an unseasonable hour, and, on his being refused admittance, cut off the noses and ears of a door-keeper and a messenger Darius caused Intaphernes to be seized, and at the same time secured his family, lest they should foment sedition. The wife of Intaphernes made great lamentations at the gates of the palace; and the king, compassionating her distress, allowed her to liberate any one of her relations. She made choice of her brother saying, "A second marriage may give me another husband, and other children; but, my father and mothe being dead, I cannot have another brother." Dariu also granted the life of her son, and put the res to death.

চিহ্নেতে অর্জিমের সকল মিথ্যা চতুরতা প্রকাশ পাইল। পরে সাত জন প্রধান২ লোক পরামর্শ পূর্ব্বক ঐ প্রতারককে গুপ্ত ভাবে বধ করিল, ইহাতে সে স্থানের উপদ্রবের শান্তি হইল। অনন্তর ঐ ব্যক্তিরা কোন২ উপায়েতে রাজ্যশাসন করা কর্ত্তব্য এই যুক্তি করিতে একত্র হইল, এবং বিবেচনা করিয়া চাহরিল, যে এক জন সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া আজ্ঞা প্রদান করিলে তদনুসারে রাজতন্ত্র ভাল রূপে চলিবে; অতএব এক ব্যক্তি ভূপতি স্থাপিত করিবার জন্যে এই নির্ণয় করিল, যে কল্য প্রত্যূষে সকলে অশ্বারূঢ় হইয়া নগরসন্নিধানে অমুক স্থানে আসিবা, তাহাতে যাহার অশ্বনাদ অগ্রে হইবে, তিনিই এই পারশী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মুকুট প্রাপ্ত হইবেন। এবম্প্রকার নিয়ম করিয়া পর দিন ঐ নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইলে পর হিষ্টাস্পসের পুত্র যে ডারাইয়স তাহার সহিসের কোন কৌশলদ্বারা উহারি ঘোটক প্রথম ডাকিয়া উঠিল, তৎপ্রযুক্ত তিনিই ঐ রাজ্যাধিপ হইলেন।

তিনি রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে ব্যক্তিদের সহিত যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ইণ্টাফরনস নামক এক জনকে রাজ্যভোগের প্রথমেতেই বধ করিলেন; তাহার বিবরণ এই, যে সে অনিয়মিত সময়ে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতেছিল, এই হেতুক এক দূত ও এক জন দ্বারী তাহাকে যাইতে বারণ করাতে সে ঐ দুই জনের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিল, তাহাতে ডারাইয়স রাজা ঐ ব্যক্তিকে সপরিবার ধরাইয়া আনয়ন পূর্ব্বক কয়েদ রাখিলেন, কেননা পাছে তাহার কোন পরিজন তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করে। এবম্প্রকার করিলে ইণ্টাফরনসের পত্নী রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিতা হইয়া বিস্তর বিলাপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল, তাহাতে ভূপতি ঐ স্ত্রীর দুঃখ দেখিয়া সদয় হইলেন, ও তাহার পরিবারের মধ্যে এক জনকে ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করিলেন; ইহাতে ঐ নারী আপন ভ্রাতাকে বাঁচাইতে চাহিল, কেননা সে মনে২ এই বিচার করিল, যে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে স্বামী ও সন্তান সন্ততি এই সমস্ত পাইতে পারিব, কিন্তু পিতা মাতার পরলোক হইয়াছে; অতএব আর সহোদর হইবার সম্ভাবনা নাই। পরে রাজা ঐ স্ত্রীর ভ্রাতাকে এবং এক পুত্রকে মুক্ত করিয়া দিয়া অন্য সকলকেই নষ্ট করিলেন।

Darius had scarcely entered the fifth year of his reign when he was compelled to lead all his forces agains Babylon, which had revolted, and made great prepara tions for sustaining a regular siege. To prevent th consumption of their provisions, the Babylonians col lected all their old men, women, and children, an strangled them without distinction, reserving only fo each man, a wife and a female servant to attend th business of the house. After Babylon had been besieg ed a year and eight months, it was taken by the con trivance of Zopyrus, who cut off his own nose and ear and pretending that he was thus mangled by the Persia monarch for advising him to relinquish his undertak ing, was admitted into the city by the inhabitants.

Having settled the affairs of Babylon, Darius unde took an expedition against the Scythians, on pretence revenging the calamities which that people had broug upon Asia, about one hundred and twenty years b fore. By means of a bridge of boats, he transport his army across the Bosphorus, and subdued Thrace and having appointed his fleet to join him at the Ist or Danube, he also passed over that river into Scyth The Scythians avoided an engagement, and retired fore him, laying waste the country, and filling up the wells and springs, till the Persian troops w quite exhausted with tedious and fatiguing march At last, Darius resolved to abandon this wild en

ডারাইয়স ক্রমাগত চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চম বৎসরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সৈন্য সকল লইয়া বাবেল নগরে যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিলেন; কি জন্যে না সেখানকার লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহারা সংগ্রাম করিবার জন্যে এত খাদ্যাদি দ্রব্যের আহরণ করিয়া রাখিল, যে ডারাইয়স কর্তৃক নগর বেষ্টিত হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ রূপে কালক্ষেপ করিতে পারিবে। আর তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের পাছে হ্রাসতা হয় এতন্নিমিত্তক এমন নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিল, যে বৃদ্ধ লোক ও স্ত্রী লোক এবং বালকাদি এই সমস্তকে গল দেশ টিপিয়া নষ্ট করিল, কেবল প্রত্যেক পুরুষের কারণ এক ২ স্ত্রী ও প্রতি গৃহের কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্যে এক২ জন দাসী রাখিল। পরে ডারাইয়স সসৈন্যে বাবেল নগর এক বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তদনন্তর জোফাইরস নামক এক ব্যক্তির চাতুর্য্যেতে ঐ নগর তাঁহার করতলস্থ হইল। সে এই রূপ চাতুরি প্রকাশ করিল, যে আপনার নাসিকা কর্ণ আপনি ছেদন করিয়া বাবেল নগরস্থ লোকের সমীপে গিয়া কহিল, যে পারশী দেশের নরপতিকে আমি কহিলাম, যে আপনি এই উদ্যোগহইতে ক্ষান্ত হউন, কেননা ইহাতে কিছুই ফল দর্শিবে না; তাহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার এই অবস্থা করিলেন। এই বাক্যেতে বাবেলীয় লোকেরা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিল।

পরে ডারাইস বাবেলের ভারদ্বিষয়ের স্থৈর্য্য করিয়া সিথিয়া দেশস্থ লোকেরা একশত বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে আশিয়া দেশে বিস্তর উপদ্রব উপস্থিত করিয়া তদ্দেশস্থ লোকদিগকে অতিশয় দুঃখগ্রস্ত করিয়াছিল; সেই কু কর্ম্মের প্রতিফল তাহাদিগকে দিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরে তরণী নির্ম্মিত সেতু করিয়া তদ্দ্বারা সৈন্য সামন্ত সকলকে বাসফারস নদী পার করিলেন, এবং থ্রেস দেশ জয় করিয়া আপন জলস্থ সৈন্যগণকে এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যে ইষ্টর নদী অর্থাৎ যাহাকে ডানিউব বলে তাহাতে সকলে একত্র হইয়া আমার সহিত মিলিবা। তদনুসারে সকলে ঐ স্থানে তাঁহার সঙ্গী হইয়া সে নদী পার হইল, এবং সিথিয়া দেশে উত্তরিলে পর ঐ দেশীয় ব্যক্তিরা সম্মুখ যুদ্ধ না দিয়া কূপ ও উনই ইত্যাদি সকল পুরাইয়া পিছে হটিল, ইহাতে ডারাইয়সের সেনা সমস্ত ঐ দুর্গম

prise; and causing a great number of fires to be light he left the old men and invalids in the camp, a marched with all expedition to regain the pass of t river. The king recrossed the Danube, and return into Thrace, where he left Megabyzus, one of his g nerals, to complete the conquest of that country, ar repassing the Bosphorus, took up his quarters Sardis.

Darius appointed his brother Artaphernes to tl government of Sardis; and a sedition happening soc after in Naxus, the chief island of the Cyclades, in tl Ægean Sea, the Persian Satrap endeavoured to tur this to the advantage of the king, and to open a fre passage into Greece. The attempt of subjecting Nax us, however, not only proved abortive, but the Ioni openly revolted from Darius, and made preparation for carrying on the war both by sea and land. Havin received a reinforcement of twenty ships from Athens the Ionians assembled all their troops, sailed for Ephesus, where they left their vessels, and marching to the city of Sardis, reduced it to ashes. The Persians, however, overtook them in their retreat, and defeated them with great slaughter. The Athenians returned home, and would not again take any part in this war. But their having engaged thus far, gave rise to that contest between the two nations, which finally terminated in the destruction of the Persian empire.

পথ হেতুক জলাদি প্রাপ্ত না হওয়াতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইল। পশ্চাৎ ডারাইয়স ঐ দুষ্কর কার্য্য পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া শিবিরের ভিতরে২ অগ্নি প্রজ্বলিত করাইলেন, এবং বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সেই২ স্থানে ফেলিয়া ঐ ডানিউব নদী পুনশ্চ পার হইতে অতি ত্বরায় তাহার তীরস্থ হইলেন, এবং পার হইয়া থ্রেষ দেশে বাহড়িয়া আইলেন। আর ঐ দেশ ভাল রূপে স্বাধীন করিতে মিগাবাইজস নামক এক জন আপনার সেনাধ্যক্ষকে ওখানে রাখিয়া গেলেন, পরন্তু বাসফারস নদী পার হইয়া সার্ডিষ নগরে অবস্থিতি করিলেন।

ডারাইয়স সেই নগর শাসন করিবার জন্যে আপনার ভ্রাতা যে আর্টাফর্নেষ তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া আপনি প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ইজিয়ান সমুদ্রস্থ সাইক্লেডিজ নামে যে সকল উপদ্বীপ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান উপদ্বীপ যে নাক্সস, তাহাতে একটা বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ঐ স্থানের অধ্যক্ষ আপন প্রভু ভূপতির লাভ করিতে এবং য়ুনানী দেশে গমনাগমন করিবার পথ প্রস্তুত করিতে চেষ্টান্বিত হইল। কিন্তু ডারাইয়স নাক্সস উপদ্বীপ করতলস্থ করিবার জন্যে যে আশা করিয়াছিলেন, তাহাই যে কেবল না হইল এমন নয়, আর ও এই রূপ ঘটিল, যে য়ুনানী লোকেরা প্রকাশ রূপে তাঁহার বৈরি হইয়া উঠিল, এবং জল ও স্থল পথে সংগ্রাম করিতে তত্তদ্দ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল। অপর বিংশতি জাহাজ শুদ্ধ এথেন্স নগরস্থ লোকের সাহয্য পাইয়া আপনাদের সৈন্য সামন্ত সকল একত্রীভূত করিয়া রণসজ্জা পূর্ব্বক এফিসস নগরে প্রস্থান করিল; এবং তথায় ঐ জাহাজ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া সার্ডিষ নামক নগরে গমন পূর্ব্বক তন্নগর একেবারে ভস্মসাৎ করিল। পরন্তু পারশী দেশীয়েরা য়ুনানী লোকদের উপরে প্রবল হওয়াতে তাহারা যৎকালীন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে তৎকালীন বিস্তর মনুষ্যকে বধ করিল; তাহাতে এথেন্স নগর নিবাসিরা সংগ্রামে ক্ষান্ত হইয়া স্ব দেশে পুনঃপ্রস্থান করিল; কিন্তু এই যুদ্ধ হওয়াতে পারশী দেশীয়দের সঙ্গে তাহাদের এমন বিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, যে তাহাতে পরে পরস্পর ঘোরতর সমর হওয়াতে শেষে ঐ পারশী রাজ্য একেবারে ধ্বস্ত হইয়া গেল।

Darius having reduced to subjection the Ionians, and all the islands on the Asiatic coasts, appointed Mardonius to the command of his forces, and ordered him to invade Greece, and take ample vengeance on the Athenians and Eretrians for the destruction of Sardis. Accordingly, that nobleman assembled his troops at the Hellespont, and marched through Thrace into Macedonia, which voluntarily submitted. But the fleet, in doubling mount Athos, was dispersed and nearly destroyed by a tremendous storm; and the land army was suddenly attacked by the Bryges, a people of Thrace, who slaughtered a great number of the Persians. These unfortunate events obliged Mardonius to return into Asia.

Darius, ascribing the ill success of this expedition to the inexperience of Mardonius, recalled him, and appointed two other generals in his room, Dates, a Mede, and Artaphernes, son of the late governor of Sardis. But before he ordered another attempt to be made against Greece, he sent heralds, who demanded of the Grecian states earth and water, in token of submission. Finding, from the treatment which the heralds had experienced at Athens and Sparta, that the Greeks would not easily submit, he commanded Dates and Artaphernes to set sail with a fleet of six hundred ships, and five hundred thousand men, to plunder the cities of

ডারাইয়ুস রাজা য়ুনানী দেশ এবং আশিয়ার নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপ সকল বশতাপন্ন করিয়া মার্ডোনিয়ুস নামা ব্যক্তিকে আপনার তাবৎ সৈন্যের উপর অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিলেন, এবং য়ুনানী দেশ আক্রমণ করিতে ও তদন্তঃপাতী যে এথেন্স আর ইরিট্রিয়া দেশ, সেখানকার যে সমস্ত লোকেরা পূর্ব্বে সার্ডিস নগর নষ্ট করিয়াছিল, তাহাদিগকে তৎকর্ম্মের প্রতিফল দিতে, তাহাকে অনুমতি করিলেন। তদনন্তর ঐ মহদ্ব্যক্তি এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আপন সৈন্য দল সকল হেলেস্পান্ট নামক মোহানার তীরে একত্র করিলেন, এবং থ্রেস দেশের মধ্য দিয়া মাকিডোনিয়াতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তৎ স্থানস্থ ব্যক্তি সমস্ত যুদ্ধ বিক্রম ব্যতিরেকে তাঁহার বশীভূত হইল, কিন্তু আথস নামে খ্যাত যে পর্ব্বত, তাহা বেষ্টন করিয়া যাইবার সময় প্রচণ্ড বায়ুতে অতিশয় তুফান হইয়া উঠিল, তাহাতে তাঁহার অনেক জাহাজ সমুদ্রজলে মগ্ন হইলে পর অবশিষ্ট যে সকল ছিল তাহাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। জলপথে তো এবম্প্রকার আপদ উপস্থিত হইল, কিন্তু স্থলেতেও যে সেনাগণ যাইতেছিল তাহারা থ্রেস দেশের ব্রাইজিয নামধেয় এক জাতীয় লোককর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিস্তর নষ্ট হইল। এই সমস্ত উৎপাত ঘটাতে মার্ডোনিয়ুসকে আশিয়া দেশে পুনরায় গমন করিতে হইল।

ডারাইয়ুস রাজা এই রূপ বিবেচনা করিলেন, যে মার্ডোনিয়ুসের অক্ষমতা প্রযুক্ত এই রূপ ব্যাঘাত হইল; অতএব তাহাকে তৎপদচ্যুত করিয়া তাহারি পরিবর্ত্তে মিড জাতীয় ডেটিয নামক এক ব্যক্তি ও সার্ডিয নগরের এক জন মৃতাধ্যক্ষের পুত্র যে আর্টাফর্নেস এই উভয়কেই ঐ সেনাপতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আর তিনি গ্রীক দেশে পুনশ্চ হটাৎ যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ না করিয়া প্রথমেতে কতক গুলি দূত প্রেরণ করিলেন, কারণ এই যে ঐ দেশস্থ লোকেরা যদি সমর ব্যতিরেকে বশীভূত হয় তবে ভাল। পরন্তু প্রেরিত দূতেরা গ্রীক দেশের অন্তঃপাতি নানা রাজ্যেতে গিয়া অধীন হওনের চিহ্ন জল ও মৃত্তিকা চাহিল, তাহাতে এথেন্স নগর ও স্পার্টা দেশহইতে অনাদৃত হইয়া পুনরাগমন করিলে পর ডারাইয়ুস মনে২ বিচার করিলেন, যে তাহারা সহজে বশীভূত হইবে না; অতএব ঐ দুই জন সেনাপতিকে ছয় শত জাহাজ ও পাঁচ লক্ষ সৈন্য প্রদান করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে এথেন্স ও ইরিট্রিয়া নগর করতলস্থ

Eretria and Athens, to reduce all the houses and tem ples to ashes, and to send the inhabitants in chains t Susa.

The Persian generals, having taken Naxus and Ere tria, sailed to Attica, and were conducted by Hippia the son of Pisistratus, to the plains of Marathon. Th Lacedæmonians were unable to act against the com mon enemy for some days, on account of a superstitiou custom, which would not allow them to begin march before the full moon. The inhabitants of Pl tæa furnished one thousand, and the Athenians nin thousand men; and this small force marched to th plains of Marathon to give battle to the Persians. Mi tiades, having assumed the command of the Grecia troops, gave the signal for engaging, and animated th Athenians so successfully by his words and exampl that they attacked the Persians with irresistible fur and, after a sanguinary conflict, chased them to the fleet, and burnt several of their vessels. The conquero found among the baggage, marbles, which the Persiar had brought to erect a monument of their victory, an chains intended to bind the vanquished.

When Darius was informed of the unsuccessful re turn of his forces, he resolved to invade Greece in pe son, at the head of a still more powerful army; but aft spending three years in making preparations for th expedition, he sickened and died. This prince is men tioned in Scripture as a favourer of the Israelites, an as a restorer of the temple, and of the worship of Go

রা সেখানকার তাবৎ গৃহ ও মন্দির একেবারে ভস্মসাৎ কর;
নগরস্থ তাবদ্ব্যক্তিকে শৃঙ্খলেতে বান্ধিয়া এই শুষা নগরে
ও।

রশী দেশীয় ঐ দুই জন সেনাধ্যক্ষ নাক্সস ও ইরিট্রিয়া দেশ
লস্থ করিলে পর, জাহাজ খুলিয়া আটিকাতে প্রস্থান করিল।
পিষসট্রেটসের পুত্র যে হিপাএষ, সে তাহাদিগকে সে স্থান-
ত লইয়া মারাথনের প্রান্তরে উত্তরিল। তৎকালে লাসিডিমন
য় লোক উহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিল না, কেননা
দের এই একখানি রীতি ছিল, যে পূর্ণিমার পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা
নিষেধ। কিন্তু মিলটিএডেস নামা এক ব্যক্তি সেনাধ্যক্ষ হইয়া
টিয় নগরের এক হাজার ও আথেন্সের নয় হাজার লোক
ত্র করিয়া ঐ মারাথনের প্রান্তরে সংগ্রাম করিতে রণভূমিতে
স্থিত হইল; আর নানা প্রকার বাক্য ও ক্রিয়াতে সেনাদের
মধ্যে অতিশয় সাহস জন্মাইয়া তাহাদিগকে সমর করিতে
জ্ঞা দিল। তাহাতে তাহারা পারশী দেশীয় সৈন্য অপেক্ষা এত
হইয়াও অতিবেগে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রকার
ল সংগ্রাম কিঞ্চিৎ কাল করিয়া আপন বিপক্ষদিগকে পরাভূত
ল, ও তাহাদের জাহাজ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া শেষে অনেক জা-
দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিল, এবং ঐ পারশী দেশীয় সৈন্যেরা
শা পূর্ব্বক তচ্চিহ্ন স্তম্ভ নির্ম্মাণার্থে যে সমস্ত প্রস্তর এবং শত্রু বন্ধ-
র্থে যে শৃঙ্খল সকল আনিয়াছিল, এই সমুদায় উহাদের ছাড়িতে
পাইল।

রাইয়স রাজা আপন সৈন্যেরা কর্ম্ম সিদ্ধ না করিতে পারি-
য পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা শ্রবণ মাত্রেই মনে২ স্থির
লেন, যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার অধ্যক্ষ
পনি হইয়া গ্রীক দেশের উপর আক্রমণ করিতে যুদ্ধযাত্রা করি-
; অতএব তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সমরযাত্রার উদ্যোগ
য়া শেষে পীড়িত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলেন। আর
পুস্তকে এতদ্বিষয়েতে তাঁহার সুখ্যাতি আছে, যে তিনি য়িহুদী
কদের বড় উপকারী ছিলেন, এবং য়িরূশালম নগরে যে পরমে-
র মন্দির ছিল, তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছি-
, ও তথায় ঈশ্বরারাধনার বৃদ্ধি করিতে বিস্তর সাহায্য করিয়া-

at Jerusalem. The ancients commend him for his wisdom, justice, and clemency.

Darius having declared his son Xerxes, who was born after his father's exaltation to the throne, his successor in the kingdom, this prince continued the preparations against Greece. He entered into an alliance with the Carthaginians, who were to attack the Greek colonies in Sicily and Italy, and who raised an army of three hundred thousand men in Spain, Gaul, Italy, and Africa. To prevent a repetition of the disaster which befel the Persian fleet, Xerxes commanded a passage for his gallies to be cut through mount Athos. He also ordered a bridge of boats to be laid across the Hellespont for the passage of his troops into Europe. Having made the necessary preparations, the Persian monarch began his march against Greece with a land army of one million eight hundred thousand men. His fleet consisted of twelve hundred and seven large ships, and three thousand gallies and transports, which contained five hundred and seventeen thousand six hundred and ten men; so that the whole body of forces amounted to two millions three hundred and seventeen thousand six hundred and ten. This number was so much increased on the march by such nations as made their submissions, that Xerxes arrived at Thermopylæ with two millions six hundred and forty one thousand six hundred and ten men.

In the meantime, the Athenians and Lacedæmonians, finding themselves abandoned by all their country-

হলেন। আর প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা তাঁহার জ্ঞান ও যথার্থতা
বং দয়া এই সকলের কারণ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ডারাইস্ রাজা বহু দিন রাজ্যশাসন করিয়া ঐরূপ বলিয়া-
হলেন, যে এই জর্কসেষ নামক আমার পুত্র আমার উত্তরাধি-
ারী হইবেন; তাহাতে ঐ রাজপুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া আপন
পতৃকৃত গ্রীক দেশ আক্রমণার্থক যে যুদ্ধের আয়োজন তাহা
রিতে লাগিলেন, এবং কারথেজ নগরবাসি লোকদের সহিত এই
ভিপ্রায়ে সন্ধি করিলেন, যে তাহারা গ্রীক রাজ্যের যে সমস্ত
াক সিসিলি ও ইটালি দেশেতে বাস করে, তাহাদের উপর
াক্রমণ করিবে; এবং স্পেন ও গাল আর ইটালি ও আফ্রিকা এই
মস্ত স্থানেতে তিন লক্ষ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে সংগ্রহ করি-
া। আর পূর্ব্বে জলস্থ সৈন্যদের এথস্ পর্ব্বত বেষ্টন করিতে যে
াপদ ঘটিয়াছিল, সে বিপদে পুনর্ব্বার না মগ্ন হইতে হয়, এতদর্থে
র্কসেস রাজা ঐ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া জাহাজ যাইবার জন্যে এক
াল কাটিতে ও সৈন্য সামন্ত সকলের ইউরপে যাইবার কারণ
হলিষ্পাণ্ট নামক মোহানাতে নৌকা নির্ম্মিত একটা সেতু প্রস্তুত
রিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

ঐ পারশী দেশাধিপতি যে জর্কসেষ, তিনি পূর্ব্ব সংগৃহীত যুদ্ধ
ব্য সমস্ত লইয়া গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন.
াহাতে তাহার সঙ্গে অষ্টাদশ লক্ষ পদাতিক স্থলপথে চলিল, এবং
লপথে পাঁচ লক্ষ, সতের হাজার ছয় শত দশ জন মনুষ্য, বার শত
াত খান বৃহৎ জাহাজ, ও তিন হাজার ক্ষুদ্র জাহাজ, আর কএক
ান সৈন্য প্রেরণ করা যায় এমন জাহাজ, এই সকল লইয়া
্থান করিল। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধা ত্রয়োবিংশতি লক্ষ সতের হাজার
য় শত দশ জন সৈন্য মহা কোলাহল করিয়া গমন করিল। পরে
থে যাইতে২ অনেক দেশস্থ লোক পরাভূত হইয়া তাহাদের
ঙ্গে যোগ দিল, তাহাতে এত সৈন্যের বাহুল্য হইয়া উঠিল, যে
র্কসেষ রাজা ছাব্বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয় শত দশ জন
ন্য শুদ্ধা থরমাপোলি নামক স্থানে উত্তরিলেন।

তৎকালে থেস্পিয়ান ও প্লেটিয়ান লোক ব্যতিরেকে লাসিডি-
ানীয় এবং আথেনীয়দিগের আর সমস্ত স্বদেশীয় ব্যক্তিরা তাহা-
কে ত্যাগ করিল, তাহাতে ঐ ত্যজ্য ব্যক্তিরা প্রবল শত্রুর আগ-

except the Thespians and Platæans, resolved to terminate all intestine discords, and nominated Themistocles general of the Athenian, and Leonidas of the Spartan forces. After various proposals, it was at length determined, that Leonidas, at the head of four thousand men, should hasten to defend the straits of Thermopylæ, a narrow pass between the mountains that divide Thessaly from Greece, and the only way through which the Persians could advance by land into Attica. Accordingly, Leonidas marched thither with all possible expedition, positively determined to stop the progress of the invaders, or to perish in the attempt Xerxes endeavoured to corrupt him; but finding his offers rejected, he sent a herald to demand his arms. Leonidas, in a laconic manner, answered, " Come thyself, and take them." These warriors, whose number was so small resisted the attack of the whole Persian army, till at length they were buried beneath the darts, arrows, and other missile weapons of their multitudinous assailants.

News being brought to Athens of the enemy's approach, Themistocles persuaded the Athenians to send their wives and children to places of security; to abandon their city to the Persians; and to embark on board a fleet, which might possibly yet arrest the victories of an insulting foe. Some, however, who literally interpreted the oracle, that " Athens should be saved by wooden walls," attempted to fortify the city with boards and palisadoes, but perceived their mistake when it was too late.

In the meantime, the Grecian fleet was victorious over that of Persia in some partial engagements, and

ন প্রযুক্ত পূর্ব্বের পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক আপনারা ঐক্য হই-
। আথেন্সীয়দের মধ্যে থিমিষ্টাক্লিস্ নামক এক ব্যক্তিকে ও স্পা-
র্টিদিগের মধ্যে লিয়নিডাসকে আপনাদের সেনাপতি করিল।
ার অনেক বিবেচনা করিয়া ইহা স্থির করিল, যে লিয়নিডাস
ারি হাজার সেনা লইয়া যে সকল পর্ব্বতদ্বারা থেসালিহইতে গ্রীক
শে পৃথক্ হইয়াছে, ঐ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি থরমাপেলিতে যে
ত্র এক পথ আছে, যাহা ব্যতিরেকে পারশী দেশীয় মনুষ্যের
টিকা দেশে পঁহুছিতে যাইবার আর সঙ্গতি নাই, সেই পথ
াটক। করুণ গিয়া, ইহাতে ঐ সেনাপতি কহিল, যে আমি সাধ্যানু-
রে পারশী দেশীয় লোকের আগমনের বাধ জন্মাইব, নতুবা আ-
ন প্রাণ দিব, এই রূপ পণ করিয়া অতি ত্বরায় ঐ স্থানে প্রস্থান
রিল। পরে জর্ক্সেষ তাহাকে ঘুষ দিয়া বশ করিতে চেষ্টা করি-
ন, কিন্তু তাঁহার ঐ উদ্যোগ বিফল হইলে তাহার অস্ত্র চাহিতে
ক জন দূতকে পাঠাইলেন; তাহাতে ঐ সেনাধ্যক্ষ এই মাত্র
ত্তর করিল, যে তুমি বল গিয়া তিনি যেন আপনি লইয়া যান।
..পা সময় উপস্থিত হওয়াতে লিয়নিডাসের সেনা এত অল্প
..ও অনেক কাল পর্য্যন্ত পারশী দেশীয় সৈন্যাক্রমণের বাধ
ন্মাইল, কিন্তু শেষে জর্ক্সেষের অসংখ্য সেনার তীর ও বঁড়শা
ত্যাদি যে নিক্ষিপ্তাস্ত্র, তাহাতে ক্ষতাঙ্গী হইয়া পঞ্চত্ব পাইল।
তৎকালীন আথেন্স নগরে শত্রুদের আগমন সম্বাদ পৌঁছিল, তৎ-
কালীন থিমিষ্টাক্লিস ঐ নগরস্থ লোকদিগকে লইয়া এই পরামর্শ করি-
ল, যে সকলে আপন ২ স্ত্রী পুত্রগণকে এক উপদ্রব রহিত আশ-
। পাঠাইয়া দিয়া এই নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ
র গিয়া চল, কেননা ইহাতে ঐ জয়ী ও দাম্ভিক অরিদের আগ-
নের বাধ হইতে পারিবে। এই যুক্তির কারণ এই, যে দৈবজ্ঞেরা
হিয়াছিলেন, যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা আথেন্স নগরের
ক্ষা হইবে। এই কথার প্রকৃত ভাব এই ছিল, যে জাহাজে আ-
রোহণ করিলে বাঁচিবে; কিন্তু যাহারা এই তাৎপর্য্য না বুঝিয়া
নগরের চতুষ্পার্শ্বে দৃঢ় রূপে কাষ্ঠময় প্রাচীর প্রস্তুত করিতে লা-
গিল, তাহারা কতক দিন বিলম্বে আপনাদের ভ্রম জ্ঞাত হইল।
সেই সময়ে গ্রীক দেশীয় কএক খান জাহাজের কতক গুলি
ন্য পারশী দেশের কিয়ৎ সংখ্যক জাহাজের কতক সেনাকে

afterwards completely at the battle of Salamis, in which the dispersion was so general, and the defeat so decisive, that Xerxes, afraid of not being able to preserve a single vessel to carry him from Europe, made an expeditious retreat, and was conveyed into Asia in a small boat. This success inspired the other Greeks with new courage; and they joined the Athenians and Lacedæmonians in harassing the Persians on all sides. The land army ventured a decisive battle at Platæa in Bœotia, where, out of three hundred thousand, only three thousand Persians escaped. On the same day, the remainder of the Persian fleet was destroyed near Mycale, a promontory in Asia. Money and intrigue, however, still preserved the Persians an influence in Greece, and for a long time assisted the efforts of their arms.

Xerxes, while he resided at Sardis, having conceived a violent passion for the wife of his brother Masistes, exerted all his arts to obtain the accomplishment of his impure designs, and married his eldest son to her daughter Artaynta; but the object of his affection was a chaste woman, and tenderly attached to her husband. His projects being rendered abortive, he transferred his inclinations to Artaynta, who did not follow the glorious example of her mother's firmness.

Hamestris, the wife of Xerxes, supposing that the compliance of the niece was owing to the consent of her sister-in-law, demanded the wife of Masistes on the birthday of her consort, when the queen was indulged with any particular gratification. Accordingly, this princess

জয় করিল; তাহার পর সালামিষ দেশ অঞ্চলে তুমুল সংগাম
য়া সমুদয় পারশী জাহাজস্থ লোককে পরাভব করিল। এই সময়ে
সেষের জাহাজ গুলা এমন ভগ্ন হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল, যে
তে তিনি এই শঙ্কা করিলেন, যে আমি পশ্চাৎ এক জাহাজও
তে পারিব না; অতএব এক ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক
শয়া দেশে লায়ন করিলেন। এই রণ জয়েতে গ্রীক লোকেরা বড়
ী হইয়া পারশী লোকদের চতুর্দ্দিকে সম্যক্ প্রকারে আক্রমণ
ল, এবং আথেনুীয় ও লাসিডিমোনীয় ব্যক্তিদের সাহায্য
তে লাগিল। আর পারশীর স্থলস্থ সৈন্য সমূহের সঙ্গে বিয়ো·
ার অন্তঃপাতি প্লাটাইয়া দেশে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল,
যুদ্ধে পারশী রাজ্যের তিন লক্ষ সেনার মধ্যে কেবল তিন সহস্র
ল, বাকি তাবতই মারা পড়িল। আর অবশিষ্ট যে জাহাজ
স্থ ছিল, তাহা আশিয়ার মধ্যে মাইকাল নামক অন্তরীপে
হইয়া গেল; তথাপি ঐ পারশী দেশীয়দের ধন ও ছলদ্বারা
ঞ্চিৎ প্রাবল্য ছিল, ও তদ্দ্বারা অনেক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের
াপকার হইল।

র্কসেষ রাজা যে সময়ে সার্ডিষ নগরে ছিলেন, সে সময়ে আ-
ভ্রাতা যে মাসিষ্টেষ তাহার পত্নীর প্রতি গমন করিতে আসক্ত
য়া সাধ্যানুসারে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণা করিতে চেষ্টা করি-
ন, ও তাহার আর্টনটা নাম্নী কন্যার সঙ্গে আপনার জ্যেষ্ঠ
ত্রের বিবাহ দিলেন; কিন্তু ঐ স্ত্রী সাধ্বী ও পতিব্রতা ছিল, এই
তুক জর্কসেষের আশা বিফলা হইল। পরে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ
ন করিতে আশক্ত হইলেন, তাহাতে আর্টনটা আপন মাতৃ-
বহার না করিয়া স্বীকৃতা হইল।

জর্কসেষের স্ত্রী যে হামেষ্ট্রিষ রাণী, তিনি এই বোধ করিলেন, যে
সিষ্টেষের স্ত্রীর মতেতে আর্টনটার সঙ্গে জর্কসেষ রাজার ঘটনা
য়াছে, ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন; পরে আপন স্বামীর
দিবসে ঐ মাসিষ্টেষের ভার্য্যাকে চাহিলেন, কেননা সেখানে
ন রীতি ছিল, যে পতির জন্ম দিনে পত্নী অভিলষিত দ্রব্য পাই-
পারে; অতএব রাজ্ঞীর এই রূপ প্রার্থনা করাতে ঐ পতিব্রতা স্ত্রী
হার হস্তে সমর্পিতা হইল, পরে হামেষ্ট্রিস পূর্ব্বরাগ প্রযুক্ত তা-
র ওষ্ঠাধর জিহ্বা নাসিকা কর্ণ এই সকল ছেদন করিলেন, ও

was delivered into the hands of Hamestris, who caused her lips, tongue, nose, and ears, to be cut off, and in that deplorable condition sent her home to her husband.

Masistes, exasperated at this unparalleled outrage, instantly collected all his family, and set out for the province of Bactria, of which he was governor; but the king, hearing of his sudden departure, sent after him a body of cavalry, who cut him in pieces, with his wife, his children, and all his retinue. The dissolute conduct of Xerxes rendered him obnoxious to his subjects; and he was murdered by his chief favourite, Artabanes, who persuaded Artaxerxes, the king's third son, that Darius, his eldest brother, had been guilty of the crime of parricide. Artaxerxes, therefore, killed Darius; and finding that Artabanes entertained a design against him, he ordered him to be put to death.

The new monarch having thus removed one formidable competitor, endeavoured to secure his crown against the attempt of his brother Hystaspes, who held the government of Bactria. Artaxerxes attacked and defeated the adherents of Artabanes. He then sent an army into Bactria, which had declared in favour of Hystaspes; and though victory was doubtful in the first battle, Artaxerxes was successful in the second, and firmly established himself in the empire.

In the fifth year of this reign, the Egyptians made a violent struggle for their liberty, but their exertions proved ineffectual. Artaxerxes, however, concluded a peace with the Greeks, by which it was agreed, that no

উহার স্বামী যে মাসিষ্টেষ, তাহার নিকটে তাঁহাকে এইরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্তা করিয়া পাঠাইলেন।

মাসিষ্টেষ এই অসঙ্গত দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ আপন সকল পরিবার ও অমাত্য বর্গকে লইয়া বাক্ট্রিয়া নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন, কেননা তৎকালীন তিনি সে স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে জর্কসেষ রাজা তাহার পলায়নের সম্বাদ পাইয়া এক দল অশ্বারূঢ় সৈন্য তৎপশ্চাৎ পাঠাইলেন। পরে ঐ সেনাগণ গমন করিয়া সেই দুর্ভাগ্য মাসিষ্টেষের ও তাহার স্ত্রী পুত্ত্রগণের এবং তাহার অমাত্য বর্গের মস্তক ছেদন করিল। জর্কসেষের এই সমস্ত লম্পটতা প্রভৃতি অত্যন্ত দুষ্টাচরণে প্রজা লোকেরা তাঁহাকে বড় বিরক্ত হইল, এবং তাঁহার প্রধান এক বন্ধু যে আর্টাবেনিষ, সে তাঁহাকে বধ করিয়া তত্তৃতীয় পুত্ত্র যে আর্টাজর্কসেষ, তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস জন্মাইল, যে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডারাইয়স তোমার পিতাকে নষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে ঐ আর্টাজর্কসেষ আপন জেষ্ঠ ভ্রাতাকে সংহার করিলেন, এবং আর্টাবেনিষ যে উহার মন্দ চেষ্টা করিতেছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকেও নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ঐ আর্টাজর্কসেষ নব্য রাজা, আপনার প্রবল প্রতিযোগী যে আর্টাবেনিষ, তাহাকে এই রূপে নষ্ট করিয়া তৎকালীন বাক্ট্রিয়া সুবার কর্ত্তা ইষ্টাপেষ নামক যে তাঁহার ভ্রাতা, তিনি পারশী রাজ্য লইতে সচেষ্ট ছিলেন, সেই চেষ্টা নিবারণ করিতে উদ্যোগী হইলেন; এবং আর্টাবেনিষের পক্ষীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন। পশ্চাৎ বাক্ট্রিয়ায় যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কেননা সেখানকার লোকদের এমন বাঞ্ছা ছিল, যে ইষ্টাপেষ রাজা হন। অনন্তর উভয় পক্ষের প্রথম সমরকালীন জানা গেল না যে কাহার জয় হইবে, কিন্তু শেষে আর্টাজর্কসেষ জয়ী হইয়া সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইলেন।

পরে আর্টাজর্কসেষ রাজার পঞ্চম বৎসর রাজ্যশাসন কালীন মিশর দেশীয়েরা স্বাধীন হইতে বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা বিফল হইয়া উঠিল। সে যাহা হউক আর্টাজর্কসেষ গ্রীক লোকদের সঙ্গে এই নিয়ম স্থির করিয়া সন্ধি করিলেন, যে পারশী দেশের কোন যুদ্ধের জাহাজ সিয়ানিয়ন ও কেলিডোনিয়ন নামক

Persian ship of war should be permitted to sail between the Cyanean and Chelidonian islands, and that no Persian general should advance within three days march of the Grecian seas.

Megabyzus, a Persian nobleman, who was indignant that the mother of the king should persuade Artaxerxes to crucify a prince to whom he had promised pardon, raised the standard of rebellion. The difference, however, was adjusted to the satisfaction of all parties, and Megabyzus enjoyed at the Persian court his former dignities. Artaxerxes died in peace, and left the succession to Xerxes, the only son he had by his queen, though by his concubines he had seventeen, among whom were Sogdianus, Ochus, and Arsites.

Xerxes II. had assumed the diadem only forty-five days, when being inebriated at a public entertainment, Sogdianus seized an opportunity to assassinate him. The regicide was scarcely seated on the throne, when Ochus having declared his intention of revenging the murder of Xerxes, Sogdianus was deserted by all his subjects, and finally doomed to suffer a cruel death, the just desert of his crimes.

Ochus, being now invested with supreme authority, assumed the name of Darius, and is mentioned by historians under the appellation of Darius Nothus. His brother, Arsites, endeavoured to supplant him in the empire, by the assistance of Astyphius, the son of Megabyzus: but, after hazarding three battles, Astyphius surrendered himself to the king; and Arsites, hearing that his colleague was treated with great clemency, followed his example; upon which both were ordered to be thrown into burning ashes.

উপদ্বীপের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারিবে না, এবং সে-খানকার কোন সেনাপতি গ্রীক লোকের অধিকারস্থ সমুদ্র হইতে তিন দিবসের পথ পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না।

অনন্তর মিগাবাইজস নামে পারশী দেশের এক জন কুলীন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আর্টাজর্কসেসের বিরুদ্ধে পতাকা উড্ডীয়মানা করি-লেন। ইহার কারণ এই, যে আর্টাজর্কসেস আপন মাতার অনুমতি-তে আর এক জন রাজাকে ক্রূশে নষ্ট করিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে আপনি মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। শেষে উভয় দলের এই বিবাদ ভঞ্জন হইল, ও মিগাবাইজস রাজসভায় পূর্ব্বমত সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু আর্টাজর্কসেস পত্নীগর্ভজাত জর্কসেস নামক যে একটী পুত্র, তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আরো সতের জন পুত্র তাঁহার ভোগ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত হইল, তাহাদের মধ্যে সাগ্‌ডিয়ানস, ওকস, আরসাই-টিষ, এই তিন জন বর্ত্তমান ছিল।

দ্বিতীয় জর্কসেস কেবল পঁয়তাল্লিশ দিবস রাজ্যভোগ করিয়া এক রাজকীয় ভোজে মত্ত হইলেন, এই অবকাশ ক্রমে সাগডিয়ানস নামা এক জন তাঁহাকে বধ করিল; পরে ঐ রাজহন্তা সিংহাসনে বসিবামাত্র ওকস জর্কসেসের প্রাণ হিংসার প্রতিফল তাহাকে দিবার মনস্থ করিয়া প্রকাশ করাতে তাবৎ প্রজা লোক সাগডিয়ানসকে ত্যাগ করিল, এবং শেষে অতিশয় যন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যুতে সে পঞ্চত্ব পাইল। ইহাতে তাহার যেমন দুষ্কর্ম্ম তদু-পযুক্ত ফল হইয়া উঠিল।

পরে ওকস রাজপদস্থ হইয়া আপনার খ্যাতি করিলেন ডারাই-য়স, কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা ডারাইয়স নোথস নামে বর্ণনা করেন। অনন্তর আরসাইটিষ নামক যে তাঁহার ভ্রাতা তিনি মিগাবাইজসের পুত্র. আর্ষ্টিফিয়সের সাহায্যেতে আপনি রাজ পদাভিলাষী হইয়া নিজ ভ্রাতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন; তাহাতে তিন বার যুদ্ধ হইয়া গেল, পরে ঐ আর্ষ্টিফিয়স ওকস রাজার শরণাগত হইল। পরে আরসাইটিষ আপন সহকারি ব্যক্তি রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র হইয়াছে ইহা শুনিয়া তিনিও তাহার মত ব্যবহার করিলেন, পরে ঐ দুই জনকে ওকস রাজা জ্বলদঙ্গারে নিঃক্ষেপ করিয়া ভস্মসাৎ করিলেন।

In this reign, the Eygptians shook off the Persian yoke, and the Medes also revolted. Darius, having settled the affairs of the rebellious provinces, bestowed the supreme command of Asia Minor on his youngest son, Cyrus, who was ordered to assist the Lacedæmonians against the Athenians. This order, however, soon exposed the weakness of the king's politics; for the Lacedæmonians, after conquering the Athenians, invaded the Persian provinces in Asia. Darius being informed that Cyrus had sentenced two noble Persians to death, merely because they had not wrapped up their hands in their sleeves, as was customary in the presence of a Persian monarch, recalled him to court. The queen, however, who was very partial to Cyrus, and possessed an absolute sway over her consort, effected a complete reconciliation, and prevailed on the king to bequeath those provinces to her favourite son which he had recently appointed him to govern.

Soon after this, Darius died, and left the imperial diadem to his son Arsaces, who assumed the name of Artaxerxes, and received the appellation of Mnemon, on account of his extraordinary memory. Cyrus resolved to exert all his abilities to drive his brother from the throne, and having procured a number of Grecian auxiliaries, marched his troops to the plains of Cunaxa, in the province of Babylon, where he found Artaxerxes, at the head of nine hundred thousand men, ready for battle. A sanguinary contest immediately commenced; and Cyrus, on seeing his brother, engaged with such fury as seemed to change the battle into a single combat. The rebellious prince, however, fell by the hands of

ঐ রাজার রাজত্বকালীন মিশর দেশীয়েরা স্বপরাক্রম প্রকাশ করিয়া স্বাধীন হইয়া রহিল, এবং মীড লোকেরাও তদ্রূপ করিল; পরন্তু ডারাইয়স যে সকল প্রদেশে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সমাধান পূর্ব্বক আশিয়া মাইনর অর্থাৎ ক্ষুদ্র আশিয়ার প্রধান কর্তৃত্ব ভার তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সাইরসকে দিলেন, আর আথেন্সীয়দের বিরোধী যে লাসিডিমোনীয় লোক, তাহাদের সাহায্য করিতে আজ্ঞা দিলেন; ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতায় অনৈপুণ্য প্রকাশ হইয়া উঠিল, কেননা ঐ লাসিডিমোনীয় লোক আথেন্সীয়দিগকে জয় করিয়া পারশী দেশাধিপতির অধিকার যে আশিয়াস্থ অনেক প্রদেশ, তাহা আক্রমণ করিয়া লইল। সে যাহা হউক, ওখানে সাইরস করিলেন কি না পারশী দেশস্থ দুই জন কুলীনের প্রাণ দণ্ড করিতে অনুমতি দিলেন; ইহার কারণ এই মাত্র ছিল, যে তাহারা ঐ সাইরসের সম্মুখে হস্তে আস্তিন অর্থাৎ করাবরণ বস্ত্রাদি না দিয়া আসিয়াছিল, কেননা সেখানে এমন রীতি ছিল, যে বস্ত্রাদিতে করাচ্ছাদিত করিয়া রাজসন্নিধানে আসিতে হয়। পরে ডারাইয়স এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ঐ কনিষ্ঠ পুত্রকে আত্ম নিকটে আনাইলেন, কিন্তু রাজ্ঞী সাইরসকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং রাজাও ঐ রাণীর নিতান্ত বশতাপন্ন ছিলেন, এই প্রযুক্ত রাজমহিষী সাইরসকে রাজার সহিত মিলাইয়া প্রিয়পাত্র করিলেন; তাহাতে রাজা ঐ প্রিয়তম পুত্রকে যে সকল প্রদেশ শাসন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পুনর্ব্বার তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

কিঞ্চিৎকালানন্তর ডারাইয়স আপন পুত্র যে আরশাসেস, তাঁহাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন। পরে ঐ আরশাসেস আর্টাজর্কসেস নামে আপনার খ্যাতি করিলেন, এবং তিনি বড় স্মারক ছিলেন, এ প্রযুক্ত তাঁহার আর একটা নাম হইয়া উঠিল নেমন। পরে সাইরস নামে তাঁহার এক ভ্রাতা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং আপনার অনুকূল এমন কতক গুলি গ্রীক দেশের সৈন্যকে লইয়া বাবেলের প্রদেশ কনাক্সার নামক যে প্রান্তর, তাহাতে উপস্থিত হইল। কিন্তু দেখিল, যে আর্টাজর্কসেস নয় লক্ষ সুসজ্জ সৈন্য সহিত যুদ্ধ করিতে সেখানে প্রস্তুত আছেন। তাহার পর উভয়ে উৎকট সংগ্রাম হইয়া উঠিল, আর সাইরস আপন ভ্রাতাকে দর্শন মাত্রেই

the king and his guards. The ten thousand Greeks under the conduct of Xenophon, effected that memorable retreat, which has always been considered as a remarkable achievement among military operations. Parysatis, queen of the late monarch, having conceived an implacable hatred against Statira, the consort of Artaxerxes, contrived to poison her, by dividing a bird between them with a knife that was poisoned on one side. Parysatis was confined some time in Babylon, but was afterwards permitted to return to court.

Artaxerxes was engaged in war with Egypt; but he was neither active nor fortunate. He waged continual war with the Greeks, who, ever disagreeing among themselves, were incapable of pursuing a fixed plan of operations. On the other hand, the Persian generals, in consequence of uniform instructions, procured many advantages. At length the Lacedæmonians finding themselves unable to maintain the war, sent Antalcidas to conclude a peace with the governor of Sardis on the best terms he could obtain. Athens and the other cities of Greece also sent their deputies, and a treaty was concluded, by which Antalcidas basely surrendered to the Persians all the Grecian cities in Asia.

Artaxerxes, being freed from the Grecian war, turned his arms against Evagoras, king of Cyprus, whom he compelled to cede all the cities of Cyprus except Salamine, which he was allowed to hold as a tributary monarch under the king of Persia. He then resolved on an expedition against the Caducians, a warlike people, who inhabited the mountainous tract between the Euxine

এমন রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, যে ঐ দুই দলের সমর যেন দুই জনে হইতেছে এমন বোধ হয়। এই রূপ ঘোরতর রণেতে ঐ সাইরস আর্টাজর্কসেস রাজা ও তাঁহার সৈন্যদের হাতে পড়িয়া কালপ্রাপ্ত হইল। এই সময়ে গ্রীক দেশীয় দশ হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ যে জেনফন, সে ঐ সেনাগণ লইয়া এমন সুসঙ্গতিতে পলায়ন করিল, যে অদ্যাবধি সেই কৌশল যুদ্ধবিষয়ে প্রশংশিত রূপে গ্রাহ্য হইতেছে। পরন্তু পারিসাটিস নামে গত রাজার স্ত্রী আর্টাজর্কসেসের স্ত্রী যে ষ্টাটাইরা তাহার প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিয়া তাহাকে এই রূপে বিষভক্ষণ করাইল, যে এক খানি ছুরিকার একাংশে বিষ মাখাইয়া তাহাতে এক পক্ষিকে দুই খণ্ড করিল, এবং যে অংশে বিষ ছিল সেই অংশ তাহাকে দিল। তাহাতে রাজা পারিসাটিসকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে বাবেলস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে তাহাকে রাজসভায় আনিতে অনুমতি হইল।

আর্টাজর্কসেস মিশরীয় লোকদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সতর্ক ছিলেন না, অতএব জয়ী হইতেও পারিলেন না। আর তিনি গ্রীক লোকদের সঙ্গে পূর্ব্বাপর সমর করিতেন, তাহাতে ঐ গ্রীক লোকদের অনৈক্য প্রযুক্ত তাহারা শৃঙ্খলা ক্রমে রণ করিতে পারিল না, কিন্তু পারশী দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরা যুদ্ধের সুশিক্ষা প্রযুক্ত অনেক দেশ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। শেষে লাসিডিমোনীয় লোকেরা আপনাদিগকে অসমর্থ জানিয়া সার্ডিস নগরের অধিপতির সঙ্গে যে প্রকারে সন্ধি হইয়া উঠে, তাহা করিতে আণ্টালসাইডাস নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইল, আর আথেন্স নগরের ও গ্রীক দেশস্থ অন্য ২ নগরের লোকেরাও ঐ জন্যে আপনাদের পক্ষের উকীল পাঠাইয়া দিল; ইহাতে ঐ রাজার সঙ্গে সকলের সন্ধি স্থির হইল, কিন্তু তাহাতে আণ্টালসাইডাসের বড় অবিজ্ঞতা প্রকাশ হইল, কি জন্যে না গ্রীকদের আশিয়া দেশস্থ তাবৎ নগর পারশী লোকদিগকে সমর্পণ করিল।

আর্টাজর্কসেস গ্রীক লোকদের সঙ্গে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই রূপে সমাপ্ত করিয়া অবকাশ ক্রমে সাইপ্রোসের রাজা যে ইবাগোরাস, তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইলেন; তাহাতে জয়ী হইয়া তাঁহার তাবৎ দেশ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, আর বৎসর ২ কর প্রদান করিবে ইহা স্বীকার

and Caspian seas. The king headed this expeditio in person; and the Persians were rescued from im pending ruin by a stratagem of Tiribazus, a Persia nobleman.

Artaxerxes, deeming it advisable to silence the co tentions of his children respecting the succession, pe mitted Darius, his elder son, to assume the regal titl and wear the tiara even during his life; but these h nours not satisfying the ambition of the young princ he entered into a conspiracy with Tiribazus to murd his father. His ingratitude, however, was time discovered, and received its just reward.

On the death of Darius, three of the princes, v Ariaspes, Ochus, and Arsames, became competito for the crown. Ochus practised so effectually on t credulity of Ariaspes, that he poisoned himself; a Arsames was assassinated by the son of Tiribaz These acts of cruelty overwhelmed Artaxerxes w such insupportable grief, that he died.

Conscious that his father's character was had esteem through the whole empire, and apprehensive the ill consequences which might result from an imn diate avowal of his accession, Ochus concealed death of the king, and assumed the administratior government in the name of Artaxerxes. He cau himself, in the name of the king, to be declared his s cessor; and after ten months, he published the deatl Artaxerxes. An insurrection in several of the prov ces immediately followed; but the leaders of the c federacy disagreeing among themselves, the rebell terminated without any effusion of blood. Ochus sooner possessed absolute authority, than he begai

করাইয়া কেবল সালামিন নামক এক নগর তাঁহাকে দিলেন। পরে কাডুসিয়ান লোকদের সঙ্গে সমর করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু তাঁহারা বড় যোদ্ধা ছিল, এবং উকসীন ও কাস্পিয়ন সমুদ্রের মধ্যে এক পর্ব্বতীয় দেশে বাস করিত; অতএব এই রণে রাজা আপনি সেনাধ্যক্ষ হইলেন। পরে পারশীদের উপরে হঠাৎ এক বড় বিপদ পড়িল, তাহাতে টিরিবেজস নামক এক জন পারশী দেশীয় মহল্লোকের উপায়েতে রক্ষা পাইল।

আর্টাজর্কসেষের পুত্রেরা পৈতৃক রাজ্য লইয়া রাজপদাভিলাষে কলহ উপস্থিত করিল। রাজা ইহা দেখিয়া ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থে আপনি জীবদ্দশায় থাকিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ডারাইয়স, তাঁহাকে রাজপদবী ও মুকুট প্রদান করিলেন। পরে ঐ যুবরাজ এবম্প্রকার মর্য্যাদান্বিত হইয়াও তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং টিরিবেজসের সঙ্গে মিলন পূর্ব্বক আপন পিতার প্রাণ দণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু তাঁহার এই কৃতঘ্নতা ত্বরায় ব্যক্ত হওয়াতে যেমন কর্ম্ম তদুপযুক্ত প্রতিফল পাইলন।

ডারাইয়সের মৃত্যুর পর তিন জন যুবরাজ রাজ মুকুট পরিধান করিতে পরস্পর ঘোরতর অভিলাষাপন্ন হইয়া উঠিল, তাহাদের নাম আরিয়াস্পিষ এবং ওকস ও আরসেমেষ। পরে আরিয়াস্পিষ ওকসের প্রতারণা বাক্যেতে বঞ্চিত হইয়া বিষপানেতে প্রাণহারাইলেন, এবং টিরিবেজসের পত্র আরসেমেষকে গুপ্ত রূপে অস্ত্রাঘাতে বধ করিল, তাহাতে আর্টাজর্কসেষ এই সমস্ত নৈষ্ঠুর্য্যাচরণে শোক সাগরে মগ্ন হইয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন।

আর্টাজর্কসেষ রাজাস্থ সকলের নিকটেই আদৃত ছিলেন, ওকস ইহা জ্ঞাত হইয়া, এবং আপনি শীঘ্র রাজা হইলেই রাজ্যে পাছে উপপ্লব উপস্থিত হয়, ইহাতেও ভীত হইয়া আপন পিতার মরণ গোপন করিলেন, ও তাঁহার নাম করিয়া রাজকীয় কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। আর আপনি যে পিতার অনুমতিতে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়া দশ মাসের পর তাঁহার পিতৃ মৃত্যু প্রকাশ করিলেন। পরে নানা প্রদেশের লোক সকল এই বৃত্তান্ত শুনিবামাত্র ঐ ওকস রাজার বিপক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রধান২ লোকদের অনৈক্য প্রযুক্ত যুদ্ধ ব্যতিরেকে ঐ উপপ্লবের শান্তি হইল। কিন্তু ওকস রাজপদাভিষিক্ত হইয়াই আপন

fill his capital and the whole empire with carnage ar misery. He caused Ocha, his own sister and mother-ii law, to be buried alive; shut up one of his uncles, wi a hundred of his sons and grandsons, in a court of tl palace, where they were massacred by a body of archer and put all the branches of the royal family to death. F exercised similar barbarities on all who afforded hi the slightest pretence of anger, not excepting the nobl of Persia.

This insupportable tyranny occasioned another r bellion, which was not quelled without much difficult This revolt was scarcely terminated, when the Sidon ans and other natives of Phœnicia joined the Cyprio and Egyptians in a confederacy against Persia. Och effected the reduction of Sidon, and compelled all tl other cities to make submissions. He also reduced tl city of Jericho, and having concluded a peace with tl kings of Cyprus, he led his victorious troops into Egyp which he completely subdued.

Ochus, having reduced all the revolted province abandoned himself to the gratification of his deprave appetites, and passed his time amidst every species luxury and voluptuousness. Bagoas, an Egyptia eunuch, to whom was committed the administration affairs, and who was indignant on account of the insu offered to his religion at the subjugation of his countr prevailed on the king's physician to administer to h master a strong poison, instead of medicine. Havin thus accomplished his purpose, he caused the flesh the king to be cut in pieces, and thrown to dogs ar cats. He then placed on the throne Arses, the younge prince, and condemned all the rest to death. But Arse sensible of the slavery in which he was held, concert measures to free himself from it. Bagoas, therefore, effec

রাজধানীর ও অন্যং নগরস্থ লোক সকলের সংহার করিয়া তাবৎ রাজ্য দুঃখসাগরে মগ্ন করিলেন। আর তিনি করিলেন কি, না-অটোশা নামে আপন ভগিনী, এবং নিজ শ্বশ্রূ, এই দুই জনকে জীবন্ত থাকিতে পুঁতিতে আজ্ঞা দিয়া বধ করিলেন। আর এক শত পুত্র পৌত্র শুদ্ধা এক জন পিতৃব্যকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া শেষ কতক গুলি ধনুর্দ্ধরকে অনুজ্ঞা করিলেন, যে ইহাদিগকে একেবারে প্রাণে মার, তাহাতে তাহারা তদ্রূপ করিল; এবং যাহারা তাঁহার নিকটে অত্যল্প অপরাধ করিল তাহাদের প্রতিও এই রূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া পারশী দেশের অনেক মহদ্বংশের সমূলোৎপাটন করিলেন।

এই রূপ অসহ্য দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তথায় আর এক উপদ্রব উঠিল, কিন্তু বহু কষ্টে তাহার শান্তি হইলে কিছু কালের পর সীদনীয় ব্যক্তি সকল ও ফিনিসিয়ার লোকেরা এবং সাইপ্রিয়াট মনুষ্যেরা, ইহারা সকলে মিশর দেশীয়দের সঙ্গে মিলিয়া পারশী রাজ্যের বিপক্ষ হইয়া উঠিল, তাহাতে ওকস সীদন জয় করিয়া অন্যং নগর সমূহ নিজ পরাক্রমে করতলস্থ করিলেন; পরন্তু ক্লিরিথো নগর স্বাধীন করিয়া সাইপ্রস দেশের মহীপালদের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং আপনার বিজয়ী সৈন্য সকল মিশর দেশে লইয়া গিয়া তদ্দেশ সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়া লইলেন।

ওকস এই রূপে আপন প্রতিকূলাচারি সকলের দমন করিলে পর ইন্দ্রিয় সন্তোষার্থে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার সুখ ভোগে ও সুভোজনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে যে বেগোজ নামক মিশর দেশীয় খোজাকে রাজ্যের সকল ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি মিশর দেশ ওকস রাজা কর্তৃক জয়কালীন স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হওয়াতে অত্যন্ত রাগান্বিত ছিল; তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূপতির চিকিৎসককে সম্মত করিয়া তাহার দ্বারা ঔষধের পরিবর্ত্তে আপন প্রভু ওকস রাজাকে কালকূট পান করাইল, এবং তাঁহার মৃত দেহ খণ্ড ২ করিয়া কুক্কুর ও বিড়ালকে ভোজন করিতে দিল। অনন্তর আরেষেস নামক সর্ব্ব কনিষ্ঠ যে রাজপুত্র, তাঁহাকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া আর সকলের প্রাণ দণ্ড করিল; কিন্তু আরষেস আপনি যে পরাধীন ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বাধীন হইবার জন্যে গোপনে তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বেগোজ তাহা জানিতে পারিয়া ঐ রাজকুমারের দ্বিতীয় বৎসর রাজত্ব ভোগ কালীন তাঁহার প্রাণ হিংসা করিল। পরে ডারাইয়স নোথোষের পুত্র

ed his destruction in the second year of his reign, a
bestowed the imperial diadem on Darius Codoman
who was a descendant of Darius Nothus, and at th
time governor of Armenia. This prince, however, h
not long enjoyed the sovereignty, when the ambitio
eunuch determined to remove him, and with this d
sign provided a deleterious potion; but Darius, bei
apprised of his danger, compelled Bagoas to drink t
poison, and thus established himself on the throne.

In the second year of this reign, Alexander, king
Macedon, crossed the Hellespont at the head of a we
disciplined army, with the design of revenging the i
juries which Greece had received from the Persians du
ing three hundred years. On his arrival at the Gra
cus, he found on the opposite bank a numerous Persia
army, amounting to one hundred thousand foot, an
ten thousand horse. Though Alexander had not mor
than thirty thousand foot, and five thousand hors
he crossed the Granicus at the head of his cavalry, an
attacked with impetuosity the whole Persian force. A
obstinate conflict ensued, in which the Persians wer
defeated, with the loss of twenty thousand foot and tw
thousand horse, and in which Alexander exposed his lif
to the most imminent hazard. Spithrobates, the intend
ed son-in-law of Darius, having hurled his javelin with
out effect against the Macedonian conqueror, attacked
him with his sword; but Alexander, the moment he rais-
ed his arm to strike with his sabre, pierced him with his
lance. The king of Mecedon was then attacked by
Rosaces, brother to Spithrobates, who beat off the war-
rior's plume with his battle-axe; but he was saved by
Clitus, who struck off the head of Rosaces with a scimi-
tar. Having thus obtained a decisive victory, Alexan-
der received embassies from several cities, which ac-
knowledged his authority.

য় ডারাইয়স কোডোমানস, যিনি আরমানি দেশের কর্ত্তা ছি-
লেন, তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। সে যাহা হউক ঐ যুবরাজ
কিঞ্চিৎ কাল রাজ্য চালাইতেছেন, ইহার মধ্যে ঐ বেগোজ উত্তরো-
ত্তর অধিক ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষানিমিত্তক ঐ ডারাইয়স কোডোমানসকে
বধ করিতে প্রাণ নাশক এক পেয়দ্রব্য প্রস্তুত করিল; কিন্তু
তিনি তাহা অবগত হইয়া সেই বিষ ঐ লুব্ধ বেগোজকে পান
করাইলেন, ইহাতে আপনি দৃঢ় রূপে সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া
ছিলেন।

তিন শত বৎসর অবধি পারশী দেশীয় লোকেরা গ্রীক লোককে
যে দুঃখগ্রস্ত করিয়াছিল, তাহার প্রতিফল দিবার জন্যে মেসিডনের
রাজা যে সেকন্দর শাহ, তিনি ডারাইয়সের দ্বিতীয় বৎসর রাজত্ব
ভোগ কালীন কতক গুলিন সুশাসিত সৈন্যের অধিপতি হইয়া হেল-
স্পণ্ট নামক নদী পার হইলেন। পরে গ্রানিকস নামে যে নদী, তাহার
তীরে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, যে নদীর ওপারে পারশী
দেশীয় এক লক্ষ পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রস্তুত হইয়া
আছে, কিন্তু সেকন্দর শাহের ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার
অশ্বারূঢ় সেনার অধিক ছিল না, তথাপি আপন অশ্বারূঢ় সৈন্য-
গণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রানিকস নদী পার হইলেন, এবং অতিশয়
বেগেতে শত্রু পক্ষীয় সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন, আর প্রাণ
পণে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পারশীদের বিংশতি সহস্র পদাতিক
ও দুই হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্যকে সংহার করিয়া পরাজয় করিলেন।
ঐ সময়ে স্পিথ্রবেটিস সংজ্ঞক এক ব্যক্তি যে ডারাইয়সের জামাতা
হবে এমন সম্ভাবনা ছিল, সে মেসিডনের রাজার প্রতি এক
শাল নিঃক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইলে পর পুনর্ব্বার অস্ত্র
ধারণ করিয়া হস্তোত্তোলন করিবামাত্র সেকন্দর শাহ তাঁহাকে
বড়শাদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর স্পিথ্রবেটিসের ভ্রাতা রোষেষেস
সেকন্দর শাহের উপর আক্রমণ করিয়া টাঙ্গীতে তাঁহার কিরীট
ছেদন করিল, ইতোমধ্যে ক্লাইটস নামক এক জন শাণিত খড়্গ দ্ব
রোষেষেসের মস্তক ছেদন করিয়া মেসিডনের রাজার রক্ষা
করিল, এবম্প্রকারে সেকন্দর শাহ কর্ত্তৃক পারশীরা নিতান্ত পরাজিত
হইলে পর অনেক২ দেশীয় লোকেরা তাঁহার নিকটে উকীল পা-
ঠাইয়া বাধ্য হইতে অঙ্গীকার করিল।

The invasion having assumed a serious aspect, Darius began his march against the conqueror at the head of a numerous army, before which was carried, on silver altars, the sacred fire, attended by the Magi and three hundred and sixty-five youths in scarlet robes. Next followed a sumptuous car consecrated to the god Jupiter, ten magnificent chariots with curious sculptures in gold and silver; the invincible band of Persians clothed in robes of gold tissue; the king's relations, habited in the richest ornaments; and Darius, who was seated upon a golden chariot, and whose dress was adorned with a profussion of costly jewels.

Darius led his army into Cilicia, and advanced to the city of Issus, near which Alexander drew up his troops on an advantageous ground. The Persian monarch, unable to extend his front beyond that of the enemy, drew up his army in several lines, one behind the other. But the Macedonians having broken the first line, a scene of confusion immediately followed, and the Persians were completely defeated. Darius retreated precipitately to the adjoining mountains, where he mounted a horse, and continued his flight. In the mean time, the Greek troops in the pay of the Persian monarch performed prodigies of valour, and withstood the furious attack of the Macedonian army till twelve thousand of them were slain. Alexander was now entire master of the field, and of the Persian camp, in which the mother, wife, and son of Darius, were taken prisoners. After this battle, success constantly attended him. He humbled the pride of the Scythians; made his offerings in the temple of the Jews; received the submission of Egypt; and penetrat-

এই আক্রমণ ক্রমে ২ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠাতে ডারাইয়ুস
াজা চিন্তিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যের সংগ্রহ করিলেন, এবং আপ-
া সেনাধ্যক্ষ হইয়া সৈন্য সংঘের সম্মুখে এক রৌপ্যময় যজ্ঞ বে-
ার উপরে হোমার্থক অগ্নি সংস্থাপন করিলেন, এবং তৎ পশ্চাতে
নক সমূহ, ও তাহাদের পিছে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরা এমন তিন শত
য়ষট্টি জন যুবক। তাহার পশ্চাদ্ভাগে জুপিটর নামে দেবতার
ি মুক্তাদিতে খচিত যে মনোহর রথ, ও সুবর্ণাদিতে চিত্রিত
ার দশখান বহু মূল্য রথ, এবং সুবর্ণের জরিতে জড়িত যে উত্তম ২
স্ত্র তাহাতে বিভূষিত পারশী রাজ্যের অজেয় নামে খ্যাত যে এক
স সৈন্য, আর রত্নাভরণে ভূষিত রাজ পরিবারবর্গ, এই সকল
ইয়া ডারাইয়ুস রাজা আপনি নানা রত্ন যুক্ত চিত্তহর বস্ত্র পরি-
ন পূর্ব্বক রণসজ্জা করিলেন; এবং এক খান স্বর্ণময় অপূর্ব্ব রথে
ারোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

অপর রাজা আপনার সৈন্য সামন্ত সকল লইয়া সিলিষিয়া
েশে উত্তরিলেন। পরে সেখানহইতে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,
ইসুস নগরের নিকটে যুদ্ধ করিবার এক সুগম স্থানে সেকন্দর
াহ নিজ সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে ঐ পা-
শী দেশীয় সম্রাট্ সম্মুখবর্ত্তি অরিসৈন্য শ্রেণী অপেক্ষা আত্মসৈন্য
্রেণী বিস্তারিত করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ সেনাগণকে সারি ২
রিয়া সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর মাসিডনীয়েরা শত্রু সেনার
থম পংক্তি ভগ্ন করিবামাত্র তাহারা ইতস্ততঃ হইয়া পড়িল; তা-
াতে পারশী দেশীয়েরা একেবারে পরাভূত হইল, এবং তাহাদের
াধিপতি যে ডারাইয়ুস, তিনিও অতিশয় দ্রুত গমনে নিকটস্থ
র্ব্বতের মধ্যে প্রস্থান করিয়া সেখানহইতে অশ্বারূঢ় হইয়া বিপদ
ত্রাণার্থে আরও দূরে পলাইলেন। সেই সময়ে কতক গুলি গ্রীক
ৈন্য যাহারা পারশী দেশীয় রাজার বশীভূত হইয়া বেতন লইতে-
িল, তাহারা নিজ বিক্রমেতে ঘোরতর যুদ্ধ করিল, এবং যতক্ষণ
র্য্যন্ত তাহাদের দ্বাদশ সহস্র জন সৈন্য নষ্ট না হইল ততক্ষণ
িপক্ষদের উৎকট আক্রমণ সামলাইল; কিন্তু শেষে সেকন্দর শাহ্
গ ডমির ও পারশীর রাজার শিবিরের প্রভু হইয়া তথায় ডারা-
য়ুসের জননী ও ভার্য্যা এবং তনয় এই সকলকে বন্দী করিয়া রা-
খিলেন। এই যুদ্ধের পর উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

ing through the deserts of the Oasis, was declared a god by the oracle of the idol Jupiter Ammon.

In the mean time, Darius being overcome by the generous behaviour of Alexander towards his wife, his mother, and his son, offered to relinquish all the Asiatic provinces as far as the Halys, and all the countries between the Hellespont and the Euphrates, and tendered thirty thousand talents for the ransom of his family. But these proposals were rejected, and Darius was required to descend from his throne, and to acknowledge the king of Macedon as his sovereign.

The Persian monarch, therefore, having assembled a more numerous army than that which fought at Issus, prepared for battle in a large plain near the city of Arbela, on the confines of Persia. The Persians commenced the attack with great fury and resolution; but, after an obstinate conflict, they were totally routed, and Darius was again compelled to seek safety in flight. After crossing the Lycus, his attendants advised him to break down the bridge, in order to stop the progress of his pursuers. "I would rather," said he, "leave an open way to a pursuing enemy, than shut it against a fleeing friend." After reaching the city of Arbela, he passed the mountains of Armenia.

Alexander, having allowed his men to recruit their strength and spirits, after the fatigue of the recent battle, appeared before Persepolis, the ancient residence of the Persian monarchs, and inflamed the resentment of his troops against the fated capital. Accordingly, the most wanton cruelties were exercised on the un-

থ, তিনি সাইদিয়ানদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া য়িহুদী দেশে জয়
র্ব্বক য়িরূশালেম নগরের মন্দিরে কতক গুলি নৈবেদ্য উৎসর্গ
রিলেন; পশ্চাৎ মিশর দেশীয়দিগকে স্বাধীন করিয়া ওয়াসিবের
রণ্য পার হইলেন, এবং তথাকার জুপিটর আমন নামে দেবতা-
রা আপনি দেব পদবাচ্য হইলেন।

তৎকালীন ডারাইয়স আপন ভার্য্যা, ও জননী, এবং তনয়, ইহা-
র প্রতি সেকন্দর শাহের সদ্ব্যবহার দেখিয়া এমন বাধ্য হইলেন,
হেলিষ নদী অবধি আশিয়ার যাবৎ প্রদেশ তাহা সমুদয় ও
রাত নদী অবধি হেলেস্পান্ট পর্য্যন্ত যত দেশ ছিল, তাহা ছাড়িয়া
তে অঙ্গীকার করিলেন; পুনশ্চ তাঁহার পরিবারের উদ্ধারণার্থে
শৎ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেকন্দর শাহ তা-
তে সম্মত না হইয়া কহিলেন, যে তুমি আমাকে রাজপদাভিষিক্ত
রিয়া অধীন হইয়া থাক।

ডারাইয়স রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া ইস্সস নগরে যত সৈন্য
ইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ততোধিক সেনার সংগ্রহ করিয়া পারশী
দেশের সীমায় আরবেলা নামক নগরের এক বড় মাঠের মধ্যে
দ্ধার্থে সুসজ্জ হইয়া রহিলেন। পরে ডারাইয়সের ঐ সেনাগণ অতি-
য় ক্রোধান্বিত হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অত্যন্ত বেগে সমরারম্ভ
রিল; কিন্তু এক বার ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর পরাভূত হইয়া
নেকে শত্রু হস্তগত হইল, তাহাতে ডারাইয়স পুনশ্চ প্রাণ লইয়া
লাইলেন। অনন্তর লিকস নামক নদী পার হইলে তাহার অমাত্য
র্গ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল, যে পশ্চাদগামি শত্রুর আগমন
ারণার্থে এই নদীর সেতু ভাঙ্গিতে অনুমতি করুন; ইহাতে তিনি
উত্তর করিলেন, যে দয়াবান্ বন্ধুর পথ রোধ করা অপেক্ষা পশ্চা-
দ্গামী তাড়নকারী যে শত্রু, তাহার পথ ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। পশ্চাৎ
তিনি আরবেলা নগরে উপস্থিত হইয়া আরমানির পর্ব্বত উত্তীর্ণ
হইয়া গেলেন।

অনন্তর সেকন্দর শাহ এই যুদ্ধের পর স্বীয় সৈন্যগণকে অতি-
শয় শ্রান্ত দেখিয়া পুনশ্চ সবল হইবার জন্যে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম
করিতে দিলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত সেনাগণকে লইয়া পারশী দেশীয়-
দের প্রাচীন রাজধানী যে পারসিপলিষ, তথায় উপস্থিত হইলেন,
এবং ঐ স্থানের দুর্ভাগ্য মনুষ্যদের প্রতি আপন সৈন্যগণের ক্রোধ

fortunate inhabitants, the streets were deluged with human blood; and the royal palace was wantonly set on fire, at the instigation of an abandoned courtesan.

Darius, who had sought an asylum at Ecbatan, in Media, had collected another army, with which he intended to make a last effort. He was, however, prevented by Bessus, governor of Bactria, and Nabarzanes, a Persian nobleman, who entered into a conspiracy against him. The conspirators seized the person of the king, and binding him with golden chains, shut him up in a covered cart, and retreated precipitately towards Bactria. They intended, if Alexander pursued them, to deliver up the object of his resentment; or, if they escaped the Macedonian conqueror, to murder Darius, and usurping the imperial diadem, to renew the war. Alexander being informed of the designs of Bessus and Nabarzanes, leaving the main body of his army under the care of Craterus, he advanced with a small body of light armed cavalry; and receiving intelligence that the Persian king was conveyed in a covered cart, and that the troops had acknowledged Bessus as their general, he hastened his march. As soon as the king of Macedon came within sight of the enemy, they immediately took to flight, and having discharged their darts at the unfortunate Persian monarch, left him weltering in his blood.

Thus died Darius, in the fiftieth year of his age, and the sixth of his reign, and with him ended the Persian empire, after it had existed two hundred and six years. His temper was mild and pacific; his government in general equitable, and his character unsullied by many of those vices, to which most of his predecessors had been addicted.

াইয়া সেখানকার লোকদের উপর এমনি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ
রিলেন, যে তথাকার সকল পথে রক্ত স্রোত বহাইলেন, এবং
ক দুষ্ট মন্ত্রির কথাতে অনর্থক ক্রীড়াভাবে রাজবাটীতে অগ্নি
েদান করিয়া ভস্মসাৎ করিলেন।

ইতোমধ্যে ডারাইয়স রাজা ইহা শুনিয়া মিডীয় দেশান্তর্গত যে
কবাটান নগর, তথায় আশ্রয় পাইয়া সে স্থানে পুনর্ব্বার সৈন্য
ংগ্রহ করিতে লাগিলেন; কেননা তাঁহার মনোবৃত্তি এইথানি
ছল, যে দুই বার তো রণে পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু আর একবার
াত্র সংগ্রাম করিব। তাহা ... বাক্‌ট্রিয়া দেশের অধ্যক্ষ যে বেষস
বং নাবারজেনিয নামে পারশীর এক জন কুলীন প্রধান সেনা-
তি, এই উভয়ে ঐ রাজার প্রাণ হিংসার্থে মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার
দ্যোগ ভঙ্গ করিল; তাহারা করিল কি, না ডারাইয়সকে সুবর্ণ
খলে বন্ধন পূর্ব্বক এক খান আচ্ছাদিত শকটে বদ্ধ করিয়া লইয়া
তি ত্বরায় বাক্‌ট্রিয়া দেশাভিমুখে পলায়ন করিল; ও মনে২ এই
স্থির করিল, যে যদি সেকন্দর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁ-
ার ক্রোধের পাত্র যে এই ডারাইয়স, ইহাকে সমর্পণ করিব, নতুবা
াই রাজাকে বধ করিয়া ইহার মুকুট ধারণ পূর্ব্বক সমর করিব। এই
কল বৃত্তান্ত সেকন্দর শাহ শুনিয়া আপনার প্রধান২ সেনাগণ
ক্রটীরসের বশেতে রাখিলেন, এবং কতক গুলি অশ্বারূঢ় অস্ত্রধারী
সন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে যাইতে২ পারশীর রাজাকে
আচ্ছাদিত শকটে করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং বেষসকে সেনা-
ধ্যক্ষ করিয়াছে, এই সমস্ত বিশেষ রূপে অবগত হইয়া অতিশীঘ্র
ে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ঐ দুষ্টেরা সেকন্দর শাহের
র্শন পাইবামাত্র দুর্ভাগ্য ডারাইয়সের প্রতি বড়শা নিঃক্ষেপ করি
া রক্তারক্তি করিল, ও আপনারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

এবম্প্রকারে ডারাইয়স রাজা ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চাশৎ
বৎসর বয়স্কে কাল প্রাপ্ত হইলেন, আর পারশী দেশীয় রাজা
ম্যাগত দুই শত বৎসর থাকিয়া তৎকালীন সমাপ্ত হইল। অপর
ি রাজার স্বভাব নম্র ও মিলনশীল, আর তিনি এক প্রকার যথার্থ
পে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, ও তাঁহার চরিত্র পূর্ব্ব রাজাদের
্যায় দুষ্কর্ম্ম জন্য কলঙ্কাঙ্কিত ছিল না।

REFLECTIONS.

Section I.

Very highly favoured are the people who live under a mild and equitable government. If this lot be ours, it demands our grateful acknowledgments to God, to Him who is Supreme Governor in heaven and in earth, and by whom only it is that kings reign, and princes decree justice. In mercy he blesses with a sceptre of peace, or in anger chastises with the rod of tyranny and oppression.—Rulers and subjects, by their proper or improper conduct, reciprocally bring down on each other evil or good, a blessing or a curse. On every account, therefore the latter are bound to obedience, and the former to the exercise of equity and benevolence. A king who rules well, is revered and loved as the father and protector of his people. Alas! that in the history before us, we are called to notice many who were of a directly opposite character, whose elevation to the throne served only more fully to exhibit their corrupt dispositions. Wholly forgetful of the duties and immense responsibilities attaching to their station, they appear likewise to have forgot that themselves, in common with the meanest of their subjects, must die: which forgetfulness, it is needless to remark, did not at all affect the appointments of Heaven, and the nature and course of things. Cyaxares having subjugated Nineveh, and formed his kingdom

উপদেশ কথা।

প্রথম অধ্যায়।

যে দেশে দয়া ও যথাযোগ্য সুবিচার পূর্ব্বক রাজশাসন হয়, সদ্দেশীয় লোকেরাই সৌভাগ্যান্বিত এবং ধন্য, এমন যদি আমাদিগের ভাগ্যক্রমে ঘটনা হয়, তবে স্বর্গ মর্ত্য ভূমির একাধিপতি যাঁহাদ্বারা ঐ ভূপাল বর্গেরা শাসনকর্ত্তা ও ন্যায্য বিচারক হইয়াছেন, এমন যে জগদীশ্বর, তাঁহার নিকটে আমাদিগের অবশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। ফলতঃ পরমেশ্বর প্রসন্ন হইলে দয়া পূর্ব্বক সুপ্রতিপালক সুবিচারক হিতকারী রাজাদ্বারা লোকদিগের আশীর্ব্বাদ করেন, অথবা প্রতিকূল হইয়া দুর্দ্দান্ত দুরাচার একটা দুরাজাদ্বারা লোকদের শাস্তিদাতা হয়েন। আর রাজা এবং প্রজা এই উভয়ের একের সদসচ্চরিত্রদ্বারা উভয়কেই মঙ্গলামঙ্গল ও শাপ কিম্বা বরপ্রাপ্ত করাণ; অতএব প্রজাবর্গের সর্ব্ব প্রকারে এই উচিত হয়, যে সর্ব্বদা রাজশাসনেতে বশীভূত হইয়া থাকে, এবং প্রজাদিগের হিত চেষ্টা ও ন্যায্য বিচার এ সকলও ক্ষিতিপালের অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। দেখ, যে রাজা উত্তম ব্যবস্থা রূপে প্রজাপালন করেন তাঁহাকে প্রজাগণেরাও পিতৃতুল্য রক্ষাকর্ত্তা করিয়া মান্য করে; কিন্তু একটি খেদের বিষয় এই দেখিতেছি, যে এই সকল ইতিহাসের মধ্যে যে২ রাজার বিষয় পাঠ করিলাম তাহার অনেক২ রাজাই ইহার বিপরীত মতাবলম্বী, অর্থাৎ দুষ্ট। তাহারা আপন২ উচ্চপদের দ্বারা কেবল নিজ২ কুস্বভাব প্রকাশ করিয়াছে। ফল, রাজকর্ম্ম যে কি প্রকার গুরুতর, এবং যে২ লোকেরা এই কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় পরকালে তাহাদের নিকটে যে কত বাহুল্য রূপে হিসাব নিতে হইবে, ইহা তাহারা এক বার মনে করে নাই। আর অতি ক্ষুদ্র প্রজার ন্যায় মরিতে হইবে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিল; কিন্তু এ প্রকার বিস্মৃত হইলেও পরমেশ্বরের নিয়মের বহির্ভূত কখন হইতে পারিবে না। তাহার স্বাক্ষী দেখ, লেখা আছে, যে সাইএকজারিস নামে ক্ষিতিপাল নিনিবী নগর করত-

into a potent empire, *died!*—Whatever be our station, let us learn to regulate our pursuits by a regard to futurity.

Section II.

The laws and habits of the Persians, in some instances, appear to have been characterized by savage barbarity, in others they were absurd. Let us, however, notice with commendation what is said respecting the regard they paid to the education of children. The mind, if left uncultivated, can be compared only to a desert. Now who would wish to possess a wilderness, productive only of briers and thorns, when by diligent labour the same might be converted into a garden filled with fruits and flowers? It is true, the minds of children, as well as those of persons who are grown up, are wayward, and prone to evil; yet are they in general more susceptible of improvement: as the scion or tender shoot of a plant may be bent at pleasure, whilst in vain we labour to effect a change of inclination in the sturdy tree; or as the soil which has been but newly cast up by the river, yields to the spade of the husbandman more readily than the parched heath.

The Persians also evinced their sagacity in inuring their youth to hardship, and to much bodily exercise. So intimate is the connexion established between our mind and body, that whatever affects the one produces a correspondent effect upon the other. Thus that which enfeebles the body, has a tendency also to impair the powers of the mind. Idleness, therefore, ought ever to be

নষ্ট করিয়া এবং আপন রাজ্য অতিশয় বিস্তারিত করিলেও তিনি আপনি মরিলেন ; অতএব এই জন্যে আমরা লিখি, যে রাজা কি প্রজা সকলের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য এই, যে পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অপর পারশী লোকদিগের রীতি ব্যবস্থার বিষয় যে২ লেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন২ ব্যবস্থা অতি নিষ্ঠুর এবং রাক্ষসের ব্যবস্থার মত, আর কোন২ ব্যবস্থা অসঙ্গতও বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, বালকদের নীতি শিক্ষাবিষয়ে যে প্রকার লিখিত আছে তাহাতে তাহারা যে এত পরিশ্রম পাইয়াছিল তাহা তাহাদের প্রশংসার যোগ্য বটে ; কেননা মনুষ্যদিগের মন শিক্ষা বিহীন হইলে কেবল অরণ্যের সদৃশ, এখন দেখ একটি নিবিড় কণ্টকারণ্যকে রাখা উচিত, কি দৃঢ়তর শ্রমেতে ঐ কুৎসিত বৃক্ষাদি উৎপাটন করিয়া উত্তম২ বৃক্ষদ্বারা উত্তম উদ্যানের ন্যায় করা ভাল, ইহার কি রূপ কর্ত্তব্য হয়? আর মনুষ্যদের মন মাত্রেই বিপথগামী ও কুকর্ম্মাসক্ত ইহা সত্য বটে, তত্রাপি বোধ হয় যে বৃদ্ধের অপেক্ষা বালকের মন শিক্ষা পাইলে শিক্ষিত হইবার উপযুক্ত; যেমন বৃক্ষের কোঁড়াকে নোয়াইতে গেলে সে নুইয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থাতে নোয়াইতে গেলে বরং ভাঙ্গিয়া যায়, তত্রাপি নত হয় না। কিম্বা বন্যাদিদ্বারা যে সকল ভূমিতে নূতন মৃত্তিকাদি পতিত হয়, সে সকল ভূমি চাস করিলে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মে; কিন্তু চিরকালের পতিত শুষ্ক ভূমিতে চাস ও শস্য কিছুই হইতে পারে না, তাদৃশ জানিবা।

পারশী লোকেরাও আপন২ যুবাদিগের কায়িক শ্রমাদি অভ্যাস করাইয়া তাহাদের আলস্যকে দূর করাইত, সেও ভাল; কেননা শরীরেতে ও মনেতে এমন একটি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে যে এক জনের শুভাশুভেতে উভয়েরই ভাল মন্দ হয়। দেখ, শরীরের দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতার প্রতি যে২ কর্ম্ম কারণ হয়, সে২ কর্ম্ম মনের তেজোহানির প্রতিও অবশ্য হেতু হয়; অতএব লিখি, কোন ব্যক্তি আলস্যকে নিজ শরীরে থাকিতে এক দণ্ডও স্থান যেন না দেয়। দেখ,

shunned as a deadly enemy. Activity and exertion conducive both to health and happiness. Cyrus, wh character in several points is worthy of praise, manife ed his wisdom not only in the government of his ki dom. but in his personal habits. He was temperate, borious, and diligent, and thus not only became prosp ous, but under the permission of Providence, prolong his days beyond those of many of the princes of Pers

The evil propensities of our fallen nature sta strongly depicted in the character of Cambyses, wl succeeded to the empire of Cyrus. If riches and a thority are at all to be sought after, no doubt the chi motive ought to be, that thereby a greater opportuni may be afforded to glorify God, and to do good. B how opposed to this is the conduct of Cambyses! N sooner is the sword of power put into his hands, tha he feels anxious to turn its point against his unoffendi neighbours. And afterwards, when thwarted in his in quitous and injurious projects, instead of being hun bled and reformed, he rages the more, as the fury of th tiger is but increased by his being curbed. We blus for the honour of our species, when reading the recita of his crimes. Nor can we forbear to justify the retri butive justice of the Almighty, in causing his days t be cut short by a wound from his own sword. Sucl invariably is the final result of sin, which, as a two edg ed sword, destroys first those that are around, and ther the sinner himself.

King Darius having confidently anticipated the ful accomplishment of his purposes, when engaged in the expedition against Greece, experienced, we may suppose, a proportionate degree of mortification on seeing

কার্য্যাসক্ত থাকিলে শরীরের দৃঢ়তা ও বলবত্তা হয় কেবল তাহা নয়, মনেরও নানা প্রকার সুখ জন্মে। এতদ্বিষয়ে সাইরস নামক রাজার চরিত্র প্রশংসনীয় ছিল বটে; ফলতঃ তিনি কেবল রাজশাসন বিষয়েতেই এতদ্বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ করিয়াছিলেন এমন নহে, তবে কি না আত্মশরীরবিষয়ে, অর্থাৎ ঐ রাজা অল্প ভোগী, ও নিরালস্য, ও বহুশ্রমী, এবং কর্ম্মেতে অত্যন্ত আবিষ্ট হওয়াতে রাজ্যের এবং আয়ুর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আর অত্যন্ত পাপেতে পতিত হইয়া আমাদিগের মনেতে যে নানা কু চেষ্টা জন্মিয়াছে, তাহা সাইরস রাজার উত্তরাধিকারি কাম্বাইশস নামক ভূপালের চরিত্রেতে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল যদি ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃত্ব পদাদি চেষ্টা করা উচিত, তবে অগ্রে ইহা জ্ঞাত হওয়া অতি আবশ্যক, যে ঐশ্বর্য্য হইলে ঈশ্বরের আরাধনা ও লোকদিগের মঙ্গল হয়; এ নিমিত্তে তাহার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু কাম্বাইশস রাজার চরিত্রেতে ইহার বিপরীত দেখিতেছি, অর্থাৎ কি না তাঁহাকে শত্রুহন্তা তরয়াল দত্ত হইলে তিনি ঐ তরয়াল নিরপরাধি আপন নিকটবর্ত্তি গণের উপর নিঃক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইতেন, ইহাতে যৎকালে অন্যায় ক্ষতিকারক তাঁহার প্রিয় কর্ম্মের উদ্যোগ সম্পূর্ণ না হওয়া বিফল হইত, তখন তিনি লজ্জিত এবং নম্র না হইয়া রাগান্ধ হইয়া উঠিতেন; যেমন কোন একটা ব্যাঘ্রকে বাঁধিয়া রাখিলে সে বশীভূত না হইয়া বরং অধিক ক্রোধাপন্ন হইয়া উঠে, তাহার ন্যায়। অতএব স্বজাতীয়ের এই রূপ কর্ম্ম দেখিয়া আমাদের লজ্জাতে অধোমুখ হইতে হইল। পরে ঐ রাজা যে স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা নিজপ্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতে জগদীশ্বরের যে যথার্থ বিচার তাহা আমাদের অবশ্য স্মরণীয় হইয়াছে: অতএব পাপের ভোগ যে এই রূপই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঘটনা হয় ইহা নিশ্চয় জানিবা। ফলতঃ পাপ দ্বিধার অস্ত্রের স্বরূপ হইয়া প্রথমতঃ পরকে নষ্ট করিয়া পরে আপন আশ্রয়কেও বিনাশ করে।

তদনন্তর ডারাইয়স নামক রাজা যৎকালে গ্রীক দেশীয় লোকোপরি আক্রমণ করিয়াছিলেন, তত্তৎকালে তাঁহার এমন অনুভব ছিল, যে গ্রীক দেশ জয়ার্থ যে২ উদ্যোগ করিতেছি তাহা অবশ্য সফল হইবে, এ কারণ তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তর ভরসা ছিল। কিন্তু শেষে যখন আপন সৈন্যগণ প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া বেগেতে জা-

his troops discomfited and flying for safety to their ships. Let us hence learn our entire dependance on Divine providence; recollecting the battle is not to the strong, neither the race to the swift. At the same time we cannot withhold our admiration of the generous spirit of these ten thousand Greeks, who so nobly ventured their lives in the service of their country. O, that there were found amongst us an equal readiness to spend and be spent in the service of God! Waging relentless warfare against sin, Satan, and the world, and trusting not in our own strength, but in that which is from above, in due time we should be hailed victors, and be crowned, not as the heroes of Marathon, with perishable laurel, but with an endless, never-fading immortality.

Not less instructive, as affording us proof of the inefficiency of human means in order to ensure success, is that part of the history which details the campaign of Xerxes. And let us not fail to mark, in what is recorded of the private character of this prince, the direful effects of unlawful passion, which, as a canker, strikes at the roots of the welfare, as well of families as of nations.

As the ocean's billows, which, for a while, in triumph pursue their course, and then are dashed upon the shore, leaving others to follow in their stead: so the mightiest empires that are spoken of in the page of history hav

হ্রাজমধ্যে পলায়ন করিল তখন তাঁহার তাদৃশ ক্ষোভ জন্মিয়াছিল; অতএব ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি, যে আমাদিগের কর্ম্মের শুভাশুভ ফল জগদীশ্বরের হস্তগত। আর বলবান্ হইলেই যুদ্ধে জয়ী হয় এমন নয়, কি দ্রুতগামী হইলেই বেগ যুদ্ধে জিত হয় তাহাও নয়; এ সকল যেন আমাদের স্মরণমধ্যে বাস করে। সে যাহা হউক, ঐ গ্রীক লোকদিগের দশ হাজার সৈন্যগণ যে আপন দেশ রক্ষার্থে প্রাণপণে এতাদৃশ উৎকট বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা প্রশংসার যোগ্য পাত্র বটে। হায় ২ আমরা কি ভ্রান্তিযুক্ত মনুষ্য! দেখ, যদি পরমেশ্বর নিমিত্তক তাহাদের মত প্রাণপণে তাদৃশ মহোদ্যোগী হইয়া ঈশ্বর শক্তিদ্বারা শয়তান ও পাপ ও ব্রহ্মাণ্ডের কুরীতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতাম, তবে তত্তৎ শত্রুদিগের নিরাশ করিয়া জয়ী হইয়া মুকুট ধারণ করিতাম; অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্ত হইতাম। দেখ, মারাথন স্থলে গ্রীক লোকেরাও শত্রু দমন করিয়া মুকুট ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এতাদৃশ অক্ষয় অম্লান মুকুট তাহাদিগের কখন ইন্দ্রিয়গোচরও হয় নাই।

তেমনিও যে ইতিহাসের প্রকরণেতে জর্কসেস নামক ভূপতির বিবরণ লেখা গিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলেও আমরা এই উপদেশ পাইতে পারি, যে অতি দৃঢ়তর রূপে অনেক আয়োজন করিলেও সে কর্ম্মের ফল জগদীশ্বরের হস্তগত, মনুষ্যের হাত নহে। আর বিশেষতঃ তদ্ব্যক্তির চরিত্রবিষয়ে যে রূপ লেখা গিয়াছে, তদ্রূপ কামার্ত্ত হইলে যে মনুষ্যদিগের কত হানি জন্মে তাহা যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখি; কেননা কাম হইয়াছে এক প্রকার কীটের স্বরূপ, যেমন বৃক্ষাদি মূলে কীট লাগিলে ক্রমে ২ তাহার অন্তর্জ্জর্জ্জরিত হইয়া শাখাপল্লবাদি শুকাইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ মনুষ্যেতে কাম প্রবিষ্ট হইলে তাহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইয়া শেষে রাজ্য ও বংশের সহিত সে ব্যক্তি নষ্ট হয়।

আর দেখ, এই সকল ইতিহাসের লিখিত পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত অতি বৃহৎ ২ যে সকল রাজ্য, তাহারাও ক্রমে ২ একেবারে সমূলে লোপ হইয়া গিয়াছে; যেমন সমুদ্রের অতি প্রবল ২ তরঙ্গ সকল আত্ম গর্ব্বেতে গর্ব্বিত হইয়া অতি গভীর তর্জ্জন গর্জ্জনেতে আকাশ প্রমাণ উচ্চ হইয়া অতি বেগেতে গমন করে, কিন্তু শেষে কূল প্রাপ্ত হইলে

in succession been swept from off the earth. Nor perhaps is there any thing in Providence more deserving of our notice, than the means and instruments from which each in turn has owed its rise or fall. Thus, to our apprehensions, it would scarcely have appeared probable that the overthrow of the Persian monarchy would result from the attempts of Alexander and his thirty thousand followers, when opposed to the immense forces of Darius. We sympathise in the hard and untimely fate of this prince, who perished by the hands of those whose duty it was to be foremost in his defence. Happy they whose trust is not in man, but in God.

ক্রমে ২ সকলেই বিনাশকে প্রাপ্ত হয় তাদৃশ। অতএব পরমেশ্বরের অদ্ভুত ২ কর্ম্ম যে সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহার মধ্যে এই সকল আমাদের বিবেচ্য, যে ঐ ২ রাজ্যাদির উৎপত্তি ও বিনাশ কাহাহইতে কি জন্যে হইতেছে? দেখ, অতি বড় ঐশ্বর্য্যান্বিত যে পারিশী দেশীয় রাজ্য, সে যে ত্রিশ হাজার সৈন্যাধ্যক্ষ সেকন্দর শাহ্ কর্ত্তৃক ধ্বস্ত হইবে এ আমাদিগের বুদ্ধির অসম্ভবনীয় বটে। কিন্তু শেষে ঐ অভাগ্য ডারাইয়স রাজার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হইতেছে, কেননা যাহাদের ঐ রাজাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল, তাহাদিগের হস্তেতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন; অতএব লিখি যে ২ লোকেরা মনুষ্যেতে আস্থা না করিয়া জগদীশ্বরেতে আস্থা রাখে, তাহারাই ধন্য ও মঙ্গলের আশ্রয় হয়।

CHAPTER IV.

OF

THE GRECIANS

চতুর্থ খণ্ড।

গ্রীক লোকের বিষয়।

CHAPTER IV.

OF THE GRECIANS.

THE most important details in the history of Gree are those connected with the Athenians, the Lace monians, and Macedonians. We shall therefore treat each in order.

SECTION I.

Of the Athenians.

Attica was bounded on the west by Megara, mou Cithæron, and part of Bœotia; on the north by t Euripic Gulf, and the rest of Bœotia; on the west the Europus; and on the south by the Saronic Gulf. was about sixty miles from north west to south we and about fifty-six from north to south. The soil naturally barren, and rendered fertile chiefly by the defatigable industry of the people. The Athenia were early distinguished for good faith in commer which was the source of their riches; and by it they a quired the means of raising great armies.

The kingdom is generally allowed to have been foun ed by Cecrops, an Egyptian, who brought hither a c lony from the mouths of the Nile. He built the ci of Athens, deified Jupiter, instituted marriage, whi he rendered a sacred union, and forbade to sacrifice the idols any living animal. He is also supposed

চতুর্থ খণ্ড।

গ্রীক লোকের বিষয়।

গ্রীক লোকদের যে প্রধান ২ বিবরণ, তাহা আথেন্সীয়, ও লাসি- উমনীয়, এবং মাসিডোনীয়, এই সকল লোকের বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়: অতএব ইহাদের বৃত্তান্ত প্রত্যেকে রীত্যনুসারে লেখা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

আথেন্সীয় লোকের উপাখ্যান।

আটিকা দেশের পশ্চিম সীমা মিগারা ও সাইথেরিয়ন নামক পর্ব্বত, এবং বইসিয়া দেশের একাংশ; আর তাহার উত্তর সীমা ইউ- রিপিক মোহানা, ও ঐ বইসিয়ার কিয়দংশ; এবং উহার পূর্ব্ব সীমা ইউরোপস নদী; দক্ষিণ সীমা সেরোনিক মোহানা। অপর ঐ দেশ বায়ু কোণহইতে নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিংশৎ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি ক্রোশ প্রস্থ। আর ঐ দেশ স্বাভাবিক মরুভূমি, তবে যে উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে, সে কেবল লোকদের অত্যন্ত শ্রমদ্বারা; ও আথেন্সের লোকেরা পূর্ব্বে বা- ণিজ্যবিষয়ে সত্যতাচরণ প্রযুক্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিল, ও নিষ্ঠতা তাহা- দের ধনমূল ছিল, ঐ ধনদ্বারা উহারা বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত।

মিশর দেশস্থ সিক্রোপস্ নামে এক ব্যক্তি নীল নদীর মোহানার নিকটস্থ লোকদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক বসতি করাইয়া ঐ আথেন্স রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, এমনি উক্ত আছে; এবং আথেন্স নামক যে নগর, তাহার সংস্থাপনকর্ত্তা তিনিই ছিলেন, ও যুপিটর নামক এক জনকে দেবতা করিয়াছিলেন, আর ধর্ম্মের নিয়মের মত বিবাহের নিয়ম তাঁহাহইতেই সুস্থির হয়; অপর দেবতার নিকটে জন্তু বলিদান করিতে নিষেধ তিনিই করিয়াছিলেন। আর এমন

have been the founder of the Areopagus, a court of justice, on the plan of the Egyptian tribunals. Amphictyon, the third king of Athens, established the council of the Amphictyons, which was a deputation from the twelve Grecian states, that assembled twice a year to consult on the common interests of Greece. Theseus founded a more perfect equality, in which the state resembled a republic, rather than a monarchy. This prince, notwithstanding his capacity, fell a sacrifice to the inconstancy of the people, and suffered banishment by ostracism*, a mode of punishment which he had himself instituted.

The last king of Athens was Codrus, in whose reign the Dorians and Heraclidæ regained all Peloponnesus, and encroached on the Attic territory. The Delphic oracle declared, that the Heraclidæ would finally prevail, if they abstained from injuring the person of the king of Athens. Codrus, being informed of this, disguised himself in the habit of a peasant, and proceeding to the camp of the enemy, was slain by one of the soldiers in combat. The next day the Athenians demanded their king; and the Heraclidæ, dispairing of success, abstained from all further hostility. This act of Codrus rendered him so much the object of veneration, that the

* Ostracism derived its name from a Greek word, signifying *a shell or tile*, and was a kind of popular judgment or condemnation, by which such Athenians were banished for ten years, as had power and popularity enough to attempt any thing against the public liberty.

বাধ হয়, যে মিশর দেশের প্রণালীর ন্যায় এরিওপেগস নামক ক আদালৎ তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। পরে আথেন্সের তীয় রাজা যে এমফিকটিয়ন, তিনি এমফিকটিয়নস্ নামে এক সভা াপিত করিলেন; সেখানে হইত কি, না গ্রীক দেশের অন্তর্গত যে াদশ শুভা, তাহাদের এক ২ জন প্রতিনিধি যাহাতে রাজ্য শাসিত হইয়া উঠে, এমন উপায় স্থির করিতে বৎসরের মধ্যে ইবার আসিয়া বসিত। তাহার পর থিযস রাজা পূর্ব্বরীতি ঘুচাইয়া জাদের মধ্যে প্রধান২ যে সকল লোক, তাহাদের দ্বারা রাজ্য-াসন করিতে লাগিলেন, ইহাতে পূর্ব্বের মত একাধিপত্য আর িল না। সে যাহা হউক, কিন্তু ঐ রাজার রাজনীতিজ্ঞতা ইত্যাদি ানা গুণ ছিল, তত্রাপি কোন কারণেতে প্রজা লোকেরা চঞ্চলমনা ইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল; কিন্তু তিনি আপনি করিয়া-েলেন যে * আষ্ট্রাসিজন অর্থাৎ শঙ্খ কিম্বা এক প্রকার বড় কৌড়িদ্বারা দুষ্টের প্রতি এক দণ্ডের নিয়ম, সেই নিয়মেতে দেশচ্যুত িলেন।

সর্ব্ব শেষে কোড্রস নামে এক ব্যক্তি আথেন্স নগরে রাজা হইয়া-েলেন, তাঁহার রাজত্বকালীন ডোরিয়নেরা ও হিরাক্লিডিরা আথেন্স জ্যের অন্তর্গত যে পিলাপনীসস দেশ, তাহা পুনর্ব্বার পাইয়া াথেন্স নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে ডেলফস েশের দৈবজ্ঞ এক ব্যক্তি এ কথা কহিল, যে হিরাক্লিডিরা যদি আ-ন্স নগরের রাজশরীরে কোন আঘাত না করে তবে পশ্চাৎ জয়ী ইতে পারিবে। কোড্রস রাজা ইহা জ্ঞাত হইয়া কৃষক বেশ ধারণ র্ব্বক শত্রু শিবিরেতে গমন করিলেন, এবং এক জন সৈন্যের সহিত গ্রাম করিয়া তাহার হাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন; তাহার পর দি-সে আথেন্সীয়েরা আপনাদের রাজাকে চাহিল, ইহাতে হিরাক্লি-ডরা জয়াশা রহিত হইয়া আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। পরে কোড্রস াজার এই পুরুষত্ব প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার এই পর্য্যন্ত সম্মান

* আষ্ট্রাসিজন এই শব্দ গ্রীক ভাষাহইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ এই, যে খ কিম্বা এক প্রকার বড় কৌড়িতে দণ্ড করা। এ বিষয়ে এই আজ্ঞা ছিল, যে যদি কান ব্যক্তি রাজ্যের হানি জন্মাইতে চেষ্টা করে, তবে সে দশ বৎসরের জন্যে াজ্যহইতে দুরীকৃত হইবে।

Athenians considered no one worthy of succeeding him, and therefore abolished royalty.

They, however, chose from the family of Codrus their first magistrate, whom they denominated an *archon*, and who held his office for life; but they afterwards fixed the duration of this office for the same person at ten years. This new decennial dignity had been for some time enjoyed, when the people, rising in a tumult, deposed the archon, and rendered the office annual; and instead of one, they chose nine archons, who had each a separate department.

These changes convulsed the state, and rendered the condition of the Athenians miserable. Draco, therefore, who was an archon, and of illustrious birth, projected a reform in the constitution of his country, and thought to repress disorders by the severity of penal laws. Every crime, from the most enormous to the most trifling, was considered as equally heinous, and therefore punished with death. The severity of such a system defeated its own purposes. Aristotle informs us, that Herodicus used to say, "That his institutions seemed to have proceeded from a dragon, rather than from man;" and Demades rendered himself famous by observing, "That the laws of Draco were written, not with ink, but with blood."

At length appeared Solon, the wise, who being appointed to the archonship, obtained full power to reform the laws and constitution of the state. His first act was to cancel the laws of Draco, those only excepted which related to murder. He next abolished the debts of the poor by a law of insolvency; and for this purpose, he lowered the interest and value of money. Some of his intimate friends, betraying the trust re-

ইয়া উঠিল, যে আথেন্সীয়েরা বুঝিল, যে তত্তুল্য লোক আর
াওয়া যাইবে না; অতএব রাজপদ একেবারে উঠাইয়া দিল।
পরে তাহারা ঐ কোড্রস রাজার বংশ এক জনকে আরকন্ নামে
্যাত করিয়া আপনাদের উপর প্রধান বিচারকর্ত্তা রূপে স্থাপিত
রিল, এবং আরকন্ যাবজ্জীবন তৎপদে নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু
রে তাহারা আরবার এই রূপ রীতি করিল, যে ঐ পদে এক ২
ন দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবেন। এই প্রকার কতক কাল গত হইল,
শ্চাৎ সামান্য লোকেরা কলহ উপস্থিত করিয়া আরকন্কে পদ-
ত করিল, এবং ঐ পদে নয় জন আরকন্কে রাখিয়া তাহা-
গকে পৃথক্ ২ কর্ম্মের ভার দিল, এবং এক ২ বৎসরের জন্যে ঐ
দাভিষিক্ত থাকিবেন এমন ধারা করিল।

এই সকল করাতে ঐ রাজ্য কু শৃঙ্খল হইয়া উঠিল, ইহাতে
াথেন্সীয়েরা অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে পর আরকন্ অর্থাৎ
ধান বিচারকর্ত্তা অথচ কুলীন যে ড্রেকো, তিনি দেশের বৈলক্ষণ্য
ল শুধরাইতে এই শক্ত আইন সুস্থির করিলেন, যে যাহারা
ল্পই হউক কিম্বা অধিক হউক দোষ মাত্র করিবে সে সকল-
রই প্রাণ দণ্ড হইবে। ইহাতে দেশ সুশাসিত হওয়া ওদিকে থাক,
ক, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সমস্ত আরো বিরক্ত হইল। তাহাতে
রিষ্টাটল নামে এক জন বিদ্বান্ লেখেন, যে হিরডিকস বলিয়াছেন,
ড্রেকোর ব্যবস্থা সকল মনুষ্য কৃত নহে, কিন্তু ভূতের করা এমন
াধ হয়। এবং ডিমাডিষ নামে আর এক ব্যক্তি এই কথা কহিয়া
্য খ্যাতি রাখিলেন, যে ড্রেকোর ব্যবস্থা সকল কালীতে লেখা
য় না, কিন্তু রক্তেতে লেখা গিয়াছে।

পরে জ্ঞানি রূপে খ্যাত ছিলেন যে সোলন নামক এক ব্যক্তি,
িনি আরকনের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব ব্যবস্থা সকল
ধরাইতে ও নূতন ২ আইন করিতে ভার পাইলেন, তাহাতে প্রথ-
তঃ খুনি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড ব্যতিরেকে ড্রেকোর আর তাবৎ ব্যবস্থা
াপ করিলেন। পরে ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ যে সকল
্যক্তি, তাহাদের পক্ষে এক আইন সুস্থির করিয়া তাহাদিগকে সে
ায়হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তদ্বিষয়ের জন্যে টাকার সুদ ও মূল্য
দ্ধি করিলেন; ইতোমধ্যে সোলনের কতক গুলি বন্ধু লোক বিশ্বাস-
াতকী হইয়া এই ব্যবস্থা প্রচার হওনের পূর্ব্বে বিস্তর মুদ্রা

posed in them by Solon, borrowed large sums of money, with which they purchased estates, before the edict was published; but the people soon let go all their suspicions of connivance, when they found that Solon was a loser by the law which he had passed.

He next proceeded to regulate the offices, employments, and magistracies of the state, all of which he committed to the care of the rich; but while he entrusted the execution of the government to the nobles, he lodged the supreme power in the hands of the people. For this purpose he distributed the Athenians into four classes; the first three were composed of persons possessing property, according to their different portions, and the fourth consisted of those who possessed none. To the last no office nor employment in the state was assigned; but they had the power of voting in the general assembly of the people. He conferred greater power on the court of Areopagus, the members of which were appointed to watch over the constitution. He also formed a senate, which was composed of four hundred persons, who had the cognizance of all appeals from the Areopagus, and the examination of all causes before they could be proposed to the general assembly of the people.

Solon enacted, that those who, in an insurrection or a scism of the people, observed a blameable and dangerous neutrality, should be condemned to perpetual banishment, and all their property be confiscated. He abolished the custom of giving portions in marriage with young women, unless they were only daughters; and the bride was to carry with her no more than three

রিয়া স্থাবরাদি ক্রয় করিল, কিন্তু এই নূতন আইনেতে সোলনের
াজের অনেক ক্ষতি হইবে ইহা যখন লোকে বুঝিল, তখন তিনি
। ঐ দুষ্কর্ম্মের অন্তর্ভূত এমন বোধ তাহারা আর করিল না।

পরে সোলন যে সকল পদ ও কর্ম্ম ও বিচারের নিয়ম সুস্থির করি-
ান, তাহা তদ্দেশের ভাগ্যবন্ত লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন,
াহাতে তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তৃত্ব না রাখিয়া এই রূপ আজ্ঞা দিলেন,
রাজ্যস্থ তাবৎ লোকের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারা কোন
ষয় স্থির করিতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে আথেন্স রাজ্যের
কল লোককে চারি ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে যাহাদের ঐশ্বর্য্য
লে তাহাদিগকে ধারানুসারে তিন ভাগে নিযুক্ত করিলেন; আর
হারা নির্ধনী ছিল তাহাদিগকে চতুর্থ ভাগে নিযুক্ত করিলেন;
াহারা কোন পদস্থ হইতে পারিত না, কিন্তু যৎকালীন কোন বিষ-
য় নির্ণয় করিবার নিমিত্তে তাবৎ লোকের সভা হইত, তৎকালীন
াহারা আপনাদের সম্মতি অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিত। তদ-
ন্তর সোলন আরিওপেগাস নামক যে আদালত স্থাপিত ছিল, তা-
ার কর্ত্তাদিগকে এই অধিক ভার দিলেন, যে যেন তাহারা রাজ্য-
সনার্থ তাবৎ নিয়মের প্রতি সতর্ক থাকে; এবং তাহাদের উপর
নেট নামে এক মহাসভা সংস্থাপন করিয়া তাহাতে চারিশত
াক নিযুক্ত করিলেন, ও তদ্বিষয়ে এই নিয়ম স্থির করিলেন, যে
ারিওপেগাস আদালতে যে বিচার নিষ্পন্ন না হইবে তাহা ঐ
নেট সভাতে না গিয়া তাবৎ লোকের সভাতে যাইতে পারি-
ে না।

পরে সোলন এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে রাজ্যেতে কোন উপ-
ব উপস্থিত হইলে প্রজা লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি তাচ্ছীল্য করিয়া
াহার শান্তি করিতে উদ্যত না হইবে সে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত
দেশহইতে বহিষ্কৃত হইবে, এবং তাহার তাবদ্বিষয় রাজার হইবে।
ার যাহার এক কন্যা মাত্র কেবল সেই পণ দিবে তদ্ব্যতিরেকে
বিবাহের পণ বারণ করিলেন। এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে এই নিয়ম
করিলেন, যে তাহারা বিবাহের সময়ে কেবল তিন প্রস্থ পরি-
ধেয় বস্ত্র ও গৃহের আবশ্যক কতক গুলি সামগ্রী তদ্ব্যতিরেকে আর
অধিক ধন পাইবে না, ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ত্রী পুরুষে
সম্প্রীতি থাকিবে। এই সকল ব্যবস্থা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের

suits of clothes, and some household goods of trifling value. This law was intended to promote a union of congenial minds and mutual affections. It would carry us beyond the limits prescribed, were we to enter into further details on the subordinate institutions of this legislator. They have since become the basis of the civil law of other nations; so that we may justly affirm, the institutions of Solon are still partly in force.

One of the original historians of Greece has related an incident in the life of Solon, which is too important to be passed over in silence. Amongst other places visited by that distinguished philosopher and statesman was Sardis, the capital of the kindom of Lydia. Cresus, the Lydian monarch, was then in the zenith of his prosperity and fame. He felt himself flattered by a visit from so celebrated a stranger, and entertained him with every mark of respect, in his splendid palace, where wealth, profusion, and luxury abounded. The king of Lydia so completely mistook the true character of the Grecian sage, before whom he ostentatiously displayed all the magnificence and abundance of his treasury, that he expected Solon would be filled with admiration, and pronounce him the happiest man upon earth. But the independent citizen of Athens scorned to flatter the vanity of the prince at the expense of truth, and therefore, in reply to the repeated inquiries of Cresus "whom he considered the happiest of men," referred to several obscure, but virtuous characters, who having lived usefully, died lamented and honoured. Cresus could not refrain from expressing both surprise and dissatisfaction at Solon's reply; that he should prefer the

িয়ম তিনি স্থাপন করিলেন, তাহা তাবৎ লিখিতে গেলে পুস্তক
দ্ধি হইয়া উঠে ; অতএব লেখা গেল না। কিন্তু ইদানীন্তন কোন২
াজ্যেতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, তাহার মধ্যে কতক২ হই-
াছে সোলনের ব্যবস্থামূলক। এই হেতুক এমন বলা যাই-
তেছে, যে সোলনের ব্যবস্থা সকল এক প্রকার আজি পর্য্যন্ত চলি-
তেছে।

আর গ্রীক দেশীয় আদি ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এক জন
তিহাসবেত্তা কর্তৃক সেই সোলন নামক জ্ঞানি পুরুষের চরিত্র
ষয়ে যে একটি কথা লিখিত আছে, তাহা লিখিবার প্রয়োজ-
র্ বটে; অতএব যথা দৃষ্ট তেমনি লিখিতে হয়, যে ঐ মহামান্য
ালন নামক ব্যক্তি রাজনীতিবিষয়ে ও সাংসারিক নীতিবিষয়েতে
তিশয় নিপুণ হইয়া তিনি নানা দিক্‌দেশ দর্শনার্থে যাত্রা করিয়া
দিয়া দেশের রাজধানী সারদিশ নামক নগরে উপস্থিত হইয়া-
লেন। আর তৎকালে ঐ লিদিয়া দেশীয় ক্রীশস নামক রাজা
র্য্য বীর্য্যেতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত, এবং অতু-
ঐশ্বর্য্যেতে খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। ঐ ভূপতি আপন রাজধানীতে
াত্যাপন্ন মহামান্য সোলনের আগমন শুনিয়া লোকদ্বারা তাঁহাকে
াপন রাজগৃহে আনয়ন করাইয়া সমাদর পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন,
ং সাধারণ লোকের ন্যায় ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির স্বভাব বুঝিয়া আপন
তুল্য ঐশ্বর্য্য ও বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখ সম্পত্ত্যাদি তাঁহাকে একে২
খাইয়া তিনি আপনি যে ভূমণ্ডলের মধ্যে অতুল্য সুখী, ইহা
ঃ২ ভাব ক্রমে জ্ঞাত করাইতে লাগিলেন। তাহাতে আপ্তেক্স
ারে সুশিক্ষিত যে ঐ মহা জ্ঞানি সোলন, তাঁহার এমন স্বভাব
ল না, যে মুখাপেক্ষা করিয়া মিথ্যা বচনেতে কোন রাজারও
হঙ্কারের পোষণ করেন; এ জন্যে পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি
খী? রাজার এই কথা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করণেতে তিনি ক্রীশ-
ের কথা না কহিয়া কেবল কতক গুলিন লোক যাহারা দেশের
মন উপকার করিয়াছিল, যে তাহাদের মরণেতে তাবল্লোকই
শাকাকুল হইয়াছিল, তাহাদিগের কথা কহিলেন। তখন রাজা
ীশস সোলনের এ রূপ উত্তর শুনিয়া অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ
বং চমৎকৃত হইলেন, কেননা ঐ ব্যক্তি যে আমাপেক্ষা কোন
ামান্য লোককে অধিক সুখী বোধ করিলেন, এ অতি আশ্চর্য্য বো-

condition of such private individuals, to the pomp and splendour of a prince like himself. The Grecian philosopher explained the reason, and stated the grounds of his decision, by informing the vain-glorious monarch, "that it was impossible to judge of any man's happiness before his death; because it is impossible to foresee what may befal him. That characters and events were to be estimated only by their end." Accustomed only to the soothing language of courtiers and flatterers, the king of Lydia knew not how to brook these unwelcome truths. He affected, indeed, to despise them, but sufficiently shewed the deep impression they made upon his mind, by abruptly dismissing his faithful monitor.

Soon after the departure of Solon, the tide of prosperity, which had hitherto flowed in an uninterrupted stream, turned against Crœsus. A variety of calamitous events took place. His favourite son Atys was killed in hunting. The growing empire and rapid conquests of Cyrus, gave him just cause of alarm. His armies were defeated in several sanguinary battles with the Persian conqueror. His capital was at length taken, and himself made prisoner. The Lydian monarch was delivered to Cyrus, who condemned him, together with fourteen noble youths of Lydia, to be burnt in honour of the gods, as the first fruits of victory. When the sentence was about to be executed, and the unhappy monarch had ascended the funeral pile, the words of Solon, which had formerly both surprised and offended him, occurred so forcibly to his recollection, that he repeated thrice, with manifest emotion, the name of that philosopher. Cyrus, who

ধেয় বিষয় বটে। তখন ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি ঐ আত্মশ্লাঘি রাজাকে আপন উত্তর বাক্যার্থ বিশেষ রূপে বুঝাইতে লাগিলেন, যে মহারাজ তবে শুবণ কর, কোন ব্যক্তি সুখী, আর কোন ব্যক্তি দুঃখী, ইহা তদ্ব্যক্তি বিদ্যমানে কখন বোধগম্য হয় না ; কেননা উত্তর কালের সুখ দুঃখ ঘটনা অগ্রে কখন বুঝা যায় না ; অতএব মনুষ্য হউক কি কোন বিষয় হউক, তাহার শেষ না হইলে ভাল মন্দ বিবেচনা অসম্ভব। তখন কুমন্ত্রি মন্ত্রণাতে দূষিত চিত্ত যে ক্রীশস ভুপতি, তিনি ঐ যথার্থ কথা শুবণ করিয়া কোন প্রকারে গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য করিলেন না, বরং অতিশয় তুচ্ছনীয় করিয়া জানাইলেন। সে যাহা হউক তিনি ঐ জ্ঞানি ব্যক্তিকে যে অকস্মাৎ বিদায় দিয়াছিলেন, ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে ঐ২ কথা তাঁহার হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল।

তদনন্তর ঐ জ্ঞানি সোলন স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে পর ঐ ক্ষিতিপাল ক্রীশসের রাজলক্ষ্মী ও সৌভাগ্য সুখ সম্পদাদি কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে২ ক্ষয় ভাবাপন্ন হইতে লাগিল, এবং নানাবিধ দুর্ঘটনাতে রাজ্যের ও প্রাণের বিঘটিত হইতে লাগিল ; কি না তাহার প্রাণ প্রিয়তম আটিঁস নামক পুত্র মৃগয়াতে গমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, ও পারশী দেশীয় সাইরস নামক নৃপতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নানা দেশ জয় করত শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লগিলেন। ইহাতে ঐ ক্রীশস ঐ ভূপতি পারশী দেশীয় রাজার সহিত সংগ্রামার্থে কথক গুলিন সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাহারা গতমাত্র নিজ২ প্রাণ ত্যাগ করিল। এপ্রকার হইলে কিছু কালের পর এমন রূপ হইয়া উঠিল, যে ঐ ক্রীশস রাজা আপন রাজধানীর সহিত পারশী দেশীয় ভূপালের হস্তগত হইলেন, তাহাতে ঐ রাজা দৃঢ় পাশেতে বদ্ধ হইয়া সাইরস রাজার নিকটে সমর্পিত হইলেন। তখন রাজা বিচার পূর্ব্বক এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে আমার জয়ের প্রথম ফলের স্বরূপ ঐ ক্রীশস রাজাকে আর লিদিয়া দেশীয় চতুর্দ্দশ জন কুলীনকে উৎসর্গ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া দেবতাদের তুষ্টি জন্মাও। তাহাতে তাহারা তদাজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যখন ঐ দুর্ভাগ্য ক্রীশস রাজাকে দহনার্থ চিতারোহণ করায়, তখন ঐ রাজা ক্রীশসের অন্তঃকরণে হঠাৎ সেই সোলনের পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইয়া দৃঢ় রূপে বিদ্ধ

stood by, on inquiring into the cause of that excla tion, was informed of the interview between Solon a Crœsus which has been narrated; and was so impres with the striking illustration of the sentiments wh the fall of Crœsus exhibited, as to revoke the senten and admit him into the number of his companions a counsellors.

It is worthy of remark, that the king of Lydia w betrayed into the war with Cyrus, which cost him l crown, and threatened his life, by the ambiguous se tence he obtained, at a great expense, from the Delpl oracle. The response given to his ambassadors, wl were instructed to inquire whether he should undertal a war with Persia, was, "If Crœsus pass the Halys, l will put an end to a vast empire." His consumma vanity prevented the suspicion from entering his min that this vast empire might prove his own, till the m lancholy result of the contest constrained him to ado that interpretation.

After promulging his laws, Solon determined to tra vel; and having bound the Athenians by an oath th his institutions should not be changed in any part fo the space of ten years, he set out on his journey. Soo after his departure, three different parties appeare among the people: that of the highlands, the lowland and the coast. They inflamed the minds of the Athe nians, and each endeavoured to subvert and usurp th government. Lycurgus was at the head of the countr people; Megacles was the chief of the inhabitants o the sea-coast; and Pisistratus declared himself the lead er of those in the highlands. Of these, Pisistratus wa the most powerful.

হওয়াতে তিনি অন্তঃকরণের সহিত সোলন২ বলিয়া তিন বার তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেন। তাহাতে পারশী দেশীয় রাজা ক্রীশস রাজার ঐ আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া কারণ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মন্ত্রী সোলনের সহিত আর ঐ রাজার সহিত যে২ কথোপকথন তাহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করাইলেন; তাহাতে ভূপতি মন্ত্রি বাক্য শুনিয়া সোলনের উত্তম কথা যে সম্পূর্ণ রূপে সাক্ষাৎ প্রমাণ্য হইয়াছে ইহাতেই চমৎকৃত হইয়া ক্রীশস রাজার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা স্থগিত করিলেন, এবং ঐ রাজাকে আপন মন্ত্রিবর্গের সহিত ভুক্ত করিতে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

আর এ কথা আমাদিগের স্মরণীয় বটে, যে যাহাতে ঐ ক্রীশস রাজার সিংহাসন গেল, এবং প্রাণসংশয় হইয়াছিল, তিনি যে এমন ভয়ানক সমরে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহার বীজ এই, যে যখন পারশী লোকের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার জয় পরাজয় জানিতে অসংখ্য ধন ব্যয় পূর্ব্বক দেলফস দেশীয় এক জন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তাহাহইতে এই দ্ব্যর্থ কথা শুনিলেন, যে ক্রীশস রাজা যদি হেলিস নদী উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করেন্ তবে একটি মহারাজ্য অবশ্য উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু এ কথার অর্থেতে যে আপন রাজ্য লোপ করিবেন, তাহা গর্ব্ব প্রযুক্ত বুদ্ধি গত না হওয়াতে ঐ সামান্যার্থ ধরিয়া তিনি সাহসেতে ঐ সর্ব্বনাশক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পরে সোলন এই সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা প্রতিপালন করিতে আথেন্স দেশের তাবৎ লোককে শপথেতে বদ্ধ করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার জন্যে যাত্রা করিতে স্থির করিলেন; কিন্তু তাঁহার গমনের কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ দেশের উচ্চ ভাগে ও নিম্ন ভাগে এবং সমুদ্র তীরে এই তিন স্থানের লোক সকল তিন দল হইয়া উঠিল। পশ্চাৎ তাহারা রাজ্যের তাবৎ লোককে উত্ত্যক্ত করিয়া সোলনের নিয়ম সমস্ত উঠাইয়া দিতে এবং রাজ্যও আপন২ করতলস্থ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে উচ্চ ভাগের যে দল তাহার অধ্যক্ষ পিজাষ্ট্রেটস নামে এক জন ছিল, এবং নিম্ন স্থলস্থ দলের অধ্যক্ষ লাইকরগস নামে এক জন, ও মিগাক্লিজ সংজ্ঞক যে এক ব্যক্তি সে ছিল সমুদ্র তীরস্থ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পিজাষ্ট্রেটস ঐ দুই জন অপেক্ষায় অধিক পরাক্রান্ত।

This individual was on the point of accomplishi his designs, when Solon, after an absence of ten yea returned to Athens. The legislator, now advanced age, was not able to quell the factions, and direct tl helm of government in the storm. Pisistratus havir purposely wounded himself, drove his chariot into tl market-place, as if pursued by his enemies; and exh biting his mangled and bleeding body to the populac he requested their protection. A general assembly be ing convened, on the motion of Ariston, Pisistratus ob tained a guard of fifty men, and, seizing the citadel, as sumed the sovereignty of Athens. He made severa changes in the Athenian constitution, although the as sembly, the council, magistracies, and courts of justice remained. Pisistratus is said to have obeyed a cita tion from the Areopagus, on a charge of murder.

Solon died at Cyprus, in the eightieth year of his age and two years after the assumption of the regal powe by Pisistratus. After his death, the Athenians paid him the highest honours, and erected in the forum at Athens, and at Salamis, (of which he was a native,) a statue of him in brass, with his hand in his gown, the posture in which he was accustomed to harangue the people. Besides his knowledge of legislation, he was a very eloquent speaker, and excelled in poetry.

শেষে ঐ ব্যক্তির সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ হওনের সময় দশ বৎসরের পর ব্যবস্থাপক যে সোলন, তিনি দেশ ভ্রমণ করিয়া আথেন্স দেশে পুনরাগমন করিলেন; কিন্তু তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া যে ঐ সকল উপপ্লব শান্তি করিতে পারেন এবং জাহাজ স্বরূপ হইয়াছে যে রাজ্যশাসন তাহার হাইল যে রাজনীতি, তাহা ধরিয়া ঐ বিপদ সাগরে যে ফিরাইতে শক্ত হন এমন সম্ভবে না। আর পিজাস্ট্রেটস আপনার অঙ্গ সকল আপনি ক্ষত বিক্ষত করিয়া শত্রুগণ তাড়না পূর্ব্বক বেগেতে যেন পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া আসিতেছে এই ছলেতে রথারূঢ় হইয়া হট্টমধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং লোকদিগকে ক্ষত শরীর দেখাইয়া তাহাদের শরণাগত হইতে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে তাহারা এক সভা করিয়া আরিষ্টন নামক এক ব্যক্তির কথানুসারে পঞ্চাশত জন সৈন্য ঐ পিজাস্ট্রেটসকে দিল। ইহাতে পিজাস্ট্রেটস ঐ রাজ্যের গড় আক্রমণ পূর্ব্বক আথেন্স দেশ স্বাধীন করিয়া রাজনিয়ম সকল চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু সোলনের স্থাপিত যে সকল নিয়ম, সে সকল উত্তম রূপে চলে এমন চেষ্টা করিলেন না। ফলতঃ পূর্ব্বে যাহারা যে ২ পদস্থ ছিল তাহাদের কোন শক্তির ত্রুটি করিয়া তাহাদিগকে সেই ২ পদে রাখিলেন। আর এমত লেখা আছে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে খুনের অপবাদ দিয়াছিল; ইহাতে আরিওপেগস নামক যে সভা, তাহার অধ্যক্ষদের আজ্ঞাপত্র পাইবামাত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তদনন্তর পিজাস্ট্রেটস দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিলে পর সোলন অশীতি বৎসর বয়স্ক হইয়া সাইপ্রেস দেশে পঞ্চত্ব পাইলেন। পরে আথেন্স দেশীয় লোকেরা তাঁহার বিস্তর সম্মানের নিমিত্তে যে প্রকারে তিনি বস্ত্রমধ্যে হস্ত রাখিয়া লোক সমূহের মধ্যে কথকতা করিতেন, সেই প্রকার পিত্তলময় তাঁহার দুই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এক আথেন্স নগরে সভাগৃহে, এবং আর এক তাঁহার জন্ম স্থান যে সেলামিষ দেশ তাহাতে স্থাপন করিল। আর সোলন যে কেবল রাজনীতি বিষয়েতেই অতি নিপুণ ছিলেন এমন নয়, তবে কি না তিনি বড় সুবক্তাও ছিলেন, এবং তাঁহার অত্যন্ত কবিতাশক্তি ছিল।

Pisistratus was obliged twice to leave the city, an abandon the sovereign power; but he had the address t reinstate himself in his authority. He possessed a tast for learning and the fine arts, and was the first tha built a library for public inspection. He collected an digested the poems of Homer into the order in whic we possess them at present. Cicero speaks of him a the first model of that eloquence in which Greece s eminently excelled. He continued to direct the go vernment of Athens, and died at an advanced age.

On the death of Pisistratus, Hippias and Hipparchus his sons, succeeded to the government. They greatl favoured learning and learned men, and invited t Athens Anacreon of Teos, and Simonides of Cea. A conspiracy was formed against the two brothers; bu Hipparchus only was killed. Hippias, whose disposi tion had hitherto been mild and amiable, now becam ferocious and cruel, and caused Aristogiton, one of th principal conspirators, to be put to the torture. Th man, when questioned with respect to his accomplice mentioned some of Hippias's best friends, who we immediately put to death. He then named other who shared the same fate; and when asked by Hip pias, if there were not still more, he replied smilin "I know of none now but yourself, who deserve suffer death."

আর দুইবার তাঁহাকে রাজ্য ত্যাগ করিতে [illegible], কিন্তু তাঁহার এমনি নিপুণতা, যে তিনি নানা প্রকার [illegible] কৌশলেতে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যাতে তিনি অতিশয় প্রিয় ছিলেন; অতএব লোক সাধারণের বিদ্যাভ্যাসের জন্যে এক পুস্তকালয় করিয়া তাহাতে নানা শাস্ত্র রাখিয়াছিলেন। আর হোমর নামক যে এক জন সুকবি ছিল, তাহার সকল কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং শিষেরো নামে এক জন রুমী লোকের মধ্যে প্রধান বক্তা এই কথা কহিয়াছে, যে গ্রীক দেশে কথা কহিবার যে উত্তম ধারা, তাহার মূলীভূত তিনিই ছিলেন। অপর তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া বার্দ্ধক্য দশাতে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

পরে হিপিয়স এবং হিপার্কস নামে তাঁহার দুই পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা বড় বিদ্যাপ্রিয় ও বিদ্বান্ লোকের মর্য্যাদক ছিলেন; অতএব টিয়স দেশের আনাক্রিয়ন নামক এক জন, আর শীয়া দেশের সিমানিদীস নামে অন্য এক ব্যক্তি এই দুই জন বিদ্বানকে আহ্বান পূর্ব্বক আথেন্স দেশে আনাইয়া রাখিলেন। পরন্তু ঐ দুই যুবরাজকে নষ্ট করিতে কতক গুলি লোক গুপ্ত ভাবে ঐক্য হইয়া এক দল হইয়া উঠিল, তদ্দারা হিপার্কসের প্রাণদণ্ড হইল; ইহাতে হিপিয়সের মন পূর্ব্বে যে রূপ স্থির ছিল, সে রূপ ঘুচিয়া অতিশয় ক্রূর ও ক্রোধান্বিত এবং দয়ারহিত হইয়া উঠিল; আর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনকে আনাইলেন, এবং তাহাকে বিস্তর যন্ত্রণা দিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে আমার ভ্রাতাকে কে বধ করিল, ইহা তুমি জান? তাহাতে ঐ ব্যক্তি হিপিয়সের অনেক বন্ধু লোকের নাম করিলে পর তাহারা হত হইল; পশ্চাৎ পুনর্ব্বার এই রূপ জিজ্ঞাসা করাতে সে আরো তেমনি কতক গুলি লোকের উপর অপবাদ দেওয়াতে তাহাদেরও প্রাণদণ্ড হইল। পরে আরবার হিপিয়স যখন তাহাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন, তখন সে হাস্যবদনে কহিল, যে তোমাব্যতিরেকে আর কাহাকেও এই দুষ্কর্ম্ম করিতে আমি দেখি নাই; ইহাতে এই দণ্ড স্বীকার করা তোমারও কর্ত্তব্য।

These cruelties so incensed the Athenians, that the expelled Hippias, and swore eternal hatred to hi and his family. Hippias, being compelled to abando Athens, sought the assistance of the Persian monarcl who was highly offended with the Athenians for hav ing co-operated with the Grecians in sacking Sardi Darius the Persian monarch, therefore, readily lister ed to the proposals of Hippias, and marched a larg army to the plains of Marathon. The forces of th Athenians did not amount to more than ten thousan men, who were commanded by ten generals, in th number of whom were Miltiades, Aristides, and The mistocles. However, the others resigned their con mand to Miltiades, who decided on an immedia attack. The bravery of the Athenians astonished an intimidated the Persians: and the stern countenance the discipline and firmness of the Greeks, decided th victory. According to Herodotus, the Persians los this battle six thousand three hundred men, the Ath nians one hundred and ninety-two.

After this engagement, the Persians embarked pr cipitately, and bore away for Athens, in hopes of car ing the city by surprise; but Miltiades arriving th before them, the Persian admiral steered for As without attempting any thing farther. Miltiades to advantage of the popular favour to ask the comma of a fleet, with which he proposed to sail on a sec expedition. He obtained his request, and procee to the isle of Paros, which he besieged; but the Pari defending themselves with great bravery, and Miltia receiving a dangerous wound, he abandoned the en

এই সকল নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে আথেন্স দেশের লোকেরা অতি- শয় বিরক্ত হইল, এবং হিপিয়সকে পদচ্যুত করিয়া দেশহইতে দূর করিল। আর হিপিয়সের উপর উঁহাদের এমনি দ্বেষভাব হইয়া উঠিল, যে নিরন্তর তাহার বংশের হিংসা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে হিপিয়স রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত হইয়া ফারশী দেশের রাজার সাহায্য করিতে তাঁহার আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন; ইহার ভাব এই,যে ঐ রাজা আথেন্সীয়দের উপর ক্রোধান্বিত ছিলেন, কেননা তাহারা পূর্ব্বে গ্রীক লোকের সহিত যোগ করিয়া সার্ডিস নগর লুঠ করিয়া- ছিল, এই হেতুক তিনি হিপিয়সের নিবেদনেতে সম্মত হইয়া যুদ্ধার্থে মারাথন নামক মাঠেতে বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া চলিলেন। এখানে আথেন্সীয় লোকের দশ হাজার সৈন্য ও দশ জন সেনা- ধ্যক্ষ ছিল। সেই দশ জনের মধ্যে মিল্‌টাইয়াডিজ ও আরিষ্টাই- ডিজ এবং থিমিষ্টাক্লিজ এই তিন ব্যক্তি ছিল, কিন্তু ঐ তিন জনের মধ্যে দুই জন মিল্‌টাইয়াডিজকে প্রধান করিয়া নিজ২কর্ম্মের ভার উঁহার উপর দিল, ইহাতে সে ব্যক্তি এক বার সংগ্রাম করিতে স্থির করিল। পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণ ভূমিতে ফারশীর রাজা আথেন্সীয় সৈন্যের সাহস দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন, শেষে আথেন্সীয় সেনাগণ ধৈর্য্য ও সুশিক্ষাতে জয়ী হইল। এতদ্বিষয়ে হিরডটস নামে এক জন ইতিহাসবেত্তা লেখেন, যে এই রণে ফার- শী রাজার ছয় হাজার তিন শত সৈন্য নষ্ট হইল, এবং আথে- ন্সীয়দের কেবল এক শত বিরানব্বই জন সেনা মারা পড়িল।

এই যুদ্ধের পর ফারশী দেশীয় সেনাগণ আথেন্স নগর জয় করিবার অভিপ্রায়ে জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক বেগবান্ হইয়া চলিল, কিন্তু মিল্‌টাইয়াডিজ নামে যে সেনাপতি, সে তাহার পূর্ব্বে আথেন্স দেশে পঁহুছিয়াছে, এই বার্ত্তা শুনিবামাত্র নিরুদ্যোগী হইয়া সকল জাহাজ লইয়া ফারশী দেশে ফিরিয়া গেল। পরে মিল্‌টাইয়াডিজ লোকদের কাছে আমার অনুরাগ আছে ইহা বুঝিয়া গুপ্ত রূপে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্যে জাহাজ সমূহ ও সৈন্য সামন্ত আথেন্সীয়দের নিকটে চাহিলেন; ইহাতে ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া পারস নামক উপদ্বীপে প্রস্থান করিয়া সেই স্থান বেষ্টন করিল, তাহাতে সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া স্বস্থান রক্ষা করিল, এবং মিল্‌টাইয়াডিজকে অতিশয়

prise. On his return, he was condemned in a fine of fifty thousand talents, and not being able to pay so large a sum, he was cast into prison, where he died.

After being freed from all apprehensions of foreign invasion, the Athenians became disunited among themselves, and were divided in opinion, whether Athens should be under an aristocratical or a democratic form of government. Aristides espoused the sentiments of the one, and Themistocles those of the other party. They were nearly of the same age, and equally noble in birth. Educated in the most celebrated schools of philosophy, Aristides had been taught to prefer glory to pleasure; the interest of his country to his personal safety and reputation; nor was he solicitous to obtain the external rewards of benevolent actions. On the other hand, Themistocles was inflamed with ambitious designs, and desirous of performing great and martial achievements. Eloquent, active and enterprising, he had strengthened his natural endowments by the acquisition of science. Glory, however, was the idol of his heart, the divinity to which he paid unceasing homage. Finding his ambitious projects thwarted by Aristides, he had the address to procure his banishment by the Ostracism.

About three years after this event, the Persians prepared a formidable invasion, and sent messengers to demand "earth and water" from the several Grecian states. The Athenians being told by the oracle, that they could be saved only by wooden walls, Themistocles explained it to signify, that they should abandon the city, and embark on board the fleet. In this ext

আদেশ করিল; ইহাতে সে ব্যক্তি ঐ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর আথেন্সীয়েরা তাহাকে ২০০০০০০০ দুই কোটি টাকা দণ্ড দিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু সে এই দণ্ড দিতে না পারাতে কারাগারে বদ্ধ হইয়া সেই স্থানে মরিল।

আথেন্সীয় লোকেরা এই প্রকারে সকল বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের উপর আর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না; কিন্তু রাজ্য শাসনার্থে লোকসমূহের প্রভুত্ব থাকিবে, কি কুলীনের প্রভুত্ব থাকিবে, এতদ্বিষয়ে আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া দুই দল হইয়া উঠিল; তাহার এক পক্ষে আরিষ্টাইডিজ আর অন্য পক্ষে থিমিষ্টাক্লিস ছিল, আর ঐ দুই জন সমবয়স্ক এবং ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্বেতেও তুল্য, ইহাতে আরিষ্টাইডিজ রাজনীতি ও আর২ সুনীতি সমস্ত লোক সকলকে শিক্ষাইবার জন্যে উত্তম ২ বিদ্যালয়েতে আপনি শিক্ষিত হইয়া ঐহিক সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আত্মরক্ষা অপেক্ষা লোক সাধারণের হিত চেষ্টাতে যত্নবান্ ছিলেন; এবং তাঁহার এই রূপ চরিত্র হওয়াতে লৌকিক মানাপমানের দিকে এত দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু থিমিষ্টাক্লিস তাঁহার মত ছিল না, কেননা সে ব্যক্তি উচ্চাভিলাষী হইয়া সর্ব্বদা বৃহৎ ২ কর্ম্মে ও সংগ্রামেতে রত থাকিত, আর বিদ্যোপার্জ্জনের দ্বারা সক্ষম ও সতর্ক এবং অত্যন্ত উদ্যোগী ছিল। অপর যাহাতে আপনার সুখ্যাতি বাড়ে এমন কর্ম্ম কাপ্ত মনে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে সতত সাবধান করিতে উদ্যত ছিল। আর যে সমস্ত অব্যবহার্য্য কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিত আরিষ্টাইডিজ তাহার বাধ জন্মাইতেন; অতএব আষ্ট্রাসিস্ম নামে এক প্রকার দণ্ড বিশেষদ্বারা আরিষ্টাইডিজকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিল।

এই রূপে তিন বৎসর গত হইলে পর পারশ্য দেশের রাজা আথেন্স দেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর সৈন্য সামন্ত সজ্জ করিয়া ঐ আথেন্স রাজ্যের অনেক প্রদেশে অধীনতা স্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ যে জল ও মৃত্তিকা, তাহা দূতদ্বারা চাহিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু আথেন্সীয়দের প্রতি গণকের এই কথা ছিল, যে তাহারা কেবল কাষ্ঠময় প্রাচীরদ্বারা রক্ষা পাইবে; থিমিষ্টাক্লিস ঐ কথার ভাব এই রূপ বুঝাইল, যে তাহারা জাহাজারোহণ করিলে রক্ষা পাইবে। এই বিপদের সময়ে আরিষ্টাইডিজ যে দেশ বহিষ্কৃত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া লোক সকলে বড় খেদান্বিত হইল,

distress, the people regretted the absence of Aristides; upon which Themistocles caused him, and others who had been banished, to be recalled; thus sacrificing his private resentment to the public good.

On the approach of the danger which threatened the Athenians, the other states of Greece hastened to send them succours, knowing they were exposed to the attack of the same enemy. The Lacedæmonians principally distinguished themselves; and Eurybiades, their admiral, was appointed commander in chief. The Persian and Grecian fleets came in sight of each other near Salamis, on the coast of Peloponnesus. By the advice of Themistocles, the Greeks attacked the enemy in the strait; and a complete victory was the result. That he might remove all fear of the destructive projects which Xerxes might yet form and execute with the remainder of his forces, Themistocles persuaded the Persian monarch that the Greeks intended to break down the bridge over the Hellespont. The king of Persia, therefore, immediately retreated with precipitation, and his mighty army was dispersed.

The Grecian states being assembled in the temple of Neptune, on the Isthmus of Peloponnesus, in order to confer the customary honours on him, who, by the free votes of their leaders, had deserved best, each chief was directed to write the name of the man he supposed most worthy, and also of him whom he thought deserving the second reward: on which each commander put his own name in the first place, and that of Themistocles in the second, which sufficiently evinced the superior worth and conduct of the Athenian admiral.

হতে থিমিষ্টাক্লিজ আরিষ্টাইডিজকে ও তাঁহার সহিত যাহারা চ্যুত হইয়াছিল তাহাদিগকে আনিতে আহ্বান করিয়া পাঠা। এই মতে লোক সাধারণের মঙ্গলার্থে আপনাদের মধ্যে যে াদ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সামাই করিল।

আথেন্সীয় লোকদের উপর বিপদ ঘটিবে এই সম্ভাবনাতে ক দেশের অন্তঃপাতি অন্য২ প্রদেশস্থ লোকেরা তাহাদের হায্য করিতে উদ্যত হইল; কেননা সেই উপদ্রব পশ্চাৎ তাহাদের রেও পড়িতে পারে, এই শঙ্কায় তাহারা শঙ্কিত ছিল; কিন্তু পেক্ষা লাসিডিমনীয়েরা অধিক সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া আপ- দের জাহাজের অধ্যক্ষ যে ইউরিবাইওডিস, তাহাকে সকল হয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিল। পশ্চাৎ পেলোপনিষস দেশের কলে সালামিষ নগরের নিকটে কারশী দেশের জাহাজস্থ সৈন্যের জ আথেন্সীয় জাহাজস্থ সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল, এবং থিমিষ্টাক্লি- র পরামর্শক্রমে সেনাগণ কারশী সৈন্যের সহিত সমুদ্রের খাড়ীর ধ্য সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে আথেন্সীয় লোকেরা াক্ প্রকারে সমরে জয়ী হইয়া কারশীর রাজা যে জর্কসেষ, নি অবশিষ্ট সেনা লইয়া যেন আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন এই জন্যে মিষ্টাক্লিজ তাঁহার এমন বোধ জন্মাইয়া দিল, যে হেলিস্পান্ট নদীর তু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, রাজা এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া অতি গে পলায়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত কল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

পরে গ্রীক দেশস্থ লোকেরা, প্রত্যেক প্রদেশস্থ অধ্যক্ষের বিবেচ- াতে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্যে পলোপনিষস দেশের প্রান্ত ভাগে সমুদ্র তীরস্থ এক সংকীর্ণ মির মধ্যে নেপটিন নামক দেবতার মন্দিরে একত্র হইল, এবং ধ্যক্ষদিগের প্রতি এই অনুমতি দিল, যে যাহাকে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান ইবে তাহার নামে অঙ্কপাত প্রথমে করা যাইবে, ও তাহার র যে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইবে দ্বিতীয় পদে তাহার নামে অঙ্কপাত হইবে; ইহাতে তাবৎ সেনাপতিরা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান রিয়া নিজ২ অঙ্কপাত প্রথম পদে করিয়া আথেন্স দেশের অধ্যক্ষ য থিমিষ্টাক্লিজ, তাহার অঙ্কপাত দ্বিতীয় পদে করিল; ইহাতে তাহার কেমন গুণ ও সদ্ব্যবহার তাহা প্রকাশ পাইল। তাহাতেও

Even the Spartans, after having decreed the prize of valour to Eurybiades, assigned that of prudence to Themistocles, and crowned him with a wreath of olive.

During these triumphs, the Persians destroyed the city of Athens, for the opposition and losses which they had experienced, and which they attributed principally to the Athenians. In fact, they had a great share in the victory of Platæa, where they were commanded by Aristides; and they powerfully assisted the efforts of the other Greeks at Mycale, where the Persian fleet was almost annihilated. The Persians returned to Athens, and levelled even the ruins of ancient buildings. But the city arose from its ashes, and soon recovered its former splendour; and the citizens brought back their families, which had been dispersed throughout Greece. By the address of Themistocles, and contrary to the wishes of the Lacedæmonians, Athens was fortified with strong walls; and a safe harbour, sufficiently capacious for containing a large fleet, was formed at the Piræus, and united to the city by walls.

The Lacedæmonians could not pardon Themistocles for having imposed on them respecting these fortifications, which rendered Athens superior to the other Grecian states. They intrigued at Athens with so much success, that the same people of whom Themistocles had been the idol, not only abandoned, but banished him by the Ostracism. He retired to the court of Admetus, king of the Molossi, whither the Lacedæmonians pursued him, and compelled him to flee into Asia. He took refuge with the king of Persia, who received him with great kindness, gave him a Persian lady for

ীর্দন দেশীয় লোক ইউরিবাইডিজকে সাহসের পুরস্কার প্রদান
ক পরিণাম দর্শির পুরস্কার থিমিষ্টাক্লিজকে দিল; এবং শিরো-
পা দিয়া তাহার যথেষ্ট সম্ভ্রম বাড়াইল।
এই সকল যুদ্ধ জয় কালীন কারশী দেশের রাজা সসৈন্য আসিয়া
থেন্স নগর হঠাৎ নষ্ট করিলেন। ইহার কারণ এই, যে ঐ রাজার
জয় অপচয় ও পরাজয় আথেন্সীয় লোক কর্ত্তৃক হইয়াছিল।
এ, গ্রীক দেশের লোক আরিষ্টাইডিজকে অধ্যক্ষ করিয়া প্লাটি-
নামক স্থান কেবল আথেন্সীয় লোকের সাহায্যেতে জয় করিয়া
ইয়াছিল। আর মিকাল নামক স্থানে যে কারশী দেশীয়দের
াহাজ সমূহ ধ্বংস হইয়াছিল, তাহার মূলীভূতও তাহারা জানিবা;
অতএব পুনর্ব্বার কারশী দেশের সেনাগণ আথেন্স নগরে আসিয়া
খানে যে সকল পুরাতন কাঁতড়া ছিল, তাহাও একেবারে সমভূমি
রিয়া গেল। এমন হইলেও কিঞ্চিৎ কালের পর সেই নগর ভস্মসাৎ
ইয়াও পুনশ্চ পূর্ব্বমত ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সুশোভিত হইয়া উঠিল।
ার ঐ নগরস্থ লোকদের যে সকল পরিবার নানা দেশে ছিন্ন ভিন্ন
ইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে আরবার আনিয়া বসতি করাইল।
বং থিমিষ্টাক্লিজের যুক্ত্যনুসারে, কিন্তু লাসিডিমনীয়দের অসম্ম-
তে ঐ আথেন্স নগর উচ্চ২ প্রাচীর ও শক্ত২ দুর্গদ্বারা আবৃত
রিল। আর জাহাজ সকল রাখিতে একটা বড় ঘাট কাটাইল, এবং
ঘাট বৃহৎ প্রাচীরদ্বারা নগরের সহিত সংযুক্ত করিল।
থিমিষ্টাক্লিজের যুক্ত্যনুসারে উচ্চ২ প্রাচীর ও শক্ত দুর্গেতে আ-
েন্স নগর গ্রীক দেশের তাবৎ স্থানহইতে উত্তম হইয়া উঠিল,
ই জন্যে থিমিষ্টাক্লিজের সঙ্গে লাসিডিমনীয়দের কোন প্রকারে
ণয় রহিল না; এই হেতুক তাহাদের লোকেরা আথেন্স নগরে
ায়া গোপনেতে কুপরামর্শ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের
নাভীষ্ট এমনি সিদ্ধ হইয়া উঠিল, যে আথেন্সীয়েরা পূর্ব্বে যে
মিষ্টাক্লিজকে দেবতার তুল্য করিয়া মানিত তাহাকেই আষ্ট্রা-
ষ্ম্ নিয়মদ্বারা দেশহইতে বহিষ্কৃত করিল; ইহাতে থিমিষ্টাক্লিজ
র্গিস দেশের রাজা যে আডমিটস, তাঁহার নিকটে প্রস্থান করিল,
ন্তু লাসিডিমনীয়েরা সেখানেও লোক পাঠাইয়া তাহার
পর এমনি উৎপাত ঘটাইল, যে সে ব্যক্তি সে স্থানহইতে পলা-
য়া কারশাদের রাজার শরণাগত হইয়া রহিল; তাহাতে ঐ রাজা

a wife, assigned him lands, and granted great privileges to him and his descendants. Aristides refused to join the enemies of Themistocles, and always spoke of him with the highest respect.

On the death of Aristides, Cimon, the son of Miltiades, who is said to have united in his own person the courage of his father, and the prudence of Themistocles, with more integrity than both, was left without an equal in favour and authority with the Athenian people. On him the conduct of the Persian war immediately devolved. He obtained two victories over the Persians in one day, one by sea, and the other by land, and took an immense booty both in the ships and on shore. He attacked and defeated a fleet with four ships, rendered himself master of the Chersonesus, and seized on the gold mines of Thrace, which were the principal objects of his expedition. He obtained prodigious sums of money, which enriched the public treasury, and which enabled him to gratify his inclination to generosity. His familiarity was without meanness, and his reserve free from pride.

About the same time appeared on the public scene Pericles, who was a descendant of those that had expelled the Pisistratides, and who possessed many advantages both from nature and education. Cimon did not conceal his inclination to the aristocracy, which was injurious to him with the multitude, and even his generosity suspected. He loved to ...r in public, whilst Pericles seldom shewed himself, except when obliged by the duties of his employment. In person, manner, and voice, Pericles remark-

াহাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রাখিলেন, এবং তদ্দেশেতে তাহার বিবাহ্
য়া অনেক ভূমি দান করিলেন, এবং তাহার ও তদ্বংশের প্রতি এই
র নানা প্রকার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, যে আর ২ লোকে-
যে সকল কর্ম্ম করিতে পারিত না, তাহা তাহারা করিতে পাইবে
মন অনুমতি দিলেন। অপর আরিষ্টাইডিজ থিমিষ্টাক্লিজের শত্রু
ও ভিব্যাহারে মেল করিতে স্বীকৃত ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদা থিমি-
াক্লিজের সুখ্যাতির কথা কহিতেন।

অনন্তর আরিষ্টাইডিজের মৃত্যুর পর মিলটাইয়াডিজের পুত্র যে
মন, তাঁহার তুল্য লোকদের মান্য ও অনুগ্রাহ্য আর কেহই ছিল
। আর এই প্রকার উক্ত আছে, যে তাঁহার পিতার যেমন সাহস
বং থিমিষ্টাক্লিজের যাদৃশ পরিণাম দর্শিতা ছিল, তাদৃশ ঐ দুই গুণ
াহার শরীরে ছিল; অধিকন্তু তাহাদের দুই জন অপেক্ষা করিয়া
 ব্যক্তির শারল্য ছিল। অতএব ফারশীর রাজার সঙ্গে যে যুদ্ধ
লে, তাহা তৎকালীন তাঁহার উপর পড়িল, ইহাতে তিনি এক দি-
র মধ্যে জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ এই দুই জয় করিয়া সেই ২ স্থানে বি-
র ধন লুঠ করিলেন। আর ঐ ব্যক্তি এমনি পরাক্রান্ত, যে চারিখান
াহাজ লইয়া ফারশী দেশের জাহাজ সমূহ জয় পূর্ব্বক চার্শনীসস
মে নগর করতলস্থ করিলেন, এবং তাঁহার যুদ্ধ যাত্রার প্রধানো-
শ যে থ্রেস দেশের স্বর্ণাকর লওয়া, তাহাও সিদ্ধ করিলেন। এবম্প্র-
রে তিনি অতুলৈশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিলেন,
ার অকাতরে বিতরণ করিয়া আপনার যে দাতৃত্ব গুণ, তাহা
কাশ করিলেন। অপর তাঁহার ক্ষুদ্রতারহিত শীলতা এবং অহ-
ার রহিত গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি নানা গুণ ছিল।

এই সময়ে পেসিষ্ট্রাটসদিগকে যাহারা দেশ ত্যাগী করিয়াছিল,
াহাদের বংশ এবং মহৎকুলোদ্ভূত ও আর ২ অনেক গুণযুক্ত পে
রিক্লিজ, তিনি রাজ পদাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইলেন। অপর
মন মহৎ সভাতে বসিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা গো-
ন করিলেন না; অতএব লোক সাধারণের কাছে তাঁহার মর্য্যাদার
ঞ্চিৎ ত্রুটি হইল, এবং তাঁহার দান পরোপকারার্থে কি আত্ম
্যাতির নিমিত্তে ইহাতেও সকলের সন্দেহ হইয়া উঠিল। আর
মন বহির্গত হইয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু পেরিক্লিজ
াবশ্যক র্ম্ম ব্যতিরেকে বাহির হইতেন না। এই পেরিক্লিজের

ably resembled Pisistratus; and this circumstance obliged him to conceal, for a long time, the qualifications of which he was possessed. In youth, therefore, he employed his active hours in arms, and his leisure in studies. His family interest and party connexions, led him to court the popular favour, and oppose the aristocracy. His eloquence was so nervous and animated, that he obtained the surname of Olympus.

A contest soon took place between Cimon and Pericles. Victory long hesitated between the two parties; but at length, Cimon was publicly accused of having received presents from the Macedonians not to enter their territories when he seized on the Persian gold mines in Thrace. Whilst the public mind was thus agitated, a favourable opportunity was seized; the Ostracism was proposed and carried; and by the banishment of Cimon, the party in opposition became possessed of the reins of government. During his exile, the Athenians were beaten, and regretted that they had not the assistance of Cimon. A reconciliation between the aristocratical and democratical parties in Athens was therefore effected; and Pericles proposed, in an assembly of the people, to recall Cimon from banishment.

In order to preserve internal tranquillity, Cimon saw the necessity of turning the spirit of enterprise towards foreign conquest, and particularly against Persia, the common enemy of Greece. After obtaining repeated successes over the Persians and their allies, he died whilst besieging the principal city in the isle of Cyprus. It is not known whether his death was

রয়ের ও চরিত্র এবং স্বর এই সকল প্রায় পেসিস্ট্রেটসের ন্যায় ল, এই প্রযুক্ত তাঁহার অসাধারণ যে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা অনেক ন পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে হইল। আর যৌবনাবস্থায় তিনি জ্ঞানে ও অস্ত্র বিদ্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে২ যে বকাশ হইত, তাহাতেই লেখা পড়া চালাইতেন, ও তাঁহার পরি- র এবং দলস্থ যে লোক সকল, তাহাদের উপরোধে তিনি মহৎ নান্ত লোকদের বিপক্ষ স্বরূপ হইয়া লোক সাধারণের অনুগ্রহ াইতে যত্ন করিলেন। আর তাঁহার এমন উত্তম বক্তৃতা গুণ ছিল, : তাহাতে অলিম্পস নামক উপাধি পাইলেন।

পরন্তু পেরিক্লিজ ও সীমন এই উভয়ের উচ্চ পদের নিমিত্তে বিবাদ ইয়া উঠিল, ইহাতে কোন ব্যক্তির জয় হইবে তাহা বহু দিন- র্য্যন্ত কেহই স্থির জানিতে পারিল না; কিন্তু শেষে সীমনের এই পবাদ প্রকাশ হইয়া উঠিল, যে ফারশী রাজ্যের অন্তর্গত যে থ্রেস শ, সেখানকার সুবর্ণাকর তিনি যখন অধিকার করিয়া লন, তখন সিডনীয় লোকেরা স্বদেশ রক্ষার্থে তাঁহাকে ঘুষ দেয়। ইহাতে বং লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে শত্রু পক্ষীয়েরা সুসময় াইয়া অষ্ট্রাসিজম্ নিয়মদ্বারা তাঁহাকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করি- ; লোক সমূহের কাছে নিবেদন করিল, তাহাতে লোকেরা স্বী- ত হইয়া তাহা করাতে রাজ্য শাসনের ভার পেরিক্লিজের হইল। রন্তু যৎকালীন সীমন দেশ চ্যুত হইলেন তৎকালে আথেন্সীয় াক শত্রু হস্তে পরাজিত হইয়া সীমনের সাহায্য শক্তি সে সময়ে থাকাতে বড় খেদান্বিত হইল। শেষে কুলীনের প্রভুত্বাভিলাষী যে কল ব্যক্তি, ও লোক সমূহের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী যাহারা, এই দুই দলে লে হইয়া উঠিল। অপর লোক সাধারণের সভাতে পেরিক্লিজ এই াবেদন করিলেন, যে সীমন পুনরায় আসিয়া যেন পূর্ব্বের স্বপদে াযুক্ত হন।

পরন্তু সীমন সকলের আহ্বানে আথেন্স দেশে পুনরাগত হইয়া ই রূপ বিবেচনা করিলেন, যে অন্য দেশীয় লোকের সঙ্গে যুদ্ধোপ- ্তে না করিলে এখানকার লোক স্থির হইতে পারিবে না, বিশে- তঃ পূর্ব্বাপর গ্রীক দেশের প্রবল শত্রু যে ফারশী দেশের রাজা, াহার সহিত সংগ্রাম করিতে মনস্থ করিলেন। পরে সেই যুদ্ধেতে ানেক বার জয়ী হইয়া সাইপ্রস নামক উপদ্বীপের প্রধান নগর

occasioned by sickness, or by a wound that he had received. Great as was the military character of Cimon, his wisdom, moderation, and conciliatory conduct, were qualities which caused his loss to be severely felt and deplored. Others might command fleets and armies, and obtain victories; but they could not, or at least did not, free Greece from civil feuds, and domestic wars.

After the death of Cimon, Pericles became the principal person in the state; but the aristocratical party never ceased to molest and oppose him. He proposed to form of the several Grecian republics one great commonwealth, of which Athens should be the head; but the pride of the Peloponnesians, and especially of the Lacedæmonians, who opposed the measure with all their power, obliged him to abandon the project. The Megarians having revolted from the Athenians, and joined the Lacedæmonians, occasioned a war between Athens and Sparta. At length, a cessation of hostilities was concluded between the Athenians and Lacedæmonians for the space of thirty years.

From a spark excited in a remote corner of Greece arose that general conflagration, which has been designated by the name of the Peloponnesian war. However, to explain the preparatory causes of this war would lead us into a long detail of domestic feuds and jealousies of neighbouring states. Suffice it, therefore, to observe, that the Athenians and Lacedæmonians, by encouraging reciprocal pretensions, had for a long time fomented these partial enmities; and that, at length, the several states of Greece ranged themselves under the Spartan or the Athenian standard. The Spartans de-

বেষ্টন করিবার কালে পঞ্চত্ব পাইলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু পীড়াতে কি শত্রুর অস্ত্রাঘাতে হইল, তাহা জানা যায় না। আর সীমন সমরেতে বড় সাহসী ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ও যাথার্থিকতা, এবং পরিমিতাচার, আর শীলতা এই সকল গুণ ছিল, তৎপ্রযুক্ত আথেন্সীয় লোকেরা বড় খিদ্যমান হইল। আর জাহাজ সমূহের ও সৈন্য সামন্তের অধ্যক্ষ হইয়া যে যুদ্ধ জয় করিতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি ছিল, কিন্তু গ্রীকদের বিরোধ সমাধা পূর্ব্বক তাবৎকে থামাইয়া রাজ্যশাসন করিতে সীমনের তুল্য এক জনও ছিল না।

সীমন পঞ্চত্ব পাইলে পর পেরিক্লিজ রাজ্যের প্রধান কর্ত্তা হইলেন, কিন্তু কুলীন বর্গেরা তাঁহার প্রতিকূলাচরণে ও তাহাকে বিরক্ত করিতে ক্ষান্ত ছিল না। অপর তিনি এই পরামর্শ করিলেন, যে গ্রীক দেশের তাবৎ প্রদেশ একত্রীভূত করিয়া এক সাধারণ রাজ্য করেন, এবং আথেন্স নগর তাহার মধ্যে রাজধানী করিয়া সাধারণ প্রভুত্ব করেন; কিন্তু পেলোপনীসীয় ও লাসিডিমনীয় লোক আপনাদের ন্যূনতা হইবে, এই জন্যে গর্ব্ব প্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ঐ চেষ্টার বাধ প্রাণপণে করিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে হইল। অপর মেগারিয়া লোক আথেন্সীয়দের বিপক্ষ হইয়া লাসিডিমনীয় লোকের সঙ্গে যোগ করিল, তাহাতে আথেন্সীয়দের সহিত স্পার্টা দেশীয়দের যুদ্ধোপস্থিত হইল। শেষে ঐ আথেন্সীয়দের সঙ্গে লাসিডিমনীয়দের সন্ধি হওয়াতে ক্রমিক ত্রিশ বৎসর সংগ্রামের সম্পর্কও রহিল না।

যাদৃশ অগ্নিকণা রাশীকৃত তুলাতে লাগিয়া তাবৎ দগ্ধ হয়, তাদৃশ গ্রীক দেশের প্রান্তভাগে যে সংগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাবৎ প্রদেশের মধ্যে মহা উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, সেই যুদ্ধ পেলোপনীসীয়ন নামে খ্যাত আছে। আর ঐ রণের প্রথম বীজ কি ইহার তাবৎ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে তদ্দেশের নিকটস্থ যত প্রদেশ, তাহাতে যত২ আপৎ উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকলি বিবরিয়া লিখিতে হয়; অতএব তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সংক্ষেপে এই মাত্র কহি, যে লাসিডিমনীয়েরা ও আথেন্সীয়েরা পরস্পর বিবাদ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত দ্বেষভাব ও হিংসা করিতে লাগিল; আর শেষে এমনি হইয়া উঠিল, যে উভয় দলের মধ্যে

manded that the Athenians should make reparation the injuries committed against the Lacedæmonian all but Pericles, refusing to accede to this demand, ple ed the cause of his friends, and vindicated his cond in a very eloquent and celebrated, but fatal discou which unalterably decided the war of Peloponnesus

In the first year of the war, the Lacedæmonians vaged the territory of Athens, and advanced to the v walls of the city. Pericles, however, sent out fle which retaliated on the enemy for the ravages comn ted in Attica; and he amused the citizens shut up Athens, with distributions of money from the pul treasury, with a law for the division of the lands, with funeral honours rendered to the dead.

In the second year, a dreadful plague desolated tica, while the enemy ravaged the country. Peri would not allow the Athenians to go out of the c The plague, however, raging among the soldiers seamen, the Athenians lost their courage, and sued peace; and being refused, deprived Pericles of all dignities, and condemned him to pay a fine. Never less, with an inconstancy natural to the people, they recalled him, and invested him with almost abso autho[illegible]. The Athenians besieged Potidæa, the i bitants [illegible]hich, being reduced to the necessity of ing hum[illegible] flesh, at length surrendered.

কেহ বা স্পার্টা দেশীয়দের কেহ বা আথেন্সীয়দের পক্ষ হইয়া যাহাতে যুদ্ধোপস্থিত হয় এমন চেষ্টা করে। পরে স্পার্টীয়েরা এই নিবেদন করিল, যে আথেন্সীয়েরা লাসিডিমনীয়দিগের যত ক্ষতি করিয়াছে তাহার উপযুক্ত দণ্ড দিতে হইবে, ইহাতে পেরিক্লিজ সম্মত না হইয়া সুবক্তৃতা পূর্ব্বক বাগ্জালেতে আত্ম ও বন্ধুদিগের দোষ আচ্ছাদিত করিয়া বিস্তর সুখ্যাতি পাইলেন; কিন্তু তাহাতে লোক-ক্ষয়কারক যে পেলোপনীসীয়ন নামক যুদ্ধ, তাহা দৃঢ় রূপে রোপিত হইল।

ঐ যুদ্ধের প্রথম বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা আথেন্স দেশান্তঃপাতি নানা দেশ লুঠ করিয়া আথেন্স নগরের প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিয়া চড়াও হইল, তৎ প্রযুক্ত পেরিক্লিজ অনেক যুদ্ধের জাহাজ প্রস্তুত করিয়া ঐ শত্রুদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে পাঠাইলেন; এবং আটিকা কি না আথেন্স দেশের যত লোক আথেন্স নগরে বদ্ধ ছিল, তাহাদের তুষ্ট্যর্থে রাজভাণ্ডারহইতে নানা ধন বিতরণ করিলেন। আর ভূমি সকল বিভাগ করিবার এক নূতন রীতি স্থাপিত করিলেন, এবং মৃত লোকদের সম্ভ্রমের জন্যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করাইলেন।

অপর দ্বিতীয় বৎসরে যখন শত্রুবর্গেরা আটিকা দেশ লুঠ করিতেছিল, তখন ঐ দেশে এক মহামারী উপস্থিত হইল, তৎ প্রযুক্ত পেরিক্লিজ আথেন্সীয় লোক সকলকে রাজধানীহইতে বাহিরাইতে দিলেন না; কিন্তু শেষে ঐ মহামারী সৈন্য ও নাবিকদের মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠাতে আথেন্সীয় লোকেরা সাহসহীন হইয়া শত্রুনিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিল, তাহা না হওয়াতে আথেন্সীয় লোক পেরিক্লিজকে পদচ্যুত করিল, এবং তাঁহাকে অপরাধী করিয়া বিস্তর দণ্ড করিল। কিন্তু পশ্চাৎ ঐ লোকদের চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত সঙ্কল্পের যে দৃঢ়তা ছিল, তাহার অন্যথা হইয়া ঐ পেরিক্লিজকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদে স্থাপিত করিল, এবং পূর্ব্বমত সম্ভ্রম ও পরাক্রম তাঁহাকে দিল। পরে আথেন্সীয়েরা পটিডিয়া নগর আক্রমণ পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়া সেখানকার লোকদিগকে এমনি বিপদাশয়ে ফেলিল, যে তাহারা খাদ্যমাত্র না পাইয়া মনুষ্যমাংস ভোজন করিতে লাগিল; অতএব শেষে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া শত্রুবর্গের অধীনতা স্বীকার করিল।

In the third year, success was divided between the con tending powers. Pericles, most of whose family an friends had already fallen victims to the plague, wa seized with that disease, and died. Some of his friends during his last moments, supposing him to have los all knowledge and recollection, recounted the wisdor and incorruption of his administration, and his victo ries by sea and land. On hearing them, the dyin statesman, raising himself on the bed, said, "You for get the best part of my character; no one of my fellow citizens was ever compelled, on my account, to wear mourning robe."

In the five succeeding years, the Lacedæmonians an Athenians laboured to establish, the former an aristocra tical, and the latter a democratical form of governmen in the states and cities of which they had rendered them selves masters. In them they formed parties, fomente divisions, and excited the citizens to engage in contes against each other; and the unhappy inhabitants Corcyra afforded a fatal example of the excesses an furious cruelties of which men are capable in civ wars.

In the ninth and tenth years, propositions of peac were made, and a treaty of pacification between th Lacedæmonians and Athenians was at length agree on; but the claims of the inferior states being ill regu lated, they continued hostilities, and the princip powers became auxiliaries.

In the three following years, Alcibiades took a cons derable part in political affairs. He was the son of Cl nias, the nephew of Pericles, and was descended lin ally from Ajax. He was remarkably handsome, riche

পরে তৃতীয় বৎসরে ঐ দুই যুদ্ধ কারক দলের সমভাবে জয় পরাজয় হইল। পরে পেরিক্লিজের পরিবার ও কুটুম্বগণ প্রায় সকলি ঐ মরকেতে মরিয়াছিল, কিন্তু শেষে তিনিও সেই রোগেতে মরণাপন্ন হইলেন। তৎকালীন তাঁহার কতকগুলি বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অচৈতন্য বোধ করিয়া এই সমস্ত স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, যে ইনি উত্তম জ্ঞানে ও শরলতাচরণে রাজকর্ম্ম চালাইয়াছেন, এবং জাহাজে ও ভূমিতে দুর্জ্জয় সংগ্রাম সকল জয় করিয়াছেন; ইতোমধ্যে এই সকল কথা তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি শয্যা হইতে আপন মস্তক কিঞ্চিৎ উঠাইয়া কহিলেন, যে হে মিত্রবর্গেরা, আমি যত২ কর্ম্ম করিয়াছি তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে ক্রিয়া, তাহা কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ? আমি অন্যায় পূর্ব্বক কখন কাহাকেও শোকাগ্নিতে দগ্ধ করি নাই। ইহা কহিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন।

ক্রমিক পাঁচ বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা যে সমস্ত দেশ প্রদেশে চড়াউ হইয়া অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে কুলীন লোকের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত করিল; এবং আথেন্সীয়েরা যে২ দেশ ও রাজ্য করতলস্থ করিয়াছিল, তাহা সাধারণ লোকের কর্ত্তৃত্বদ্বারা শাসন করিতে লাগিল। আর ঐ সকল রাজ্যে তাহারা উভয়ে অনেক দল স্থাপিত করাতেই পরস্পর দ্বেষ ও হিংসা উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিশেষতঃ স্বদেশীয় যদ্ধোপস্থিতি হইলে মনুষ্য যে প্রকার উৎকট নিষ্ঠুরতাচরণ প্রকাশ করে, তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে কোর্কেইরা নামক নগর।

পরে নবম এবং দশম বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা ও আথেন্সীয়েরা এই উভয় পক্ষে সন্ধির চেষ্টা করিয়া তদ্বিষয়ের এক লিপি প্রস্তুত করিল; কিন্তু গ্রীক্ দেশের মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত ক্ষুদ্র২ প্রদেশ ছিল, তথাকার লোকদের দেনা পাওনার বিষয় বিলক্ষণ রূপে তাহাতে লেখা যায় নাই, এই ত্রুটিতে তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং প্রধান রাজারাও তাহাতে যোগ দিয়া সংগ্রাম বাড়াইলেন।

তাহার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত আলসিবাইডিষ নামক একব্যক্তি রাজ কার্য্যে প্রধান হইলেন। তিনি ক্লিনিয়সের পুত্র ও পেরিক্লিজের ভ্রাতষ্পুত্র এবং এজাকেসর বংশোদ্ভূত; আর ঐ ব্যক্তি পরম সুন্দর,

than most of the Athenian nobles, learned, eloquent, indefatigable, affable, and courteous; yet at the same time he was indolent, luxurious, dissolute, and intemperate. In fine, he surpassed most of his fellow-citizens, bad and good. The Lacedæmonians having sent ambassadors to Athens, these ministers applied to Nicias, who introduced them into the senate, where they declared that they were vested with full power to adjust all differences. When they retired from the senate, Alcibiades invited them to his house, and expostulating with them on their attaching themselves to Nicias, advised them to deny in the general assembly of the people that they were vested with full powers, lest the Athenians should be induced to extort unreasonable compliances. When, therefore, the ambassadors came into the forum, Alcibiades asked them whether they had full powers; and on their answering in the negative, "You see, my countrymen," said he, "what credit is due to these Lacedæmonians, who deny to you to-day, what they solemnly affirmed to the senate yesterday!" Upon which the people refused to hear the Lacedæmonians, and dismissed them.

In the four following years, the Argives declared in favour of Sparta, abolished the democratical, and established an aristocratical form of government. But growing weary of the latter, they expelled the Lacedæ-

অথচ আথেন্সীয় তাবৎ প্রধান২ লোকহইতে ধনী ছিলেন, এবং তিনি পণ্ডিত ও সদ্বক্তা অথচ শুমী ঐশ্বর্য্যান্বিত এবং শিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই সকল কেবল লোকদের কাছে ব্যক্ত করিতেন, ফলতঃ কর্ম্মেতে অলস. ও সুখভোগী এবং কামী অপরিমিতাচারী ও অধার্ম্মিক ছিলেন। অপর তাঁহার বিষয় অধিক আর কি লিখিব, আথেন্সীয় লোক কখন২ বোধ করিত, যে ইনি উত্তম কর্ম্ম করিতে শ্রেষ্ঠ, ও কখন২ জ্ঞান করিত, যে ইনি সকলহইতে অধম। পরে লাসিডিমনীয়েরা আথেন্স দেশে কতক গুলি উকীল পাঠাইয়া দিল, তাহাতে নিষিয়াস নামক এক জনের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে ঐ নিষিয়াস তাহাদিগকে মহা সভাতে লইয়া গিয়া সভাস্থ লোকদের কাছে তাহাদের পরিচয় দিল। পরন্তু সেই উকীলগণ কহিল, যে আমাদের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। পশ্চাৎ তাহারা যখন সভাহইতে উঠিয়া যায়, তখন আলসিবাইডিষ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আপন বাটীতে আনাইয়া তাহারা যে অগ্রে নিষিয়াসের নিকটে গিয়াছিল তজ্জন্যে অপরুদ্ধ করিলেন। আর তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া এই পরামর্শ দিলেন, যে তোমরা অদ্য সভাতে যে কথা কহিয়াছ, তাহা পুনশ্চ কহিও না; কেননা কি জানি লোকেরা পাছে তোমাদের নিকটে অসঙ্গত প্রার্থনা করে। পরে ঐ উকীলেরা যখন পুনর্ব্বার মহা সভাতে উপস্থিত হইল তখন আলসিবাইডিষ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমাদের বিরোধ সমাধা করিবার সম্পূর্ণ শক্তি আছে কি না? তাহাতে তাহারা যে সময় উত্তর করিল, যে না মহাশয়, সেই সময়ে আলসিবাইডিষ স্ব দেশস্থ লোকদিগকে কহিলেন, যে হে স্বদেশীয়েরা দেখ, এমন লোকদের উপর কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? কেননা ইহারা কল্য যাহা কহিয়াছে অদ্য তাহার অন্যথা করিতেছে। লোকেরা এই কথা শুনিয়া ঐ উকীলদের আর কোন বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিল।

তৎপরে চারিবৎসর পর্য্যন্ত আর্গাইব দেশস্থ লোকেরা স্পার্টাদেশীয়দের সঙ্গে যোগ করিয়া গ্রীক দেশাবচ্ছেদে যে সাধারণ লোকের কর্ত্তৃত্ব ছিল, তাহা লোপ করিয়া কুলীনের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত করিল। কিন্তু এই রূপ করা গেলেও কিছু কালের পর প্রজা লোক বিরক্ত হইয়া কুলীন কর্ত্তৃত্ব মতাবলম্বী যে সকল লোক, ও

monians, banished the aristocrats, and recalled the Athenians, who sent Alcibiades to support the democracy, and procure the banishment of those who favoured the Lacedæmonians. Many of the inhabitants of the island of Melos were punished still more cruelly for their attachment to Sparta.

In the seventh year of the war, the Athenians and Lacedæmonians made Sicily the scene of warfare. The Athenians sent a fleet to the assistance of the Egistines, who were engaged in a war with the Syracusans. Nicias was appointed commander in the expedition, and Alcibiades and Lamochus were his colleagues. But while necessary preparations were making, all the statues of Mercury were defaced in one night. Suspicion fell on Alcibiades; and his colleagues, after they arrived in Sicily, were ordered to send him to Athens under a strong guard. Alcibiades, however, escaped to Lacedæmon, and by conforming to the Spartan manners, and divulging the plans of the Athenians, he gained the confidence of the Lacedæmonians.

The next year the Lacedæmonians, by the advice of Alcibiades, seized and fortified Decelea, which was situated at an equal distance from Athens and the frontiers of Bœotia. This year also, the Athenians were defeated in Sicily, where they lost their fleet, their army, and their generals. These losses and defeats induced the Athenians to establish a council of aged men, who were to discuss all affairs before they were proposed to the people.

লাসিডিমনীয় লোক এই উভয়কে দেশহইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল, এবং আথেন্সীয় লোককে আহ্বান করিল; ইহাতে আথেন্স দেশীয়েরা আলসিবাইডিষকে এই জন্যে প্রেরণ করিল, যে তিনি যেন সাধারণ লোকের কর্ত্তৃত্ব পক্ষে যাহারা আছে, ও লাসিডিমনীয় লোক, এই উভয়কেই দেশহইতে দূর করেন, ইহাতে তিনি গিয়া অনেকের দণ্ড করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ মিলাস নামক উপদ্বীপস্থ লোক স্পার্টা দেশীয়দের পক্ষে ছিল, এই জন্যে তাহাদিগকে অতিশয় নিগ্রহ করিলেন।

এই যুদ্ধের সপ্তম বৎসরে আথেন্সীয় ও লাসিডিমনীয় লোক সিষিলি দেশেসমরারম্ভ করিল। এবং ইজেষ্টিন দেশের লোকেরা সাইরেকিউষান দেশস্থদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে আথেন্সীয় লোক তাহাদের সাহায্যার্থে সসৈন্য বিস্তর জাহাজ পাঠাইয়া দিল। এই যুদ্ধ যাত্রায় নিষিয়াসকে আলসিবাইডিষ ও লামার্কসের সহিত সেনাধ্যক্ষ করিয়া দিল; কিন্তু ঐ সকল জাহাজেতে আবশ্যক রণ সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কালীন এক রাত্রিতে মার্কিউরি নামে দেবতার মূর্ত্তি নষ্ট হইল, ইহাতে আথেন্সীয়েরা আলসিবাইডিষের প্রতি সন্দেহ করিয়া আর দুই জন সেনাধ্যক্ষের প্রতি এই আজ্ঞা পাঠাইল, যে তোমরা আলসিবাইডিষকে বদ্ধ করিয়া রক্ষকের সহিত পুনশ্চ আথেন্স দেশে পাঠাইবা। এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি লাসিডিমন দেশে পলায়ন পূর্ব্বক তদ্দেশীয় যে সমস্ত ব্যবহার, তাহা স্বীকার করিলেন; এবং আথেন্সীয় লোকদের গুহ্য কথা সকল তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র হইলেন।

তাহার পর বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা আলসিবাইডিষের পরামর্শানুসারে ডেষিলিয়া নামে এক নগর করতলস্থ করিয়া সৈন্য সামন্ত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিল, ঐ নগর আথেন্স ও বৈষিয়া এই দুই দেশের মধ্যস্থলস্থ ছিল। ঐ বৎসরে আথেন্সীয়েরা সিষিলি দেশে পরাভূত হইল, এবং উহাদের সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্য এবং জাহাজ সমূহ এই সমস্ত শত্রুহস্তগত হইল। এই সমস্ত অপচয় ও পরাজয় হওয়াতে আথেন্সীয়েরা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রাচীন লোকদের মন্ত্রণার্থে এক সভা স্থাপন করিল। পরে তাবৎ কর্ম্ম ঐ সভাতে আগে বিবেচনা করিয়া শেষে লোকদের কাছে প্রকাশ করিতে লাগিল

In the twentieth year of the war, Alcibiades procured the Lacedæmonians the alliance of the Persians: but having seduced the wife of Agis, the Spartan king he sought refuge with Tissaphernes, the general of the Persians, and immediately became a voluptuous Asiatic the umpire of taste and arbiter of pleasures. He now made proposals to return to Athens, and procure the Athenians the alliance of Persia, if they would abolish the democratical, and substitute an aristocratical form of government. The Athenians, always prone to novelty, on the arrival of Pisander and the other deputies from the army, who brought the propositions of Alcibiades, determined to dissolve the democracy, and confide the sovereign power to five thousand of the richest citizens. But this form not giving the chiefs all the power which they wished, Pisander proposed that five *prytanes* should be elected, and that these five should choose a hundred; that each of the hundred should choose three; and that the four hundred thus elected should become a senate with supreme power, and consult the five thousand only when they thought proper. This proposal was accepted by the people, and the elections were made in the presence of the assembly. After which, the four hundred, armed with poniards, and accompanied by a guard, expelled the former senators.

This change, however, was disagreeable to the army as well as to Alcibiades, who could not approve of a government, which excluded the nobles, and vested the power in the hands of a few. The soldiers having recalled Alcibiades, and appointed him general of the army, he commanded the four hundred to resign th

এই যুদ্ধ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত হইলে পর আলসিবাইডিয
ফারশী দেশীয় লোকদিগকে লাসিডিমনীয়দের সহিত ঐক্য করিয়া
দিলেন। কিন্তু স্পার্টা দেশের আজিস নামক রাজার স্ত্রীকে ব্যভি-
চারিণী করিলেন, এই প্রযুক্ত ফারশী দেশের সেনাধ্যক্ষ, যে টিশা-
ফার্নিষ, তাহার শরণ লইয়া তদ্দেশীয় লোকের মত অতি সুখী
হইয়া নানা প্রকার সুখভোগের পথ দেখানতে তদ্বিষয়ে এক জন
শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে
আথেন্সীয়েরা যদ্যপি সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব লোপ করিয়া
প্রধান২ লোকের কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তবে আমি তথায় প্রত্যা-
গমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ফারশী দেশস্থ লোকের মিলন করিয়া
দিব। অনন্তর পাইসাণ্ডর নামে এক জন ও আর২ উকীলগণ প্রেরিত
হইয়া এই সকল কথা আথেন্স দেশে গিয়া কহিল, তাহাতে সে
স্থানের লোকেরা চঞ্চলিতচিত্ত ও সর্ব্বদা নূতন২ ধারা স্থাপনে প্রিয় এই
প্রযুক্ত ঐ বাক্য স্বীকৃত হইল। তখন ঐ আলসিবাইডিযের প্রেরি-
তেরা পূর্ব্ব রীতি উঠাইয়া পাঁচ হাজার প্রধান লোকের কর্তৃত্ব স্থাপন
করিল, কিন্তু ইহাতে প্রধান২ ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইলেন; কেননা
সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদের অধিক ক্ষমতা থাকে এমত বাঞ্ছা ছিল; এই
জন্যে পাইসাণ্ডর পুনশ্চ এই পরামর্শ দিলেন, যে তবে মনোনীত
পাঁচ জন প্রধানকে প্রিটানী নামে স্থাপিত করিতে হয়। পরে তাঁহারা
আরবার এক শত জনকে নির্ব্বাছিয়া নিযুক্ত করিবেন, শেষে ঐ এক
শত ব্যক্তি প্রত্যেকে আপন২ স্থানে তিন২ জনকে স্থাপন করিবেন,
এই সর্ব্বশুদ্ধা চারি শত লোক আপনাদের ইচ্ছানুসারে ঐ পাঁচ সহস্র
লোকের পরামর্শ শুনিবেন। ইহাতে তাবৎ লোক সম্মত হইয়া এই
রূপ নিয়ম স্থাপন করিল, শেষে এই হইয়া উঠিল, যে ঐ চারি
শত লোক কিরিচ হস্তে করিয়া সসৈন্য পূর্ব্ব স্থাপিত সভার
লোকদিগকে দূর করিয়া দিল।

এই রূপ রাজ্যশাসনের নিয়ম পরিবর্ত্তন সৈন্য সামন্তদিগের ও
আলসিবাইডিযের অগ্রাহ্য হইল, কারণ কুলীন লোকেরা বিদ্যমান
থাকিতে তাহাদের ভার অত্যল্প লোকের উপরে দেওয়া গেল;
অতএব সেনাগণ ঐক্য হইয়া আলসিবাইডিযকে সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে
নিযুক্ত করিল। পরে আলসিবাইডিয ঐ চারি শত ব্যক্তিকে পদচ্যুত
করিতে ও পূর্ব্বমত সভা স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন, সুতরাং ঐ

authority, and restore the former senate. This order caused great confusion in Athens; but at length, the power of the four hundred was abolished, and the supreme authority restored to the five thousand.

After Alcibiades took the command of the Athenian forces, he obtained several victories over the Lacedæmonians, and in one day took the whole of their fleet. On his return to Athens, the decree of his banishment was thrown into the sea, and the people appointed him commander in chief by land and sea, with unlimited power. Unfortunately, however, whilst absent, he committed the care of the fleet to an officer who was beaten by the enemy. The Athenians, being persuaded that this defeat was owing to the indolence and luxury of Alcibiades, and that he corresponded with the Lacedæmonians, instantly stripped him of his command, and appointed ten admirals to supply his place. Alcibiades passed over into Thrace, where he built a castle for his own security, and erected a small principality in the midst of his many and potent enemies.

The ten admirals gained a great victory, with the loss, however, of twenty-five of their ships, and most of the men they contained. Theramenes, one of the commanders, accused his colleagues of having taken no cure to save the dying, or pay the last rites to the dead. Six of the admirals, therefore, were tried, condemned, and executed for this crime.

Lysander, the Spartan admiral, attacked the Athenians both by sea and land, in the neighbourhood of Thrace. and gained one of the most complete victories recorded in history. He then reduced all the cities which

রাজ্যাতে আথেন্স নগরে বড় কোলাহল উপস্থিত হইয়া উঠিল, কন্তু শেষে ঐ চারি শত ব্যক্তির কর্তৃত্ব নষ্ট করিয়া পুর্ব্বস্থাপিত য পাঁচ সহস্র লোক, তাহাদিগকে ঐ ভার দেওয়া গেল।

পরে আলসিবাইডিষ আথেন্স দেশে সেনাধ্যক্ষ হইয়া বহুযুদ্ধে জয়ী হইলেন, এবং শত্রুদিগের জলস্থ সেনাগণকে এক দিনের মধ্যে স্বায়ত্তে আনিলেন; ইহাতে আথেন্সীয়েরা তাঁহার পুনরাগমনকালে পূর্ব্বকার দেশত্যাগের লিপিতে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাক্রম প্রদান পূর্ব্বক জল ও স্থলস্থ তাবৎ সৈন্যের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিল। কিন্তু পরে এই রূপ ঘটিয়া উঠিল, যে তিনি সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত না থাকাতে তৎকৃত এক জন জলস্থ সেনাপতিকে শত্রুগণ আসিয়া পরাভূত করিল; ইহাতে আথেন্সরী লোক বোধ করিল, যে এই কর্ম্ম আলসিবাইডিষের স্বেচ্ছা ও আলস্য প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং লাসিডিমনীয়দের সঙ্গেও লিশিন্ডায়া তাঁহার যোগ আছে, এই সকল অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদত্ত পরাক্রম ও পদহইতে তাঁহাকে চ্যুত করিল; আর তাঁহার পরিবর্ত্তে দশ জনকে জলস্থ সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। তদনন্তর আলসিবাইডিষ থ্রেষ দেশে পলায়ন পূর্ব্বক বিস্তর প্রবল শত্রুর মধ্যে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া আত্ম রক্ষার্থে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

পরে ঐ দশ জন সেনাধ্যক্ষ এক তুমুল যুদ্ধে জয়ী হইল, তথাপি তাহাদের পঞ্চবিংশতি জাহাজ প্রায় সকল নাবিক সুদ্ধা নষ্ট হইল; ইহাতে তাহাদের মধ্যে থারামিনিষ নামে এক জন আপন সহবর্ত্তি অধ্যক্ষদের উপরে এই নালিশ করিল, যে ইহাদের তুচ্ছতা প্রযুক্ত আঘাতিদের তত্ত্বাবধারণ ও চিকিৎসা না হওয়াতে তাহারা পঞ্চত্ব পাইয়াছে, এবং মরণানন্তর তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও করেন নাই; ইহাতে তাহাদের বিচার হইয়া ছয় জন অপরাধী হইল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের প্রাণ দণ্ড করা গেল।

তদনন্তর স্পার্টা দেশের জাহাজের অধ্যক্ষ যে লাইসাণ্ডর, তিনি থ্রেষ দেশের নিকটীভূত দেশে গিয়া আথেন্সীয়দিগকে জল স্থল পথেতে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাভূত করিলেন। ইতিহাস পুস্তকে তাবৎ সংগ্রামহইতে এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয় হইয়াছিল এমত লিখিত আছে। পরে ঐ লাইসাণ্ডর জল পথেতে আথেন্স নগরে

had been under the Athenian power, and blocked up Athens by sea, whilst Agis besieged it by land. For a long time, the Athenians defended themselves with great resolution, without even demanding a peace. At length, being pressed by famine, they were obliged to accept a peace on the following severe conditions, viz. that the walls and fortifications of the Piræus should be demolished; that they should deliver up all their ships except twelve; receive all whom they had banished, and follow the fortune of the Lacedæmonians. Lysander caused the walls to be demolished at the sound of music. Thus the ruin of Athens terminated the Peloponnesian war, which lasted twenty-seven years.

As soon as Lysander had demolished the walls and fortifications of the Piræus, he constituted a council of thirty, who are designated in history under the title of the thirty tyrants. Instead of making laws, they governed without them, appointed a senate and magistrates at their will, and sent for a garrison from Lacedæmon. At the head of the thirty were Critias and Theramenes, men of the greatest abilities in Athens: the former was ambitious and cruel in the extreme; but the latter was of a milder disposition, and averse to sanguinary measures. Theramenes endeavoured to oppose the cruelties of the tyrants: and Critias, therefore, accusing him as a betrayer of the public cause, he was hurried to the place of execution, and compelled to drink the baneful hemlock.

চড়াও হইয়া তাহা বেষ্টন করিলেন। এই সময়ে এজিষ নামক আর এক ব্যক্তি স্থল পথে গিয়া ঐ নগর বেষ্টন করিল; ইহাতে আথেন্সী-য়েরা সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া আত্ম রক্ষা করিল; অতএব বহু দিন পর্য্যন্ত সন্ধি করিবার কোন চেষ্টা পাইল না; কিন্তু শেষে আকাল প্রযুক্ত খাদ্যাভাব হওয়াতে তাহারা সন্ধি করিল। সেই সন্ধির নিয়মেতে পাইরিয়স নামে যে উচ্চ২ প্রাচীর ও দুর্গ, এ সকল ভা-ঙ্গিতে হইবে, এবং জাহাজ সমূহের মধ্যে কেবল দ্বাদশ খান রাখিয়া আর সমস্ত বিদায় করিতে হইবে। আর যাহাদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়াছিল তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন পূর্ব্বক লাসিডিমনীয়-দিগের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। পশ্চাৎ লাইসাণ্ডর এই আজ্ঞা দিলেন, যে রণ বাদ্য পূর্ব্বক উচ্চ২ প্রাচীর ও দুর্গ সমস্ত ভগ্ন করিয়া আথেন্স নগর সমভূমি করিয়া ফেল; এই প্রকারে ঐ পেলো-পনীসন নামক তুমুল সংগ্রাম সপ্তবিংশতি বৎসরের পর সমাপ্ত হইল।

পরে পাইরিয়স নামে যে উচ্চ২ প্রাচীর ও দুর্গ ছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া সমভূমি করিলে পর লাইসাণ্ডর ত্রিশ জন মন্ত্রিকে স্থাপিত করিলেন। ঐ মন্ত্রিগণ ইতিহাস গ্রন্থে দুরাত্মা নামে খ্যাত আছে, কারণ তাহারা উত্তম২ ব্যবস্থা কিছুই সংস্থাপিত না করিয়া কেবল স্বেচ্ছানুসারে অব্যবস্থিত রূপে কর্ম্ম সকল করিতে লাগিল, এবং এক সভা স্থাপন করিয়া কতকগুলি বিচারকর্ত্তাকে নিযুক্ত করিল; আর লাসিডিমন দেশের এক দুর্গেতে যত সেনা ছিল, তাহাদিগকে আনয়ন করিল। অপর ঐ ত্রিশ জনের মধ্যে ক্রিটিয়াস ও থারা-মিনিষ নামে দুই জন প্রধানতম ছিল, এবং আথেন্সীয় তাবৎ লোকের মধ্যে তাহারা উভয়ে বড় ক্ষমতাপন্ন রূপে খ্যাত ছিল। আর তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে ক্রিটিয়াস সে উচ্চাভিলাষী ও অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিল, কিন্তু থারামিনিষ তাহা অপেক্ষায় সদয় ছিল; অতএব ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর সকল অত্যাচারিদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে সচেষ্ট হইল, এই প্রযুক্ত ক্রিটিয়াস তাহাকে রা-জ্যের অহিতকারি রূপে দোষী করাতে লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে মশানে লইয়া বিষপান করাইল, তাহাতে তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

The death of Theramenes removed the last curb to the ferocity of the Thirty, whose cruelty obliged great numbers to flee from Athens. Athrasybulus collected a few of these unfortunate fugitives at Thebes, who were resolved to encounter every danger, rather than live thus exiled from their native country. He first secured a post in Attica, and then making himself master of the Piræus, he attacked and defeated the Lacedæmonians. He exhibited the tyranny of the thirty in such odious colours, that the people expelled them, and confided the government to ten magistrates. He afterwards concluded a peace with the Lacedæmonians, and procured an act of general amnesty. The tyrants, during their short reign, had put to death fourteen hundred citizens, and driven into banishment five thousand. They had also a considerable share in procuring the death of Alcibiades, whom they represented to the Lacedæmonians as a lion that was to be feared, and who was therefore murdered by assassins.

Soon after the popular form of government was re-established, Socrates, the tutor and friend of Alcibiades, was condemned and put to death. Brave in war, of a mild and easy conversation, and equally esteemed for his wisdom, he could not but displease the thirty; who first endeavoured to render his manners and doctrine suspected: they then attempted to disgrace him, forcing him to concur in their tyranny, or be guilty of an act of disobedience. Every kind of persecution was

এই রূপে থারাম্বিনিষের মৃত্যু হইলে পর ঐ ত্রিশ জনের দৌ-
াত্ম্যের কোন প্রকারে ত্রুটি হইল না, ইহাতে আথেন্স দেশহইতে
নেক লোক পলাইয়া দেশান্তরে গেল। পরে থ্রাসিবোলস না-
ক এক জন ঐ দুর্ভাগ্যবন্ত পলায়িত ব্যক্তিদিগকে একত্র করিল।
ার তাহাদের মনে ২ এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, যে স্বদেশচ্যুত না
ইয়া আমাদিগকে যদি বিপৎসাগরে মগ্ন হইতে হয়, তাহাও
ীকার করিব। ইহাতে ঐ থ্রাসিবোলস প্রথমতঃ আটিকা দেশের
ক দুর্গ করতলস্থ করিয়া পাইরিয়স নামক দুর্গ জয় করিল। পরে
াসিডিমনীয়দিগকে পরাভূত করিয়া ঐ ত্রিশ জনের দৌরাত্ম্য এম-
। অপযশ পূর্ব্বক প্রকাশ করিল, যে তাহাতে সামান্য লোকেরা
াহাদিগকে দেশচ্যুত করিয়া অন্য দশ জনকে বিচারকর্ত্তা করিয়া
াহাদের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিল। পরন্তু থ্রাসিবোলস
াসিডিমনীয়দের সহিত সন্ধি করিয়া তাবতের নিকট পূর্ব্বকৃত
কল দোষের ক্ষমা যাহাতে হয় এমন এক লিপি লইল। অপর ঐ
্রশ জন দুরাত্মাদের অল্প কাল রাজ্য শাসনের মধ্যে চৌদ্দ শত লো-
ের প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল, এবং পাঁচ হাজার লোক দেশ বহিষ্কৃত
ইয়া পলায়ন করিয়াছিল; এবং ঐ ক্রূরেরা আলসিবাইডিষের
ত্যুর প্রধান কারণ ছিল, কেননা লাসিডিমনীয়দিগের নিকটে
ালসিবাইডিষকে সিংহ পুরুষ রূপে ত্রাসের পাত্র বোধ করাইয়া
াহার মান হানি করিয়াছিল, ইহাতে গুপ্ত ঘাতকদের হস্তে তাহার
্রাণ গেল।

লোক সাধারণ কর্ত্তৃক এই রূপ রাজ্যশাসনের নিয়ম স্থাপিত
ইলে পর আলসিবাইডিষের গুরু এবং বন্ধু যে সক্রাটিস,
াহার বিচার হইয়া তাহার প্রাণ দণ্ড হইল। ঐ সক্রাটিস
ুদ্ধেতে অতিশয় সাহসান্বিত ছিল, এবং তাহার মৃদু স্বভাব ও
ান্তি শীলতা ছিল, আর তাহার বুদ্ধি ও শারল্যবিষয়ে সুখ্যাতি
িল; সুতরাং তাহার প্রতি ঐ ত্রিশ জনের ঈর্ষা জন্মিল, এই প্রযুক্ত
্রথমতঃ তাবতের কাছে তাহার শিক্ষা ও রীতি বিষয়ে নিন্দা
রিতে লাগিল। পরে তাহারা এই মনস্থ করিল, যে এ ব্যক্তিকে
আমাদের ন্যায় দুষ্কর্ম্ম করাইব, নতুবা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য দোষ
াহার উপর বর্ত্তাইব; এই রূপে ঐ দুষ্টেরা তাহার সর্ব্বদা দোষান্বে-
ণ করিতে লাগিল, আর অধিক কি বলিব তাহারা সর্ব্বদা নিষ্কারণে

practised against him. He was publicly decried and vilified; and Aristophanes introduced him on the stage teaching sophism, by which a bad cause might be rendered good, preaching new gods, and ridiculing whatever was held sacred. At length he was formally accused of not acknowledging the gods of the republic; and though he pleaded his cause in a most forcible manner, he was condemned to suffer death.

Conon endeavoured to restore the affairs of the Athenians, by courting the alliance of the king of Persia. His attempts were ably seconded by Iphicrates, who was remarkable for the spirit of precaution and vigilance which he so eminently displayed; and by Thrasybylus, who greatly assisted in retrieving the Athenian affairs. At length Antalcidas, a Spartan admiral, entered into a general treaty with the king of Persia, by which he endeavoured to adjust the interests of all the states of Greece, and which was called the peace of Antalcidas. However, the Lacedæmonian and Athenian republics soon took part in the quarrels of those whom they imagined they could reconcile. Some cities refusing to accept their liberty, and others to be attached to more considerable states, occasioned disputes, in which recourse was had to arms.

The Chians, Rhodians, Coans, and Byzantines weary of the tyranny of the Athenians, determined to throw off the yoke, and free themselves. On the first notice of this revolt, the Athenians sent a large fleet, under the command of Chares, Timotheus, and Iphicrates, who were joined equal in commission. Chares, wishing to engage the enemy, and not being

াহাকে দুঃখ দিতে সচেষ্ট হইল, এবং নানা প্রকারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। আর যাহারা সং করে, তাহাদের মধ্যে ারিষ্টফানিষ নামক এক জন, অপকর্ম্ম সকলকে সৎকর্ম্ম রূপে বোধ রায় এমন যে গুরু, তাহার সং ঐ ব্যক্তির সদৃশ করিয়া মঞ্চকের পরে করিল। পশ্চাৎ ঐ ত্রিশ জন সক্রাটিষের উপর এই সমস্ত পবাদ দিতে লাগিল, যে এ ব্যক্তি প্রাচীন দেবতা ও মত সকলের ন্দাকারী, এবং নূতন দেবতার প্রকাশক। অপর শেষে এই দোষ প্রমাণ করিল, যে আথেন্স দেশের দেবতাকে এ মানে না, হাতে ঐ সক্রাটিষ আপনার মোকদ্দমায় উত্তম রূপে বিস্তর উত্তর ত্যুত্তর করিল, তথাচ দোষারোপণ করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড রিল।

তাহার পর কোনন নামে এক ব্যক্তি ফারশীর রাজার সঙ্গে াগ করিয়া আথেন্স দেশের তাবদ্বিষয় ভাল রূপে স্থির করিতে নস্থ করিলেন, ইহাতে অতি সতর্ক অথচ পরিণামদর্শিরূপে র্ব্বাপর খ্যাত যে ইপিকুটিষ, এবং থ্রাসিবোলস, এই দুই জনে হকারা হইল; শেষে স্পার্টা দেশীয় জাহাজ সমূহের অধ্যক্ষ যে ান্টালসিডাস, সে ফারশী দেশের রাজার সঙ্গে এমন একখানি াধারণ সন্ধিপত্র স্থির করিল, যে তাহাতে গ্রীক দেশের তাবৎ দেশ দেশ সুশৃঙ্খল রূপে চলিতে পারে; ঐ সন্ধিপত্র আণ্টালসিডাসের ন্ধিপত্ররূপে খ্যাত ছিল। কিন্তু লাসিডিমনীয় ও আথেন্সীয় লাকদের মনে২ এই অভিমান ছিল, যে আমাদের ব্যতিরেকে কোন াবাদের সমাধা হইবে না, ইহাতে তাহারা হঠাৎ গিয়া আর২ াজ্যের কলহেতে উপস্থিত হইল; তাহাতে কিয়ৎ সংখ্যক নগরস্থ লাক স্বাধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল না, ও আর কতক দে-শের লোক অন্য বৃহৎ রাজ্যের অনুগত হইয়া থাকিতে বাঞ্ছিত ইল, এই প্রকারে সকলের মতের ঐক্য না হওয়াতে সুতরাং শষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

বিশেষতঃ খায়ান ও রোদিয়ান আর কোয়ান এবং বাইজাণ্টিন এই চারি দেশীয় লোকেরা আথেন্সীয় লোকদের অধীনতা ঘচা-য়া স্বাধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল। তাহাতে ঐ উপপ্লবের াম্বাদ পাইবামাত্র আথেন্সীয়েরা বিস্তর জাহাজ সুসজ্জ করিয়া পাঠাইয়া দিল। সে সকলের অধ্যক্ষ পদ খেরিষ ও টিমোথিয়স

able to prevail on Timotheus and Iphicrates, accused his colleagues, whom the people cashiered and mulcted in a larger fine. Timotheus died of grief. The Athenians remitted the greatest part of the fine to his son Conon, but obliged him to pay a tenth of it, which they appropriated to the reparation of those walls that had been rebuilt by his grandfather.

The Phocians having ploughed some land which belonged to the Delphic Apollo, were sentenced to pay a fine by the Amphictyons, or general assembly of Greece; but they refusing to submit to the judgment of that court, the Locrians and Bœotians made war against them. The Phocians gained the advantage, and seized all the treasures of the temple, with which they hired mercenary troops, and especially Athenians, who, finding their offers very considerable, joined them in great numbers. This was called the sacred war. About this time Demosthenes became eminent as an orator. He was the son of an Athenian, who had amassed a large fortune by the manufacture of sword-blades. He applied himself to the study of oratory; and, though nature was unfavourable to him, by patience and attention he acquired a manly and solid eloquence, which was superior, not only to that of his contemporaries, but even of all others. He exhorted the Athenians to live on good terms with the Persian monarch, who possessed neither the power nor the will to conquer them; cautioned them against the growing influence of Philip, king of Macedon, and exerted all his eloquence to

আর ইফিক্রেটিষ এই তিন জন সমান রূপে পাইল; তাহাতে খেরিষের ইচ্ছা ছিল, যে শত্রুবর্গের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করে, কিন্তু তাহার সহকারী আর দুই জন সম্মত না হওয়াতে তাহাদের উপর ঐ ব্যক্তি নালিশ করিল। পরে আথেন্সীয়েরা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া অনেক টাকাতে দণ্ড করিল, এই প্রযুক্ত টিমোথিয়স অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পশ্চাৎ তাহার পুত্র যে কোনন, তাহার কাছে আথেন্সীয় লোকেরা কতকগুলি টাকা ক্ষমা করিয়া দশমাংশ লইল, ঐ সকল টাকাতে তাহাদের পিতামহ কৃত যে উচ্চ ২ নগরের প্রাচীর সকল তাহা সারাইতে আরম্ভ করিল।

পরে ফোষিয়ানেরা ডেলফস নগরের আপল্লো নামে যে দেবতা, তাঁহার ভূমিতে সকলে হলপ্রবাহ করিয়াছিল, এই জন্যে আম্ফিকটিন নামে যে গ্রীক দেশের মহতী সভা, তথাকার লোকেরা ফোষিয়ান-দের ধনদ্বারা দণ্ড স্থির করিল; তাহাতে তাহারা অসম্মত হইয়া লোক্রিয়ান ও বৈষিয়ান লোকদের সঙ্গে ঐক্য হইয়া যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত হইল। পরে সেই সময়ে ফোষিয়ানেরা সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইয়া ঐ আপল্লো দেবতার মন্দিরস্থ তাবৎ ধন লুঠ করিয়া লইল, এবং বেতনের দ্বারা বিস্তর সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিল; বিশেষতঃ আথেন্স দেশীয় সেনাগণ লাভাধিক্য দেখিয়া তাহাদের সহিত মিলিল। ঐ যুদ্ধের নাম ধর্ম্ম যুদ্ধ। সেই সময়ে সদ্বক্তা রূপে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন ডেমস্থেনিষ নামক এক জন বর্ত্তমান ছিলেন। তলোয়ার ব্যবসায়দ্বারা বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিল, এমন যে আথেন্সীয় এক জন লোক, সে ব্যক্তি ইহার সন্তান। তিনি সদ্বক্তৃতাভ্যাস করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতে বাধা জন্মিতে পারে এমন স্বাভাবিক দোষ তাঁহার ছিল বটে, তথাপি ধৈর্য্য ও শ্রম এবং অত্যন্ত মনোযোগ প্রযুক্ত তিনি এমনি সুবক্তা হইয়া উঠিলেন, যে তৎকালে বা অন্য সময়ে তদ্রূপ আর কেহ ছিল না। পরে তিনি আথেন্সীয় লোকদিগকে এই পরামর্শ দিলেন, যে তোমরা ফারশীর রাজার সঙ্গে ঐক্য রাখ, যে হেতুক তোমাদের ক্ষতি করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই, এবং ইচ্ছাও নাই। আর ফিলিপ নামক মাসিডন দেশের রাজা যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে চেতনা দিলেন; এবং ঐ রাজা পরাক্রান্ত হইলে যে আথেন্সীয়েদের

rouse the Athenians to a proper sense of the dange which was to be apprehended from the designs of tha sovereign.

Phocion was a soldier, general, and politician, an valued himself less on being an orator. He spoke just ly, judiciously, and concisely, shewed no preference t any party, and was actuated by a wish to promote th benefit of his fellow citizens, by integrity and by rea son. Demosthenes was lively and ardent, and alway proposed to the multitude bold and extraordinary pro jects; whilst Phocion, whose characteristic was mild ness and caution, proposed only such as were moderat and easy to be carried into effect.

Notwithstanding the copious and energetic elo quence of Demosthenes, Philip successfully procede in his project to subjugate Greece, and gained th famous battle of Chæronea, which placed Athens a his discretion. No sooner was it known that the king o Macedon was dead, than the Athenians gave themselve up to a ridiculous joy, and wore chaplets of flowers as if they had obtained a great victory. Philip however, was succeeded by Alexander, who reduced th Athenians to the extremity of humbly soliciting peac

On the death of Alexander, the Athenians flew t arms, and imprudently took the field against Antip ter, one of Alexander's generals, whom that monarc had appointed governor of Greece. They were defea ed, and obliged to submit to deliver up to Antipate Demosthenes and Hyperides, another orator; to r

কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইবে তাহা বুঝাইতে আপনার কি পর্য্যন্ত বক্তৃতা গুণ তাহা অতিশয় রূপে প্রকাশ করিলেন।

অপর ফোষিয়ান বড় যোদ্ধা ও সেনাপতি এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা গুণ বড় একটা ছিল না। আর তিনি যখন কথা কহিতেন তখন ন্যায় পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে কহিতেন, এবং কোন দলে পক্ষপাত না করিয়া সারল্য ও জ্ঞানপূর্ব্বক আপন দেশীয় লোকদের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। আর ডেমস্থেনিস সতর্ক সাহসান্বিত ছিলেন, এবং সর্ব্বদা লোকদিগকে ঔৎসুক্যেতে ও সাহসিক কার্য্যেতে প্রবৃত্ত করাইতেন; কিন্তু ফোষিয়ান মৃদু ও পরিণাম দর্শী প্রযুক্ত অনায়াস সাধ্য যে সকল কর্ম্ম, তাহা করিতে লোকদিগকে পরামর্শ দিতেন।

আর ডেমস্থেনিষ অত্যন্ত প্রবল ও মনোহর রূপে কথকতা করিয়া নিজবক্তৃতা গুণ প্রকাশ করিলেন, তথাচ মাসিডনের রাজা যে ফিলিপ, তিনি গ্রীক দেশ করতলস্থ করিবার যে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে তিনি চিরনীয় নামে এক তুমূল যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে আথেন্স দেশকে এমনি স্ববশে রাখিলেন, যে তাহাতে যখন যাহা মনে করেন তখনি তাহা করিতে পারেন, এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইলে পর ফিলিপ পঞ্চত্ব পাইলেন। অনন্তর আথেন্সীয়েরা এই সম্বাদ পাইবা মাত্র আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া যুদ্ধেতে জয়ী হইলে যেমন পুষ্পমাল্য পরে তেমনি ফুলের মালা সকল ধারণ করিতে লাগিল; কিন্তু ফিলিপের উত্তরাধিকারী যে সেকন্দর শাহ, তিনিও আথেন্সীয়ের উপরে এমনি উপদ্রব করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে তাহারা অনন্যগতিক হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল।

পরে সেকন্দর শাহ প্রাণ ত্যাগ করিবামাত্র আথেন্সীয় লোকেরা অতিশয় বেগে যুদ্ধ করিতে সুসজ্জ হইল, আর সেকন্দর শাহের প্রধান২ সেনাপতির মধ্যে এক জন যে আণ্টিপেটর, যাহাকে তিনি গ্রীক দেশের অধ্যক্ষ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে অবিবেচনা পূর্ব্বক সংগ্রাম উপস্থিত করিল। কিন্তু তাহাতে পরাভূত হইয়া ডেমস্থেনিষ ও হিপেরিডিষ নামে আর একজন সদ্বক্তা এই দুই জনকে আণ্টিপেটরের নিকট সমর্পণ করিতে হইল, এবং পূর্ব্ববৎ রাজকরও দিতে হইল। অপর সমুদ্র সমীপে তাহাদের যত নগর

establish the ancient method of levying taxes; receive a garrison into their ports; and to pay expenses of the war, and a certain sum of money. I mosthenes fled, and being pursued by order of Ar pater, poisoned himself.

On the death of Antipater, two parties arose in M cedonia, at the head of one of which was Polyperch who had the custody of the person of the king; and the other, Cassander, the son of Antipater. The lat sent Nicanor, a man of great experience, and a go soldier, to command the garrison in Athens. In t mean time, Polyperchon, being desirous of recoveri the Greek cities from his rival Cassander, publishec decree in the king's name, restoring liberty to Athe and directing the garrison immediately to withdr from that place, and the democracy to be restore Nicanor refused to obey this order, and Phocion a proved and publicly defended this refusal. When, ther fore, Polyperchon appeared before Athens with a stro army, Phocion was dragged before him in chains, a he and his friends condemned by the Athenians to l put to death.

Demetrius, surnamed Poliorcetes, the son of Ant gonus, another of Alexander's generals, pretended t free Athens from the yoke of Cassander, and drove o Demetrius Phalereus, who had been appointed gove nor, and who had treated the Athenians with the utmo mildness, and embellished the city with new edifice Poliorcetes having gained a victory over Cassande

ছিল, তাহাতে ঐ আণ্টিপেটরের সৈন্য সামন্ত রাখিতে হইল, আর যুদ্ধোপযুক্ত ব্যয় ছাড়া আরও বিস্তর ধন দিতে হইল। পশ্চাৎ ঐ ডেমস্থেনিষ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, তাহাতে আণ্টিপেটর তাঁহাকে ধরিতে তৎপশ্চাতে সৈন্য প্রেরণ করাতে তিনি বিষপান করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন।

পশ্চাৎ ঐ আণ্টিপেটর লোকান্তরে প্রস্থান করিলে পর মাসিডন দেশে দুই দল হইয়া উঠিল, তাহার এক দলের অধ্যক্ষ পলিপের্থন যিনি রাজার রক্ষক ছিলেন; ও অন্য দলের অধ্যক্ষ ছিলেন আণ্টি-পেটরের পুত্র কাশাণ্ডর। তিনি আথেন্স দেশীয় দুর্গসকলের কর্তৃত্ব ভার নিকেনর নামক এক জনকে দিলেন; ঐ নিকেনর বড় যোদ্ধা, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মেতে নিযুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে পলি-পের্থন আত্মতুল্যাধিকারী যে কাশাণ্ডর, তাহার হাতহইতে গ্রীক দেশের তাবৎ নগর কাড়িয়া লইতে মানস করিয়া রাজার নামে এমন এক আইন প্রকাশ করিলেন, যাহাতে আথেন্সীয়েরা স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে, এবং সেখানকার তাবৎ সৈন্য সামন্ত স্থানা-ন্তরে যাইতে পারে, আর পূর্ব্ববৎ সাধারণ লোকের কর্তৃত্বদ্বারা রাজ্যশাসন যেন হয়। তাহাতে যে নিকেনর নামক ব্যক্তিকে সে-খানে পাঠান গিয়াছিল, সে ঐ আইন জারি করিতে স্বীকৃত হইল না। আর ফোষিয়ান নামক যে ব্যক্তি তিনিও তদ্রূপ অসম্মত হইয়া তাবৎ লোকের কাছে প্রকাশ রূপে সেই অস্বীকার নির্ধার্য্য করি-লেন। পরে পলিপেথন যৎকালে বিস্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে আথেন্স নগরে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে আথেন্সীয় লোকে ঐ ফোষি-য়ানকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিল, এবং তাঁহাকে বন্ধু বান্ধব গণের সহিত দোষী করিয়া সকলের প্রাণ দণ্ড করিল।

পরে আণ্টিগণসের পুত্র এবং সেকন্দর শাহের এক জন প্রধান সেনাপতি যে ডিমিট্রিয়স, যাহার উপাধি পলিয়র্সিটিষ, তিনি আ-থেন্স নগর কাশাণ্ডরের বশহইতে মুক্ত করিব এমত প্রকাশ করিয়া সেই নগরের কর্ত্তা যে ডিমিট্রিয়স ফালিরিয়স, তাহাকে দূর করিয়া দিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি প্রজা পালনেতে কোন নির্দ্দয়তা প্রকাশ করে নাই, এবং নানা প্রকার উত্তম ২ অট্টালিকাদ্বারা ঐ নগর সুশোভিত করিয়াছিল। পরে কাশাণ্ডর আথেন্সীয় লোকদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে মনস্থ করিয়া দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিল; তা-

who threatened Athens, the Athenians assigned lodgings behind the temple of Minerva, in the apments belonging to the women devoted to her serv

Satiated with the flatteries of the Athenians, Pol cetes set out for Asia, where he experienced some verse of fortune. When, therefore, he returned to Athe in which his vices and follies had been so much flatter the people refused to receive him into their city. U this, he laid siege to Athens, which he compelled surrender at discretion. After some mild reproach he pardoned the people; but when Poliorcetes l lost the kingdom of Macedon, the Athenians degrad his priest, overthrew his altar, and restored their forn names and order to the months, one of which had be called Demetrian, from him. Antigonus Gonatus, t son of Demetrius, punished them for this insult, an placed a garrison in the citadel of Athens. By mea of Aratus, Athens became again free, under the prote tion of the Achæan league.

After the dissolution of the Achæan league by tl Romans, Athens continued in the same state as tl other Grecian communities till the Mithridatic wa when the city openly declared against the Roman and espoused the cause of the king of Pontus. Sy being appointed to conduct the war against Mithridat besieged Athens, but, after many fruitless attem to storm the place, was obliged to turn the siege i

হাতে পলিয়র্সিটিযের সঙ্গে যুদ্ধোপস্থিত হওয়াতে পলিয়র্সিটিষ জয়ী হইলেন; অতএব আথেন্সীয় লোক মিনার্বা নামে দেবতার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে যে গৃহ ছিল, যেখানে ঐ দেবতার সেবিকা স্ত্রীগণ থাকিত তাহাতে তাঁহার বাসস্থান দিল।

সে যাহা হউক, পলিয়র্সিটিষ আথেন্সীয় লোকদের নানা প্রকার স্তবেতে অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আশিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, তাহাতে সেখানে তাঁহার উদ্যোগ সমস্ত পূর্ব্বমত সফল হইয়া উঠিল না, এই জন্যে তিনি পুনশ্চ আথেন্স নগরে আসিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু যে আথেন্সীয়েরা পূর্ব্বে তাঁহার সকল কুব্যবহারের স্তব করিয়াছিল, তাহারা এখন তাঁহাকে আর নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না; অতএব তিনি সৈন্যদ্বারা ঐ নগর বেষ্টন করিয়া কতক দিনের পর অধিকার করিয়া লইলেন। আর তাহাদিগকে কিছু ভৎর্সনা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু পরে যখন মাসিডন রাজ্য ঐ পলিয়র্সিটিষের দোষে শত্রুহস্তগত হইল, তখন আথেন্সীয় লোকেরা তাঁহার যাজককে পদচ্যুত করিয়া বেদি সকল ভগ্নকরিল; ও তাঁহার মর্য্যাদার্থে এক মাসের নাম ডিমিট্রিয়ান রাখা গিয়াছিল, তাহা ঘুচাইয়া পূর্ব্বের নাম সংস্থাপন করিল। অনন্তর ঐ ডিমিট্রিয়সের পুত্র যে আণ্টিগনস গণেটস তিনি এই সকল অপমানের দণ্ড তাহাদিগকে দিয়া আথেন্স নগরের দুর্গতে এক দল সৈন্য রাখিলেন। অপর তন্নগরস্থ আরেটস নামক আর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকেয়ান নামে এক সন্ধিপত্রের নিয়মেতে ঐ নগর পুনশ্চ স্বাধীন হইয়া রহিল।

পরে রুমী লোক কর্ত্তৃক ঐ আকেয়ান নামে সন্ধিপত্র লুপ্ত হইয়া গেল, তাহাতে আথেন্স দেশ মিথ্রিডাটিক যুদ্ধ পর্য্যন্ত গ্রীক দেশান্তর্গত অন্য এক রাজ্যের মত হইয়া রহিল। তৎকালে আথেন্সীয় লোকেরা পাণ্টস দেশের রাজার পক্ষ হইয়া রুমী লোকদের সঙ্গে প্রকাশ রূপে সমর করিতে স্থির করিল; অতএব রুম দেশীয়েরা মিথ্রিডেটিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সিলা নামক এক জনকে সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। পশ্চাৎ ঐ সিলা সৈন্য সামন্ত লইয়া আথেন্স নগর আক্রমণ করিল, আর বার ২ নগরের উপর চড়াও হইতে উদ্যোগ করিল; কিন্তু তাহা নিষ্ফল হওয়াতে এই অভিপ্রায়ে নগর বেষ্টন করিয়া রহিল, যে এই প্রকার থাকাতে অনাহার

a blockade, and wait the effects of famine. In a sho time, the city was reduced to the last extremity; bı Aristion, the tyrant of the place, expecting no qua ter for himself from the Romans, refused to capitulat Sylla, knowing the weak state of the besieged, storme the walls with great slaughter, and put Aristion t death.

REFLECTIONS.

THE situation of Athens was favourable to its pros perity. To a considerable extent, it was bordered b the sea, which, whilst it contributed to the salubrity o the climate, afforded the means of intercourse wit foreign nations, and of carrying on an extensive and lucrative commerce. Thus the ocean, as well as every other part of the creation of God, is subservient to the most beneficial purposes.

Amongst the most renowned of the sages of ancient Greece, appears the name of Solon. He greatly benefited his country by the enacting of salutary and judicious laws: and thereby he appears more honourable, than had he only added to the extent of its territories by conquest. To those who have contemplated the Athenian character, and have observed the fickleness and restlessness of spirit which that people exhibited in every period of their history, it will be evident that he attempted no easy task. Yet holding the reins of government with a firm but gentle hand, by soothing the turbulent passions and allaying the animosities of his countrymen he gradually attained the

প্রযুক্ত শত্রুপক্ষীয় লোক সকল প্রাণত্যাগ করিবে। তাহাতে কিয়দ্দিনের পর তন্নগরস্থ লোক সকল খাদ্যাভাবে কণ্ঠাগত প্রাণ হইল, তথাচ ঐ আথেন্স নগরের কর্ত্তা যে আরিষ্টায়ন নামক এক দুরন্ত ব্যক্তি, সে কোন প্রকারে ঐ স্থান ছাড়িয়া দিল না; কেননা তাহার মনে২ এই ছিল, যে রুমী লোকদের নিকট কোন রূপে রক্ষা পাইব না; পরন্তু ঐ সিলা নামে যে সেনাপতি সে নগরস্থ লোকদের দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া পুনশ্চ চড়াও হইল, এবং প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া শানিত খড়্গেতে অসংখ্য লোকের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক শেষে আরিষ্টায়নেরও প্রাণ দণ্ড করিল।

উপদেশ কথা।

যে স্থানে আথেন্স নামক নগর স্থাপিত হইয়াছিল সে স্থান তন্নগরের ঐশ্বর্য্য জনকের উপযুক্ত বটে, কেননা তদ্দেশের বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রেতে বেষ্টিত একারণ সে স্থানে সুন্দর সুখ স্পর্শ বায়ু ছিল, আর তাহাদ্বারা নানা দূরদেশে গমনাগমন ও ধনজনক বাণিজ্যাদিও হইত; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ সমুদ্র বলিয়া কেবল নয়, পরমেশ্বরের যে২ সৃষ্টি সকলি লোকদের নানা উপকারক বটে।

আর গ্রীক দেশে প্রাচীন২ বিজ্ঞ মহাপণ্ডিতের মধ্যে শোলন নামে প্রসিদ্ধ এক জন জ্ঞানি পুরুষ ছিলেন; তিনি নানাবিধ উত্তম২ ব্যবস্থা স্থাপিত করিয়া স্বদেশের হিত করিতেন, একারণ আর দিগদেশীয় শত্রুদমনের জন্য অতিশয় উন্নত ব্যক্তির অপেক্ষাও ঐ শোলনের মর্য্যাদার আধিক্য ছিল। আর যাহারা আথেন্স দেশীয় লোকদের ঈদৃশ চাপল্য চরিত্র জ্ঞাত আছে তাহারা অবশ্য বুঝিতে পারে, যে শোলন কৃতকর্ম্ম কেমন সুকঠিন আর কত জ্ঞান সাধ্য। কিন্তু তত্রাপি ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি সুবিচার ও স্নেহবাক্যদ্বারা ও শাসনদ্বারা লোকদের প্রবল তরঙ্গ স্বরূপ চঞ্চল মনকে সুস্থির করিয়া ক্রমে২ আপন অভিলাষ সম্পূর্ণ করিলেন। ইহাতে আমরা এই উপদেশ পাইতে পারি, যে যদ্যপি আমরা পরোপকার করিতে উদ্যত হই, তবে প্রথমতঃ স্বীয় ২ কামাদি বৈরি দমন পূর্ব্বক আমা-

accomplishment of his designs. We may learn hence, if we would be useful to others, to have our own tempers in subjection, and first to rule our own spirit. It will also tend greatly to facilitate our endeavours, if it be apparent that we act not from interested motives, but from a simple desire to promote the welfare of others. By the laws which he prescribed, it would seem that Solon took it for granted, as being essential in the present state of things, that there sh[illegible]d exist gradations in society. Let not, howeve[illegible] spise the poor, neither let the poor imagine [illegible]il against the rich. Both are alike dependent on each other, as links in the same chain. Let them reflect, that true greatness takes its rise only from character. Let them also reflect, that a man's life, whether as to its duration or happiness, consists not in the abundance of the things which he possesses. And further, let us not wait till we are great, in order to be good. Many are ready to exclaim—'Were I a king, what blessings would I not bestow upon the people! or even were I rich, how would I relieve the afflicted, and compassionate the poor!' For the proof of this—Are you doing *now* the good, and all the good that lies within your power? Know, that in the judgment of God you can do to-day, as much as you could do to-morrow, were the morrow to witness you master of an empire, or of the world. Know, that if you neglect to do what you can your proposed future goodness is but a fiction, a mere deception of the mind. It falls to the lot of few to be the instruments of very extensive good: whilst, therefore, we are earnestly desirous of doing more, let us esteem it our highest honor, if enabled to effect only a littl[e].

In the visit of Solon to Crœsus, again, we are taught that nothing tends more to intoxicate the mind th[an]

দের মনকে নিগ্রহ করা উচিত। আর ঐ উদ্যোগ সকল করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের স্ব ২ উপকার রহিত কেবল একান্ত পরোপকারার্থে চেষ্টা এমত যেন সুস্পষ্ট বিদিত হয়। আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি যে সকল আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে জ্ঞান হয়, যে ছোট বড় দুই প্রকার লোক ব্যতিরেক জগৎসংসার চলে না। সে যাহা হউক, আমাদের নিবেদন এই, যে উচ্চপদস্থ লোকেরা যে [illegible] ব্যক্তিদে[illegible] ঘৃণা না করে, এবং দ[illegible] ভ[illegible] লোকদের প্রতি ঈর্ষা না ক[illegible] রশ্বর বশীভূতত্ত্ব আছে: যেমন কড়াতে ২ [illegible] হইলে একটি শৃখল হয়, কিন্তু একের বিচ্ছেদেতেই শৃঙ্খলের বিনাশ হয়। অতএব মনুষ্যদের ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত, যে পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে উত্তমাধম আচরণদ্বারাতেই লোকেরা ছোট ও বড় হয়। আর একথাও মনে রাখিতে হয়, যে সমূহ বিষয় থাকিলে সুখী কিম্বা দীর্ঘজীবী হয় এমন নহে, আর আমরা ভাগ্যবান হইলে তবে পরোপকার করিব এমন চিন্তা যেন তিলেকও মনে না করি। দেখ অনেকেই এমন কথা বলিয়া থাকে, যে আমি যদি রাজা হইতাম তবে কত লোকের কত পর্য্যন্ত হিত করিতাম, অথবা যথেষ্ট ধনাধিকারী হইলেও কত ২ দরিদ্রের দীনহীনত্ব ঘুচাইতাম। কিন্তু একথা কেবল মনের চাতুরী মাত্র, কেননা তোমার মনে যদি এমন দৃঢ়চেষ্টা থাকিত, তবে এইক্ষণে তুমি যথাসাধ্য পরোপকার অবশ্যই করিতা। অতএব এই কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, যে পর দিবস রাজা হইয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা দৃঢ় বাঞ্ছা থাকিলে ঈশ্বরানুগ্রহেতে আজই করিতে পারা যায়, অর্থাৎ সাধ্যানুসারে পরোপকার করিতে পারা যায়। আর দেখ যে পদদ্বারা সমূহ লোকের নানাবিধ উপকার হইতে পারে এমন পদপ্রাপ্ত অত্যল্প লোক, অতএব অধিক লোকের হিত চেষ্টা পাইয়াও এইক্ষণে যে আমরা যৎ কিঞ্চিৎ পরোপকার করিতে পারি ইহাই পরম লাভ মানিতে হয়।

আর ক্রীশস রাজার সহিত শোলনের যে রূপ কথোপকথন লিখিত আছে, সে কথাতে পুনর্ব্বার এই উপদেশ ব্যক্ত হইতেছে, যে যাহাদের চিরকাল অবধি সাংসারিক মঙ্গল ঘটিতেছে তাহাদিগের

a continued series of prosperous events. Persons who have passed through the period of youth, and have arrived even at the meridian of life without encountering a storm, or being overshadowed with a single cloud, are in danger of losing sight of the mutability of all terrestrial things, and of the possibility of a reverse. The effect of which is, that calamity, when it approaches, appears invested with tenfold terrors. Assuredly, it were more wise, whilst yet the beams of prosperity continue to illumine our path, to prepare for adversity. The reply of Solon to the interrogatory of Crœsus was good, and would have been still better, had he said, that 'they only, be they poor or rich, are worthy of being accounted happy, who know and fear God.' It was, however, unwelcome: and thus it is that wealth and power, whilst they open the ears of men to the voice of adulation and deceit, close them to that of truth.

The employments of youth are most important, since they affect greatly our whole future character. Solon spent his youth not in idleness, and the pursuit of vain and sinful pleasures, but in the acquisition of knowledge. Instead of devoting his time to the pursuit of knowledge, had he dissipated his mind, and vitiated his habits by sensual gratifications, he would never have shared the esteem of his fellow citizens, would never have proved a blessing to his country, nor would his name have descended with honour to posterity.—Alas! how many young persons possessed of promising talents,—talents which, had they been cultivated, would have rendered them useful and ornamental to society,—have been lost to themselves, their friends, their country, and the world, by yielding to the tyranny of their passions. Flee youthful lusts. Remembering always, that whoso walketh with wise men shall be wise; but the com-

অবশ্য বিপরীত বুদ্ধি জন্মে; কেননা দেখ যাহারা যুবকালে কিম্বা পৌগণ্ডকাল পর্য্যন্ত জীবত মান থাকিয়াও কখন কোন আপদগ্রস্ত হয় নাই, সাংসারিক বিষয় যে কি রূপ চঞ্চল আর বিপদের মূলীভূত তাহা তাহাদের স্মরণের বহির্গত থাকে; একারণ যখন আপদ উপস্থিত হয় তখন সুতরাং তাহাদের দশ গুণ ভয়ানক বোধ হয়। অতএব লিখি, যে সুখের সময়েতেও দুঃখভোগের নিমিত্তে প্রস্তুত থাকা অত্যাবশ্যক। আর ক্রীশস রাজাকে শোলন যে রূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা উত্তম বটে; কিন্তু এরূপ উত্তর দিলে আরো ভাল হইত, যে ধনবান হউক কিম্বা দীন হউক যাহারা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত আছে এবং সত্যরূপে সেবা করে তাহারাই ধন্য। সে যাহা হউক, শোলনের সে সদুত্তর ক্রীশস রাজার নিতান্ত অগ্রাহ্য হওয়াতে এই আমরা শিক্ষা পাইতেছি, যে পরাক্রম ও সম্পদ ইহারা সত্য কথাকে গোপন রাখিয়া কেবল প্রবঞ্চনা ও উপাসনাবাক্য শ্রবণার্থে লোকদিগের কর্ণপাত করায়।

আর ঐ শোলন আলস্যেতে কিম্বা কুক্রিয়াতে স্বকীয় যৌবনকাল ব্যর্থ হরণ না করিয়া কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, একারণ তিনি এত আদরণীয় ও সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব আমরা যৌবনকালে যে২ সকল কর্ম্ম করি তত্তদ্বিষয়ে আমাদিগের অতি সাবধান থাকিতে হয়; কেননা ঐ সু কিম্বা কুক্রিয়া দ্বারাতেই আমাদের চিরকাল সুখ কিম্বা দুঃখেতে কাল গত হয়। দেখ, ঐ শোলন তৎকালে যদি জ্ঞান চেষ্টা না করিয়া কেবল পাপকর্ম্মেতে মনো নিবিষ্ট হইয়া বশীভূত হইতেন, তবে তিনি আথেন্স নগরবাসিদিগের কখন এত আদৃত হইয়া চিরকাল সুখ্যাত্যাপন্ন হইতেন না, এবং তাঁহার ঐ দেশ কোনক্রমে মঙ্গলযুক্ত হইত না। কিন্তু হায়২ খেদের বিষয় এই দেখিতেছি, যে যাহারা সুশিক্ষিত হইলে আপন দেশের ভূষণ স্বরূপ হইয়া পরোপকার

panion of fools shall be destroyed.—It was the distinguished title of this legislator, Solon '*the wise.*' When, therefore, we are interrogated as to which is the greatest good, wisdom or riches? let us see to it, that we are prepared to give a correct reply. Wisdom is the principal thing, therefore get widom; and with all our getting, let us get understanding. Let us seek her as silver; let us search for her as for hid treasure. Happy is the man that findeth wisdom, and he that getteth understanding; for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all things that can be desired are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honour. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

We find, however, that the moderation and prudence, the eloquence and influence of Solon, were incapable of counteracting the artifices and address of an insinuating tyrant; and that notwithstanding the services he had rendered to his country, he died in comparative obscurity and neglect. Ardently as he had desired, and diligently laboured to secure to his countrymen the blessings of civil liberty, he had the mortification to see, in his old age, the labours of his life demolished, and his fondest hopes blasted. Ought not this fact to teach us to form but few expectations from the world? Ought it not to impress succeeding ages with the conviction, that exertions merely human are wholly inefficient, when opposed to the deep depravity, the deceitfulness, and desperate wickedness of the hearts of men?

করিতে পারিত এমন অনেক২ যুবা লোকেরা আপন২ কুবুদ্ধির বশতাপন্ন হইয়া কেবল বন্ধু বান্ধব ও দেশের অহিতকারী হইয়াছে। অতএব লিখি, যে যৌবনকালের কামহইতে পৃথক হও। আর এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে জ্ঞানির সহবাসে থাকিলে অবশ্য জ্ঞান উপার্জ্জন হয়, আর মূর্খের সহিত বাস করিলে সর্ব্বনাশ ঘটে। আর ঐ ব্যবস্থাদায়কের জ্ঞানী বলিয়া একটি বিশেষ উপাধি ছিল। অতএব জ্ঞান আর ধনের মধ্যে ভালমন্দ বিবেচনা করিতে গেলে জ্ঞানেরই প্রাধান্য হইয়া উঠে। দেখ, সকল লাভহইতে বিদ্যালাভই শ্রেষ্ঠ। অতএব লোকেরা যেমন বহুমূল্য নিধি প্রাপ্ত্যর্থে দৃঢ় চেষ্টা করে তেমনি যেন বিদ্যার নিমিত্তে আমরা দৃঢ় চেষ্টা পাইয়া বিদ্যা প্রাপ্ত হই। যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ সেই ধন্য যে হেতু রূপা মুক্তাদি ধনহইতে বিদ্যাধন বহুমূল্য এবং তদুৎপন্ন ধন স্বর্ণহইতেও শ্রেষ্ঠ। তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘায়ু এবং তাহার বাম হস্তে ধন ও সম্ভ্রম, তাহার সকল পথ শান্তিকর ও সুখদায়ক।

আর ঐ শোলন এতাদৃশ পরিমিতাচারী ও পরিণামদর্শী এবং অতুল্য সম্ভ্রান্ত হইলেও তত্রাপি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থাতে এক জন অনুসন্ধানী আক্রমিলোক কুমন্ত্রণাতে লোকদের মন বশীভূত করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিল। আর তিনি চিরদিন লোকদের বহুবিধ হিত চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, তথাপি লোক কর্ত্তৃক এমন অনাদৃত হইলেন যে সামান্য লোকের ন্যায় গুপ্তভাবে থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। আর রাজ কর্ত্তৃত্ব দ্বারা তাবল্লোকদের দুঃখ দূর করণার্থে তাঁহার অতিশয় বাঞ্ছা ছিল, এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ় শ্রমও করিয়াছিলেন; কিন্তু তত্রাপি বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার এই একটি ক্ষোভ রহিয়া গেল, যে তাবৎ আশা ভরসা বৃথা হইয়া কেবল পণ্ডশ্রম হইল। অতএব ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি, যে এ সংসারের উপরে যেন আমরা আশা না করি। আর দেখ এই ইতিহাসহইতে এই উপদেশ পাওয়া যায়, যে মনুষ্যদের মনোমধ্যে যে দুষ্টতাও কপটতা আছে তাহা ঈশ্বর ব্যতিরেক মনুষ্যেতে কোন প্রকারে সুধরাইতে পারে না।

SECTION II.

OF THE LACEDÆMONIANS.

THIS country was originally denominated Laconia; afterwards Sparta, from the metropolis, and Lacedæmonia, from one of its ancient kings. It was situated in the south east corner of Peloponnesus, having Argos and Arcadia on the north, Messenia on the west, the bay of Argos on the east, and the Mediterranean on the south. The city of Lacedæmon, or Sparta*, which was the most powerful in Greece, stood at the bottom of mount Taygetus, on the banks of the river Eurotas. The Lacedæmonians were a brave and warlike people, and jealous of their honour and their liberty, as well as of the power of their neighbours.

The Spartan or Lacedæmonian government was at first monarchical, and was founded by Lelex. Helen, the tenth in succession from this monarch, is equally noted for her beauty and infidelity. She had not lived more than three years with her husband Menelaus, when Paris, son of Priam, king of Troy, who was universally accounted the handsomest man of his age, and was possessed of those frivolous accomplishments which sometimes captivate the female mind, arrived in Sparta. His person, attainments, and address, seduced the affections of Helen: she abandoned her country, her husband, and relations, and was transported with all her wealth to the Trojan land. The Greeks united in the cause of Menelaus, and took Troy, after a siege of

* Now called Misitra.

ten years. Afterwards, the kingdoms of Argos, Mycenæ, and Lacedæmon, were formed into one sovereignty under Orestes.

The Trojan war forms a distinguished era in ancient history, on which account, as well as many others, it deserves our attention. The concurrent testimony of poets and historians of former ages, confirmed by the investigations of modern travellers, leave no room to doubt of the reality of this event. It gave rise to two of the most exquisitely beautiful poems the world has ever seen,—poems which must continue to be admired, so long as mankind are capable of appreciating the mightiest efforts of genius, and the most towering flights of imagination.

The kingdom of Troas was of considerable extent; some say it extended more than 200 miles. Its first king was Dardanus, who founded its capital, the celebrated city of Troy, which was afterwards strongly fortified by Laomedon, the father of Priam. In the reign of Priam, its fifth king, the feuds which had long secretly fermented between the ancestors of Priam, and those of Agamemnon, the king of Mycenæ, burst into a flame, which proved almost equally ruinous to the Greeks and Trojans. It was occasioned by the licentious conduct of Paris, a younger son of Priam, and the infidelity of Helen, the beautiful, but infamous wife of Menelaus, king of Sparta. The former, after having been hospitably and honourably entertained by the Spartan chief, ungratefully returned his courtesy by seducing the affections of his queen; while the latter, unmindful of her marriage vows, and throwing off that chastity which constitutes the moral beauty of the sex,

দ্বিতীয়াধ্যায়।

লাসিডীমনীয় লোকদের বিষয়।

লাসিডীমন নামক যে দেশ প্রথমতঃ তাহার নাম ছিল লাকনিয়া, তাহার পর স্পার্টা নামে খ্যাত হইল, কারণ তাহার রাজধানীর নাম স্পার্টা; এবং আর একটি নাম যে লাসিডীমন ইহার বীজ এই, যে তাহাতে লাসিডীমন নামে এক প্রাচীন রাজা ছিলেন। এই রাজ্য পেলিপানিসস দেশের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, ও তাহার উত্তর সীমা আরগস এবং আরকেডিয়া দেশ, আর পশ্চিম সীমা মেসেনিয়া, এবং পূর্ব্ব সীমা আরগসনামক সমুদ্রের অখাত, ও দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যস্থ সাগর। অপর লাসিডীমন অথবা * স্পার্টা যে নগর সে গ্রীক দেশের মধ্যে প্রধান; আর ঐ স্থান টিগীটস নামক পর্ব্বতের তলে, এবং ইউ-রোটস নদীর তটে সংস্থাপিত ছিল। অপর তদ্দেশস্থ লোক সকল সাহসী এবং যোদ্ধা ও অভিমানী, আর আপনাদের পরাক্রমের বৃদ্ধিতে ও অন্যস্থানস্থ লোকের বিক্রমের হ্রাসেতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত।

অপর ঐ স্পার্টা কিম্বা লাসিডীমন রাজ্য প্রথমতঃ একাধিপত্য ছিল, এবং তাহা লীলেক্স নামক এক রাজা সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। পরে ঐ রাজা অবধি করিয়া দশম অধিকারিণী হইল হেলন নাম্নী রাণী, সেই রাজ্ঞী পরমসুন্দরী কিন্তু ভ্রষ্টা ছিল। আর মেনলস নামে যে তাহার পতি, তৎসহবাসে কেবল তিন বৎসর মাত্র থাকিলে পর প্রায়াম নামে ট্রয় নগরের রাজার পুত্র যে পারিষ, সে আসিয়া স্পার্টা দেশে উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, কারণ তাহার তুল্য রূপবান্ তৎকালে আর ছিল না। আর যাহাতে স্ত্রী লোকের মনোরঞ্জন হয় এমন অনেক গুণ তাহার ছিল; অতএব ঐ হেলন তাহার রূপেতে গুণেতে ও নানা প্রকার কৌশলেতে মুগ্ধা হইয়া আপন স্বামী ও জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং দেশ এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিস্তর সম্পত্তি লইয়া ঐ লম্পটের সঙ্গে ট্রয় নগরে প্রস্থান করিল। এই হেতুক গ্রীক দেশের তাবৎ লোক ঐ মেনলস রাজার সহায় হইয়া ট্রয় নগর আক্রমণ করিল, এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা

* এইক্ষণে তাহার নাম মিস্ত্রি।

বেষ্টন করিয়া শেষে পরাজয় করিল। পরে আরগস ও মাইসিনী এবং লাসিডীমন এই তিন রাজ্য একত্র করা গেল, আর ওরেষ্টিব নামে এক ব্যক্তি তাহাতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

প্রাচীনং ইতিহাস বেত্তারা পূর্ব্বং ইতিহাস সকলের মধ্যে গ্রীক দেশীয় লোকদের আর ত্রোয়াস দেশীয় লোকদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ বিষয়ে যে রূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের প্রয়োজনক বটে, অতএব তাহা লেখা উচিত। আর তাঁহারা যে রূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ইদানীন্তনের দিগ দেশ ভ্রমণকারি লোকদের কথাতে পুষ্ট ও প্রমাণ বটে, আর গ্রীক ভাষা ও লাটিন ভাষাতে বিরচিত যে তত্তৎ যুদ্ধ বিষয়ক পদ্য করিয়া যে দুই ইতিহাস লিখিত আছে তাহার উৎকৃষ্টতা দেখিয়া বোধ হয়, যে পৃথিবীতে পাণ্ডিত্য ও কবিতার গুণ গ্রাহকতা থাকিতে কখন ঐ কবিতার প্রশংসা ও মর্য্যাদার হ্রাস হইবে না।

প্রথমতঃ ডার্ডেনস নামক এক জন ভূপতি দুই শত ক্রোশাধিক দীর্ঘ ঐ ত্রোয়াস নামক রাজ্যের মধ্যে ত্রয় নামে খ্যাত্যাপন্ন একটি রাজধানী স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর প্রিয়াম রাজার পিতা যে রাজা লাঅমিডন তৎকর্ত্তৃক ঐ নগর উন্নত হইয়া অতি দৃঢ় রূপে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। পরে প্রিয়াম নামক পঞ্চম রাজার অধিকারে ঐ ভূপতির পূর্ব্বপরুষের সঙ্গে আর মাইসিনি দেশীয় আগামেম্নন রাজার পূর্ব্ব পুরুষের সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত যে দ্বন্দ্ব হইয়া আসিতেছিল তাহা তৎকালে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে তাহাতে শেষে ত্রোয়াস দেশ ও গ্রীক দেশ উভয়ই এক প্রকার উচ্ছিন্নতাকে প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধারম্ভের সূত্র হইয়াছে কেবল প্রিয়াম রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পারিষ নামকের লম্পটতা, আর স্পার্টা দেশীয় মেনেলস রাজার হেলন নামক পত্নীর অসতীত্ব। ফলতঃ ঐ যুবরাজ এক সময় স্পার্টীয় রাজগৃহে অতিথিভাবে মর্য্যাদাপন্ন হইলে পর তিনি কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক চাতুরী দ্বারা ঐ স্পার্টীয় রাজমহিষীর মন এমন বশীভূত করিলেন, যে তাহাতে ঐ রাজমহিষী কামাকুলিত চিত্তা হইয়া স্ত্রী লোকের উত্তম ভূষণ স্বরূপ যে লজ্জা ও পতিব্রতত্ব, তাহাতে অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়া, এবং দেশ ও স্বামীতে নিস্পৃহ হওত ঐ দুষ্টতে মন সমর্পণ করিয়া তাহার সহিত ত্রোয়াস দেশে প্রস্থান করিলেন। এমন হইলে গ্রীক দেশীয় সেনাপতিগণেরা

yielded to the solicitations of the Trojan prince, and consented to accompany him to Troy. All the Grecian chiefs, having been informed of the injury done to Menelaus, assembled at Ægium in Achaia to deliberate on the means of avenging it. They agreed to furnish their respective quotas towards fitting out a numerous fleet and grand army, for the invasion of Troas, and reduction of its capital. The number of vessels employed in this expedition, (for they can scarcely be called ships,) are said to have amounted to 1200, each of which contained from 50 to 100 men; and the army consisted of upwards of 100,000 chosen warriors. This armament, placed by common consent under the command of Agamemnon, the brother of Menelaus, embarked from Aulis, in Bœotia, and arrived safely in the Hellespont, which washed the walls of Troy, and bounded on the west the kingdom of Priam. At first, considerable success attended the Grecian arms: many cities of Troas were taken and plundered; many captives and immense treasures were collected: and flushed with victory, the invading army sat down before the Trojan capital. Here, however, the train of their conquest was broken, and the progress of the war became tedious and adverse to the Grecian allies. This reverse was partly occasioned by the necessity of dividing their forces to obtain supplies for so large an army; partly by the determined bravery of Hector and his Trojan forces; but chiefly by the dissensions which arose among the Grecian chiefs, in consequence of which, some of the bravest commanders withdrew their detachments for a time from the field of battle. During nine years, the conquest remained in suspense; many sanguinary

মেনেলস রাজার প্রতি প্যারিস যুবরাজের এইরূপ অসঙ্গত অত্যাচার জানিয়া আখায়া দেশের ইজিয়ম নামক স্থানেতে পরস্পর একত্র হইয়া ঐ যুবরাজের প্রতিফল জন্য পরামর্শেতে এই স্থির করিল, যে আপন২ প্রত্যেক জনের জাহাজ ও সৈন্য দলবল একত্র করিয়া ত্রোয়াস দেশীয় রাজধানী প্রভৃতি সকলে এককালে আক্রমণ করিতে হইবে। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পশ্চাৎ তাহারা আপন২ এক২ জাহাজে পঞ্চাশ জন ও একশত জন সংখ্যা করিয়া লোক তুলিল এমন বারো শত জাহাজ সুসজ্জীভূত করিল। তদ্ব্যতিরিক্ত এক লক্ষ মহা২ যোদ্ধা সৈন্য লইয়া মেনেলস ভূপালের আগামেম্নন নামক ভ্রাতা সকলের অনুমতি পূর্ব্বক তাহাদিগের অধ্যক্ষ হইলেন। পরে যুদ্ধ যাত্রার সময় স্থির করিয়া বইসিয়া দেশীয় অলিস নামক নগর হইতে জাহাজ খুলিয়া দিলেন। অনন্তর কিছু কালের পর ত্রোয়াস দেশীয় রাজধানীর নিকটস্থ যে হেলিসপণ্ট নামে নদী তাহার পশ্চিম তীরে প্রিয়াম রাজার রাজ্যের সীমাতে পৌঁছিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাতে কিছু দিন পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম করিয়া গ্রীক লোকেরা জয়ী হওত ত্রোয়াস দেশের বিস্তর২ নগর লুঠ করিয়া তন্নগরস্থ অনেক২ লোককে বন্ধি করিয়া রাখিল, এবং বিস্তর২ ধনও পাইল। এরূপ হওয়াতে গ্রীক লোকেরা পুলকিত হইয়া রণ জয়েতে অধিক সাহসযুক্ত হইলে অসংখ্য সৈন্যের সহিত ত্রোয়াস দেশীয় রাজধানীর সম্মুখে গিয়া ছাউনী করিল। এপ্রকার দেখিয়া ত্রোয়াস দেশীয় হেকটর নামক সেনাপতি ক্রোধেতে অগ্নিতুল্য হইয়া অসংখ্য২ সৈন্য লইয়া ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, তাহাতে গ্রীক লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রমে২ পরাজয় হইতে লাগিল। আর গ্রীক লোকদের যে এরূপ বিপরীত হইয়া উঠিল তাহার একটি কারণ এই, যে তাহাদের সৈন্যেরা খাদ্যদ্রব্যানয়নে নানাস্থানী হইয়া গেল, বিশেষতঃ অনৈক্য প্রযুক্ত তাহাদের কতক গুলিন প্রধান২ সেনাপতি আপন২ দলবল লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। সে যাহা হউক এই প্রকারে কাহারো কখন জয় ও কাহারো কখন পরাজয় হইয়া ক্রমিক নয় বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে উভয় পক্ষেরই বিস্তর২ সেনা ও সেনাপতি হত হইতে লাগিল। আর এই দীর্ঘকালীন মহামারী স্বরূপ সংগ্রাম নবম বৎসর গত হইলে তাহার উপরে আবার গ্রীক সৈন্যের মধ্যে ঈশ্বর দত্ত একটি

battles having been fought with almost equal succe and many celebrated warriors having fallen on b sides. In the beginning of the tenth year of this calai tous and protracted war, a dreadful pestilence comm ted such ravages in the Grecian camp, that they most resolved to relinquish the undertaking as hop less, but were dissuaded from re-embarking by the monstrances of Diomedes, the eloquence of Nestor, a the artifices of Ulysses. The war was at length term nated by a stratagem. After the death of both He tor and Achilles, Ulysses contrived by a subtle art fice to introduce a small but valiant band of Greel into the city, who opened the gates by night to the comrades, and reduced to ashes all its magnificei palaces and venerable structures. Thousands of de fenceless inhabitants were destroyed by fire or swor and the hoary-headed monarch, after having been eye witness to the slaughter of several of his sons, was cru elly murdered in his palace by Pyrrhus.

Nor were the results of this memorable conflict les tragical to the victors than to the vanquished. Severa detachments of the Grecian fleet were dispersed b storms on their return, and either driven by contrar winds on inhospitable shores, or dashed in piece amongst rocks or quicksands. Some of the chiefs wh had escaped the perils of the war, never reached thei homes; and others, on their arrival, found their domi- nions in a state of lawless anarchy, their thrones occu- pied by usurpers, and the affections of their subjects alienated. A small number of Trojans, who escaped the general wreck of their country, attached themselves to Æneas, and set sail in quest of a more peaceful habitation,

মহামারী হইয়া তাহাদের বিস্তর২ সেনা ক্ষয় হইল, তাহাতে গ্রীক লোকেরা যুদ্ধের বিফলত্ব নিশ্চয় করিয়া আপন২ জাহাজে যাইতে উদ্যত হইলে ডাইওমিডস নামক সেনাপতির দৃঢ় নিবেদনেতে, ও নেষ্টর নামক সেনাপতির বক্তৃতাতে, আর ইউলিসিস সেনাপতির নানা কৌশলেতে তাহারা নিবৃত্ত হইয়া রহিল। কিন্তু শেষে বলেতে না হইয়া ছলেতে গ্রীক লোকদের ঐ যুদ্ধ অনায়াসে ফলবান্ হইয়া উঠিল; তাহার কারণ এই, যে ট্রোয়াস দেশীয় হেক্টর নামক সেনাপতি, আর আকিলিস নামক সেনাপতি, এই দুই জন প্রধান লোক সংগ্রামে হত হইলে পর এক সময় ইউলিসিস নামক গ্রীক সেনাপতি কোন বুদ্ধির কৌশলেতে কতক গুলিন গ্রীক লোককে ঐ নগরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিল; তাহাতে রাত্রি যোগেতে তাহারা ঐ নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে পর অনেক২ সৈন্য সামন্ত ঐ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাবৎ গৃহাদি ভস্ম করিল; আর ঐ নগরের সহস্র২ লোক অস্ত্রদ্বারা ও অগ্নিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। শেষে ঐ বৃদ্ধ প্রিয়াম রাজা নিজ সাক্ষাতে আপন পুত্রগণের বিনাশ দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলে পর তিনিও পিরস নামক গ্রীক সেনাপতির হস্তে হত হইলেন।

গ্রীক লোকেরা এই রূপে ঐ ভয়ানক সমরে জয়ী হইল, কিন্তু তত্রাপি ঐ পরাজিত লোকদের ন্যায় অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল; তাহার বীজ এই, যে যখন তাহারা জয়ী হইয়া আপন গ্রীক দেশে যাইতেছিল তখন এক সময় একটি প্রবল প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা বিস্তর২ জাহাজ শত্রু দেশীয় তীরেতে ও উপদ্বীপাদিতে লাগিয়া ভগ্ন ও মগ্ন হওয়াতে অনেক২ লোক প্রাণ ত্যাগ করিল। দেখ, তাহাদের একি সামান্য দর্ভাগ্য যে এ প্রকার ভয়ানক সংগ্রাম জয় করিয়াও অনেক২ সেনাপতিরা বাটী পৌঁছিতে পারিল না। পরে অবশিষ্ট কতক গুলিন লোক আপন২ দেশে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিল, যে গ্রীক দেশে অরাজক প্রযুক্ত উপপ্লব হইতেছে, আর উপদ্রবি লোকেরা ঐ রাজসিংহাসনস্থ হইয়াছে, এবং প্রজালোকেরাও আপনাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে না। ও কথা ঐ পর্য্যন্ত থাকুক এদিকে সংগ্রামে রক্ষা প্রাপ্ত ট্রোয়াস দেশীয় কতক গুলিন লোক তাহারা এনিয়াস নামক একজন অধ্যক্ষের আশ্রয় লইয়া দেশান্তরে দ্বিতীয় ট্রোয়াস রাজ্য স্থাপনার্থে অনুসন্ধানী হইয়া জাহাজে আরোহণ করিল;

where they might found a second Troy. After a tedi and perilous voyage they arrived at Carthage, wh they found a body of Tyrians occupied with build that famous city, which afterwards disputed with Ro the empire of the world. From Carthage Eneas a his companions proceeded to Italy, where they settl and laid the basis of the flourishing city and far-fan republic of Rome.

The Heraclidæ, or posterity of Hercules, having (pelled Tisamenes the son of Orestes, divided amo them the countries which they had subdued, and which Aristodemus obtained Lacedæmon. But Ar todemus dying about this time, his two sons, Eur thenes and Procles, succeeded to the sovereignty Sparta, and neither divided the kingdom between the nor reigned alternately: they ruled conjointly, and wi equal authority; and each was styled king of Spart and acknowledged in that capacity. This singular ar seemingly inconsistent form of government continu upwards of eight hundred years.

· Lycurgus, the tenth in descent from Hercules, ceived the sceptre on the death of his brother Polyde tes, one of the kings of Sparta; but he resigned tl crown in favour of the infant son of his sister-in-la Lycurgus received the child whilst at supper wi some of the principal persons of the city, and presente him to them, saying, "My lords of Sparta, here is king born to us." Then placing him on the chair state, and perceiving how much the company we overjoyed, he named him Charilaus. However, fin

কিছু কালের পর তাহারা সমুদ্রের নানা তরঙ্গ ও নানা দুর্ঘটনা উত্তীর্ণ হইয়া কার্থেজ নামক নগরে পৌঁছিয়া দেখিল, যে সে স্থানে শোর দেশীয় কতক গুলিন লোক বসতি পূর্ব্বক নগর স্থাপন করিতেছে; কিন্তু ঐ নগর কালক্রমে এমন উন্নত ও প্রবল ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়াছিল, যে তদ্দেশীয় লোকেরা জগতের একাধিপ হইবার জন্যে রুমী লোকের সহিত ঘোরতর বিবাদ ও সংগ্রাম করিতে লাগিল। পরে ঐ ইনিয়াস সেনাপতি আপন অনুগত লোকের সহিত ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া ইটালি নামক দেশে পৌঁছিয়া বসতি করত সেই স্থানে জগৎ খ্যাত রুম নামে নগর স্থাপন করিল।

পরে হারকিউলিষ নামক এক ব্যক্তির বংশ যে হেরাক্লিডি লোক তাহারা ওরেষ্টিষের পুত্র যে টিসামিনিষ তাহাকে দেশচ্যুত করিয়া আপনারা দিক্ এবং দেশ প্রদেশ সকল করতলস্থ করিয়া কৃতাংশ পূর্ব্বক লইল; তাহাতে আরেষ্টডীমস নামে এক ব্যক্তির ভাগে লাসিডীমন দেশ পড়িল; কিন্তু তৎকালীন ঐ ব্যক্তির পঞ্চত্ব হওয়াতে ইউরিস্থিনিস ও প্রোক্লিষ নামক তাহার উত্তরাধিকারী দুই পুত্র স্পার্টা রাজ্যের কর্ত্তা হইল, কিন্তু তাহারা ঐ রাজ্য দুই অংশ করিয়া লওয়া কিম্বা পালা পূর্ব্বক কর্তৃত্ব করা ইহার কিছুই না করিয়া এক কালীন উভয়ে প্রভুত্ব করিতে লাগিল, ইহাতে দুই জনেই স্পার্টা দেশের রাজা নামে খ্যাত হইল। এক প্রকারে ঐ দেশে দুই রাজার কর্তৃত্বেতে অদ্ভুত এবং এক প্রকার ব্যবহার রুদ্ধ রাজ্য শাসন আট শত বৎসর হইল।

পরন্তু হারকিউলিষ সংজ্ঞক রাজা অবধি করিয়া দশমাধিকারী লাইকরগস ছিলেন, ও তাঁহার ভ্রাতা যে পালিডেক্টীস তিনি ঐ স্পার্টা দেশের ভূপতি, তন্মরণানন্তর ঐ লাইকরগস তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু সেই মৃত রাজার পত্নীর গর্ব্ভ নিশ্চয় হওয়াতে লাইকরগস রাজমুকুট ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে লাইকরগস নগরস্থ প্রধান২ লোকদের সঙ্গে রাত্রি যোগে ভোজন করিতেছিলেন এমত কালে এক জন ঐ অভিনবজাত বালককে লইয়া তাঁহাকে দিল, ইহাতে তিনি শিশুকে লইয়া সহভোক্তাদিগকে এই কথা কহিলেন, যে ওহে স্পার্টা দেশীয় মহাশয়রা, এই দেখ

ing that the queen and her partisans were extremel irritated at his conduct, he determined on a voluntai exile, and visited Crete, Egypt, and Asia. At lengtl the Spartans invited him to return, and regulate the government.

Having obtained the approbation and assistance of tl Delphic oracle, Lycurgus promulgated his laws. H first act was to establish a senate, which was compose of twenty-eight members, whose office consisted in pre serving a just balance between the power of the king and that of the people. No measure which had no received the previous consent of the senate could b brought before the assembly of the people; and on th other hand, the judgment of the senate was not effec tual without the sanction of the people. The king presided in the senate. They were the generals of tl republic; but they could not plan any enterpris without the consent of a council of the citizens. The were merely the first citizens in the state, and enjoye only the shadow of royalty.

The people had their assemblies, and possessed nominal share in the government of Sparta; but the senate convened and dismissed them at pleasu and they held no offices in the state, their real pow was very insignificant. In order, however, to repress t insolence, pride, and luxury of the great and wealth and banish want and misery from the dwellings of t poor, Lycurgus divided all Laconia into thirty-ni thousand shares, of which nine thousand were assig

আমাদের এক রাজা জন্মিয়াছেন। অনন্তর ঐ বালককে রাজ সিংহাসনে বসাইলেন। এতদ্বিষয়ে সভাস্থ লোকদের অতিশয় আহ্লাদ হওয়াতে বালকের নাম রাখিলেন চারিলস। কিন্তু এই রূপ কর্ম্ম করাতেও রাণী ও তাহার পক্ষের লোকেরা অসন্তুষ্ট হওয়াতে ঐ রাজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রিট ও মিশর এবং আশিয়া এই সকল দেশেতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শেষে স্পার্টা দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, যে তুমি আসিয়া এখানকার তাবৎ বিষয় সমাধা কর।

অপর লাইকরগস ডেলফস নগরস্থ দেবতার দৈববাণীতে আপন সকল আজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম আজ্ঞাতে এক সভাস্থাপন হইল, এবং আটাইশ জন লোককে ঐ সভাস্থ করা গেল; ইহার অভিপ্রায় এই, যে সভাসদেরা মধ্যস্থ হইয়া রাজা ও প্রজাবর্গ পরস্পর কেহ কাহারো উপর অন্যায় করিতে যেন না পারে। কোন আইন ঐ সভাস্থ লোকদের অনুমতি না পাইয়া কেহ লোক সাধারণ সভাতে কহিতে পারিত না। তদ্রূপ ঐ সভাস্থ ব্যক্তিদের সকল আজ্ঞা লোকদের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাইত না। আর রাজারা ঐ সভার প্রধানীভূত এবং রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিল, কিন্তু প্রজালোকের সম্মতি ছাড়া কোন যুদ্ধাদি করিতে পারিত না; তবে কি না তাহারা এক প্রকার প্রজাদের মধ্যে প্রধান ছিল এই মাত্র কিন্তু রাজ পরাক্রম তাহাদের সর্ব্বতোভাবে ছিল না, কেবল রাজা নাম মাত্র ধারী।

অপর প্রজা লোকদের নিজের এক সভা ছিল ও রাজশাসনেতে তাহাদের এক প্রকার অংশ ছিল, তত্রাপি রাজ সভাস্থেরা ইচ্ছানুসারে সাধারণ লোকদের সভা স্থাপন করিতে ও ভাঙ্গিতে পারে। আর প্রজাদের মধ্যে কোন লোক রাজ কর্ম্ম করিতে পাইত না, এই নিমিত্তে তাহাদের ক্ষমতাও প্রকৃতরূপ ছিল না। আর সে স্থানের মধ্যে যে সকল লোক প্রধান ও ভাগ্যবন্ত, তাহাদের যেন দাম্ভিকতা ও অহঙ্কার এবং সুখ না বাড়ে, আর দুঃখি লোকেরা যেন অধিক ক্লেশ না পায়, এই জন্যে লাইকরগস লেকোনিয়া দেশ ঊনচল্লিশ হাজার ভাগেতে বিভক্ত করিলেন; তাহার মধ্যে নয় হাজার ভাগ স্পার্টা নগরস্থ লোকদিগকে প্রদান করিলেন, কিন্তু ঐ সকল ভূমিতে যাহাদের স্বত্ব

ed to the city of Sparta. These portions could nev be divided, but passed entire to the heirs of those wh acquired them.

Lycurgus withdrew all the silver and gold in circu lation, and permitted only iron money to be given i exchange. This coin was made of iron heated in th fire, and quenched in vinegar, that it might be rende ed brittle, and unfit for any other use. From that tim all commerce with foreign nations was annihilated, an the ships of another country never entered the harbour of Laconia. Lycurgus even prohibited commerce t the Spartans, abolished all useless arts, and allowe those necessary to life to be practised only by th slaves.

The next ordinance was, that all, even the king themselves, should make their principal repast at th public tables, where moderation and frugality were ex ercised. The meals were coarse and parsimonious; an the conversation was calculated to induce a patrioti spirit.

All children, as soon as born, were commanded t be brought by their parents, that they might be examin ed by persons appointed for that purpose. Those tha were well made and vigorous, were preserved; bu such as were weak or deformed, were exposed to pe rish at the foot of mount Taygetus. As no Spartan wa permitted to have his children educated according t his own pleasure, the boys, at the age of seven year were sent to the public schools. Their education re jected all embellishments, and cherished only the mos hardy habits. They were taught obedience to th laws, respect for parents, reverence for old age, un

হইল তাহারা আর কাহাকেও দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না, কিন্তু পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবে।

পরে লাইকরগস চলিত যে সুবর্ণ রজতের মুদ্রা তাহা একেবারে উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কেবল লৌহমুদ্রা চালাইতে অনুমতি দিলেন। ও তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সির্কাতে স্নিগ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন; ইহাতে ঐ ধাতু এমন মড়মড়্যা হইয়া উঠিল, যে তাহাতে আর কোন দ্রব্যান্তর জন্মে না। এবং কোন বিদেশি লোকের সহিত বাণিজ্য করিতে বারণ করিলেন, আর অন্য দেশীয় জাহাজ সকল লেকোনিয়াতে প্রবেশ করিতেও দিলেন না, এই রূপে তাবৎ বাণিজ্য স্থগিত করিলেন। অপর যে সকল বিদ্যা কোন কার্য্যেতে আইসে না তাহা লোপ করিয়া যে২ বিদ্যা না হইলে সংসারের নির্ব্বাহ চলে না তাহা কেবল কিঙ্করদিগকে শিখিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

আর লাইকরগসের নিয়মানুসারে প্রজালোক কি রাজারা সকলেই একত্র বসিয়া ভোজন করিত, ইহার ভাব এই যে তাহাতে সকলে পেটুক হইবে না এবং ব্যয়ও অল্প হইবে, আর তাহারা শাকাদি সামান্য দ্রব্য ও অল্প মূল্যেতে যাহা২ মেলে এমন সকল সামগ্রী খাইত; এবং ঐ ভোজন স্থানে যে কথোপকথন হইত লোকের মন যেন স্থির থাকে, এবং রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণও না করে, এই তাহার অভিপ্রায়।

আর ঐ স্পার্টা দেশে এই সকল আজ্ঞা ছিল যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র রাজকীয় লোকদের নিকট লইয়া যাইবে, তাহাতে লোকেরা আপন২ অপত্যকে লইয়া গেলে তাহারা করিত কি, না যে সকল শিশু বলবান্ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবান্বিত তাহাদিগকে বাঁচাইত, আর যে গুলিন কুৎসিত ও দুর্ব্বল তাহাদিগকে বিনাশ করিতে টেগিটস নামক পর্ব্বতের তলে পরিত্যাগ করিত। অপর তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে নিজ বালককে লেখাপড়া শিক্ষাইতে পারিত না; বালকেরা যখন সপ্তম বৎসর বয়স্ক হইত তখন দেশের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিত। কিন্তু ঐ পাঠশালায় পড়ুয়াদিগকে বিশেষ২ যে বিদ্যা তাহা অভ্যাস করাইত না, কেবল সামান্য বিদ্যা শিক্ষাইত। আর যাহাতে তাহাদের মন সাহসিক হয়, এবং যে রূপে রাজাজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, ও পিতা

daunted courage, contempt of danger and death, and above all, the love of glory and of their country.

The laws of Lycurgus were shaded by many faults. The Lacedæmonian women frequented the baths, and contended in the Palæstra promiscuously with the men; and this rendered their manners shamefully dissolute. Theft constituted a part of the education of the Spartans. Youth were taught to subdue the feelings of humanity; and the slaves treated with the most barbarous rigour, and often massacred in sport and wantonness.

Lycurgus having thus perfected, as he supposed, th form of the Lacedæmonian republic, endeavoured t render it stable and permanent. For this purpose h obliged the Lacedæmonians, by an oath, to promis that they would observe his laws till his return fron Delphi; from whence he sent to Lacedæmon the fo lowing answer of the oracle, "The laws given to t Spartans are excellent; and the state, whilst contin ing to observe them, shall be the most glorious ar potent in the world." Lycurgus then voluntarily star ed himself to death. Some, however, say, that he di in Crete, and commanded his ashes to be thrown in the sea, lest they should afterwards be carried Sparta, and the Lacedæmonians consider themselv as released from their oath.

Sparta was soon at war with the Messenians, a neig bouring people. This was equally cruel and unju In vain the Messenians offered to submit to the ar tration of the Amphictyons, or that of the Areopag at Athens. During three years, the Spartans retai ed their resentment for a trifling injury, and fell une

মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, আর বৃদ্ধ লোকদিগকে সমাদর করে; এবং যাহাতে অতিশয় ভরসা হয়, আর বিপদেতে ও মরণেতে ভয় না থাকে, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় আত্ম গৌরবেচ্ছা, ও নিজ দেশ যে সকল দেশহইতে প্রিয়জ্ঞান করে,এই সমস্ত যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করাইত।

কিন্তু ঐ লাইকরগসের নীতি বিধান ব্যবস্থাতে প্রায় অনেক দোষ ছিল, তাহার প্রমাণ দেখ; তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ঘাটে গিয়া পুরুষদিগের সহিত একত্র স্নান করিত, এবং পালীষ্ট্রা নামে কৌতুক গৃহে গিয়া পুরুষের সহিত পরস্পর বাহু যুদ্ধ করিত। এই রূপ ব্যবহারে লোকদের চরিত্র অত্যন্ত নির্লজ্জ হইল। আর ঐ স্পার্টা দেশে সকল বিদ্যার মত চোরী বিদ্যাও সকলের শিক্ষিত ছিল। আর দেখ, বালকদিগের মাতা পিতা ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেতে পরস্পর স্নেহ যাহাতে লোপ পায় এমন শিক্ষা করাইত, এবং তাহাদের ক্রীত দাস দাসীদিগের প্রতি সর্ব্বদা নির্দ্দয় আচরণ করিত। অধিক কি লিখিব তাহাদের কাহার২ প্রাণদণ্ডও কখন২ করিত।

লাইকরগস এইরূপে লাসিডীয়নীয়ের সাধারণাধিকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিয়া ঐ ব্যবস্থাকে চিরস্থায়িনী করিবার ইচ্ছা করিয়া লাসিডীয়নীয়দের এই শপথ করাইলেন, যে যে অবধি আমি দেলফি দেশহইতে না আসিব সেই পর্য্যন্ত তোমরা আমার স্থাপিত ব্যবস্থাদি মনোযোগ করিয়া পালন করিবা; ইহা কহিয়া তিনি দেলফি দেশে গমন করিলেন। সেই দেশে গ্রাম্য দেবতার নিকটে এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, যে স্পার্টা দেশস্থ লোকদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থাদি দান করা গিয়াছে সে অতি উত্তম, যে পর্য্যন্ত ঐ লোকেরা ঐ সকল ব্যবস্থাদি প্রতিপালন করিবেন তাবৎ স্পার্টা দেশ ভূমণ্ডল-মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও শ্রীযুক্ত হইয়া থাকিবে; এই দৈববাণী লিপি-দ্বারা তিনি লাসিডীয়নীয়দিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে লাই-করগস স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অনশন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কেহ২ কহে তিনি ক্রীট দেশে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন, এবং স্বীয় শরীর দগ্ধ ভস্মাদি সাগরে নিঃক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, কারণ যদ্যপি কোন ব্যক্তি ঐ ভস্ম স্পার্টা দেশে লইয়া যায় তবে লাসিডীয়নীয়েরা মনে করিবে যে আমরা অঙ্গীকারহইতে অদ্য মুক্ত হইলাম।

পরন্তু নাইকেণ্ডর নামে এক ব্যক্তি স্পার্টানদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার অনুমতিদ্বারা স্পার্টানেরা আপনাদিগের নিকটস্থ মেসিনিয়ন

pectedly on the frontier city of the Messenians, and massacred all the inhabitants without distinction of age or sex. They were then governed by their king Nicander, who commanded, or at least permitted, this act of barbarity.

In the reigns of Theodorus and Theopompus, the Messenians, being continually defeated, consulted the oracle, which advised them to sacrifice to the gods a virgin of the royal blood. Lots were, therefore, cast, and fell on the daughter of Lyciscus; but she being considered as supposititious, Aristodemus voluntarily offered his own daughter as the devoted victim. Her lover, however, who was present, asserted that the marriage between them was consummated, and that she was not a virgin. This so enraged Aristodemus, that he instantly slew her. Public rejoicings followed the sacrifice of this virgin; and the Messenians concluded they should now be conquerors. The efforts of Aristodemus, however, could not prevent the Messenians from being frequently beaten; and at length they lost all their courage. Aristodemus, finding things desperate, slew himself on the grave of his daughter: afterwards the kingdom of Messenia became tributary to Sparta, and submitted to some very severe conditions.

About this time were instituted the Ephori, who were five in number, and chosen by the people from their own body, and who gradually acquired an unlimited authority. They presided in the general assem-

াত্তিদিগের সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার ন্যায়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে মেসিনি-নেরা কহিল, যে তোমরা অন্যায় যুদ্ধ করিও না, বরং এম্ফিক্তি-নদিগের অথবা আথেন্স দেশীয় এরিয়পেগস নামে সভাস্থ াকদিগকে মধ্যস্থ মান, স্পার্টানেরা এ কথা না শুনিয়া অতি তুচ্ছ ষয়ের নিমিত্তে ক্রমাগত তিন বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলে পরে মেসিনিয়নদিগের সীমাবচ্ছিন্ন নগর আক্রমণ করিয়া তন্নগরস্থ স্ত্রী রুষাদি প্রজাদিগকে নির্দ্দয় রূপে বিনাশ করিল।

পরে থিয়ডোরস নামে এক অধ্যক্ষ ও থিয়পম্পস নামে এক ধ্যক্ষ এই দুই অধ্যক্ষের অধিকারে মেসিনিয়নেরা ক্রমিক বারং ভূত হইয়া আপনাদিগের দেবতা নিকটে হত্যা দিয়া কহিল, য হে দেবতে, আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা কেন হইতেছে? ইহাতে ই দৈববাণী হইল, যে তোমরা এক রাজ বংশোদ্ভব কুমা-ীকে দেবতা নিকটে বলিপ্রদান কর। ঐ দৈববাণী শুনিয়া মেসি-নয়নেরা গুলিবাঁট করিলে পরে ঐ গুলিবাঁট লাইসস্কস্ নামে ক ব্যক্তির কন্যার নামে পড়িল, কিন্তু সে কন্যা জারজা অনুভব রিয়া এরিষ্টডিমস নামক কোন এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ ন্যাচ্ছেদনে অভিমত হইলেন। এতৎকালে কোন ব্যক্তি ঐ কন্যার রত্ব ইচ্ছা করিয়া কহিল, যে আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছে, কি প্রকারে এ কন্যা কুমারী হইবে? এরিষ্টডিমস নামক ্যক্তি এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে অতিশয় কোপান্বিত হইয়া ঐ স্বীয় ন্যাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিল। পরে ঐ কন্যার বধ হওয়াতে তদ্দে-শস্থ সমস্ত লোকেরা আনন্দান্বিত হইয়া কহিতে লাগিল, যে অদ্যাবধি আমরা বিজয়ী হইলাম। কিন্তু ঐ এরিষ্টডিমস এ প্রকার করিলেও মেসিনিয়নেরা পুনর্ব্বার যুদ্ধে পরাভব পাইয়া অত্যন্ত হীনবীর্য্য হইল। পরে ঐ এরিষ্টডিমস সমস্ত বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিজ দুহিতার গোরোপরি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে মেসিনিয়নেরা অনুপায় ভাবিয়া স্পার্টানদিগের সহিত সন্ধি করত করদানদ্বারা অধীন হইয়া থাকিল।

ঐ সময়ে সাধারণ লোক সমূহহইতে আনীত পাঁচ জন ইফো-রাই নামে সভাতে রাজ কর্ম্ম বিবেচনা করিত, কিন্তু তাহাদের ক্রমেং অতিশয় পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা লোক সাধারণ

blies, declared war, made peace, determined the number of troops, regulated the taxes, and distributed punishments and rewards. In short, their power, though in some respects subordinate, was in others paramount even to that of the kings and the senate.

The conditions imposed on the Messenians were so oppressive, that they revolted, and took for their general Aristomenes, who defeated the Lacedæmonians in a long and bloody engagement. The Spartans, by the advice of the oracle, sought a leader from the Athenians, who sent them Tyrtæus, a schoolmaster and poet, lame of one foot, and suspected of insanity. However, he encouraged them by his poems, directed them by his counsels, and recruited their armies by men chosen from the Helotes. The Messenians were defeated, and their general Aristomenes was taken prisoner, and thrown into a deep cavern amid the dead and the dying. However, he contrived to make his escape by means of a fox, which he seized by the tail, and followed till he came to a small crevice, through which he forced himself. After a siege of eleven years, Era, the capital of Messenia, was taken, and that country annexed to the Spartan territory.

When Xerxes threatened the liberties of Greece, Leonidas, the Spartan king, being prepared to devote his life to the safety of his country, went with a few followers to oppose the immense army of Persia. "I

সভাতে অধ্যক্ষতা করিতে লাগিল, ও ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ে আজ্ঞা করিত, ও সৈন্যসংখ্যা নিরূপণ করিত, ও রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিত, এবং সজ্জনদিগের পুরস্কার ও দুর্জ্জনদিগের দণ্ড স্বেচ্ছানুসারে করিত। আর অধিক কি লিখিব তাহাদিগের কোন২ বিষয়ে ক্ষমতার ত্রুটি ছিল বটে, কিন্তু কোন২ বিষয়ে রাজা ও সভাস্থ লোকের অপেক্ষায়ও অধিক শক্তি ছিল।

মেসিনিয়নেরা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্পার্টানদিগের সহিত সন্ধি করাতে স্পার্টানেরা এমন কঠিন নিয়ম করিয়া দিল, যে তাহারা অসাহিষ্ণু হইয়া উপপ্লব প্রাপ্ত হইল; এবং আরিস্টমিনিস নামে এক ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত কঠোর যুদ্ধদ্বারা স্পার্টাদিগকে পরাভব করিল। পরে স্পার্টানদের আপনাদিগের দেবতানিকটে হত্যা দেওয়াতে এই দৈববাণী হইল, যে আথেন্স দেশীয়দিগের নিকটে এক সেনাপতি যাচ্ঞা কর, সেই সেনাপতিদ্বারা তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। পরে আথেন্স দেশীয়েরা এক জন বিদ্যাশিক্ষকও কবিকে পাঠাইয়া দিল। ঐ কবির এক চরণ ভগ্ন ছিল, এবং তাহাকে অনেকে পাগল অনুমান করিত, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আপন ক্ষমতাদ্বারা কএক জন সৈন্য আনিয়া স্পার্টানদিগের সৈন্য বাহুল্য করিল, ও কবিতাদ্বারা ও পরামর্শদ্বারা তাহাদিগের সাহস জন্মাইল। পরে নানা প্রকার ঘোরতর যুদ্ধদ্বারা মেসিনিয়নদিগকে পরাজয় করিল, এবং তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষকে বন্ধন পূর্ব্বক আনিয়া একটা গভীর গর্ত্ত মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল, সেই গর্ত্তমধ্যে কেবল নানা প্রকার মৃতদেহ ও মৃত প্রায় ব্যক্তিরা থাকিত। সে যাহা হউক ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ এক শৃগালের লাঙ্গূল ধরিয়া পশ্চাদ্গামী হইলে পরে এক ক্ষুদ্র গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় বলদ্বারা উপরে উঠিয়া পলায়ন করিল। পরে স্পার্টানেরা মেসিনিয়নদিগের রাজধানী একাদশ বৎসরে রুদ্ধ করিয়া স্বায়ত্তে আনিয়া স্পার্টার রাজ্যের সহিত মিলন করিল।

যে কালে জর্কসেস নামে রাজা গ্রীক দেশকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তৎকালে লিয়নেডস নামে স্পার্টান দেশীয় সেনাপতি আপন দেশ রক্ষার্থে প্রাণব্যয় পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া কথক গুলিন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ফারশী দেশের অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করিল। সেই কালে ঐ সেনাপতি তদ্দেশস্থ সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, যে আমার কেবল থেরম-

profess," said he, "to defend the straits of Thermopylæ; but in truth I go to die for my country." When he reviewed the three hundred who accompanied him, and perceived that many of them had not attained the age of manhood, he would have dismissed some of them, under the pretext of sending advice to the Ephori. They, however, penetrating his design, refused to depart, one of them answering, "Sir, I came to serve you as a soldier, not as a courier;" and another saying, "Let us fight first, and after that I will carry your account of the battle." The victory over these few brave Spartans, and their confederates, almost all of whom fell in the defence of their country, cost the Persians twenty thousand men.

Pausanias, after his victory at Platæa, entered the tent of Mardonius, the Persian general, and ordered the servants to prepare an entertainment composed of all the delicacies of Asia, and also directed his own table to be served in the Spartan manner. He then addressed himself to the Greeks around him, and said, "See, my friends, the folly of this king of the Medes, who being able to feast thus sumptuously at home, has come so far to despoil the Greeks, who fare so hardly!" Pausanias, however, was afterwards corrupted by the luxury which he had contemned, and acquiring a taste for Asiatic customs, was induced to listen to the Persians, who offered to render him sovereign of Greece. Finding his plots discovered, he took refuge in the temple of Pallas; the door of which being blocked up with stones, he died of hunger.

Afterwards arose Agis, who was considered a great politician, and was wont to say, "If we would rule

পলি নামে ক্ষুদ্রপথ রক্ষা করিতেই যাত্রা নহে, অনুমান করি আপন দেশ রক্ষানিমিত্তে প্রাণ প্রদান করিতে যাত্রা করিতেছি। পরে সেনাপতি আপন সঙ্গী তিন শত সৈন্যদিগকে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যস্থ নূতন যৌবন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিতে মনোবৃত্তি করিয়া ঐ নবযৌবন প্রাপ্ত লোকদিগকে কহিলেন, যে তোমরা ইকোরাই নামে সভাস্থ লোকদিগকে আমার সমাচার দিতে গমন কর; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমে ঐ অভিপ্রায় জানিয়া কেহ২ কহিল, হে মহাশয় আমরা সৈন্যকর্ম্মে চিরকাল নিযুক্ত আছি, কিন্তু কখন দৌত্য ক্রিয়াতে নিযুক্ত হই নাই। আর কেহ২ কহিল, আমরা প্রথমত যুদ্ধ করিব, পশ্চাৎ আজ্ঞানুসারে যুদ্ধ সমাচার লইয়া যাইব। পরে ঐ যুদ্ধেতে ঐ তিন শত লোককে এবং আর কিয়ৎ সৈন্য বিনাশার্থে ফারশীদের বিংশতি সহস্র সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করিল।

পরে পসানিয়স নামে গ্রীক দেশের এক সেনাপতি প্লাটীয় দেশে সংগ্রামে জয়ী হইয়া মার্ডনিয়স নামে ফারশী দেশীয় সেনাপতির তম্বুতে প্রবিষ্ট হইয়া পাচকদিগকে এই আজ্ঞা দিল, যে ওহে পাচক সকল, নানা সুস্বাদু সামগ্রী সম্বলিত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর, আর আমার নিমিত্তে স্পার্টান দেশীয়ের মত নানা দ্রব্য প্রস্তুত কর। এ কথা কহিয়া ঐ সেনাপতি নিজ সহচরদিগকে কহিতে লাগিল, যে ও হে বন্ধুগণ, ফারশী দেশীয় রাজার কি আশ্চর্য্য মূঢ়তা ও কৃপণতা দেখিতেছি। দেখ, নিজ দেশীয় নানা বহুমূল্য সুস্বাদু সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া এত দূর দেশীয় সামান্য দ্রব্যে লোভ করিয়া আমাদিগের দেশ বিনাশার্থে আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কিন্তু ঐ পসানিয়স এমত নিন্দা করিয়া ও ঐ ফারশী দেশীয় আহার ব্যবহারে অবিরত রত হইয়া কিয়ৎ দিনান্তে তন্মতে নিমগ্ন হইলেন। পরে ফারশী দেশীয় লোকেরা উঁহাকে নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া কহিল, যে আমরা সহায়তা করিয়া অবশ্য তোমাকে গ্রীক দেশের রাজা করিব; কিন্তু পরে ঐ গুপ্ত কুমন্ত্রণা প্রকাশ হওয়াতে পসানিয়স পালস নামে এক দেবতার মন্দির আশ্রয় করিলেন। পরে লোকেরা এক দীর্ঘপ্রস্তরদ্বারা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল, তাহাতে পসানিয়স ক্ষুধা পিপাসাদ্বারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

পসানিয়সের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পরে রাজ নীতি বিষয়ে বিজ্ঞতম এজিস নামে এক ব্যক্তি উঁহার ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি

many, we must fight many." In his reign appeared two celebrated generals, Callicratidas and Lysander. Lysander took Athens, and completely subjected the Athenians. He destroyed the walls and fortifications of their city, burned their ships, and carried back his fleet to Lacedæmon laden with riches. The Spartans determined that the state might make use of the gold and silver, but that no individual should possess either of these metals under pain of death.

On the death of Agis, Lysander assisted in placing on the throne Agesilaus, the younger brother of the deceased king. This prince, though ambitious, was mild and amiable. He combined valour with gentleness. His conduct alarmed the Ephori, who condemned him to pay a fine, because he had too much conciliated the affections of the people. He led an army into Asia, and was at the head of the Grecian league against the Persians. It is probable, however, that even the victories of Agesilaus were detrimental to Sparta.

Between Agesilaus and Lysander there existed a coolness, which was produced by jealousy: nevertheless they continued to act in concert for the defence of their country. Lysander was killed fighting against the Thebans. Though he had a thousand opportunities of enriching himself, he died poor, and left his daughter without a portion.

The war against the Bœotians, whose capital was Thebes, originated in a trifling cause: it was, however, carried on with vigour; and the Lacedæmonians, being defeated in the plains of Leuctra, suffered a loss unexampled in the history of their republic. When the news of this discomfiture reached Sparta, the

Ephori were superintending the gymnastic solemnities; and being unwilling to interrupt or adjourn the festival, sent information to the relatives of those who had fallen in the battle. On this occasion, the courage of the Spartans was conspicuous. The fathers, mothers, and relatives of those who had been slain, mutually congratulated each other; while the friends of those who had escaped from the battle, hid themselves, or appeared in tattered clothes, with their arms folded, and their eyes fixed on the ground. They who had fled from the engagement, should have been degraded from their honours, condemned to appear in garments of different colours, and with their beards half shaved, and without resistance to suffer any one to beat them; but as the execution of this sentence might in the present instance have been attended with danger, Agesilaus proposed as follows: "Let the laws," said he, "sleep for this day, and resume their authority to-morrow;" by which means he preserved to the state the institutions of Lycurgus entire, as well as the obnoxious persons from infamy.

Epaminondas, the Theban general, appeared before the proud city of Sparta, from which the fires of an enemy's camp had never before been discernible; but Agesilaus took such well-concerted measures for the defence of the city, that the Thebans were obliged to retire. Epaminondas, however, again attempted to sur-

সর্ব্বদা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতেন, যে যদ্যপি আমরা বিস্তর লোকো-
পরি প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করি তবেই বিস্তর জাতির সহিত অবশ্য
যুদ্ধ করিতে হইবে। এই ব্যক্তির অধিকার কালে কলিক্রেটাই-
ডেস নামে ও লাইসেণ্ডর নামে দুই সেনাপতি ছিল; কিয়ৎ
কালান্তে লাইসেণ্ডর সেনাপতি আথেন্স দেশ জয় করিয়া তদ্দেশস্থ
দুর্গ প্রাচীরাদি সকলি ভগ্ন করিল, ও তাহাদিগের জাহাজ সকল দগ্ধ
করিয়া স্বীয় সকল নৌকাতে স্বর্ণ রূপ্যাদি নানা ধন পরিপূর্ণ করিয়া
স্বদেশে গমন করিল। পরে স্পার্টানেরা বিবেচনা করিয়া এই শাসন
করিল, যে রাজসম্বন্ধীয় ক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঐ স্বর্ণ
রূপ্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

রাজা এজিসের কালপ্রাপ্তি হইলে পর লাইসেণ্ডর নামক সেনা-
পতি সাহায্য করিয়া আজিসিলাস নামে ঐ রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে
রাজ্যাভিষিক্ত করাইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন; ঐ যুবরাজ
গৌরবাকাঙ্ক্ষী ও সাহসী ছিলেন, এবং সম্পূর্ণ বীরত্ব বিশিষ্ট হইয়াও
সুশীলদ্বারা তাবৎ ব্যক্তিদিগের মনোরম ছিলেন, এ প্রযুক্ত ইফো-
রাই নামে সভাস্থ লোকেরা ভীত হইয়া ঐ রাজাকে অপবাদী করিয়া
ধনদ্বারা দণ্ড করিল। পরে ঐ আজিসিলাস স্ব দেশীয়দিগের
প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আক্রম পূর্ব্বক ফারশীদিগকে জয় করি-
লেন, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে জয় হইলেও স্পার্টানদের ক্ষতি বোধ
হইল।

পরে রাজা আজিসিলাস ও লাইসেণ্ডর সেনাপতি দুই জন পরস্পর
ঈর্ষা প্রযুক্ত উভয়ের আত্যন্তিক আন্তরিক আত্মীয়তা প্রায় ছিল না,
কিন্তু উভয়ে এক দ্রব্যাভিলাষি প্রযুক্ত পরস্পর ঐক্য হইয়া রাজ্যর-
ক্ষার্থে সংগ্রামাদি করিতেন। একদা লাইসেণ্ডর থিবেনদিগের সহিত
উৎকট সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ লাইসে-
ণ্ডরের ধনোপার্জ্জনের নানা উপায় চিরকাল ছিল বটে, কিন্তু তথাপি
তিনিএমন দীন ছিলেন, যে মৃত্যু সময়ে আপনার কন্যার কারণ
কিছু ধন সংস্থাপন না করিয়া গেলেন।

পরে অতি সামান্য বিষয়ের নিমিত্তে স্পার্টানদিগের সহিত ও
থিবেশ নামে রাজধানীযুক্ত যে বিওসিয়া দেশ, তদ্দেশস্থ লোকদের
সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদা উভয় পক্ষ লোকেরাই বহু
যত্ন পূর্ব্বক নানা অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু

কিছু দিনান্তে বিওসিয়া দেশীয় লোকেরা কঠোর যুদ্ধদ্বারা লুকত্রা নামক প্রান্তরে লাসিডিমনীয় লোকদের তাবৎ সৈন্য সামন্তদিগকে রণশায়ী করিল। আর এমন অবস্থা করিল, যে তাহাদিগের প্রথম রাজার অধিকারাবধি এমন কখন হয় নাই। পরে ভগ্ন দূতদ্বারা ঐ পরাজয় সম্বাদ স্পার্টানে [illegible] পৌঁছিল, তাহাতে সেই সময় ইফো-রাই নামক সভাস্থ লোকেরা মল্লযুদ্ধ যুক্ত কোন মহোৎসবে ব্যস্ত ছিল; এবং তাহাদিগের পণ ছিল, যে এ মহোৎসব কোন প্রকারে ভঙ্গ না হয়, একারণ তাহারা ঐ সম্বাদ সকলকে না জানাইয়া সমরে মৃতব্যক্তিদের মাতা পিতা ও বন্ধু বান্ধবকে ঐ সমাচার দিল; তাহাতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ সাহস প্রকাশ হইল, কারণ তাহারা আপন২ পিতা ও পুত্র ও ভ্রাতা ইত্যাদির সংগ্রাম মৃত্যু সম্বাদ শুনিলেও কোন খেদোক্তি না করিয়া বরং আনন্দযুক্ত হইয়া পরস্পর মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি রণহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব ঐ সম্বাদ শুনিয়া বড় ক্ষুব্ধ হইল, এবং তাহারা মলিন বস্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া অধোবদনে থাকিল। আর ঐ রাজ্যে লাইকর্গস কর্তৃক এমত ব্যবস্থা চলিত ছিল, যে যে ব্যক্তি যুদ্ধহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিবে সেই ব্যক্তি স্বপদচ্যুত হইবে, এবং তাহার অর্দ্ধ শ্মশ্রু মুণ্ডনও পঞ্চ বর্ণসিক্ত বস্ত্র পরিধান করিতে, আর অন্যের ইচ্ছাধীন প্রহার সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু রাজা আজিসিলাস রাজ্যের কোন অমঙ্গল ভয় প্রযুক্ত বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থা দিলেন, যে অদ্য ঐ সকল ব্যবস্থা স্থগিত থাকুক, পর দিন ফের প্রকাশিত হইবে, ইহা কহিয়া দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদিগকে তদ্দিনে রক্ষা করিলেন।

পরে রাজশাসন প্রযুক্ত বিপক্ষ সৈন্যের ওদন পাকাগ্নি ঐ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট স্পার্টান নগরহইতে কখন দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু একদা ইপামিননডস্ নামে থিব দেশীয় এক জন সেনাপতি সসৈন্য হইয়া ঐ নগরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছাউনি করিল। তাহাতে ঐ স্পার্টান নগরস্থ আজিসিলাস্ নামক সেনাপতি নানা কৌশলদ্বারা এমত সংগ্রাম আরম্ভ করিল, যে ঐ থিবেন দেশীয় সেনাপতি যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। পরে যে সময় আজিসিলাসনামক সেনা-পতি লাসিডিমন সৈন্যের সহিত কোন প্রয়োজন নিমিত্তে গ্রামান্তর গমন করিয়াছিলেন, এতৎ কালে ঐ ইপামিননডস সেনাপতি আক্রম

prise Sparta, which was left in a defenceless state the departure of Agesilaus with the Lacedæmon troops; but being warmly received by the old men, men, and boys, whom Archidamus, the son of Ag had placed in advantageous situations, he wa second time compelled to retire.

The Lacedæmonians were never able to reco that reputation and influence which they lost in Theban war. Agesilaus died at the age of eigh four, renowned for his military achievements, but ce surable for having engaged his country in ruinous a destructive wars. He was succeeded by his son Arc damus, who, when Philip king of Macedon valu himself on the victories which he had gained, sent h word, that, if he measured his shadow, he would find no longer than before. To Archidamus succeeded son Agis, who fell in an engagement with the Mace nians.

On the death of Agis his son Eudamidas, who wa prince of good understanding, moderation, and ge tleness, ascended the Spartan throne. He had for colleague Cleomenes, the son of Cleombrotus. chidamus succeeded his father Eudamidas; and Arc his grandfather Cleomenes, but not without much o posion from his uncle Cleonymus, who aspired to t throne. Pyrrhus, king of Epirus, took the part Cleonymus, and arrived at Lacedæmon before the habitants knew of his march, but deferred to enter t city till the next day. In the mean time the Sparta held a consultation, and would have sent the wom to Crete; but this determination being known, they d puted Archidamia to carry their sentiments to the

করিতে চেষ্টা করিল; তাহাতে ঐ নগরবাসী বালক বৃদ্ধ বনিতা, ও আর্কিডিমন নামে ঐ আজিসিলাস সেনাপতির পুত্র, ঘোরতর সমর করিল, তাহাতে ঐ সেনাপতি প্রাণভয়ে যুদ্ধের আশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয়বার পলায়ন করিল।

কিন্তু লাসিডিমনীয়েরা [illegible] লোকের সহিত যুদ্ধবিষয়ে এতাদৃশ অপমান গ্রস্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের পরাক্রম ও সখ্যাতি চিরকাল জর্জ্জরিত হইয়া থাকিল। পরে কিয়ৎ দিনান্তে রাজা আজিসিলাস চতুরশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার যুদ্ধবিষয়ে নানা প্রকার বীরত্ব প্রকাশ ও প্রশংসা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এক মুখ্য দোষ এই, যে তাঁহার পরামর্শাবলম্বনে অন্য লোক কর্তৃক রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। সে যাহা হউক, পরে আর্কিডিমন নামে ঐ রাজার পুত্র ঐ রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। এক সময় মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক ভূপতি বিজয়ী হইয়া আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ আর্কিডিমন নরপতি কহিলেন, যে ওহে রাজন, তোমার গাত্রছায়া পরিমাণে কিছু অধিক আছে! পরে ঐ রাজার কালপ্রাপ্তি হইলে এজিস নামে তাঁহার পুত্র রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু মাসিডিমনীয়দিগের সহিত সংগ্রাম প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে ঐ রাজা এজিসের মৃত্যু হইলে ইউডামিডস নামে তাঁহার পুত্র রাজদণ্ডধারী হইলেন; তিনি তীক্ষ্নবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়াও মৃদু স্বভাব যুক্ত ছিলেন, ও সাকল্য বিষয়ে পরিমিত ছিলেন। আর ক্লিয়মেনিটস্ নামকের পুত্র ক্লিয়মিনেষ সর্ব্বতোভাবে ঐ রাজার [illegible] ছিলেন; পরে কিছু দিবসান্তে রাজা ইউডামিডসের পরলোক প্রাপ্ত হইলে আকডিমস নামে তাহার পুত্র রাজা হইলেন, এবং ক্লিয়মিনসের কাল প্রাপ্তি হইলে আরিয়স নামে তাঁহার প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু ক্লিয়নিমস নামক তাহার পিতৃব্য রাজ্যাভিলাষ প্রযুক্ত নানা বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, এবং এক দিন ইপাইরস দেশীয় পিরস নামক ভূপতি তাহার পক্ষ হইয়া যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ঐ লাসিডিমন নগরের সম্মুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিল, কিন্তু তৎকালে কেহ জানিতে পারে নাই। পরে লাসিডিমনীয় লোকেরা পরামর্শদ্বারা তন্নগরস্থ স্ত্রী লোকদিগকে ক্রীট দেশে পাঠাইতে স্থির করিল, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকেরা

nate. She entered with a sword in her hand, and saic
" Do not entertain so mean an opinion of the Sparta
women, as to imagine that they will survive their cou
trymen: tell us only what we are to do, and we wi
undertake any thing for the service of Sparta." By the
assistance, Pyrrhus was repulsed with great loss, ar
compelled to retreat; and attempting to pillage Arg
on his return, he was killed by a tile, which struck hi
on his head.

Agis, the son of Eudamidas, was a prince of gre
expectations, who had for his colleague Leonidas, t
son of Cleonymus. The latter having passed sever
years at the voluptuous court of Seleucus, had broug
with him to Sparta a taste for luxury. On the oth
hand, Agis, at the age of twenty, renounced pleasu
lived like an old Spartan, and determined to attem
the re-establishment of the ancient discipline.

An Ephorus, named Opytadeus, thought that, und
such a king as Leonidas, an opportunity offered of r
pealing the law of Lycurgus, which deprived the ci
zens of the liberty of disposing of their lands by gi
sale, or testament. Though the infraction of this la
had not been authorized, it had been continually v
lated, and the lands were in the possession of abou
hundred families. However, when Opytadeus broug
forward his motion in favour of the rich, Lysander, a
other Ephorus, who in this matter acted according
the design of Agis, proposed that all debtors should
discharged by an act of insolvency, that there shou
be a new distribution of the lands, and that, as t
number of ancient families had decreased, the vacan
should be supplied by a kind of adoption of the you

আর্কডেমিয়া নামে এক জন স্ত্রীলোককে রাজসভাতে প্রেরণ করিল। ঐ স্ত্রীলোক একখানি শাণিতাস্ত্র হস্তে লইয়া সভাস্থ হইয়া কহিতে লাগিল, যে হে সভাসৎগণ, যদ্যপি তোমরা সংগ্রামে শরীর ত্যাগ কর তবে স্পার্টা দেশীয় স্ত্রী বর্গে জীবন ধারণ করিয়া থাকিবে, এতাদৃশ বোধ করিও না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আজ্ঞা কর। স্পার্টানের উপকারার্থে প্রাণবায়ু পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া প্রস্তুত আছি। তাহাতে লাসিডিমনীয়নেরা উহাদিগকে সহায় করিয়া এতাদৃশ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল, যে ঐ পিরস নামক সেনাপতি পলায়ন করিল; কিন্তু ঐ রাজা আর্গস্ নগর লূট করিতে উপক্রম করিলে পর তন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি ইষ্টকদ্বারা তাঁহাকে এমন আঘাত করিল, যে তাঁহাতেই তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

তদনন্তর এজিস্ নামে রাজা ইউডামিডসের পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ যুবরাজের বৃদ্ধি বিষয়ে তাবন্নগরস্থ লোকেরাই প্রত্যাশাপন্ন ছিল। ক্লিয়নিমস নামকের পুত্র লিওনিদস তাঁহার সহকারী ছিলেন। যৎকালে তিনি সিলুকস্ রাজার দেশহইতে স্পার্টান দেশে আইলেন, তখন তিনি সে দেশে যেমন সুখ ভোগ করিতেন স্পার্টান দেশেও তেমনি সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ এজিস নামক রাজা যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়াও সুখেতে বিরক্ত ছিলেন, এবং পূর্ব্ব ২ মত স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

স্পার্টা দেশে লাইকরগস কর্ত্তৃক এমত ব্যবস্থা চলিত ছিল, যে আপন ২ ভূমি সকল দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না; তাহাতে চিরকাল প্রজাবর্গে ঐ মত অন্যথা করিত বটে, কিন্তু রাজা এ ব্যবস্থার অন্যমত আজ্ঞা দিতেন না, একারণ বহুকালে এক ২ বংশে এক ২ শত ঘর লোক হওয়াতে ভূমি সকল অচিহ্নিত হইয়া বিভিন্ন হইল, এতন্নিমিত্তে লিয়নিডস রাজার অধিকারে অপিটাডিয়স নামে এক জন ইফোরাই লাইকরগসের ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্ত করিতে মনোবৃত্তি করিলেন, এবং ধনি লোকদের পক্ষ হইয়া আপন পরামর্শ লওয়াইতে ছিলেন। এতৎকালে রাজা এজিসের মন্ত্রণাদ্বারা লাইসেণ্ডর নামে আর এক জন ইফোরাই এই পরামর্শ স্থির করিলেন, যে তাবৎ ঋণগ্রস্ত লোকদের ক্ষমা ও ভূমি বিষয়ে পাত্র বিশেষে অধিকার

of the adjacent countries, who should be subjected the exercises, diet, and discipline of Lycurgus.

Lysander having instituted a prosecution agai Leonidas for having married a foreign woman, th king sought an asylum in the temple of Minerva. U on which, his son-in-law, Cleombrotus, demanded a obtained the crown. Agis and Cleombrotus immed ately agreed with respect to the abolition of debts a the division of lands; but, on the suggestion of Age laus, the uncle of Agis, whose estate was burdened wi debt, they resolved to attempt only one operation a time. The artful Agesilaus, who now possessed his lar and valuable estate unincumbered with debts, fou means to defer the division of the lands; and a w taking place, Agis was obliged to leave Lacedæm During his absence, Agesilaus governed as Ephor and was guilty of so many acts of violence and injust that the people expelled him, and recalled Leonid When Agis returned, he took refuge in the temple Minerva, but being betrayed by some of his friends, was thrown into prison, condemned, and put to dea together with his mother, Agesistrata, and his gra mother, Archidamia. Cleombrotus obtained his life the intercession of his wife Chelonis, who was daughter of Leonidas.

On the death of Leonidas, his son Cleomenes asce ed the Spartan throne. He possessed an ardent de of fame, united with temperance and simplicity of m

এক নূতন প্রাচীর বণ্টন সোনা [illegible] [illegible] লাইকরগসের ব্যবস্থা- সিদ্ধ করাণ, এই সকল ব্যবস্থা চলিত হইল।

তদনন্তর লাইসেন্ডর নামে এক জন ইফোরাই লিয়নিডস্‌কে এক বিদেশস্থ কন্যা বিবাহ করণ জন্য মহাদোষে দূষ্য করিয়া রাজসভাতে জানাইলেন, তাহাতে ঐ লিয়নিডস রাজভয়ে পলায়ন করিয়া মিনের্বা নামে দেবতার মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। একারণ ক্লিয়ম্ব্রোটস নামে তাঁহার জামতা নানা চেষ্টাদ্বারা ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ যৎকালে ঐ ক্লিয়ম্ব্রোটস ও রাজা এজিস উভয়ে ঋণিদিগের ঋণমুক্তির নিমিত্তে ও ভূমি বিভাগ করিবার জন্যে এক পরামর্শ হইয়াছিলেন, তৎকালে রাজা এজিসের পিতৃব্য এজিসলাস নামক, তিনি পৈতৃক ভূমি ও বসতবাটী প্রভৃতি বন্ধক দিয়া অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজা এজিস্‌কে এই মন্ত্রণা দিলেন, যে এক বিষয় সম্পন্ন না করিয়া অন্য বিষয়ে হাত দেওয়া অনুচিত; অতএব অগ্রে ঋণিদিগকে মুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ভূমি বিভাগ বিষয়ে বিবেচনা করিলে ভাল হয়। তাহাতে রাজা এজিস ঐ মত আজ্ঞা দিলে পর ঐ ধূর্ত্ত এজিসলাস আপনি ভূম্যাদি বন্ধকি ঋণ- হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে অন্য লোকদের ভূমি বিভাগ বিবেচনা না হয় এমত কুমন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। অপর কোন যুদ্ধোপস্থিত হওয়াতে রাজা এজিস দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন, এমন সময় পাইয়া এজিসলাস ইফোরস পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক অবিচার ও দৌরাত্ম্য করাতে দেশস্থ লোকেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ও লিয়নিডসকে রাজা করিল। এতৎকালে রাজা এজিস ঐ দেশে আসিয়া মিনের্বা নামে মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকিলনে। তাহাতে কোন বিশ্বাসঘাতক বন্ধু লোক ঐ সম্বাদ রাজাকে কহিয়া এজিসকে কারাগারে বদ্ধ করাইল, এবং ঐ এজিসকে ও তাঁহার মাতা আজিসিস্ত্রাটাকে এবং তাঁহার মাতামহী আর্কিডেমিয়াকে এই তিন জনকে রাজা বধ করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু লিয়নিডসের কন্যা যে ছেলনেস, তিনি রাজাকে জানাইয়া আপন স্বামী ক্লিয়ম্ব্রোটস্‌কে বাঁচাইলেন।

পরে কিছু কালাবসানে রাজা লিয়নিডসের পরলোক প্রাপ্তি হইলে ক্লিয়মিনেস নামে তাঁহার পুত্র স্পার্টান রাজ্যের অধিপতি হইলেন; তিনি অল্প ভোগী ও ধীরত্ব স্বভাব বিশিষ্ট হইয়াও আত্ম

ners. His reign commenced with victories, which caused him to be feared by the Ephori, who were apprehensiv that the splendour of his success would give him to much influence with the people. Having signalize himself by achievements, he returned towards Sparta and sent before him a body of troops to rid him of th Ephori, four of whom were killed, and the fifth mad his escape.

On the morrow, Cleomenes entered the forum, an ordered all the chairs of the Ephori to be removed, ex cept one, which he reserved for himself. He then apo logized to the people for what he had done, shewed th necessity of restoring the institutions of Lycurgus, an protested that he would allow himself only one violen measure more, which was the banishment of eighty c tizens, whose names he caused to be fixed up. He w the first to deliver up his whole property to the publ stock, in which he was followed by his father-in-la and other friends. In dividing the lands, he assign shares to all whom he had banished, promising to r call them as soon as was consistent with the public saf ty. To shew his dislike to tyranny, he associated wi him his brother Euclidas in the kingdom. He resto ed the ancient Lacedæmonian custom of educati youth, of eating in public, and of performing their exe cises together. With respect to luxury, he gave t example which he prescribed. He possessed neith

গৌরবাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং প্রথম অধিকার সময়ে নানা দিগ্‌দেশীয় বৈরিসমূহ জয় করিয়া শৌর্য্যদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত হইলেন। এ প্রকার দেখিয়া ইফোরাই লোকেরা অন্তঃকরণে ভীত হইল, পাছে ঐ ব্যক্তির শাসনে তাবৎ প্রজাবর্গে বশীভূত হয়। পরে এক সময় ঐ রাজা কোন দিগ্বিদিক্ জয় করিয়া স্পার্টা দেশে প্রত্যাগমন্ কালে স্বদেশস্থ কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইফোরাই লোকদিগকে দূর করিবার জন্যে কএক জন সৈন্য সামন্ত সুসজ্জীভূত করিয়া অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে তাহারা নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া চারি জন ইফোরাইকে রণশায়ী করিল, অবশিষ্ট যে এক জন ছিল সে পলাইয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা কিরমিনেস্ ইফোরাই সভাতে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সভাস্থ কাষ্ঠাসন আপনার নিমিত্তে এক খানি রাখিয়া আর তাবৎ স্থানান্তর করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং সভাস্থ সকল লোকদিগকে বিনয় বচনদ্বারা কহিলেন, যে শুন, আমি তোমাদিগের এই যে সকল উপদ্রবাদি করি সে কেবল রাজ্যের হিতের নিমিত্তে জানিবা, ইহাতে আমাতে দোষ সম্ভাবনা হয় না, এবং তোমাদের ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে লাইকরগসের স্থাপিত যে সকল ব্যবস্থা তদনুসারে চলিতে আবশ্যকতা আছে; ইত্যাদি কথাদ্বারা দৌরাত্ম্য বিষয়ে আপনাকে দোষশূন্য করিলেন; এবং তিনি তাহাদিগের উপর আরো একটি উপদ্রব করিতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তন্নগরস্থ অশীতি জন লোককে দেশের বহিষ্কৃত করিয়া একটি পত্রে তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম ও দোষ লিখিয়া টাঙ্গাইতে আজ্ঞা দিলেন। পরে নগরস্থ সামুদায় লোকদিগকে ভূমি বিভাগ করিয়া দেওন কালে ঐ দেশবহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগের ভূমির এক২ অংশ দিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক এই আশ্বাস দিলেন, যে নিঃশঙ্ক রাজা হইলে তোমাদিগের পুনঃ স্মরণ করিব; এ কথা কহিয়া তিনি ও তাঁহার শ্বশুর ও বন্ধু লোকেরা স্বস্ব উপার্জ্জিত যে সকল ধন, তাহা সাধারণ ব্যয়ের নিমিত্তে রাজ ভাণ্ডারে সমর্পণ করিলেন। এবং তিনি স্বেচ্ছাধীন কোন অত্যাচার করিব না, এই অঙ্গীকার করিয়া ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিজ ভ্রাতাকে সহকারী রাখিলেন, আর প্রকাশ রূপে ভোজন ও অভ্যাসাদি যে সকল লাসিডিমন্নীয় প্রাচীন রীতি, তদনুসারে বালকদিগকে শিক্ষা করাইতে আজ্ঞা দিলেন। এবং তিনি সুখ ভোগ

rich garments nor costly furniture, but in every th
he preserved the ancient austerity.

Unhappily, a rivalry arose between Cleomenes a
Aratus, the Achæan chief; and, notwithstanding
exertions and abilities of their king, the Lacedæmo
ans, enfeebled by former wars, were unsuccessful. C
omenes had recourse to Ptolemy, king of Egypt, w
assisted him, on his sending his mother and children
hostages. He was, however, defeated by Antigon
king of Macedon, and obliged to fly from Sparta, a
take refuge in Egypt, where he and his followers w
imprisoned by Ptolemy. As they despaired of esca
ing, they killed each other; and Ptolemy caused t
mother of Cleomenes, and the remainder of his fam
to be put to death soon after.

After the fatal battle with Antigonus, Sparta fell in
the hands of the Macedonians, who suffered the Lac
dæmonians to elect Agesipolis, the grandson of Cleon
brotus, and Lycurgus, for their kings. The latter ex
pelled the former, and being himself obliged to fly, le
the throne to Machanidas, who annihilated the power
the Ephori, and was killed fighting against the Acha
ans.

Soon after the death of Machanidas, Sparta groaned
under the bondage of Nabis, who is represented as the
most odious of tyrants, and was actuated by a violent
spirit of avarice. He banished most of the wealthy

বিষয়ে লোকদের যেমত আজ্ঞা দিতেন, আপনিও তাহার দৃষ্টান্তরূপ হইয়াছিলেন, ফল উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও গৃহ সজ্জাদি না করিয়া নিয়মিত কঠিন ধারাতে কাল যাপন করিতেন।

তদনন্তর রাজা ক্লিয়মিনেস এবং আখাইয়া দেশীয় আরাটস নামে সেনাপতি এই দুইজনে ঐশ্বর্য্যাভিমানী প্রযুক্ত তুমুল সংগ্রামে উপস্থিত হইল, তাহাতে লাসিডিমনীয় রাজা যে ক্লিয়মিনেস, তিনি সংগ্রাম বিষয়ে অতি শৌর্য্যান্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের বিবিধ যুদ্ধপরিশ্রমদ্বারা ক্ষীণবল প্রযুক্ত ঐ যুদ্ধে পরাভূত হইলেন, তাহাতে মিশর দেশীয় টলমি নামে রাজার শরণাপন্ন হওয়াতে ঐ রাজা তাঁহার মাতা ও সন্তানগণকে বন্ধক রাখিয়া সাহায্য করিলেন। পরে ঐ ক্লিয়মিনেস আণ্টিগণেশ নামে মাসিডন দেশীয় রাজার সহিত পুনর্যুদ্ধ করাতে পরাজয়ী হইয়া স্পার্টান নগরহইতে পলায়ন করিয়া মিশর দেশ আশ্রয় করিলেন; তাহাতে ঐ রাজা টলমি তাঁহাকে পারিষদগণের সহিত কারাগৃহে বদ্ধ করিলে তাহারা কারাগারে চিরকাল বদ্ধ থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ ইহা বিবেচনা করিয়া অস্ত্রাঘাতে পরস্পর প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর কিছু দিনান্তে ঐ রাজা তাঁহার মাতাকে পরিবারের সহিত প্রাণদণ্ড করিলেন।

পশ্চাৎ রাজা আণ্টিগণেশের সহিত যুদ্ধ হইলে পর মাসিডনীয় লোকেরা স্পার্টা নগর স্বায়ত্ত করিয়া লাসিডিমনীয় লোকদের মধ্যে রাজা ক্লিয়ম্ব্রোটসের পৌত্র আজিসিপলেস ও লাইকরগস এই দুই জনকে রাজা করিতে অনুমতি দিলেন। পশ্চাৎ কোন অপ্রণয়দ্বারা আজিসিপলেস লাইকরগস কর্তৃক রাজ্যহইতে দূরীকৃত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিছু কালান্তে ঐ লাইকরগসের পলাইতে হইল; তাহাতে মাখানিডস নামে কোন ব্যক্তি ঐ পদপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দেশস্থ ইফোরাই সভা লুপ্ত করিলে তদনন্তর ঐ রাজা মাখানিডস আখাইয়া লোকদের সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাহার পর রাজা মাখানিডসের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর নাবিস নামে স্পার্টান দেশীয় ভূপতি হইলেন। তিনি কৃপণের অগ্রগণ্য ও স্বাভাবিক ক্রূর, অতএব সুতরাং প্রজা বর্গের অপ্রিয় ছিলেন। আর ভাগ্যবন্ত প্রজাদিগকে দেশ বহিষ্কৃত অথবা গুপ্ত রূপে বধ করিয়া সমুদায় ধন গ্রহণ করিতেন। আর তাহার গুণের কথা অধিক কি লিখিব, তিনি ধন আদান করিবার জন্যে আপন স্ত্রী সদৃশ একটা কা-

citizens from Sparta, that he might seize their riches; and many he caused to be assassinated. He invented a machine in the form of a statue resembling his wife, the head, arms, and hands of which were full of pegs of iron, covered with magnificent garments. If any one refused to give him money, he was introduced to this machine, which, by means of certain springs, caught fast hold of him, and obliged him to grant whatever Nabis required. However, under the government of this tyrant, Sparta recovered some portion of her former power, and, by her victories, compelled the Achæans to request the assistance of the Romans. Titus Quintius marched against Lacedæmon, which greatly alarmed Nabis, who feared the enemies he had in the city. A powerful league was formed against him, at the head of which were the Ætolians. They surprised Sparta, and killed Nabis; afterwards that state joined the Achaian confederacy, but without taking its place among the Grecian republics.

REFLECTIONS.

From what we find recorded in the commencement of the history concerning the Spartan queen, Helen, we may learn to form an estimate respecting embellishments which are external only, and those which are real and permanent. Are any distinguished by their accomplishments and the beauty of their persons, instead of being lifted up with pride, let them be induced rather to tremble, since assuredly they are exposed more than others to danger and temptation. The singular beauty

র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার হস্ত পদাদিতে সমহ লৌহ ।।কা বিস্তারিত ক্রমে বিদ্ধ করিয়া উত্তম বস্ত্র অভরণাদিদ্বারা ভূ- ষ করিলেন; তাহাতে যে স্বেচ্ছাধীন ধন না দেয়, তাহাকে ঐ তিমার সহিত কোল দিতে হইলে সে ব্যক্তি যন্ত্রণাতে ভোজন ত্রাদি বিক্রয় করিয়াও ধন দিতে স্বীকার করিত। এ প্রকার ঐ দুরা- র অধীন হইয়াও স্পার্টা নগর পূর্ব্ব মত নানা বীরেতে ও ঐশ্বর্য্যেতে রাক্রান্ত হইল। বিশেষতঃ নিকটবর্ত্তি আখাইয়া দেশীয় লোকেরা সিডিমনীয় লোকের সহিত যুদ্ধে বারং পরাভূত হইয়া রূমি ।।কের সহিত মিলন করিল; তাহাতে টাইটস কুইণ্টস নামে রূমি নাপতি স্পার্টা দেশীয় লোকের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া প্রস্থান রিল। এ প্রকার দেখিয়া রাজা নাবিস ভয়ে কম্পিত কলেবর হইল, রণ যদি আপন নগরস্থ শত্রুবর্গে ইহাদিগের সহিত যোগ করে বেই প্রমাদ উপস্থিত হইল। তাহাতে রাজা নাবিশের বিপক্ষ সক- ল ইটোলিয়ান দেশীয় লোককে অধ্যক্ষ করিয়া এক পরামর্শ হই- । আক্রম পূর্ব্বক রাজা নাবিশকে বধ করিল। পশ্চাৎ স্পার্টানেরা ঐ লের মধ্যে থাকিয়া গ্রীক দেশের তাবৎ লোকের সহিত ঐক্য না ।খিয়া আখাইয়া দেশের সহিত মিলন করিল।

উপদেশ কথা।

এই ইতিহাসের প্রথম প্রকরণে স্পার্টা দেশীয়া হেলেন নাম্নী রাজ্ঞীর যেং বিবরণ লেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারা এই রূপ উপদেশ ব্যক্ত হইতেছে, যে বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তর সৌন্দর্য্যের বহু রূপ শ্রেষ্ঠত্ব আছে; অতএব যেং লোকেরা অতুল্য পরম সৌন্দর্য্যশালী তাহাদের তদ্বিষয়ে গর্ব্ব না করিয়া বরং অন্তঃকরণে ভয় রাখা উচিত, কেননা তাহাতে বহুবিধ বিপদ ঘটনার ও পাপকূপে পতনের অধিক সম্ভাবনা আছে। তাহার একটি প্রমাণ দেখ, ঐ হেলেন রাজ্ঞীর লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যকে হেতু করিয়া একটি প্রধান রাজ্য সমভূমি হইল। অতএব বাহ্য সৌন্দর্য্য যে বিপদের মূলীভূত ইহা কেবল নয়, কিন্তু নবীন পুষ্পের ন্যায় অত্যল্প কাল স্থায়ী। আর যৌবন ও

of Helen proved an occasion of the destruction of a kingdom. Let them remember, that these distinctions are not only ensnaring, but transient,—fading as the flower of the field; that however they may attract the admiration of men, in the sight of God—whose favour ought ever to be supremely sought, and who looketh not on the outward appearance, but on the heart—they are lighter than air. Nevertheless, so foolish are mankind in general, that not unfrequently individuals gifted with elegance of person and address, but of very inferior attainments, and deficient as to moral worth, are greatly caressed; whilst others, possessed of genuine capacity and excellence, but destitute of those adventitious recommendations, are permitted to remain in obscurity.

Who is there that can read the history of the siege and capture of Troy, and not be struck with horror at the direful nature and effects of sin, which, like fire originating from some hidden spark, and for a moment tardy in its progress, by degrees kindles to a flame, till at length a city or a country becomes involved in one common conflagration. What destruction did the licentious, unbridled passions of an individual occasion! To what a fearful train of miseries did they lead! How awful, then, must be the reckoning which sooner or later will be made with the guilty authors of these deeds! Let them now boast of their wickedness, and glory in their shame, yet let them not forget, that although for a while they triumph, the season is at hand when for ever they must sink into disgrace and ruin, and where the remembrance of the crimes in which they now delight will sting as a serpent, and bite like an

াবণ্য ও কৃত্রিম ভূষণাদি মনুষ্যের অতি প্রশংসনীয় হইলেও তাঁহার
শংসা আমাদের চেষ্টনীয়, সেই অন্তর্দর্শি জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে,
স সকল তৃণাপেক্ষাও লঘু জানিবা। কিন্তু মনুষ্যেরা তাহা না বুঝিয়া
ায় সর্ব্বদা এই রূপ ব্যবহার করে। দেখ, উত্তম রূপবান্ ও মধুর
াক্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল যদ্যপি বিদ্যা ও বুদ্ধি বিহীন হয়, এবং
বেতেও কুরীতির ক্রীড়া ধারণ করে, তথাপি তাহারা লোকদের নি-
টে আদরণীয় হয়, কিন্তু অনেক২ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকেরা
া সকল কৃত্রিম ভূষণাভাবে অনাদৃত হইয়া গুপ্তের ন্যায় থাকেন।
আর ত্রয় নগরের আক্রমণ ও যুদ্ধবিষয়ে যে২ কথা লেখা গিয়া-
ছ, তাহা পাঠ করিলে পাপ যে কি রূপ সর্ব্বনাশক বস্তু, তাহা আ-
রা বিশেষে জানিয়া লোমাঞ্চিত হইয়া থাকি। দেখ, পাপ হইয়াছে
াক প্রকার অগ্নিকণা স্বরূপ, যেমন একটি অগ্নির ফিন্কি তৃণ সমূহ-
ধ্যে পড়িলে প্রথমতঃ গুপ্ত ভাবে থাকে, কিন্তু ক্রমে২ ধূমে২ ধরিয়া
শষে এমত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যে তাহাতে দেশ সমুদয় একে
ারে ভস্মরাশি হইয়া যায়, তাদৃশ জানিবা। দেখ, এক জনের
নিবারিত কাম ও লম্পটতাতে কি পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ ও দুঃখ
া ঘটিল। কিন্তু যাহারা এ রূপ সর্ব্বনাশক ক্রিয়াতে রত, জগ-
ীশ্বরের নিকটে তাহাদের যে কি রূপে প্রতিফল হইবে তাহা
ইক্ষণে বুঝা যায় না। আর তাহারা দুষ্টতা প্রযুক্ত এতদ্বিষয়ে এই-
ক্ষণে অহঙ্কার করিতেছে করুক, ও এরূপ লজ্জাকর ক্রিয়াতে তাহা-
া প্রশংসা বোধও করুক, কিন্তু অত্যল্প দিনের মধ্যে তাহাদের
র্ব্বনাশক কাল উপস্থিত হইলে যখন ঐ দুষ্কর্ম্মের স্মরণ তাহাদি-
কে কাল সর্পের সদৃশ হইয়া দংশন করিবে, তখন অবশ্য জানিবে
য পাপ কর্ম্ম কি রূপ দুঃখদায়ক। আর দেখ, যে ব্যক্তি আপন লম্প-
টতাদ্বারা আপন দেশ উচ্ছিন্ন করিল, এবং আপন বৃদ্ধ পিতাকে
শোক প্রাপ্ত করাইয়া তাঁহার মৃত্যুর প্রতি হেতু হইল, এমন যে ঐ
য়ন্ট পারিস্, সে কিছু দিনের নিমিত্তে আপন দুষ্ট উদ্যোগ সফল
করিবার জন্যে গর্ব্ব করিতে পারিত, কিন্তু ঐ গর্ব্ব শীঘ্র খর্ব্ব হইয়া
গল; কেবল আপন অযশ পৃথিবীতে অবিনাশী রূপে স্থাপন করিল।
মার পাপ করিতে২ তাহার মন এমন পাষাণের অধিক কঠিন
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তত্রাপি বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তি আপন পা-
পের ভয়ানক ভাবনাবিষয়ে এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত

adder. "However the profligate Paris, whose crimes desolated his country, and brought down the hoary hairs of his parent with sorrow to the grave, might exult for a time in the success of his iniqpitous enterprise, his exultation was short, and his ignominy certain and perpetual. Though hardened by the practice of sin, it can scarcely be imagined, that he was so far lost to all sense of shame, as to view with cold insensibility the tremendous consequences of his crimes. Surely some pangs of unavailing regret must have been experienced, when he beheld the streets of Troy flowing with the blood of his nearest relatives—the blood of a venerable parent. It were well, if those who are in danger of being betrayed by their passions into acts of criminal indulgence, were first to pause, and reflect on the probable consequences of listening to temptation; if they were to take into the account the distresses they may be the guilty instruments of bringing upon others, as well as the perdition in which they involve themselves: if they were to consider, that these momentary gratifications (if indeed they can be called such) will cause the hearts of many to bleed, will plant with thorns their dying pillow, and bear swift witness against them before the tribunal of God."

The Spartans, it must be admitted, were an intrepid and spirited people. Their courage, however, was mingled with ferocity. Humanity shudders when reading the law which ordained, that all children, as soon as born, should be brought before the appointed officers whose office it was to preserve all that were well made and vigorous, whilst such as were weak and deformed were left to perish! Neither dare we recommend to our juvenile readers an indiscriminate adoption of the maxims prescribed to youth; which, together with ob-

না, বরং যখন আপন বৃদ্ধ পিতা ও বন্ধু বান্ধবগণের সমূহ রক্তধারা স্রোতবাহী পথ দেখিল, তখন তাহার অন্তঃকরণে অবশ্য কঠোর বেদনা লাগিয়াছিল। অতএব যাহারা ঈদৃশ লোভবশেতে এরূপ পাপ কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছে, তাহারা যেন প্রথমতঃ এই সকল মনে স্থান দেয়, যে আমরা এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেই অপরিমিত দুঃখের আস্পদ হইব, অর্থাৎ কি না লোকসমূহকে যে শোক সাগরে মগ্ন করির তাহা কেবল নয়, আপন ২ মৃত্যুশয্যা ও কণ্টক-দ্বারা নির্ম্মাণ করিব, আর মরণান্তে ঐ সকল আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে।

আর স্পার্টা দেশীয় লোকেরা যে অসম অটল সাহসিক ও অতি সতর্ক ছিল সে সত্য বটে, কিন্তু সে সাহস কেবল ক্রূরতাতে মিশ্রিত, সুতরাং পশুর ন্যায় ছিল। আর তাহাদের ব্যবস্থাতে এরূপ শাসন লিখে, যে বালক জন্মিবামাত্র পিতামাতা কর্ত্তৃক রাজকীয় লোকের নিকটে আনীত হইবে, তাহাতে ঐ রাজকীয় লোকেরা বালককে দীর্ঘকায় এবং সবল দেখিলে পুনশ্চ দিবে: আর খর্ব্ব ক্ষীণ দেখিলে রাজপথে নিঃক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিবে; কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা শুনিলে দয়ালু বিজ্ঞেরা অবশ্য ঘৃণা করেন। আর তাহাদের যুবা লোকের প্রতিও যে রূপ ব্যবস্থা নিরূপিত ছিল, তাহা আমরা এইক্ষণে ছাত্র-দিগকে তদনুরূপ চলিতে একবারও বলিতে পারি না, যে হেতুক রাজ আজ্ঞার বশীভূত থাকিতে হয়, আর পিতা মাতার আজ্ঞা পালন ও বৃদ্ধ লোকদের সমাদর করিতে হয়, তাহা কেবল নয়, আপদ ও মরণকে সর্ব্বদা তুচ্ছ করিতে হয়, আর সর্ব্বা-পেক্ষা আপন ২ দেশ ও সুখ্যাতিতে অধিক স্নেহ রাখিতে হয়। ফলতঃ স্পার্টা দেশীয় লোকেরা এমন বিবেচনা করিয়াছিল, যে লোকদের অহঙ্কার জাত মিথ্যা সুখ্যাতির যে অভিলাষ, সে উত্তম কর্ম্মের মূলীভূত। আর যে ব্যক্তি এ রূপ আশা অন্তঃকরণে রাখে, সে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; অতএব আক্ষেপের বিষয় এই, যে তাহাদের সমূহ বিদ্যা থাকিতেও তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের আদি সোপানও প্রাপ্ত হয় নাই, যে হেতুক সেই জ্ঞানদ্বারা যে আমাদের আপন২ দেশের উপরে ও পিতা মাতার উপরে স্নেহ জন্মিতেছে তাহা কেবল নহে, তবে কি না সকল উত্তম কর্ম্মের মূল যে জগদীশ্বরেতে প্রীতি, তাহাও জন্মিতেছে, ফলতঃ প্রকৃত জ্ঞানের

dience to the laws, respect to parents, and reverence for old age, inculcated contempt of danger and death, and above all, the love of glory and of their country. The love of fame,—a vain and selfish desire of being applauded by our fellow mortals,—constituted, it would seem, in their view, the main spring of virtuous action—comprised in itself all that was requisite in order to attain to perfection of character. Alas! with all their knowledge, they knew not the very first principle of true wisdom, which teaches us to account, not the love of our country, nor even of our dearest friends, but the love of God, as the governing motive of our lives,—which places the glory of the Creator as the object of our existence—the end of all that we think, or speak, or do. Indeed, it is evident, that the Greeks, notwithstanding their proficiency in learning and the polite arts, for which they have been justly admired, still lay buried amid the deepest shades of error and superstition.

SECTION III.

Of the Macedonians.

Macedonia was anciently bounded on the east by the Ægean Sea, on the south by Thessaly and Epirus, on the west by the Adriatic or the Ionian Sea, and on the north by the river Strymon and the Scardian mountains. It was formed into a kingdom by the aggregation of a great number of small tribes. The air of the country is sharp and salubrious; and the people attain to a great age. The plains bordering on the sea, produce corn and oil, and are more fertile than the rest of the country, which is steep and hilly.

The Macedonians professed the same form of religion as the Greeks. Their government was monarchical. The kings often performed sacerdotal functions,

কর্ম্ম এই, যে কেবল ঈশ্বরের মহিমা বর্দ্ধনার্থে জন্মিয়া জীবৎ-মান থাকিতে হয়। সে যাহা হউক, ঐ সকল কথাদ্বারা এই স্থির জানা যাইতেছে, যে গ্রীক লোকেরা শিল্প কর্ম্মে ও অন্যান্য বিদ্যাতে নিপুণ প্রযুক্ত প্রশংসনীয় হইয়াও ঘোরতর ভ্রমেতে ও মিথ্যা ধর্ম্মেতে মগ্ন ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মাসিডনীয়দিগের বিবরণ।

মাসিডনীয় নামে যে দেশ, ঐ দেশের পূর্ব্ব সীমা ইজিয়ান্ নামে সমুদ্রের দ্বারা চিহ্নিত ছিল, আর থেশালি ও ইপাইরস দেশের দ্বারা দক্ষিণ সীমা নির্ণীত, এবং পশ্চিমে আড্রিয়াটিক ও উনানি সমুদ্রদ্বারা, আর উত্তরে ষ্ট্রিমন নদী ও স্কার্ডীয়ান্ নামে পর্ব্বতের দ্বারা সীমার নিরূপণ ছিল। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাসিডন নামে দেশ প্রথমে অল্প লোক বিশিষ্ট থাকিয়া অরাজক ছিল বটে, কিন্তু পশ্চাৎ ক্রমে২ ঐ লোকেরা একত্র এক পরামর্শ হইয়া এক জনকে প্রধানত্ব দিয়া আপন দেশের রাজা করিল। ঐ দেশে শীতবীর্য্য সুখস্পর্শ বা-য়ুর গতিবিগতিদ্বারা তদ্দেশস্থ লোক সকল সুস্থ থাকিয়া বহুকাল জীবী হইত; এবং দেশের সমুদ্র তীরস্থ প্রান্তরে উত্তম উর্ব্বরা ভূমি সমূহেতে অসংখ্য নানা জাতীয় শস্যাদি জন্মাইত। তদ্ভিন্ন দেশের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতাদি ভূমিতে ও অনেক জন্মাইত, কিন্তু ঐ উর্ব্বরা ভূমির সদৃশ নহে।

ঐ মাসিডন দেশে গ্রীক দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহৃত ছিল। আর ঐ রাজা স্বাধীন থাকিয়া রাজ্য শাসন পালন করিতেন বটে, কিন্তু অব্যবস্থা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে সে ব্যবস্থা লুপ্ত হইত। এবং তিনি পীঠোপরি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা পূর্ব্বক নানা পশু উৎসর্গ করিয়া বলি প্রদানাদিদ্বারা যাজন ক্রিয়া করি-তেন, আর কখন২ যজ্ঞাদি ও করিতেন। মাসিডনীয় লোকেরা মহা-বল পরাক্রান্ত বীর ও যুদ্ধ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল, একারণ তাহারা ক্রমে২ দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিল। অধিক কি লিখিব, তাহাদের সংগ্রাম করা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে ছিল। আর তাহাদের বালক যুবা সকল ঐ

erected statues and altars, and immolated victims. Though the laws emanated from the prince, it was necessary that they should be agreeable to the principles of justice, before they could be carried into execution. The Macedonians being naturally brave, discipline rendered them still more powerful. War became the business of the nation; and the only education which the people received was in the camp. The infantry consisted of three kinds of soldiers; the light-armed, the peltastæ, who were better armed, and the heavy-armed. The last formed the celebrated phalanx, which was terrible in attack, unshaken in resistance, and as formidable by the regularity and quickness of its movements when it advanced, as by its firmness when it assumed a position of defence.

Caranus, an Argive, carried a colony from Argos into Macedonia, and made himself master of one of its cities, and afterwards of the whole kingdom. The princes Cœnus and Thurimas, his immediate successors, had more occasion to use their prudence than their valour. Perdiccas I. was a person of great abilities and an enterprising spirit. He extended his dominions so far, and his fame so much eclipsed that of his predecessors, that some have reckoned him the founder of the Macedonian monarchy. It is not, however, till we arrive at the reign of Alexander the first, who took an important part in the invasion of Greece by Xerxes, that we properly attain historical ground.

Perdiccas II. the son of Alexander, though possessed of the abilities, did not inherit the integrity of his father. On the death of Perdiccas, his son, Archelaus I. succeeded to the throne. He was a prince of great ability

রণস্থলেতে তাহারা বিলক্ষণ শিক্ষা করিত। তাহাদের পদাতিক সৈন্য তিন প্রকার ছিল, প্রথম লঘু অস্ত্রধারী, দ্বিতীয় পেলটাসটী অর্থাৎ অধিক অস্ত্রধারী, তৃতীয় সমূহ অস্ত্রধারী। ইহার মধ্যে তৃতীয় পদাতিকেরা সমূহব্যূহ করিতে পরিপক্ক ছিল, এবং যখন বিধানুসারে দ্রুত গতিদ্বারা অগ্রসর হইয়া আক্রম করিত, তখন অত্যন্ত ভয়ানক কালস্বরূপ দেখাইত। আর আত্মরক্ষা কালীন স্থির হইয়া থাকিত; এবং শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইত।

অনন্তর আরগস্ দেশস্থ কারানস্ নামে এক ব্যক্তি প্রথমতঃ স্বদেশীয় বলবান্ কথক গুলিন লোক সঙ্গে লইয়া মাসিডন দেশে বসতি করত আক্রমপূর্ব্বক তদ্দেশের একটি নগর জয় করিল, এমনি ক্রমেং পশ্চাৎ সামুদায়িক রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশাধিপতি হইয়া রাজ্য শাসন পালন করিতে লাগিল। তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর রাজার উত্তরাধিকারী পিনস্ নামে এবং খিউরাইমস্ নামে এই দুই জন রাজা হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেবল পরিণাম দর্শক জ্ঞানের দ্বারাই তাবৎ কার্য্য সাধন করিতেন। ঐ দেশে পার্ডিকস নামে দুই জন রাজা ছিলেন, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পর্ডিকস নামে রাজা অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও পরাক্রমী ছিলেন, এবং তিনি আপন রাজ্যবৃদ্ধি করিয়া আসমুদ্র করগ্রাহী হওয়াতে এবং তাঁহার যশেতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ থাকাতে কোনং ইতিহাসবেত্তারা তাহাকে মাসিডনীয় রাজ্যস্থাপক রাজা করিয়া বলেন। সে যাহা হউক, পরে জর্কসিস রাজার গ্রীক দেশ আক্রম কালে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠ সেকন্দরসাহ, তাঁহার অধিকার পর্য্যন্ত মাসিডন দেশের ইতিহাসের সপ্রকাশ সূত্র আমরা পাই নাই।

অনন্তর প্রথম সেকন্দর শাহের পুত্র দ্বিতীয় পর্ডিকস নামে রাজা অতিশয় সুবোধ ছিলেন বটে, কিন্তু সরলতাবিষয়ে তাঁহার পিতার সহিত তুলনা দিতে হইলে তাঁহাকে অনেকং ন্যূন বোধ করিত। তিনি পর লোকগামী হইলে প্রথম আর্চ্চলাস নামে তাহার তনয় তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। তিনি প্রশস্ত বুদ্ধিমান্ ও নিরন্তর পরিশ্রমেতে অশ্রান্ত ছিলেন। এবং বুদ্ধি ও সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক রাজ্যশাসনের দ্বারা রাজ্যের এমন উপকার করিয়াছেন, যে সেকন্দর শাহের সাহস ও পর্ডিকসের কপটতা এ উভয়ের দ্বারা তাঁহারা

and indefatigab'e diligence; and the liberal and enligh ened policy which he adopted was much more bene cial to his kingdom than the courage of Alexander, the craft of Perdiccas. He raised and disciplined very considerable army, and performed more than a' his predecessors in aggrandizing and strengthening th Macedonian monarchy. He was also distinguishe for his patronage of learning and learned men; and h palace was adorned with the performances of the Gr cian painters.

After the death of Archelaus, the throne was fille successively by ten princes who were usurpers; and th history of this country is obscure till Amyntus, wh secured the crown in his family, and transmitted it t his son Alexander. The reign of this last prince wa of short duration. He left two brothers, Perdiccas an Philip, the elder of whom was a minor. Pausania claimed the kingdom, and was on the point of obtain ing it, when Euridice, the mother of the princes, obtaine assistance from Iphicrates, an Athenian general. Bein chosen arbiter between the competitors, he decided i favour of Perdiccas. Soon after, Ptolemy Alorites pre tended to the throne, but was deposed by the Theban under the command of Pelopidas, who reinstated Per diccas in the kingdom. To secure the dependance of th Macedonians on Thebes, thirty youths were carried a hostages to that city, in the number of whom was Phili the brother of Perdiccas. Pelopidas placed the youn prince with his friend Epaminondas, who had living a his house a Pythagorean philosopher of great reputation This philosopher instructed Philip in those science which adorn the mind, and Epaminondas taught him

ইহার পুত্রাদের একান্ত উপকার করিতে পারে নাই, ইহা-
তেই জানা হয় যে প্রথম ব্যক্তি অতিক প্রশংসনীয় ছিলেন। আর
ঐ রাজা আর্কেলাস্ অসংখ্যক সৈন্যদিগকে শিক্ষাদ্বারা যুদ্ধবিষয়ে
নিপুণ করিয়া তাবৎ রাজ্যের বৃদ্ধি করণেতে সসাগরা পৃথিবীর
অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাতে অত্যন্ত প্রীতি ছিল,
কেননা তিনি স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন, একারণ তাবৎ অধিকারস্থ পণ্ডিত
বর্গের সহিত নিরন্তর আলাপ করত তাহাদের সুখেতে আশ্রয়
দিয়াছিলেন। আর রাজ বাটীতে গ্রীক দেশীয় বিচিত্রং চিত্রকর
আনাইয়া বাটী চিত্র করত চিত্তহর শোভাকর করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাজা আর্কেলাস্ স্বদেহ ত্যাগ করিলে পর ঐ রাজ্যে বাহু
বল দ্বারা ক্রমেং দশ জন রাজা ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তাহার
মধ্যে আমিনটস্ নামে রাজা পর্য্যন্ত এ দেশের যথার্থ ইতিহাস আর
পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। সে যাহা হউক, ঐ রাজা আমিনটস্
কোন বিধানদ্বারা আপন বংশের চিররাজ্য স্থির করিয়া কাল প্রাপ্ত
হইলে পর তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া অত্যল্প
কাল রাজ্য ভোগাদি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎকালে পর-
ডিকস নামেও ফিলিপ নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা অত্যল্প বয়ঃক্রম হেতুক
সিংহাসন অপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন হইলে ঐ দেশের পসেনিয়স
নামে এক জন সেনাপতি ঐ রাজ্যে আত্ম অধিকার জানাইয়া স্ববলে
সিংহাসন লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাতে ঐ বলবান্ ব্যক্তি
রাজা হইবে এমন সকলেরি বোধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরিডিসি
নামে ঐ দুই বালকের মাতা তিনি ইফক্রাটিসনামে আথেন্স দেশীয়
সেনাপতিকে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করাতে সেই সেনাপতি
যথেষ্ট উপকার করিলেন। আপনি তাহাদের তিন জনের মধ্যবর্ত্তী
হইয়া ন্যায্য বিবেচনাতে পরডিকসকে রাজ্যানির্ণয় করিয়া দিলেন।
পশ্চাৎ কিছু কাল বিলম্বে টলমী আলোরাইটিস নামে এক ব্যক্তি
বাহুবলের দ্বারা ঐ সিংহাসন গ্রহণ করিলে পর থিবস্ দেশীয় লো-
কেরা পিলপিডস নামে সেনাপতিকে অধ্যক্ষ করিয়া আক্রমণ
পূর্ব্বক টলমীকে দূর করিল, এবং পরডিকসকে ঐ সিংহাসনে
পুনঃস্থাপন করিল। অনন্তর থিবস্ লোকেরা মাসিডনীয় লোক-
দিগকে স্বাধীন রাখিবার জন্যে তাহাদের ত্রিশ জন যুবা লোককে
বন্ধক রাখিল, তাহার মধ্যে রাজা পরডিকসের ভ্রাতা ফিলিপ

the art of war. Whilst under the protection c celebrated Theban, the young prince had befo eyes examples of indefatigable activity, unshaken ness, also of justice, disinterestedness, and can He is, however, accused of having retained no those virtues, but such as were suitable to his des

When Philip was informed of the death of his ther Perdiccas, he went secretly from Thebes to M don, where he found the people dejected, and the in the greatest confusion, four formidable armies o point of attacking the kingdom, a child on the thr and two powerful competitors contriving to dispo him. Philip, however, who was then only twenty years of age, undismayed by the evils which threat the kingdom and the throne, boldly asserted the r of his infant nephew. He terminated the dom troubles; gained over the people by his affabilit promises; and caused the pretenders to the thron disappear. After such great success, the nation suf ed him to assume, without opposition, the place of nephew; and, in a few years, Philip became the m powerful and the most envied of monarchs.

Philip always concealed his ambitious projects w great art. When he attacked Amphipolis, a city wh lay convenient for his purposes, he assured the At nians, that it was in order to terminate the dissensi of the inhabitants. When he took Potidæa and Pyd

ছিলেন; তাহাতে পিলপিডস সেনাপতি ঐ যুবরাজকে আপনার ইপামিনন্ডসের সমীপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পাইথাগরসের মতাবলম্বী এক জন বড় সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ছিলেন; ঐ পণ্ডিত ফিলিপকে বিবিধ বিদ্যা এবং অস্ত্র বিদ্যা অভ্যাস করাইলেন। এই প্রকার সহবাসেতে থাকিয়া যুবরাজ অবিরত উদ্যোগ ও অটল সাহস ও সত্যতা এবং নিরাকাঙ্ক্ষিত্ব ইত্যাদি নানা শিক্ষা পাইলেও ইতিহাসবেত্তারা তাঁহার এই দোষ বর্ণনা করেন, যে তিনি আপন অভিলাষ পরিপূরণার্থে ঐ সকল শিক্ষা গোপন করিতেন।

অনন্তর এক সময় ফিলিপ নিজ ভ্রাতা রাজা পরডিকসের মৃত্যু সম্বাদ শ্রবণ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ থিবস্ নগরহইতে মাসিডনীয় দেশে প্রস্থান করিলেন, আর দেখিলেন, যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবন্নগরস্থ লোকই খিন্নান্তঃকরণে শোকেতে হাহাকার করিতেছে, আর চারি জন সেনাপতি বলবান্ বাহুল্য বলগণেতে আবৃত হইয়া চারি স্থানে থাকিয়া রাজ্যের প্রতি আক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছে। এবং আর দুই জন মহা বল পরাক্রান্ত মনষ্য সিংহাসনস্থ আপন ভ্রাতৃ পুত্র বালকে অধিকার চ্যুত করিতে চেষ্টা পাইতেছে; এ প্রকার রাজ্যে উপদ্রবাদি দেখিয়া ঐ ফিলিপ তখন দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াও অন্তঃকরণে কিছু শঙ্কান্বিত হইল না, বরং আরো অধিক সাহস করিয়া আপন ভ্রাতৃপুত্রের সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্যে ঐ বলবান্ দুই জন শত্রুকে বাহুবলেতে দূর করিয়া দিলেন; এবং অন্যোন্য বৈরি সমূহকে দমন করিয়া সৌজন্য ও সদ্ দানের দ্বারা দেশস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিলেন। তখন লোকেরা ফিলিপের এপ্রকার আশ্চর্য্য সাহস ও সৌভাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে ঐ বালকের সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইল, আর কি লিখিব, ঐ ফিলিপ দুই তিন বৎসরের পর এতাদৃশ বর্দ্ধিষ্ণু হইল, যে জগতে তাহার উপমার স্থান ছিল না।

ঐ ফিলিপ রাজা আত্মগৌরবাভিলাষ সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতেন, কিন্তু ছলদ্বারা, বাহ্যে স্বাভাবিকের ন্যায় আত্ম নিরাকাঙ্ক্ষিত্ব প্রকাশ করিতেন। তাহার নিদর্শন এই দেখ, তিনি আম্ফিপলিস নামে নগর আক্রমণপূর্ব্বক জয় করিয়া এথিনীয়ানদের চাতুরীদ্বারা এই প্রবোধ দিলেন, যে আমি কেবল নগর নিবাসিদের বিরোধ নিবারণার্থে এ কর্ম্ম করিয়াছি। আর পুনর্ব্বার যখন তিনি স্বার্থচিন্তা

two cities of great strength, he pretended, that it w
only to deliver them from the Athenians who garris
ed them, and to restore them to the Olynthians, wh
friendship he was desirous of cultivating. He to
possession of the whole country between the riv
Nessus and Strymon, not, as he said, to make him
master of the gold and silver mines which they co
tained, but to assist the inhabitants against those re
less neighbours by whom they were threatened.
cared little whether his stratagems were discove
after the event, provided they were not disconcer
in the course of the enterprise.

Whilst Philip was returning out of Thrace, a m
senger arrived with the news that Parmenio had
feated the Illyrians; soon after came another, inform
him, that his chariot had gained the prize at
Olympic games; and almost at the same time arrive
third, acquainting him, that his wife Olympias
brought forth a son at Pella. This son was the c
brated Alexander. Hearing this, he exclaimed: "Gr
Jupiter, in return for so many blessings send me a sli
misfortune."

Philip had now greatly extended, and amply secu
the ancient boundaries of his kingdom; but he
much more augmented his revenues. He was alre
grasping at the sovereignty of all Greece; but he
sensible, that by attempting too eagerly to obtain

করিয়া পলিডিয়া নামে ও পিডনা নামে এই দুই নগর স্বাধীন করিলেন, তখন এই কথা কহিলেন, যে আমি কেবল এথিনীয়ান সৈনাদের হস্তহইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে এ নগর জয় করিয়াছি, ইহাতে আপন স্বার্থ কিছুই নাই, কেবল আমি আপন বন্ধু অলিনথি লোককে এই দুই নগর প্রদান করিব। এবং আরো দেখ, যখন তিনি নেসস নদী অবধি ত্রিমন নদী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ বলেতে স্বায়ত্ত করিলেন, তখন এই কহিলেন, যে এতদ্দেশস্থ আকরীয় সুবর্ণ রূপ্যাদিতে আমার বাঞ্ছা নহে, কেবল এতদ্দেশের বৈরিবিনাশার্থে অধিকার করিয়াছি। রাজা ফিলিপ এপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিলে পর ঐ সকল ছল প্রকাশ হওয়াতে কোন আশঙ্কা করিতেন না।

অনন্তর যখন রাজা ফিলিপ থ্রেস নগরহইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তৎকালে তাঁহার এক জন দূত আসিয়া নিবেদন করিল, যে হে মহারাজ, মহাশয়ের পারমিনিও নামে সেনাপতি এলেরি জাতিদিগকে পরাভব করিয়াছে। এবং ঐ সময়ে আর এক জন দূত সমাচার দিল, যে মহারাজার রথ ওলিম্পিক নামে খেলাতে জয় করিয়া পণ পাইয়াছে। তৎক্ষণে আর এক জন দূত আসিয়া জ্ঞাপন করিল, যে মহারাজার অলিম্পিয়াস নামে রাজ্ঞী পেলা নগরে একটি পুত্র প্রসব হইয়াছেন। ঐ দূত যে পুত্রের সমাচার আনিয়াছিল, সেই পুত্র খ্যাত্যাপন্ন সেকন্দর শাহ জানিবা। এই সকল শুনিয়া রাজা ফিলিপ আপন দেবতা প্রতি কহিলেন, যে হে দেবতা, আমার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ, ইহার পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ দুঃখ দিবা না?

ঐ ফিলিপ রাজা এই প্রকারে অতিশয় বিস্তারিত রাজ্য করিয়া দৃঢ় রূপে শাসন পালন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সমস্ত রাজ্যের অধিক কর গ্রহণেতে প্রচুর ধনের দ্বারা কোটি২ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সমস্ত গ্রীক দেশের একাধিপ

glorious prize, he might for ever destroy his prospect of success. His greatest opponent was Demosthenes, who penetrated his thoughts and designs, and pointed out to the Athenians the motives and object of l actions. Philip bribed other orators who oppos him; but he acknowledged the superiority of Dem thenes. "If he would enter," said he, "into my s vice, I would confer on him great appointments." characterize the invincible eloquence of this ora he said; "Isocrates combats with a foil, Demosthe with a sword."

Demosthenes was the son of an opulent Athenian manufacturer. At a very early age, he manifested a taste for elocution, though nature seemed to have opposed insuperable obstacles to his arriving at emi-nence in that art. His first attempt at public speak was in defence of his own rights against the un claims of his guardians, when about seventeen y of age; on which occasion his success was to be asc ed rather to the justice of his cause, than to his a ty in speaking. Encouraged by this effort, he un took to plead the cause of a friend; but was unabl proceed, on account of the decided marks of disap bation exhibited by the whole assembly. Mortified almost in despair, he formed a momentary resolut to retire from public life, and hide his head in per tual obscurity. But the solicitations of his frien seconded by the invincible ardour of his genius, duced him quickly to alter his purpose, and make most determined efforts to conquer those natural fects which seemed so formidable. He stammered such a degree, that he could not properly pronou

ইতে সম্পূর্ণ অভিলাষ হওয়াতে ঐ রাজ্য স্বাধীন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে হঠাৎ আক্রম করেন্ নাই, যে অত্যন্ত লোভ করিলে পাছে ক্ষোভ পাইতে হয়। এ প্রকার হইলে ডিমস্থেনেস নামে খ্যাত্যাপন্ন আথেন্স দেশীয় এক জন সদ্বক্তা, তিনি ফিলিপের এইমত অভিপ্রায় জানিয়া আথেন্স দেশীয় লোকদিগকে তাঁহার কর্ম্মের বিশেষ কারণ জ্ঞাত করাইলেন। তাহাতে রাজা ফিলিপ অন্যোন্য সদ্বক্তাকে উৎকোচদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন; এবং ডিমস্থেনেসকে কহিলেন, যে যদি তুমি আমার অভীষ্টেতে চেষ্টা কর, তবে আমি তোমাকে উত্তম সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করিব। আর এই সৎকথকের অজেয় বক্তৃতা বিষয়ে তিনি কহিলেন, যে ইসক্রাটিস ধারশূন্য অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করেন্, কিন্তু ডিমস্থেনেস অতিশয় তীক্ষ্ণাস্ত্র লইয়া সংগ্রাম করেন্।

ঐ ডিমস্থেনেস নামক ব্যক্তি আথেন্স দেশীয় এক জন ভাগ্যবান্ সওদাগরের পুত্র ছিলেন। তাঁহার অত্যল্প বয়সেতেই বক্তৃত্ব গুণের অঙ্কুর থাকিলেও বাক্যের জড়তা প্রভৃতি বিবিধ বাধা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে শীঘ্র নৈপুণ্য জন্মে এমন কাহারো বোধ ছিল না। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে আপন বিরোধি অভিভাবকের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। সেই তাঁহার বক্তৃতার প্রথম সূত্র, কিন্তু তাহাতে যে তিনি আপন বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা নয়, তবে কি না কেবল আপন ন্যায্য মোকদ্দমা প্রযুক্তই জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রথম উদ্যোগের সফলত্ব পাওয়াতে সাহসী হইয়া পরে এক জন বন্ধু লোকের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বাক্যের অপটুতা ও মুখের বিকৃত শব্দাদি প্রযুক্ত সভাস্থ লোক কর্ত্তৃক এমন নিন্দিত হইলেন, যে কাযেৎ তদ্বিষয়ে তাঁহার ক্ষান্ত হইতে হইল। একারণ তিনি নিতান্ত মনোভঙ্গ হইয়া লজ্জাতে হঠাৎ এই মনস্থ করিলেন, যে আমি এ কালা মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না, অতএব নির্জ্জনে গিয়া কাল ক্ষেপণ করি।

some letters, to remedy which he used to speak w
little pebbles in his mouth. He had also a quickn
of breathing, which he overcame by pronouncing se
ral sentences without intermission, and by ascendi
steep and difficult places. In order to strengthen
voice, and to accustom himself to the tumultuous no
of the popular assemblies of Athens, he frequented t
sea shore, and amidst the roaring of waves pronounc
his harangues. Convinced that more was necessary
form a perfect orator than the most correct pronun
ation, or the most graceful action, he applied hims
diligently to reading and study. For a time he seclud
himself almost entirely from society, that he might fo
his style on the purest models, and induce a habit
chaste and elegant composition. During this interv
of retirement, he is said to have transcribed eight tim
the writings of Thucydides, so desirous was he of a
quiring a style of composition, similar to that of t
justly admired historian.

Afterwards he appeared in the public assembly, an
in his orations against Philip, poured forth such
stream of eloquence, that none of the venal orators
Athens were able to resist it. The magistrates and com
mon people, ere they were aware, were borne along b
the mighty torrent; and his audience, instead of findin
leisure or inclination to admire the splendid corusca
tions of his genius, found themselves imperceptibl
animated by the same patriotic spirit, and roused from
their lethargy, by the impassioned vehemence of th
youthful orator. In those unequalled specimens of h
eloquence, which have been preserved amidst the wrec
of ages, we meet with such elevated sentiments, clothe
n such glowing language, that whilst reading them
with delight approaching to admiration, we are n

কিন্তু শেষে বন্ধুবান্ধবদের সুপরামর্শ লওয়ানন্তে এবং আপন বুদ্ধি প্রভাবেতে ঐ মনস্থকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া আপন বাধা ভঞ্জনার্থে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে তোতলা দোষ ভঞ্জনার্থে করিলেন কি, না কতক গুলিন ক্ষুদ্র২ প্রস্তর মুখে দিয়া সর্ব্বদা কথা কহিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দোষ ক্ষালনার্থে অবিচ্ছেদে অনেক২ শ্লোক এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং দুর্গম্য ঢালু স্থানের উপরে উঠিতে লাগিলেন। আর আথেন্স্ দেশীয় সভাস্থ লোক সমূহের কলরবেতে কথা কহিবার জন্যে শব্দায়মান সমুদ্র তরঙ্গের নিকটে গিয়া বক্তৃতাদি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। আর বাক্যের কৌশল ও অবিকৃত মুদ্রাদি হইলেই যে উত্তম বক্তৃতা হয় এমন নহে, বাক্য বিন্যাসাদি বিদ্যাও অপেক্ষা করে, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি বহু দিবস লোক সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিখ্যাত এক কবির কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইতিহাসবেত্তারা লিখেন, যে তিনি থিউসিডিডিস্ নামক খ্যাত্যাপন্ন এক ইতিহাসবেত্তার তুল্য লিখন ও তত্তুল্য কথা প্রণালী জানিবার জন্যে তৎকৃত গ্রন্থ ক্রমিক আট বার নকল করিয়াছিলেন।

এরূপ নিয়মাদি করিলে পরে ঐ ডিমস্টিনিস্ এক সময় আথেন্স্ দেশীয় সভাতে উপস্থিত হইয়া ফিলিপ রাজার বিরুদ্ধে এমন বক্তৃত্বাদি প্রকাশ করিলেন, যে তাহাতে আথেন্স্ দেশীয় উৎকোচ গ্রাহক বক্তারা উত্তর দিতে অসভ্য লোকের ন্যায় গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া অবাক্ হইয়া রহিল। আর প্রধান কি অপ্রধান সকলেই বক্তৃতাস্রোতে দূরে পড়িল। ফলতঃ শ্রোতা সকল ঐ সুবক্তার বক্তৃতা প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয় ইহা মোহিত প্রযুক্ত বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ অল্প বয়স্ক ব্যক্তির বাক্য বলেতে দৃঢ়তর সাহসী হইয়া পূর্ব্বের আলস্যামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশের মঙ্গলার্থে তাঁহারি মত উদ্যোগী হইতে লাগিল। আর ঐ ডিমস্টিনিস্ কৃত অনেক২ গ্রন্থ সকল কালক্রমে লুপ্ত হইলেও অদ্যাপি যে দুই একখানি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, আমরা তাহার বাক্য বিন্যাস ও উত্তম২ ভাব দেখিয়া গ্রীক লোকেরা যে এরূপ মোহিত হইয়াছিল, ইহাতে বড় আশ্চর্য বোধ করি না; এবং ঐ সুবক্তার বক্তৃত্ব শুনিতে যে গ্রীক দেশ প্রদেশের সমুদয় লোক ঝাঁকে২ আথেন্স্ নগরে আসিয়া তাঁহার আশাদায়ক বাক্যদ্বারা নিজ২ আলস্য ও নিরাশত্ব

longer surprised at the powerful effects they produced on the popular assemblies of Greece, we cannot wonder that multitudes should throng from every province, to hear him declaim on subjects so deeply interesting to their feelings, that so many states rose at his hope-inspiring call from the slumbers of inactivity or the shades of despair, to make a vigorous effort for their expiring liberties, or that Philip should have confessed, that the eloquence of Demosthenes injured him more than all the armies and fleets of the Athenians. "His harangues," said the Macedonian monarch, "are like machines of war and distant batteries raised against me, by which, in spite of all my efforts, my projects are subverted, and my enterprises ruined. I verily believe, had I been present and listened to his orations, I should have been the first to conclude on the necessity of waging war with myself." Such was the honourable testimony borne, even by an enemy, to the commanding talents and public virtues of this celebrated speaker.

Negotiations which were carried on with little sincerity between Philip and the Athenians, had long suspended a dangerous explosion. The Macedonian monarch always pursued the accomplishment of his object, which was to make himself to be considered by the Greeks as the protector of the weak, and the enemy of tyranny. He had engaged in the Sacred War, which, on account of a small piece of land taken from the temple of Delphi, had put all Greece into commotion. The Athenians, however, did not suffer the king to be ignorant, that they sufficiently understood his designs

At length, Athens formed a powerful league, the force of which was displayed in the plains of Chæronea, near Thebes, in Bœotia. Before the sun was risen, both armies were in battle array. Philip headed the

ডিমস্থিনিস স্বদেশ রক্ষার্থে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, আর ফিলিপ রাজা যে গ্রীক সৈন্য ও গ্রীক জাহাজ অপেক্ষায়ও ঐ ডিমস্টিনিসকে অধিক ভয় করিতেন, ইহাতেও আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না। দেখ, ফিলিপ রাজা নিজে এই কথা কহিয়াছিলেন, যে ডিমস্টিনিসের কথা এক প্রকার তোপ ও কেল্লার স্বরূপ বোধ হয়, কেননা আমি অতি যত্ন পূর্ব্বক যে সকল চেষ্টা করি, তাহাদ্বারা সে সকলই একেবারে ব্যর্থ হয়। আর আমি যদি আথেন্স্ দেশীয় সভাতে গিয়া ডিমস্টিনিসের ঐ সকল কথা শুনিতাম, তবে আমার সঙ্গে যে আথেন্স্ দেশীয় লোকদের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা আমি অবশ্য স্বীকার পাইতাম। অতএব তাঁহার এক শত্রু সাক্ষী দেখিয়াই বিবেচনা কর, যে কি পর্য্যন্ত তাহার বক্তৃতা শক্তি ও স্বদেশ মঙ্গলার্থে চেষ্টা ছিল।

অনন্তর আথেন্স্ দেশীয় লোকদের সহিত ও রাজা ফিলিপের সহিত উভয় প্রেরিত প্রতিনিধি লোকের দ্বারা সন্ধি হওনের কথোপকথন হইতেছিল, একারণ বহু দিসাবধি পরস্পর সংগ্রাম বিরাম হইয়া থাকিল। তাহাতে মাসিডনীয়ানদের রাজা ফিলিপ অন্তঃকরণে স্থির সন্ধানদ্বারা ঐ রাজ্য স্বায়ত্ত করিবার অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। এবং আমি দুর্ব্বল লোকদের রক্ষক, ও উপদ্রবী লোকদের বৈরি, এমন গ্রীকদের প্রত্যয় জন্মাইতে সচেষ্টিত ছিলেন। আর তিনি দেলফাই নগরে দেবমন্দিরের কিছু ভূমি অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত জানিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা রাজা ফিলিপের সমস্ত মনস্থ অবগত হইয়াছি, এপ্রকার কোন ছল ক্রমে রাজাকে জ্ঞাত করাইল।

অবশেষে আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা অন্যোন্য দেশীয় লোকদের সহিত মিলিত হইয়া অসংখ্য প্রবল বলগণেতে সংবৃত হইয়া, কুহ২ শব্দেতে নদীবেগের ন্যায় আগমন পূর্ব্বক থিব নগরের নিকট বিওসিয়া দেশে চিরনিয়া নামে প্রান্তরে উত্তীর্ণ হইলে পর অরুণোদয়ের প্রাক্কালে উভয় সৈন্যগণ শ্রেণী বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর সম্মুখস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন রাজা ফিলিপ আথেন্স্ দেশীয় সৈন্য রূপ সমুদ্রের প্রবল বেগ বিশিষ্ট স্রোত নিবারণার্থে আপন দক্ষিণদিকস্থ সেনাদিগের অধ্যক্ষ হইলেন। এবং সেকন্দরশাহ নামে তাহার পুত্র থিবস্ দেশীয় সৈন্যদিগের বায়ুবেগের ন্যায় বেগভঙ্গ করণার্থে বামপার্শ্বস্থ সৈন্য সমূহের পর্য্যবেক্ষণাধি-

right wing of the army, which was opposed to the fury of the Athenians; and his son Alexander commanded the left wing, which faced the sacred band of the Thebans. The king perceived with the eye of a general that the Athenians, who had gained some advantage, advanced incautiously in the pursuit. "They know not how to conquer," said he; and immediately falling upon them, slew a great number, while the rest escaped by a precipitate and shameful flight.

After the victory, Philip sang with an air of burlesque and merriment, the beginning of the decree which Demosthenes had drawn up as a declaration of war against him. On this occasion, Demades, the Athenian orator, asked him, why he assumed the character of Thersites, when nature had given him that of Agamemnon? After the first transports of joy were over, Philip despatched his son Alexander, and Antipater, the most confidential of his ministers, to conclude a peace with the Athenians, on such favourable terms as they had no reason to expect.

Having thus completely effected the conquest of Greece, the Macedonian monarch immediately turned his thoughts towards that of Asia, and was appointed by the Greeks general of the expedition. But in the midst of these designs, a misunderstanding took place between Philip and Olympias, which caused him to divorce his wife, and marry Cleopatra, the niece of Attalus, a Macedonian nobleman. The king of Macedon, however, was soon after slain, at the celebration of certain games in honour of the marriage of his daughter Cleopatra. The assassin was Pausanias, who had

ত তুল্য অধিপতি হইলেন। তখন উভয় সৈন্যেতে পরস্পর মিলন হইলে আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা ঘোরতর যুদ্ধ করত কিছু জয়যুক্ত হইয়া অসাবধান রূপে যখন সৈন্য তাড়না করিতে লাগিল, তখন রাজা ফিলিপ বলিলেন, ইহারা জয়ের ক্রম কিছুই জানে না। একথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, যেমন মত্তহস্তী নলবনেতে প্রবেশ করিলে সমুদায় নলবন ভূমিশায়ি হয়, তাদৃশ রাজা ফিলিপ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য সৈন্য ছিন্নভিন্ন ক্রমেতে ভূমিশায়ী করিলেন। এবং অবশিষ্ট যে সকল সৈন্য তাহারা লজ্জান্বিত হইয়া প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল।

এপ্রকার জয়ী হইলে পর ডিমস্টিনিস ফিলিপের বিরুদ্ধে যে আরম্ভের প্রকাশক এক পত্র লিখিয়াছিলেন, রাজা ফিলিপ সেই পত্র পাঠ করিয়া তাহা ব্যঙ্গক্রমে গান করিতে লাগিলেন। তখন ডিমডেস নামে আথেন্স্ দেশীয় একজন সুবক্তা রাজা ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি স্বাভাবিক আগামেমনন নামে রাজার সদৃশ হইয়া থারসাইটিসের তুল্য হইতে আকাঙ্ক্ষা কর? এ তোমার বড় ভ্রম দেখিতেছি। তখন এ কথা শুনিয়া রাজা ফিলিপ অহঙ্কার ও অভিমান জন্যে উন্মাদ হইতে বোধ প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র সেকন্দরশাহ ও আত্মবিশ্বাসী অন্টিপাটর নামে মন্ত্রী এই দুই জনকে আথেন্স্ দেশীয় লোকদের সহিত সন্ধি করিতে তদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা যে প্রকার সন্ধি বিষয়ে আত্মক্ষতি অনুমান করিয়াছিল তাহা না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ মঙ্গল হইল।

রাজা ফিলিপ এই রূপে সমুদয় গ্রীক দেশ স্বাধীন করিলে পর আশিয়া দেশ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত করিতে মনোবৃত্তি করিলেন। আর ঐ সংগ্রামে রাজা স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন, এমন গ্রীক দেশীয় সমস্ত লোকদের বাসনা ছিল। এপ্রকার হইলে ইতোমধ্যে রাজা ফিলিপ ও তাঁহার মহিষী আলিম্পিয়াস এই দুই জনে হঠাৎ বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা গ্রামস্থ সমস্ত বিশিষ্টশিষ্ট মহল্লোকদিগকে সাক্ষী করিয়া আপন রাজ্ঞীকে পরিত্যাগ করিলেন। এবং মাসিডন দেশীয় বিশিষ্ট বংশজাত আটালস্ নামে এক ব্যক্তির ভ্রাতৃকন্যা ক্লিওপাত্রাকে দারপরিগ্রহ করিলেন। কিয়ৎকালাবসানে এক সময় রাজা ফিলিপ আত্ম কন্যার বিবাহ মহোৎসবে অত্যন্ত

been insulted by Attalus, and who stabbed the king in the left side, as he marched in a grand procession with the images of the twelve great idols of Greece.

Thus fell Philip in the forty seventh year of his age, and the twenty fourth of his reign. By considering his character we shall find, that he possessed foresight and sagacity peculiar to himself, and that he united several prominent features which distinguished the Grecian nation; valour, eloquence, address, flexibility in varying his measures without changing his purpose, and the most extraordinary powers of application and perseverance. Had he not been interrupted in the middle of his career, it is probable that he would have subdued the Persian empire.

On the death of Philip, his son Alexander ascended the throne of Macedon, and took possession of a kingdom which the policy of the preceding reign had rendered flourishing and powerful. The works of Homer were the particular study and delight of this prince. Being appointed general of the combined army destined to invade Asia, he prepared for his eastern expedition, by diffusing among the northern barbarians the terror of his name. In the mean time, a report being industriously spread through Greece, that Alexander was dead, the Thebans slew Amyntas and Timolaus, commanders of the citadel, and expelled the Macedonian garrison. Alexander, being informed of these proceedings, marched his army into Bœotia, and on the Thebans refusing to deliver up the guilty, took their city by assault, which he razed to the ground, and put to the sword, or dragged into captivity, the greater part of the citizens. This dreadful example struck terror into the Greeks.

ারোহ করিয়া দ্বাদশ দেব প্রতিমূর্ত্তি সমভিব্যাহারে ঘটা করিয়া
ইতে ছিলেন, ইতোমধ্যে আটালস্ নামে সেনাপতি কর্তৃক অপ-
নিত হইয়া পসানিয়স্ নামে এক লোক একখানি তীক্ষ্ণ ধার বি-
ষ্ট কাটারি লইয়া অকস্মাৎ রাজা ফিলিপের বামকক্ষে আঘাত
রিল, তাহাতে রাজা তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

ঐ রাজা ফিলিপ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া সপ্ত চত্বা-
ংশদ্বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তে কাল প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার চরিত্র দেখিয়া
নুমান হয়, যে তাঁহার বুদ্ধি ও পরিণাম দর্শিতা ছিল, আর সাহস
সম্বন্ধীয় কৌশল এবং সন্ধানের স্থিরত্ব ও নিরন্তর পরিশ্রম আর
রকাল সমান উদ্যোগ ইত্যাদি গ্রীক দেশীয় লোকদের যেং
ক্ষণ, তাহা তাঁহাতে অধিক ছিল। একারণ বোধ হয়, যে যদ্যপি
তনি অকালে হঠাৎ না মরিতেন, তবে ফারশী রাজ্য অবশ্য অনা-
াসে জয় করিতে পারিতেন।

রাজা ফিলিপের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার পুত্র সেক-
দর শাহ পিতাকর্তৃক অতিশয় উন্নত ঐশ্বর্য্যান্বিত মাসিডনীয় রাজ্যের
ধিপতি হইলেন। ঐ নবীন রাজা হোমর নামক কবি কৃত বীর
সান্বিত কাব্যেতে মনঃসংযোগ করত সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত থাকিতেন।
অনন্তর আশিয়া দেশ আক্রম করণার্থে ফিলিপ কর্তৃক যেং সৈন্য
নিযুক্ত ছিল, তিনি তাহার অধ্যক্ষ হইয়া উত্তর দেশস্থ অসভ্য বন-
বাসি লোকদিগের নিকটে আপন প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত নামের দ্বারা
শঙ্কা প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে গমনার্থে সুসজ্জীভূত হইয়া ছিলেন।
ইতোমধ্যে রাজা সেকন্দর শাহের মৃত্যুসমাচার অকারণ গ্রীক দেশে
প্রচার হওয়াতে থিবস দেশীয় লোকেরা আমিনটস্ নামক ও
টিমোলাস নামক এই দুই জন সেনাপতিকে প্রাণের সহিত নষ্ট
করিল, এবং তদ্দেশস্থ মাসিডন সৈন্যদিগকে নগরহইতে দূর
করিল। এ সকল সমাচার রাজা সেকন্দর শাহ পাইয়া ঐ রণ সজ্জাতে
সমূহ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া বোইসিয়া দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন
রাজ আজ্ঞাদ্বারা থিবস্ দেশীয় লোকেরা অপরাধ লোকদিগকে সম-
র্পণ করিতে অস্বীকার হইলে রাজা কোপ ভরেতে তাহাদের নগর
সমভূমি করিয়া বিস্তর প্রজাগণের মস্তক ছেদন ও নিজ দাস করিয়া
সঙ্গে লইলেন। এ প্রকার ভয়ঙ্কর দর্শনের দ্বারা গ্রীক দেশস্থ লোকেরা
সশঙ্ক হইয়া থাকিল।

Before Alexander set out for Asia, he consulted the oracle of Apollo at Delphi, and the priestess refusing to place herself on the tripod, the king attempted to force her, when she said, "My son, thou art invincible." Alexander immediately replied, "It is enough, I accept the omen." When he arrived at the ruins of Troy, he sacrificed victims in honour of those whose remains were deposited in the tombs around the city; and particularly of Achilles, from whom he pretended to derive his descent. After passing the Granicus, he subjected Halicarnassus, which had been defended by Persians, to the same fate as Thebes. The city was razed to the foundation, and reduced to ashes.

From Macedonia, Alexander proceeded along the coast of the Mediterranean; advanced to Egypt; traversed the sandy deserts of Libya; visited the Red Sea and the Persian Gulf; and explored the countries around the Caspian Sea, and the Palus Mæotis. In a word, he overran in every direction the interior part of that vast continent, and in the short space of ten years, formed an empire more extensive than any that ever existed. Our admiration, however, is succeeded by a painful sentiment, a kind of indignation, when we inquire the motive and design of these warlike expeditions. It is not only the extreme of folly but of wickedness, to attack peaceable nations, to ravage their plains, burn their towns, and drag into captivity the inoffensive inhabitants. In this view, Alexander

রাজা সেকন্দরশাহ ভারতবর্ষে যাইবার প্রাক্কালে যখন দেলফাই নগরের দেবতার মন্দিরে কোন পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন, তখন সেখানকার যোগিনীকে সেই স্থানস্থ ত্রিপদ সিংহাসনোপরি উঠিতে অসম্মত দেখিয়া রাজা তাহাকে নিজবলেতে উঠাইতে ইচ্ছা করিলে পর, ঐ যোগিনী কহিলেন, যে হে পুত্র, আমাকে ব্যস্ত করিও না, আমি বর দিতেছি, তুমি দিগ্বিজয়ী নিশ্চয় হইবা। এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত হইয়া উত্তর করিলেন, হে মাতঃ, ইহাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এ কথা কহিয়া রাজা সে স্থান হইতে যে স্থানে ত্রয় নামে বিখ্যাত নগর ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নগরের চতুর্দ্দিকস্থ কবরেতে বিবিধ পশু বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ আপন পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া, অকিলিশ নামে সেনাপতির উদ্দেশে পুনঃ২ বলিদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গ্রানিকশ নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া হালিকার্ণাশস নামে নগর আক্রম পূর্ব্বক বাহুবলেতে জয় করিয়া যেমন থিবস্ নগরের অবস্থা করিয়াছিলেন, তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া এই নগর ভস্মরাশি করিলেন।

তদনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ দিগ্বিজয়ার্থে যাত্রা করিয়া মাসিডন দেশহইতে ভূমধ্যস্থ সাগর তীরস্থ পথের দ্বারা প্রথমতঃ মিশর দেশে প্রবেশ করিলেন। পরে লিবিয়া দেশীয় ভয়ানক বালুকাময় প্রান্তরোত্তীর্ণ হইয়া শুষ্ক সমুদ্র ও পারসী সাগর দিয়া কাস্পিয়ন সমুদ্রের নিকটস্থ দেশ সমূহ ও ঐ সাগর পেলসমিওটিস নামে যেং স্থান সকল, তাহার অনুসন্ধান পূর্ব্বক গমন করিলেন। অধিক কি লিখিব, ঐ রাজা সৈন্য সামন্ত রথ রথি হস্তি উষ্ট্র ঘোটকাদিদ্বারা এক কালে তাবদ্দেশের চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় গমনকরত সম্মুখে যেং দেশ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে সমভূমি করিয়া যাইতেন। এ প্রকারে দশ বৎসরের মধ্যে তিনি এমন এক আশ্চর্য্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে তাহার সদৃশ রাজ্য আর কখন ছিল না। এ প্রকার রাজা সেকন্দরশাহের উৎকট দুঃসাধ্য কর্ম্ম সকল কর্ণগোচর হইলে আমাদিগের বিস্ময় জ্ঞান দূরে থাকুক, বরং ক্ষোভ উপস্থিত হয়। কেননা দেখ দেখি, ঐ রাজা নানা দিগ্দিক্ দেশদেশান্তর ভ্রমণ করত জয়যুক্ত হইয়া উত্তমং শস্যশালি দেশ সকলকে নির্ম্মূল অরণ্য করা ও গ্রাম দগ্ধ করা এবং নিরপরাধি লোকদিগকে দাসত্বে নিয়োগ করা এ সকল কি অজ্ঞান তমো-

was only a scourge, the remembrance of whom ought to be effaced from the annals of the world. He made a journey to the temple of Jupiter Ammon, and exposed his army to the danger of perishing in the sand, that he might be declared the son of the idol there worshipped.

Antipater, whom Alexander had left as governor of Macedonia, found it extremely difficult to confine within the prescribed bounds the haughty and imperious Olympias, who was sure of her son's affection. The king having received from him a long letter full of complaints, said: "Antipater is ignorant that one single tear of a mother can efface a thousand such letters." He, however, still continued him as governor.

The court of Alexander had become extremely brilliant by the concourse of great lords, princes, and even kings, who came to solicit his favour. Their flattery poisoned the mind of the monarch: who was charmed with their excessive praise and adoration, and offended that the Macedonians did not treat him with the same marks of respect. Clitus, a veteran soldier, who had saved the life of Alexander at the battle of the Granicus, hearing the king extolled above Castor and Pollux, and even Hercules, started up, and said: "I cannot endure such fulsome and ridiculous language, by which you depreciate ancient heroes, that you may flatter the ears of a living prince." Alexander hearing this and other severe expressions, ran him through the body with a pike, and laid him dead on the

বিশিষ্টের কর্ম্ম নয়। জগদীশ্বর সেকন্দরশাহকে কেবল মহামারি স্বরূপ করিয়া জগতে প্রেরণ করিলেন; আর ইতিহাসবেত্তাদের আপন গ্রন্থহইতে এই ব্যক্তির নাম লোপ করা উচিত জানিবা। সে যাহা হউক, অনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ এক সময় তীর্থাভিলাষী হইয়া আপনাকে জুপিটর আম্মন নামে দেবতারপুত্র বলিয়া আপন সৈন্য সামন্ত সকল বালুকাময় প্রান্তরে অনাহারে পিপাসাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইলেও তিনি ঐ দেবতার মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ যে সেনাপতিকে মাসিডন দেশের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই আণ্টিপাটর নামে সেনাপতিকে আলিম্প্যাস নামে ঐ রাজার মাতা, নিজ পুত্রের স্নেহবলেতে যথেষ্ট দুঃখ দিতেন। এ কারণ ঐ সেনাপতি আপন দুরবস্থা বিস্তারিত ক্রমে লিখিয়া এক খানি আবেদন পত্র মহারাজার নিকটে পাঠাইলেন, তাহাতে রাজা ঐ পত্র পাঠ করিয়া উত্তর করিলেন, যে শুন, তুমি কি জানিতে পার না যে জননীর নয়নজল কণামাত্র নিঃসরণ হইলে এমন সহস্র২ লিপি বৃথা হয়, এমন হইলে তত্রাপি রাজা সেই সেনাপতিকে পদচ্যুত করিলেন না।

পশ্চাৎ ভূপাল সেকন্দরশাহের শ্রীবদনগ্রহ গ্রহণার্থে নানা দিগ্দেশীয় ক্ষিতিপালবর্গ ও সভ্যভব্য ভাগ্যবান্ যুবরাজ প্রজা সকলেতে আসিয়া রাজসিংহাসনের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সভার শোভা করিয়া বসিত, এবং সর্ব্বদা তাহারা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মহারাজকে স্তব ও মনোরম বাক্যদ্বারা উপাসনাদি করিত, তাহাতে রাজা সেকন্দরশাহ ঐ সকল উপাসনা বাক্যে প্রমত্তচিত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু আপন মাসিডন দেশীয় লোকহইতে তাদৃশ উপাসনাদি প্রাপ্তি না হওয়াতে রাজা অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ পাইলেন; তৎকালে ক্লাইটস্ নামে এক জন প্রাচীন সৈন্য যিনি গ্রানিকস নদীর নিকট যুদ্ধে রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি কাস্তর নামে ও পলক্স নামে ও হর্কিলিস নামে বীরগণ অপেক্ষা রাজা সেকন্দর শাহের অধিক সুখ্যাতি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া রাজার পারিষদ্বর্গকে কহিলেন, যে এ কি তোমরা এই রাজাকে এমন অতিশয় প্রশংসা করিয়া ঐ প্রাচীন২ বীর সকলের মানের ত্রুটি কেন করিতেছ; তখন রাজা সেকন্দরশাহ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ ক্লাইটস্ যে প্রাচীন সৈন্য, তাহাকে বর্শাঘাতে বিদ্ধ করিয়া

spot. The crime, however, was no sooner commit than passion gave way to grief; but, even on this casion, the king was secured against remorse by flatt and false reasoning.

Alexander seemed to have no other pleasure tl that of ravaging, subduing, and destroying where he experienced resistance. Always inflamed with ardour of conquest, he employed fire and sword to complish his purposes, and delighted in danger, to wh he exposed himself with a kind of heedless fury. seemed resolved to stop only at the extremities of world. However, when he prepared to pass the ri Hyphasis, the most eastern of the five greatest stre whose confluence forms the Indus, the Macedoni refused to march farther eastward, and protested t they would no longer hazard their lives to gratify ambition and oppressive designs. Being therefore liged by the immoveable and unanimous resolution his European troops to set bounds to his trophies, commanded twelve Macedonian altars, equalling height and exceeding in bulk the greatest towers in t country, to be erected on the western bank of the ri Hyphasis as marks of the extremity of his conquests

But even in his return, the restless curiosity and satiable ambition of Alexander prepared new toils a dangers for himself and his troops, and fresh opp sions for the neighbouring nations. The nearer he proached to Babylon, where it is supposed he inten to fix his residence, the more he endeavoured to inc porate the Persians and the Macedonians into one tion. With this view he espoused two princesse the blood royal, one of whom was the daughter of rius; and he gave in marriage to Hephæstion anot

নষ্ট করিলেন। পরে যখন ক্রোধরূপ মদ্য নেশার হ্রাস তা হইল, তখন রাজা কুকর্ম্ম জানিয়া শোকসাগরেতে মগ্ন হইলে পর উপাসক পারিষদ্‌গণেরা বিবিধ প্রবোধ বাক্যরূপ নৌকাদ্বারা তাঁহাকে শোকসাগরহইতে উত্তীর্ণ করিল।

ঐ রাজা সেকন্দরশাহ লুঠকরণ ও নষ্টতা এবং অগ্নি কিম্বা তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা দেশ বিদেশ নষ্ট করা এই সকলেতে সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিতেন, তদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষণকাল থাকিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। ঐ অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে যখন ক্রোধরূপ মদ্যপানে প্রমত্ত হইতেন, তখন নিঃশঙ্ক হইয়া বড়২ আপৎকে তৃণ তুল্য লঘু জ্ঞান করিয়া তুচ্ছ করিতেন। তিনি দিগ্বিজয়ার্থে সর্ব্বক্ষণ দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া এক সময় যে পাঁচটি নদীর যোগেতে সিন্ধুনদী হইয়াছে, তাহার পশ্চিম ইফাসিস নামে নদীর পার যাইতে রাজা চেষ্টিত হইলেন। তখন তাঁহার মাসিডনীয় সৈন্য সকলে উহার আর পূর্ব্বদিকে যাইতে অসম্মত হইয়া কহিল, যে মহারাজের অপরিমিত জয়ের অভিলাষ বিষয়ে এত দুঃখদায়ক কর্ম্মের আশা আমরা আর করিতে স্বীকৃত হইব না; এই প্রকার মাসিডনীয় লোকদের স্থির প্রতিজ্ঞা জানিয়া রাজা তাহার অধিক আর পূর্ব্বদিকে যাইতে পারিলেন না। তখন রাজা মাসিডনীয় লোকদিগকে আজ্ঞা দিয়া আপন জয়ের সীমা চিহ্ন রাখিবার জন্যে ইফাসিস নদীর পশ্চিমে তদ্দেশীয় দুর্গহইতে বৃহৎ২ দ্বাদশটা বেদী নির্ম্মাণ করাইলেন।

ঐ রাজা সেকন্দরশাহ নিজ সৈন্যদিগের অসম্মতি প্রযুক্ত দিগ্‌দিগন্তরে যাত্রা ও বাহুল্য যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণে জয়ের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ না হইয়া যখন নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন যে২ দেশ দিয়া গমন করেন সেখানে২ নানা উপদ্রব করাতে আপনার উপর এবং সৈন্যদিগের উপর বিস্তর বিপদ ও পরিশ্রম ঘটনা হইল। আর অনুমান হয় রাজা বাবেল নামে নগরেতে রাজধানী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, যে হেতুক যখন ঐ নগরের নিকটে আইসেন তখন পারসী লোকদের সহিত এবং মাসিডনীয় লোকদের সহিত এক জাতি করণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এই অভিপ্রায়েতে রাজা দারায়স নামে রাজার কন্যা এবং অন্য এক রাজবংশীয়া কন্যা এই দুই কন্যাকে দার পরিগ্রহ করিলেন, এবং ঐ দারায়স রাজার আর এক কন্যাকে

daughter of the same monarch. His favourites follo ed his example, and selected young women from t noblest of the Persian families. All these marria took place in one day.

Alexander spent the last year of his life in the ce tral provinces of his empire. He repaired the harbou constructed arsenals, and formed at Babylon a bas sufficient to contain a thousand gallies. The importa design of uniting, in laws and manners, the subje of his extensive monarchy, was continually present his mind. In each company of the barbarian armi he added four Europeans to twelve Asiatics; and the Macedonian squadrons and battalions, he int mixed such of the barbarians as were most distingui ed by their strength, their activity, and their merit. I life, however, was now drawing to a close. He indulg in banqueting and festivity, to which, after the fatig of war, he had become extremely addicted.

An excessive abuse of wine put a period to his ex tence in the thirty-third year of his age, and the th teenth of his reign. In reviewing the life and acti of this monarch, it must be confessed, that Philip c tivated and produced that martial discipline wh distinguished the troops of Alexander, and by wh he was enabled to perform such great achievemen but the intemperance, the cruelty, the vanity, and passion of Alexander for useless conquests were his own. The fortunate issue which attended his terprises, was little more than an accidental advanta but his victories served to crown the pyramid of G cian glory. A magnificent tomb was erected for his mains in the city of Alexandria, which he had found

হেফাষ্টিন নামে সেনাপতিকে বিবাহ দিলেন, ঐ প্রকার দেখিয়া অমাত্যগণ সকল পারসী দেশীয় সদ্বংশজাত কন্যাদিগকে বিবাহ করিল। এই সকল বিবাহ এক দিনেতেই হইল।

রাজা সেকন্দরশাহ আত্মমরণের পূর্ব্ববৎসরে নিজ রাজধানীতে বিরাজমান থাকিয়া কালক্ষেপণ করত জাহাজ থাকিবার জলাশয় সকল পঙ্ক উদ্ধার পূর্ব্বক পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ও উত্তম২ অস্ত্রাগার সকল নির্ম্মাণ করিলেন। আর বাবেল নগরেতে এক সহস্র যুদ্ধের নৌকা উত্তীর্ণ হইয়া থাকিতে পারে এমন একটা দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিলেন। আর আপন ব্যবস্থা রীত্যানুক্রমে সমুদয় রাজ্যের অসংখ্য প্রজাগণের পরস্পর মিলন থাকে এমন চিন্তা অহর্নিশি করত আশিয়া দেশস্থ দ্বাদশ জন সৈন্যের মধ্যে চারিজন নিজের সেনাকে থাকিতে নিযুক্ত করিলেন, এবং বলবান্ ও সংগ্রামে নিপুণ এমন প্রজাদিগকে মাসিডনীয় সৈন্য দলমধ্যে মিশ্রিত করিলেন। পরে ক্রমে২ ঐ রাজার জীবনাবশেষের নানা চিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল, ফল যুদ্ধান্তে উত্তম২ সুস্বাদু সামগ্রীতে ও নানা ক্রীড়াতে নিমগ্ন হইলেন।

ঐ রাজা সেকন্দরশাহ ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্য করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে অপরিমিত মদিরাপান করাতে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ঐ রাজা অনেক২ দুঃসাধ্য অদ্ভুত২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন বটে. কিন্তু বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয়, যে এই সকল জয়ের প্রধান মূলীভূত হইয়াছেন রাজা ফিলিপ, কেননা রাজা ফিলিপ আপন বিজ্ঞতা ও রণপারগতাদ্বারা অসংখ্য সৈন্য সেনাপতিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদ্বারা অতুল্য২ যোদ্ধা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই বলেতেই এতাদৃশ শূরত্ব প্রকাশ ছিল, কিন্তু নির্দ্দয়তা ও অত্যাচার ও অহঙ্কার এবং উপকার শূন্য জয়াভিলাষ এ সকল রাজা সেকন্দরশাহের স্বাভাবিক ছিল। তিনি যে সকল যুদ্ধের উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সৌভাগ্যক্রমে অত্যন্ত ফলবান্ হইয়াছিল। সে যাহা হউক কিন্তু তাহার এ প্রকার জয়দ্বারা যশেতে গ্রীক দেশ পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর রাজার স্থাপিত আলিগজন্ড্রিয়া নামে নগরে রাজাকে স্মরণার্থে একটি সুন্দর মনোরম কবর নির্ম্মাণ করাইল।

On the death of Alexander, his generals divided t
provinces among themselves, as governors, under t
inspection of Perdiccas, to whom belonged the rig
of giving protection to the royal family. This fami
was considered as consisting only of Aridæus, the br
ther of the late king, till it should be known what chi
Roxana, the widow of Alexander, should bring into t
world. However, Perdiccas, full of ambition, confin
her whilst he appeared to defend Aridæus, who was we
both in body and mind. He then caused the last tw
wives and many of the relations of Alexander, to be p
to death. He issued all his orders, and distribut
kingdoms, in the names of Aridæus, and the you
Alexander, of whom Roxana had been delivered ; b
his design to obtain the empire was so well know
that those who dreaded his ambition united agai
him. Perdiccas, therefore, marched against Ptole
the most powerful of his rivals, who had been appoi
ed by Alexander governor of Egypt, and was sl
by his own soldiers, who ascribed their defeat to
bad arrangement of the forces.

Antipater, who now assumed the authority of pr
tector, made a new partition of the provinces. P
lemy had Egypt, Libya, and the parts adjacent ; Sel
cus, the government of Babylon ; Antegenes, Susia
Cassander, Caria ; Antigonus, Phrygia, and Antipa
Macedonia, with the command of the king's househ
troops. These are the principal generals who es
blished thrones on the ruins of that of Alexander.

রাজা সেকন্দর শাহের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার পরিবারের অভিভাবক পর্ডিকস নামকের অনুমতি লইয়া প্রধানং সেনাপতিরা ঐ রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়া ভোগ করিতে লাগিল। আর রাজবংশের মধ্যে আরিডস নামে রাজা সেকন্দর শাহের এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি রোকসানা নামে রাজমহিষীর প্রসব অপেক্ষা করিয়া সিংহাসন শূন্য রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পর্ডিকস ঐ সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঐ গর্ব্ভবতী রাজ্ঞীকে কারাতে বদ্ধ রাখিয়া লোককেতে এই প্রকাশ করিলেন, যে ক্ষীণ বলবুদ্ধি বিশিষ্ট আরিডসকে রক্ষার্থে কেবল আমি এ কর্ম্ম করিয়াছি। অনন্তর তিনি রাজার দ্বিতীয় ..ার বিবাহিতা দুই রাজ্ঞীকে জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনাশ করিলেন, এবং আপন নামে আর রোকসানা মহিষী সন্তানের নামে এই দুই নামে রাজ্য বিভাগের ব্যবস্থা স্থির করিলেন। এইরূপে রাজ্য লইবার অভিলাষ প্রকাশ পাওয়াতে যাহারা তাঁহার নামে ভয়ে কম্পকম্পান্বিত হইত,তাহারাই এ প্রকার অনিষ্টাচরণ দেখিয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণে গর্ব্ব করিতে লাগিল। পরে পর্ডিকস সেকন্দরের স্থাপিত মিশর দেশাধ্যক্ষ টলমি নামকের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, তাহাতে ঐ যুদ্ধের পরাজয় কেবল পর্ডিকসের অপটুতা প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন জানিয়া তাঁহার নিজ সৈন্যেরা পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিল।

তদনন্তর আন্টিপাটর নামে এক জন সেনাপতি নিজ বলবুদ্ধিদ্বারা ঐ রাজ্যের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় রাজ্য অংশাংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাপতিকে একং দেশের অধিপতি করিলেন। তাহাতে টলমি নামে সেনাপতিকে মিশর দেশ ও লিবিয়া দেশ এবং তন্নিকটস্থ সকল দেশের ভূপতি করিলেন, ও সিলুকস্ নামে সেনানী বাবেল দেশাধিপতি হইলেন, ও এণ্টিগনেশ নামে সেনাধ্যক্ষ সুরিয়ান দেশের চক্রবর্ত্তী হইলেন, এবং কাসেণ্ডর নামে সেনাপতি কারিয়া দেশের কর্ত্তা হইলেন, ও আণ্টিগনেশ নামে সেনানী ফ্রিজিয়া দেশাধিপতি হইলেন, এবং আন্টিপাটর নামে সেনাধ্যক্ষ রাজধানী মাসিডন দেশের ও নিজ সৈন্যের অধিপতি হইলেন। এইং প্রকারে সেনাপতি সকল রাজা সেকন্দর শাহের এমত অসীম রাজ্য সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিজং রাজ্য স্থাপন করিল।

As soon as Antigonus was informed that Antip was dead, and that Polyperchon had been appoi tutor to the king, he determined to render hin sovereign of Asia. Polyperchon, therefore, invited the governors to defend the royal family against A gonus, and sent against him an army under the c mand of Eumenes, whose attachment to that family well known. These [illegible] generals displayed their s and every resource [illegible] military art, in two campaig which were termina[illegible] by a decisive battle in favou Eumenes. After being defeated in most of the enga ments which took place during several campaig Antigonus determined to attack Eumenes in his win quarters, when his troops were dispersed over whole country. However, the infantry of Eume had the superiority, and effectually routed the phala of the enemy: but Paucestus, commander of the valry, secretly went over to the interests of Antigon and left the infantry to combat alone. Antigonus tached a part of his cavalry, and possessed himself the baggage, women, and children.

The chief part of the loss fell on the Argyraspid who were some of Alexander's soldiers, that had be distinguished by this name, from the king havi given them bucklers of silver. These soldiers beco ing mutinous on account of their loss, Teutamus, w commanded a battalion of them, and who had lo inclined to Antigonus, sent to that general, and d manded of him the booty which he had taken. An gonus replied, that he would restore the baggage a all the property, provided they would deliver up Eum nes. The troops, therefore, seized Eumenes, and se

১ং প্রধান আণ্টিপাটর সেনাপতির মৃত্যু সম্বাদ এবং পলি-পর্কন্ নামে এক ব্যক্তি যুবরাজের অধ্যাপনা কর্ম্মেতে নিযুক্ত হই-য়াছেন, এই দুই সমাচার আণ্টিগনেশ সেনাপতি শুনিয়া আপনি আসিয়া দেশাধিপতি হইতে চেষ্টিত হইলেন। তখন পলিপর্কন্ অধ্যাপক এই সকল বৃত্তান্ত জানি[illegible] রাজাদিগকে জ্ঞাত করা-ইলেন, যে তোমরা আসিয়া এই দ[illegible]র হস্তহইতে আসিয়া রাজ্য রক্ষা কর, এবং মৃত রাজার আত্মী[illegible] ইউমিনেস্ নামে সেনাপতিকে সসৈন্যে তাহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রে[illegible]লেন, তাহাতে উভয় সেনাপতিই সমান সাহসিক ও তুল্য [illegible]ান্ এ প্রযুক্ত ক্রমাগত দুই বৎসরাবধি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পশ্চাৎ এক সময় উভয়পক্ষ লোকেরাই ক্রোধাপন্ন হইয়া তুমুল যুদ্ধ করাতে ইউমি-নেস্ সেনাপতি জয়ী হইলেন। পরে আণ্টিগনেশ পুনর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বহু দিবসাবধি সংগ্রাম করিয়া পুনঃ পরাভূত হওয়াতে পরা-মর্শ করিয়া স্থির করিল, যে শিশির সময়ে যখন সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিবে, ঐ সময় আক্রম করিয়া পরাজয় করিব; এই পরামর্শ শুনিয়া ইউমিনেসের পদাতিক সৈন্যেরা সাহসদ্বারা আণ্টিগনেশের সমুহ সৈন্যব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। ইতো-মধ্যে পসেষ্টস নামে অশ্বারূঢ় সৈন্যাধ্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে আণ্টিগণেশের দলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এ প্রকার হইলে আণ্টিগনেশ অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদের তাবৎ অস্ত্র শস্ত্রাদি ও স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি আনাইয়া হস্তগত করিয়া রাখিলেন।

রাজা সেকন্দর শাহ কর্তৃক রূপাময় ঢাল প্রাপ্ত হওয়াতে যাহাদিগের নাম আরগিরাসপিডস হইয়াছিল, ঐ সৈন্যদলেরা এই সংগ্রামের পরাজয়েতে অনেক ক্ষতি হওন প্রযুক্ত অধ্যক্ষের অবাধ্য হইয়াছিল। এই দলের মধ্যে এক দলাধিপতি টুটামস নামে আণ্টিগনেশের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি পত্রদ্বারা আণ্টিগ-নেশকে এই লিখিলেন, যে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সমস্ত এখানে পাঠাইয়া দিবা। তাহাতে সে ব্যক্তি এই উত্তর লিখিল, যে যদ্যপি তোমরা আমাকে ইউমিনেসকে সমর্পণ করিতে পার তবে তোমাদের তাবৎ দ্রব্যাদি দিতে প্রস্তুত আছি। এমন হইলে সৈন্যগণেরা ইউমিনে-সকে ধরিয়া শৃঙ্খলেতে বন্ধন করিয়া তাহার নিকটে পাঠাইলে পর আণ্টিগনেশ আজ্ঞামাত্রে ভৃত্যের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

him bound to Antigonus, who ordered him to be to death.

Ptolemy, Lysimachus Cassander, and Seleu entered into a confederacy by which they were bo to maintain the rights of each other. After var turns of fortune, Lysimachus and Seleucus, on one side, and Antigonus with his son Demetrius the other, each at the head of a powerful army, near Ipsus, a small town in the province of Phry In this memorable and eventful engagement, t armies fought with great bravery; and victory long and ably contested. But, at length, Antigo lost his life, and Demetrius with difficulty effec his escape at the head of nine thousand men. In c sequence of this victory, the whole empire of Al ander was divided as follows: Egypt, Libya, Ara and Palestine were assigned to Ptolemy; Macedo and Greece to Cassander; Bithynia and Thrace Lysimachus; and the remaining territories in A which extended as far as the river Indus, and wh were called the kingdom of Syria, were given to leucus.

Thus, in consequence of the battle of Ipsus, Sel cus was rendered master of all Asia. Two compe tors being engaged in a dispute respecting Macedon Alexander, the son of Cassander, who was one of the invited Demetrius to his assistance; but Alexand endeavouring to procure his assassination, Demetri killed him, and was proclaimed king of Macedo by the unanimous voice of the soldiers. Being th raised again to a throne, he made preparations for co quering that part of Asia, from which he had been d

তদন্তর টলমি ও লিসিমকস্ ও কাসাণ্ডার এবং সিলুকস্ এই চারি ন সেনাপতি ঐক্য হইয়া প্রত্যেক জন পরস্পর প্রত্যেক রাজ্যের বিরোধী হইয়া সকল রাজ্য যাহাতে বজায় থাকে এমন পরামর্শ রে করিলেন; এই প্রকারে ভাগ্যক্রমে কেহ কখন বা বর্দ্ধিষ্ণু কেহ কখন ক্ষুদ্র হইয়া বহুকাল কালযাপন করেন। পশ্চাৎ লিসিমকস্ সিলুকস উভয়ে এক দলাক্রান্ত হইলেন, এবং আণ্টিগণশ ও মিত্রিয়স নামে তাঁহার পুত্র এই দুই জনে এক দল ভুক্ত হইলেন; ই উভয় দলস্থ লোকেরাই মহাবল পরাক্রান্ত বীর সৈন্য সমস্ত ঙ্গে লইয়া ফ্রিজিয়া দেশের প্রদেশে ইপসস নামে ক্ষুদ্র নগরের কেটস্থ রণ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষ লোকেরাই তুল্য বিক্রান্ত ও সমান সাহক এ প্রযুক্ত এই নানা বিষয় সম্পাদক যে রণজয় পরাজয়, তাহা কান পক্ষে সম্ভব তাহা অনেক ক্ষণ অনুভব করিয়া স্থির করা যায় াই; কিন্তু অবশেষে আণ্টিগণশ সেনাপতি রণমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন, এ প্রকার দেখিয়া তাঁহার পুত্র যুদ্ধের অসহ্য কষ্টেতে ভয় পাওয়া নব সহস্র সৈন্য লইয়া পালায়ন করিলেন। এই যুদ্ধের পর াজা সেকন্দর শাহের তাবৎ রাজ্য এই প্রকারে পুনর্বিভাগান্বিত ইল, তাহাতে মিশর দেশ ও লিবিয়া দেশ ও আরবী এবং য়িহুদী এই ারি দেশ রাজা টলমির অধিকার হইল। আর মাসিডন দেশ ও ীক দেশ রাজা কাসাণ্ডর প্রাপ্ত হইলেন। আর বিথিনিয়া দেশ এবং েশ দেশ লিসিমকস্ রাজা পাইলেন। আর আশিয়া দেশ ভুক্ত সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত শিরিয়া নামে রাজ রাজা সিলুকসের স্বায়ত্ত হইল।

এই রূপে রাজা সিলুকস্ আশিয়া দেশাধিপতি হইলে পর মাসিডন দেশ অধিকার করণার্থে দুই ব্যক্তি বিরোধী হইয়া আক্রম করিতে উদ্যোগ করিলেন। ঐ দুই জনের মধ্যে রাজা কাসাণ্ডরের পুত্র সেকন্দর শাহ ছিলেন, তিনি আপন সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লিপির দ্বারা ডিমিত্রিয়স রাজাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু ঐ রাজা ডিমিত্রিয়স আগমন করিলে পর সেকন্দর শাহ তাঁহাকে গুপ্তরূপে বধ করিবার উদ্যোগ করাতে তিনি কোন ছন্দাংশে ঐ গুপ্ত বিবরণজ্ঞাত হইয়া উঁহাকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিলেন। অনন্তর রাজা ডিমিত্রিয়স সমস্ত সৈন্য সামন্তের অভিমতানুক্রমে মাসিডন দেশের রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, এই প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বে যে আশি-

pelled. He marched an army into Asia, and had some success in his different engagements. Seleucus, however, who had married his daughter Stratonice, surrounded Demetrius, and pent him up in the defiles of Mount Taurus. Reduced to a state of despair, Demetrius made a last effort, and opened a passage for himself into Syria; but falling sick of a violent fever, he was deserted by most of his soldiers, and the rest delivered him into the hands of Seleucus. Contrary to the principles which he professed, Seleucus surrounded him with a numerous guard, which conducted him to a fortress situated in a peninsula, where he was closely confined.

For some time Demetrius indulged the hope that he would be restored to liberty; but finding his expectations not realized, and that he could not obtain even an interview with Seleucus, he appeared resigned to his fate. Whilst immersed in the deepest sadness, all his attempts to emerge from it were fruitless. The efforts which he made for that purpose, brought on a disease, which terminated his life at the age of fifty-four years. Thus died a prince, who was the ablest engineer of his time, gentle and agreeable in his manners, fond of letters, magnanimous in his conduct, generous and beneficent, and beloved by his family. His son Antigonus, a model of filial affection, offered to become a hostage for his father, and proposed, as the price of his deliverance, to resign all the states which he held in Greece. He assumed the dress of mourning, and assisted at no festivals during the imprisonment of

দেশহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, ঐ দেশ জয়করণার্থে নানা প্রয়োজন করত অসংখ্য২ প্রবল বলগণেতে আবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ক্রমেতে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আত্মপরাক্রমেতে আক্রম করিয়া অনেক নগর স্বায়ত্ত করিয়া কিছু জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। পরে যিনি ডিমিত্রিসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ঐ সিলুকস রাজা ডিমিত্রিয়সকে অপরিমিত সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া আমেনস নামে পর্ব্বতের ক্ষুদ্র গলিপথে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এ প্রকার হইলে রাজা ডিমিত্রিয়স যাইবার আশা শূন্য হইয়া তথাপি পলায়নে প্রাণপণে অশেষ উদ্যোগ করাতে একটি পথ করিয়া সিরিয়া নামে দেশে বহির্গত হইলেন। পরে এক সময় তিনি মহাজ্বরেতে পীড়িত হওয়াতে প্রায় সকল সৈন্যরাই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, এবং অবশিষ্ট যাহারা সঙ্গে ছিল ঐ দুরাত্মা সৈন্যেরা তাহাকে রাজা সিলুকসের হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাতে রাজা সিলুকস পূর্ব্বরীতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলগণতে আবৃত করিয়া দেশের বহির্ভাগে সমুদ্রনিকটস্থ কারাতে দৃঢ়রজ্জুতে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

পশ্চাৎ রাজা ডিমিত্রিয়স্ কিয়ৎকাল কারাহইতে পরিত্রাণ পাইবার আশারূপ একটি লতা হৃদয়েতে রোপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক দিবস গত হইলেও ঐ আশালতার ফল পুষ্প না হওয়াতে এবং রাজা সিলুকসের সহিত একবারও সাক্ষাত না হওয়াতে অনেক খেদোক্তি করিয়া সেই আশা লতাকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকার অকূল দুঃখ সাগরেতে নিমগ্ন হইয়া কোন প্রকারে নিস্তার পাইতে পারিলেন না, বরং মুক্ত হইবার নিমিত্তে নানা কায়িক মানসিক চেষ্টা করাতে এমন উৎকটরোগগ্রস্ত হইলেন, যে চতুঃপঞ্চাশৎ বৎসরবয়ঃক্রমে ঐ রোগেতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি সুধীর ও দাতা, ধৈর্য্যশালী ও যন্ত্রবিদ্যাতে নিপুণ, এবং বিদ্যাতে সন্তুষ্ট, ও সপরিবারের প্রিয়তম পাত্র ছিলেন। আর আণ্টিগণস নামে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা প্রেম করিত। অধিক কি লিখিব কারাস্থ পিতাকে মুক্ত করিবার জন্যে আত্মশরীর বন্ধক রাখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং পিতার উদ্ধারার্থে গ্রীক দেশের অধিকার পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর যদবধি পিতা কারাগারস্থ হইয়াছিলেন

his father. He caused the ashes of Demetrius to be inclosed in a golden urn, and deposited in a magnificent tomb at Demetriades, which he had built.

The deplorable disasters which arose from the conquests of Alexander in Asia, prepare us for scenes still more sanguinary in Macedonia. Alexander had left the government of that country in the hands of Antipater, who was of an illustrious family, and highly esteemed by his father Philip. It was difficult for him to act with Olympias in such a manner as to prevent her from assuming too much authority, without at the same time giving the son cause to blame the restraint imposed on his mother. But the account of Alexander's death occasioned great embarrassments to Antipater. A part of the Grecian cities having expelled the Macedonian garrisons, he was obliged to negociate with some of them, and to treat others with rigour. The Athenians compelled him to sue for peace, but refused to listen to any proposals, unless he would surrender at discretion. Antipater, however, extricated himself from this disagreeable situation, and obliged the Athenians to accept the same conditions, as those which they wished to impose on him. Through delicacy, he neglected his son Cassander, and bequeathed to Polyperchon, the eldest of all Alexander's captains at that time in Europe, the two high offices of protector and governor of Macedonia. Thus did Antipater sacrifice the interest of his family to that of the empire.

Polyperchon was equally destitude of wisdom, resolution, and probity; but his son Alexander possessed greater abilities. They recalled Olympias to Macedonia, and this artful woman induced them to introduce into the government of different cities changes, which produced discontent. Polyperchon issued his orders with great haughtiness, in the name of Aridæus, the brother of Alexander, who had been acknowledged king, in conjunction with young Alexander, the son of Roxana. Aridæus had married his own niece Eurydice, the grand-daughter of Philip, between whom and Olympias a mutual distrust and hatred arose. Olympias was supported by Polyperchon, while Eurydice sought the assistance of Cassander the son of Antipater.

A civil war now commenced in Macedonia; and the two heroines, each at the head of an army, seemed determined to hazard the event of a battle. But at the moment when the action began, Olympias presented herself before the soldiers of Eurydice, who, appalled by her majestic air, and the idea that they were about to combat with the widow of Philip, and the mother of Alexander, dropped their arms. They abandoned the unfortunate Eurydice and her husband, whom the cruel Olympias caused to be imprisoned, and afterwards put to death.

Cassander having received intelligence of what was going on, hastened into Macedonia with his forces, and obliged Olympias to retire to Pydna, a sea-port and well-fortified town. Cassander immediately invested the city by land, whilst his fleet blocked up the entrance of the harbour. The condition of the be-

সেই পর্য্যন্ত শোকসূচক মলিন বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন; এবং পিতা পরলোকগামী হইলে পর সেই মৃত দেহ দাহ ভস্ম একটি স্বর্ণ পাত্রে পূরিয়া রাজা ডিমিত্রিয়সের স্থাপিত ডিমিত্রাইডিস্ নামে নগরে একটি সুন্দর মনোরম কবর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ স্বর্ণ পাত্র রাখিলেন।

রাজা সেকন্দর শাহের অতিশয় অসহ্য তুমুল সংগ্রামের দ্বারা আশিয়া দেশে যেমন বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, অনুমান করি মাসিডন দেশে তাহার অধিক বিপত্তি ঘটিতে পারে। রাজা সেকন্দর শাহ পিতা ফিলিপ কর্তৃক ম... এবং মহাবংশোদ্ভব যে আণ্টিপাটর সেনাপতি, তাঁহাকে ঐ সমুদ... মাসিডন রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সেনাপতি রাজমাতা অলিম্পাসের অধিক অহঙ্কারিত্ব স্বভাব দেখিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া থাকিতে অত্যন্ত প্রমাদ গণিত হইলেন; কেননা যদি রাজ্ঞীকে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ করিয়া কর্ম্ম করি তবে রাজা কোপান্বিত হইবেন, এ উভয়ই দুঃসাধ্য হইল। পরে রাজা সেকন্দরের কাল প্রাপ্তি হইলে তিনি আরো প্রমাদে পড়িলেন, এবং গ্রীক দেশীয় লোকেরা মাসিডনীয় সৈন্যদিগের আপন নগর হইতে বহিষ্কৃত করিলে পর আণ্টিপাটর কোন২ লোকদিগের সহিত সন্ধি করিয়া বশীভূত করিলেন, ও কোন২ লোকদের শাসনদ্বারা বাধ্য রাখিয়া আপন সৈন্য রক্ষা করিলেন। এবং আথেন্স লোকদিগের সহিত সন্ধিপত্র প্রার্থনা করাতে তাহারা এই উত্তর করিল, যে তুমি আমাদিগের অধীন না হইলে সন্ধি হইতে পারিবে না। এ কথা শুনিয়া আণ্টিপাটর কোন কৌশলদ্বারা এমন এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, যে আপন সমস্ত বিপদহইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং আথেন্স দেশীয় লোকেরা সন্ধিবিষয়ে আণ্টিপাটরের উপর যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিল, এইরূপে ঐ নিয়ম বিপরীত হইয়া তাহাদিগের উপরে স্থাপিত হইল। অনন্তর আণ্টিপাটর আত্মমরণের প্রাক্কাল বিবেচনা করিয়া মাসিডন রাজ্যের শাসন পালনাদি কর্তৃত্ব পদ আপন পুত্রকে না দিয়া সকলের মধ্যে প্রাচীন পলিপর্কন নামে সেনাপতিকে সমুদয় কর্তৃত্ব ভার প্রদান করিলেন, এ প্রকারে আত্মপরিবারের বৃদ্ধি না করিয়া সর্ব্বতোভাবে রাজ্যের উন্নতি করিয়া কালপ্রাপ্ত হইলেন।

ঐ পলিপর্কন নামক প্রাচীন সেনাপতি নির্বুদ্ধি ও চঞ্চল, এবং বক্র স্বভাব বিশিষ্ট; কিন্তু সেকন্দরশাহ নামে তাহার পুত্র তিনি ইহার অপেক্ষা বরং গুণ বিশিষ্ট। তাঁহারা রাজ্ঞী অলিম্পা-সকে মাসিডন দেশে আনাইলে পর ঐ ধূর্ত্ততাশালি অলিম্পাস কুক্ষ শাসনের দ্বারা ও নিত্য২ শাসন পরিবর্ত্ত করাতে সমুদয় প্রজাদিগকে নানা ক্লেশেতে মগ্ন করাইতে লাগিলেন, এবং পলি-পর্কন সেনাপতি সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্ব করত রাজভ্রাতা আরিডস নামক ও রোকসানাপুত্র সেকন্দরশাহ নামে রাজকুমার এই দুই ব্যক্তির নামে সমুদয় ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ আরি-ডস ইউরিডিসি নামে আপন ভ্রাতৃ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদনন্তর এক সময় রাণী অলিম্পাসের সহিত ও ঐ ইউরিডিসির সহিত ঈর্ষাঈর্ষি হওয়াতে দ্বন্দ উপস্থিত হইল, তাহাতে পলিপর্কন সেনাপতি রাণীর পক্ষপাতী ছিলেন, এবং আণ্টিপাটরের পুত্র কা-সাণ্ডর ইউরিডিসির সাহায্য করিয়াছিলেন।

একদা মাসিডন দেশে প্রভাতে২ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া-ছিল, তাহাতে যখন উভয়পক্ষের প্রধান দুই স্ত্রী লোক রণ ভূমিতে গিয়া আপন২ উভয় দলেতে মিশ্রিত হইয়া আক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তৎকালীন রাণী অলিম্পাস বিপক্ষসৈন্য সম্মুখে উপস্থিতা হইলে পর বৈরিসৈন্য সকলে রাজ লক্ষণাক্রান্তা সম্মুখাগতা রাণীকে দেখিয়া রাজা ফিলিপের মহিষী এবং রাজা সেকন্দরশাহের মাতা এই বোধ হওয়াতে তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, যে আমরা কাহার সহিত যুদ্ধ করি! ইহা বলিয়া কম্পকম্পান্বিত কলেবর হওত অস্ত্রশস্ত্রাদি সমুদয় ত্যাগ করিল, এবং অভাগ্যবতী ইউরিডিসিকে স্বামীর সহিত ত্যাগ করিয়া রাণীর শরণাপন্ন হইল; তখন নিষ্ঠুরাচারিণী রাণী তাহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়-কেই কিছু কাল কারাতে বদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ প্রাণ দণ্ড করিল।

তদনন্তর কাসাণ্ডর সেনাপতি এই সকল সমাচার পাইয়া সসৈন্য সুসজ্জীভূত হইয়া মাসিডন দেশে আশু উপস্থিত হইলেন, তখন রাণী অলিম্পাস অতিশয় ভীতা হইয়া সমুদ্রতীরস্থ উচ্চ২ প্রাচীর বেষ্টিত পিডনা নামে নগরেতে পলায়ন করিলেন। এ কথা কাসাণ্ডর জানিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ডেঙ্গাপথে সৈন্যের দ্বারা ও জলপথে জাহাজের দ্বারা ঐ নগরের চারি দিক্ বেষ্টন

sieged soon became truly deplorable. The royal family fed on the flesh of horses; the soldiers on their dead companions; and the elephants, on saw-dust. Olympias endeavoured in vain to procure the assistance of Polyperchon: Cassander seized the messenger, and disappointed her design. She, therefore, gave up all hopes, and surrendered herself and her army to Cassander. This event determined the fate of Macedon, which submitted soon after to the conqueror.

Olympias was accused before the assembly of Macedonians, and, without being heard in her defence, condemned to die. Cassander offered her a ship to make her escape to Athens; but she refused to fly, and demanded to be heard in the assembly of the Macedonians. She was, therefore, delivered up to the relations of those whom she had put to death. Cassander sent Roxana and her son Alexander to Amphipolis, where they were treated only as private persons, and soon after removed to a solitary castle; and when he had accustomed the Macedonians to forget them, he caused them to be put to death, laid aside the name of protector, and assumed the title of king.

Cassander experienced, in his exalted station, all the inquietudes of sovereign power, and was encompassed by crafty and powerful enemies. However, he restored peace and abundance to his kingdom; rebuilt the cities which had been destroyed; united to his crown that of Epirus; maintained with advantage the war against Antigonus, who was master of Asia; imposed laws on the Ætolians and the Illyrians; subdued Peloponnesus; and died in quiet possession of the throne of Macedon. After his death, his two sons,

রিলেন। তাহাতে ঐ নগরস্থ লোকদের এই মত অত্যন্ত দুরবস্থা হইতে লাগিল, যে রাণী সপরিবারে অশ্বমাংস ভোজন করত ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন; এবং সৈন্য সামন্তেরা শবমাংস ও হস্তি কল ও করাতের গুঁড়া প্রভৃতি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল। এমন হইলে রাণী পলিপর্কন সেনাপতির সাহায্য করিতে যদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে কাসাণ্ডর বদ্ধ রাখিয়া রাণীর সকল ভরসা নির্মূল করিলেন; অতএব সুতরাং সৈন্যের সহিত রাণী কাসাণ্ডরের হস্তে পতিত হইতে হইল; এই রূপে কাসাণ্ডর অল্প দিনের মধ্যে মাসিডন দেশ হস্তগত করিয়াছিলেন।

তদনন্তর মাসিডনীয় রাজ সভাস্থ লোকেরা রাণী অলিম্পাসের নামে দোষবিষয়ক আশ্বাস গ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কোন নিবেদন বাক্য না শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ দণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে কাসাণ্ডর সেনাপতি তাঁহাকে একখানি জাহাজ দিয়া আথেন্স দেশে পলায়নার্থে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু রাণী ঐ মন্ত্রণাতে স্বীকৃতা না হইয়া রাজসভাতে কিছু আত্ম বিষয়ক কথা জানাইতে প্রার্থনা করাতে সভাস্থ লোকেরা রাণী কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদিগের বন্ধু বান্ধবের হস্তে ঐ রাজ্ঞীকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাণী রোকসানা এবং তৎপুত্র সেকন্দরশাহ্ উভয়ে আম্ফিপুলিস নগরেতে কাসাণ্ডর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঐ নগরে অন্যান্য সামান্য প্রজার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে কাসাণ্ডর তাহাদিগের এক নির্জন দুর্গমধ্যে স্থাপিত করিয়া যখন দেখিলেন, যে মাসিডন লোকেরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে, ঐ সময় তিনি তাহাদিগকে বধার্থে আজ্ঞা দিলেন, এবং তিনি আপন রাজ্যরক্ষক উপাধি পরিবর্ত্ত করিয়া রাজা নামে বিখ্যাত হইলেন।

ঐ কাসাণ্ডর সেনাপতি আত্ম অভিলাষ পূর্ণ করিতে রাজ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ রাজ মুকুট কেবল অসুখের কারণ কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিল, কেননা চতুর্দ্দিকে কালসর্পের ন্যায় শত্রু সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। সে যাহা হউক পশ্চাৎ তিনি স্থির রাজলক্ষ্মী ও শ্রীযুক্ত নির্যুদ্ধ রাজ্য করিলেন, এবং উচ্ছিন্ন দেশ সকল পুনঃ স্থাপন করিয়া ইপাইরস রাজ্যের সহিত মাসিডন্ রাজ্যের মিলন করিলেন। আর আশিয়া দেশাধিপতি আণ্টিগোণসকে জয় করিলেন, এবং ইটালি নামে ও ইলিরিয়া নামে দুই নগরকে আত্ম বশীভূত

Antipater and Alexander, laid claim to the kingdom. The latter invited Pyrrhus, king of Epirus, and Demetrius, the son of Antigonus, to his assistance. Demetrius assassinated the young princes, and then justifying the murder in a formal harangue, the Macedonians saluted him king.

Demetrius, instead of repairing the devastations which his kingdom had suffered, immediatuly engaged in new military enterprises against Greece, Ætolia, Epirus, and Thrace. At the same time, he abandoned himself to luxury, vanity, and extreme haughtiness. This conduct so disgusted the Macedonians, that they expelled him from the country, and gave the crown to Pyrrhus, king of Epirus. Thus Macedonia, to which Epirus had been annexed under Cassander, was itself annexed to Epirus under Pyrrhus.

In a short time, Pyrrhus was expelled the kingdom by Lysimachus, king of Thrace, whose court became filled with dissensions, which terminated in an act of assassination. The injured faction sought the assistanceof Seleucus, who, in hopes of annexing Macedonia and the states of Greece to his other dominions, espoused the cause of the unfortunate family, and met Lysimach s on the borders of Phrygia. They were the only surviving generals of Alexander, and both fought with great bravery; but the army of Lysimachus was defeated, and himself slain. Seleucus passed the Hellespont, and advanced to Lysimachia in Thrace, where he was basely murdered by Ptolemy Ceraunus, whom he had generously relieved, and for whose sake he commenced the war. Ptolemy, having performed this execrable deed, put on a diadem, and boldly declared

করিলেন, ও পেলোপোনেশস্ নামে দেশ জয় করিয়া রাজা কাসা-গুর নিষ্কণ্টকে মাসিডন রাজ্য ভোগ করত পর লোক প্রাপ্ত হই-লেন। পরে ঐ রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর আন্টিপাটর নামে ও সেকন্দরশাহ্ নামে তাঁহার দুই পুত্র পিতৃরাজ্য লইয়া বিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ইপাইরস দেশাধিপতি রাজা পিরস্‌কে এবং আন্টিগণেশের পুত্র ডিমিত্রিয়সকে আপন সাহায্যার্থে আনাইলেন; তাহাতে উপকার করা দূরে থাকুক,আরো রাজা ডিমি-ত্রিয়স রাজকুমারদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। এমন হইলেও মাসি-ডনীয় লোকেরা এই অপরাধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে মাসিডন দেশাধিপতি করিলেন।

পরে রাজা ডিমিত্রিয়স শত্রু কর্তৃক উপক্রুত আপন দেশের প্রতি-কার না করিয়া গ্রীক দেশ ও ইটালি দেশ ও ইপাইরস এবং থ্রেস এই চারি দেশের প্রতি আক্রম করিলেন, এবং ক্রমে ২ সুখভোগ ও আত্মশ্লাঘা এবং প্রবল অহঙ্কার এই সকলেতে অবিরত রত হইতে লাগিলেন। তাহাতে মাসিডনীয় লোকেরা বিরক্ত হইয়া ঘৃণাস্পদ করিল; এবং তাঁহাকে মাসিডন দেশহইতে দূর করিয়া ইপাইরস দেশীয় রাজা পিরসকে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট করাই-লেক, এই প্রকারে পূর্ব্ব কালীন মাসিডন রাজ্যের সহিত মিলিত যে ইপাইরস দেশ, সেই দেশের সহিত এইরূপে মাসিডন রাজ্য মিলিত হইল।

পরে কিছু কাল বিলম্বে থ্রেস দেশাধিপতি কর্তৃক রাজা পিরস স্বপ-দচ্যুত হইয়া দেশ বহির্ভূত হইলেন। পরে ঐ থ্রেসীয় রাজার পারি-ষদগণে পরস্পর অপ্রণয়েতে ভিন্ন ২ দল হইয়া অশেষ বিবাদ করাতে গুপ্তরূপে এক জনের প্রাণ বিয়োগ হইল, এবং এক দলস্থ লোকেরা রাজা সিলুকসের আশ্রয় লইল; তাহাতে তিনি মাসিডন দেশ ও গ্রীক দেশ এবং অন্যান্য দেশ আপন দেশের সহিত যোগ করিতে ইচ্ছা করিলে পর, রাজা লিসিমাকস সসৈন্য সিলুকসের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া ফ্রিজিয়া দেশের প্রান্তভাগে গমন করিলেন। তাহাতে রাজা সেকন্দরশাহের সেনাপতির মধ্যে জীবৎমান্ এই দুই জন মহাবল পরাক্রান্ত বীরেতে ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল; কিন্তু অবশেষে রাজা লিসিমাকসের সৈন্য ছিন্নভিন্ন হওয়াতে আপনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন রাজা সিলুকস জয়ী হইয়া হেলিস্‌পণ্ট্ নামে নদী

himself king of Macedon. Not long after, a body of three hundred thousand Gauls, leaving their country in quest of new settlements, divided into three parties, one of which made an irruption into Macedonia. Ptolemy met them with the whole force of his kingdom, and a battle ensued, in which the Macedonian monarch was defeated and killed. During the first moments of surprise, the Macedonians elected Meleager, the brother of Ptolemy; but finding him destitute of abilities, they deposed him two months after. They then chose Antipater, the grandson of Cassander, who reigned only forty five days. Sosthenes, with the remains of the Macedonian troops, attacked and defeated the Gauls; but another body of these invaders cut Sosthenes and his army to pieces.

After the death of Sosthenes, and the evacuation of Macedon by the Gauls, Antigonus Gonatus, the son of Demetrius, assumed the sovereignty of this kingdom. His reign was mild and just, and ought to have given satisfaction to the Macedonians; but they suffered themselves to be dazzled by the valour of Alexander, the son of Pyrrhus, who claimed the rights of his father, and whose cause they espoused. Antigonus, therefore, deserted them, and retired into Greece; but his son Demetrius expelled Alexander, and recovered the kingdom for his father, who died after a reign of thirty-four years.

Demetrius II. succeeded his father Antigonus in the sovereignty. He imitated the mild virtues, rather than the military talents, of the last king. His reign was tranquil, but short; and he died greatly regretted

উত্তীর্ণ হইয়া লাইসিমাখ্যা নগরেতে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে টলমি শিরানস্ নামে ঐ নগরাধিপতি সিলুকসকে বিনাশ করিয়া মাসিডন দেশে অভিষিক্ত হইলেন। পরে ফরাশিস্ দেশহইতে তিন লক্ষ লোক আর২ দেশে যাইতেছিল, ইতোমধ্যে তাহার এক দল মাসিডন দেশে প্রবেশ করিলে পর তাহারা ঘোরতর কঠিন যুদ্ধের দ্বারা রাজা টলমিকে বধ করিল, তাহাতে মাসিডনীয় লোকেরা ঐ রাজা টলমির ভ্রাতা মেলেগরকে হঠাৎ সিংহাসনস্থ করাইলেন বটে, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাকে ক্ষমতাশূন্য জানিয়া দুই মাসের পর পদচ্যুত করিয়া রাজা কাসাণ্ডরের পৌত্র আণ্টিপাটরকে রাজ মুকুট প্রদান করিল। তিনি পঞ্চচত্বারিংশৎ দিবস রাজ্য করিয়াছিলেন। পরে শস্টেনিস্ নামে সেনাপতি অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ফরাশিসদিগকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তদনন্তর আর এক দল আসিয়া তাঁহাকে সৈন্য সামন্তের সহিত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

রাজা শস্টেনিসের পরলোক প্রাপ্তি এবং ফরাশিস লোকদের মাসিডন দেশ ত্যাগ হইলে পর রাজা ডিমিত্রিয়সের পুত্র আণ্টিগণস গনাটস নামে মাসিডনাধিপতি হইলেন। অনুমান হয় তাঁহার ধৈর্য্য ও যথার্থ রূপে শাসন পালনের দ্বারা মাসিডনীয় লোকেরা চির সুখী হইতে পারিত, কিন্তু রাজা পিরসের পুত্র সেকন্দরশাহ্ পিতৃরাজ্যের দাওয়া করিলে পর মাসিডনীয় লোকেরা তাহার উজ্জ্বল সাহসের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তৎপক্ষপাতী হইলেন। এপ্রকার দেখিয়া ঐ সুশীল রাজা আণ্টিগণস রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক দেশে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু এমন হইলে ডিমিত্রিয়স নামে তাঁহার পুত্র ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিজ বাহু বলেতে ঐ সেকন্দরশাহকে দূর করিয়া পিতাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনস্থ করাইলেন। পরে রাজা আণ্টিগণস্ চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

রাজা আণ্টিগণস পরলোকগামী হইলে পর দ্বিতীয় ডিমিত্রিয়স নামে যুবরাজ রাজকুমার রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হওত পিতার সদৃশ দীনদয়ালু হইয়া সুখেতে প্রজাপালনাদি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সংগ্রামে পিতৃতুল্য উৎকট বিক্রম ছিল না। তিনি অত্যল্প কাল রাজ্যভোগ করিয়া কাল প্রাপ্ত হওয়াতে প্রজাগণেরা শোকা-

by his subjects. He was succeeded by his brother Antigonus Doson, who was an expert warrior, and an able politician, and under whose government Macedonia prospered. He died in the service of his country, and intreated the army to remain faithful to his nephew and pupil, Philip, the son of Demetrius II.

Antigonus Doson was succeeded by Philip, who, though only in the seventeenth year of his age at the time of his accession to the throne, was intelligent, affable, munificent, and attentive to the duties of his station. However, wars, losses, and treaties frequently repeated, employed more than thirty years of his reign till the Romans had reduced him to such a degraded state, that he was obliged to send his younger son Demetrius to Rome as an hostage, confine himself to the ancient bounds of Macedon, deliver up his ships of war, and pay a fine of one thousand talents. The Romans sent back Demetrius, filled with esteem and affection for them.

Perses, the eldest son of Philip, was born of a concubine; but, notwithstanding the illegality of his birth, he hoped to ascend the throne of Macedon. Demetrius endeavoured to soften the resentment of his father against the Romans; and Philip was induced to believe that his son was more attached to these republicans than to him. Perses, who was gloomy, artful, and malicious, endeavoured to strengthen these suspicious against Demetrius, who was of a cheerful, bland, insinuating disposition. Philip, having plundered the city of Maronea, contrary to the command of the Romans, was summoned to justify his conduct before the senate. He, therefore, sent his son Demetrius to apologize to the Romans; but when the young prince heard the articles of impeachment read against

নলেতে দগ্ধচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা নয়ন জলেতে অভিষিক্ত হইত। সে যাহাহউক, পশ্চাৎ তাঁহার ভ্রাতা আণ্টিগণস ডোসন নামে তৎপদস্থ হইলেন। তিনি অতিশয় যোদ্ধা এবং রাজনীতি বিষয়ে বিজ্ঞতম, তাঁহার শাসন পালনেতে মাসিডন দেশ অনুপম পরম শোভাযুক্ত হইল। এক সময় তিনি স্বদেশ রক্ষা নিমিত্তে যুদ্ধেতে প্রাণত্যাগ করিলেন, ঐ মরণকালে বিনয়োক্তিদ্বারা সৈন্য সেনাপতিদিগের আপন ভ্রাতুপুত্র ফিলিপের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে কহিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

রাজা আণ্টিগণসের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতৃপুত্র ফিলিপ নামে পিতৃব্য রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইলেন; তিনি সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রান্ত হইয়াও তত্রাপি অত্যন্ত প্রবীণ ও প্রিয়ম্বদ এবং দানশীল আর রাজকর্ম্মেতে সর্ব্বদা মনোনিবিষ্ট ছিলেন; পশ্চাৎ রুমী লোকেরা বলেতে ছলেতে এবং কৌশলেতে তাঁহার এমন অধঃপতন করিয়াছিল, যে তাহাতে তাঁহার আপন কনিষ্ঠ পুত্র ডিমিত্রিয়সকে রুম নগরে বন্ধক স্বরূপ পাঠাইতে হইল। আর মাসিডন দেশের পূর্ব্বকালীন সীমা ব্যতিরেকে সাকল্য দেশ ও যুদ্ধের জাহাজ আর এক সহস্র তোড়া মুদ্রা তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইলে তবে তাহারা ডিমিত্রিয়সকে পাঠাইয়া দিল; সেখানে তাহাদের সহিত পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ হইয়াও ডিমিত্রিয়সের সঙ্গে উভয়ত আত্মীয়তা হইয়াছিল।

ঐ যুবরাজ রাজকুমার ডিমিত্রিয়স বড় প্রিয়তম ও প্রিয়ম্বদ এবং উদার ছিলেন, তিনি আপন পিতা ফিলিপের উপর রুমী লোকদিগের ক্রোধ সম্বরণ করাইতে চেষ্টিত ছিলেন, তাহাতে রাজা ফিলিপ কর্ণেজপদিগের কাণ ফুসলানিদ্বারা বিপরীত বুদ্ধিতে ডিমিত্রিয়সকে রুমী লোকদের স্বপক্ষ জানিয়া চিত্তমালন্য করিলেন, তাহাতে ফিলিপের উপপত্নীজাত পর্শিয নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি পিতৃরাজ্য লোভ করিয়া স্বাভাবিক ধূর্ত্ততা ও ক্রূরতা এবং হিংসকতাদ্বারা ডিমিত্রিয়সের উপর পিতার আরও অধিক ক্রোধ জন্মাইতে সর্ব্বদা পুষ্টিপরক ছিলেন। পরে এক সময় রাজা ফিলিপ রুমী লোকদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে মারনিয়া নামে নগর লুট করিলে পর রুমীরাজসভাস্থ লোকেরা বিবরণ জানার্থে ফিলিপকে আহ্বান করিলেন, তাহাতে তিনি নিজদোষ মার্জ্জনা নিমিত্ত আত্ম আত্মজ ডিমিত্রিয়সকে প্রেরণ করিলেন, সেখানে ঐ যুবরাজ পিতৃদোষ জ্ঞাপক আদা-

Philip, he was so affected, that he was unable to s
a word in the defence of his father. The senators
couraged him to read the notes which he had brou
for the justification of the king, whose excuses w
accepted; and Demetrius returned with the ratificat
of a treaty, which contained this express clause, t
Philip owed it entirely to their regard for his son.

This circumstance was by no means agreeable to
king, who feared that the Romans were endeavourin
attach Demetrius more to their own interest than to tl
of Macedon. This suspicion was inflamed by the in
nuations and dark artifices of Perses, who forged lett
which he caused to be sent to Rome, and in which t
pretended plans of Demetrius were unfolded with
much simplicity, that the king was deceived, and order
his son to be arrested, and soon after put to death. Ph
lip, however, in a little time, was apprized of the inju
tice of this proceeding, and that the letters had bee
forged to answer the purposes of Perses. After recei
ing this information he fell into a melancholy, whic
differed little from madness, and which in a short tim
put an end to his existence.

Notwithstanding the advice of Philip to the Mac
donians, in favour of Antigonus, the son of Demetriu
Perses assumed the reins of government on the deat
of his father. The first measures of his administra
tion were remarkably mild. He affected a strict regar
to justice; assumed an air of benignity and gentleness
and sat daily to hear causes, on which he generally
decided with prudence and discernment. He also sent
an embassy to the Romans, intreating them to renew
the treaty made with his father, and to acknowledge
him king of Macedon; in return for which he pro-
mised that he would act as their faithful ally, and un-

লিত পত্র পাঠ শুনিয়া বাক রহিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন; তাহাতে সভাস্থ লোকেরা রাজ অনুমতিদ্বারা ফিলিপের প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া গ্রাহ্য করত সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন; এবং তাহাতে এই লিখিলেন, যে এতদ্বিষয়ে কেবল পুত্রের অনুরোধে রাজা ফিলিপ ক্ষমাপন্ন হইলেন।

এমন২ বিষয় ও রাজা ফিলিপের আহ্লাদের প্রতি কারণ হয় নাই, কেননা সর্ব্বদা তাহার অন্তঃকরণে এই চিন্তা ছিল, যে পাছে রুমী লোকেরা ডিমিত্রিয়সকে নিজ দেশের প্রতি ঔদাস্য জন্মাইয়া আপন২ প্রতি প্রেম জন্মাইতে চেষ্টা করে, এই সন্দেহরূপ অগ্নি পর্শিষের কুমন্ত্রণারূপ কাষ্ঠ পাইয়া ক্রমে২ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; যে হেতুক পর্শিষ সদৃশাক্ষরের দ্বারা ছলেতে ডিমিত্রিয়সের তাবৎ অভিপ্রায় সম্বলিত কএক খানি পত্র রুম দেশে পাঠাইতে লিখিল, তাহাতে কোন প্রকারে ঐ সকল পত্র রাজা ফিলিপ পাইয়া দুষ্ট প্রবঞ্চক কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া ক্রোধেতে আপন পুত্র ডিমিত্রিয়সকে ভৃত্যের দ্বারা ধরিয়া আনিয়া পরে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর কিছু কাল বিলম্বে রাজা ফিলিপ পাপিষ্ঠ পর্শিষের ঐ সকল কপটতা ও প্রবঞ্চনাতে অনর্থক পুত্রবিনাশ করণ জানিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হওত উন্মাদতুল্য হইয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা ফিলিপ মরণকালে যদ্যপিও ডিমিত্রিয়সের পুত্র আণ্টিগণসকে রাজ্যে অভিষেক করাইতে মাসিডনীয় লোকদিগকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তত্রাপি পর্শিষ রাজসিংহাসনস্থ হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম কাল্পনিক ধর্ম্মাচরণ ও সভ্যতা এবং ন্যায্য ব্যবহার করত প্রজাপালনাদি করিতেন, এবং আত্মদয়া ধর্ম্ম প্রকাশ করণার্থে নিত্যং বিচারস্থানে বসিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক মীমাংসাদি করিতেন। আর তাঁহার পিতার সহিত রুমী লোকদের যে সন্ধিপত্র ছিল তাহা স্থির করণার্থে এবং আপনাকে মাসিডন দেশের রাজা হওন স্বীকার করণার্থে বিনয় পূর্ব্বক দূতদ্বারা রুম দেশে এক পত্র পাঠাইলেন, আর

dertake no war without their permission. Upon whic the senate acknowledged his title to the throne, an pronounced him the friend of the Roman people.

His conduct was so gracious, and his insinuation and intrigues with his neighbours so effectual, tha most of the Grecian states inclined to Perses, who pre tended to be the patron of Grecian liberty against th pride and domination of Rome. In his own kingdon he amassed great sums of money, provided magazines for a numerous army for ten years, and kept up a military establishment of thirty thousand foot, and five thousand horse. The Romans, being informed of these proceedings, sent ambassadors to question Perses as to the authenticity of the reports. The king, however, answering only with pride and insolence, a war commenced between the two nations.

The Romans sent an army under the command of Licinius Crassus, whom Perses defeated with great slaughter, but who would grant no other terms of peace, than submitting to the discretion of the Roman people. After the war had continued three years, the Romans became dissatisfied with the conduct of their general, and invested the consul Paulus Æmilius with the command of the army in Macedonia. This commander attacked Perses, and drove him from his entrenchments on the banks of the river Enipeus, whence he retired precipitately to Pydna. Here both armies came to a general engagement, in which the Macedonians were broken and routed with a great slaughter. Perses fled to Pala, the chief and strongest city of Macedon, and thence to the island of Samothrace, where he sought refuge in the temple of Castor and Pollux.

Abandoned now by all the world, without forces, without friends, and without hope, Perses surrendered

তাহাতে লিখিলেন, যে এমন হইলে আমি বন্ধু হইয়া অনুমতি ব্যতি-রেক কোন যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হইব না, তাহাতে রুমী লোকেরা তাঁহা-কে রাজা করিতে এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা করণে স্বীকৃত হইলেন।

ঐ রাজা পর্শিষের তাবৎ ক্রিয়াই কৃপান্বিত ছিল; তিনি গ্রীক দেশ রুমী লোকদের স্বাধীনতার বহির্ভূত করণার্থে যে প্রকার বাক্-চাতুরী ও গুপ্ত পৈশুন্য এবং কপটতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে গ্রীক দেশের তাবৎ রাজা তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল। আর তিনি দশ বর্ষ বিতরণোপযুক্ত যুদ্ধযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ও ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক সৈন্য এবং পঞ্চসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন; তাহাতে রুমী লোকেরা এই সকল অনুসন্ধান পাইয়া পর্শি-ষের নিকটে ইহার বিশেষ সমাচার জানিতে কএক জন দূতকে প্রে-রণ করিলেন। তখন রাজা পর্শিষ তাহাকে প্রাচুর্য্য ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রযুক্ত অবিচার্য্য কদর্য্য উৎকট কটু কাটব্য বলাতে ঐ দুই জাতি-তে বিজাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

তদনন্তর রুমী লোকেরা লিসিনিয়স্ ক্রাশস্ নামে ব্যক্তিকে সেনা-পতি করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ সেনাপতি রাজা পর্শিষ কর্ত্তৃক জিত হইলেও মাসিডনীয় লোকেরা বশীভূত না হওয়াতে সন্ধিপত্রাদি দিতে স্বীকৃত হন নাই। ঐ যুদ্ধ তিন বৎসর ব্যাপিয়া হইলে পর রুমী লোকেরা ঐ সেনাপতিকে অসন্তুষ্ট হওয়াতে দূর করিয়া পলস্ ইমিলিয়াস নামে সভাস্থ এক জন প্রধান লোককে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। পশ্চাৎ ঐ সেনাপতি বি-ক্রম পূর্ব্বক আক্রম করিয়া রাজা পর্শিষকে এনিপিয়স্ নামে নদী তীরস্থ ব্যূহহইতে দূর করিলেন; তখন তিনি প্রাণভয়ে পলা-ইয়া পিডনা নামে নগরে রহিলেন; তাহাতে সে স্থানেতেও উভয় পক্ষ সৈন্য সেনাপতিতে ঘোরতর সমর আরম্ভ হওয়াতে মাসিড-নীয় লোকদের বিস্তর সৈন্য সামন্তাদি রণশায়ী হইল, তাহাতে রাজা পর্শিষ পলায়ন করিয়া পালা নামে মাসিডন দেশের প্রধান নগ-রেতে কিছু দিন থাকিয়া পশ্চাৎ সামথ্রেস নামে উপদ্বীপ কাষ্টর ও পলক্স নামক দেবতার মন্দির আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

তদনন্তর রাজা পর্শিষ পৃথিবীস্থ সাকল্য লোক কর্ত্তৃক ত্যাজ্য এবং সৈন্য সামন্ত বন্ধুবান্ধবাদি বিহীন, আর আত্মরক্ষাবিষয়ে উপায়াদি রহিত হইয়া, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ফিলিপের সহিত রুমী

himself and his eldest son Philip into the hands of tl Romans. He approached the consul with the most al ject servility, bowing his face to the earth, and endea vouring with his suppliant arms to grasp his knee: "Wretched man," said Æmilius, "why dost tho acquit fortune of what might seem her crime, by behaviour which evinces that thou deservest not he indignation? Why dost thou disgrace my laurels, b showing thyself unworthy of having a Roman for a adversary?" He then gave him his hand, would no suffer him to kneel, and encouraged him with an assur ance of safety from the Roman people. Perses wa afterwards led in triumph through the streets of Rome and then cast into a dungeon, where he famished himsel to death. Philip died before his father; but Perses lef a son named Alexander, who was put apprentice to a carpenter, and afterwards became a clerk or secretary to the senate.

Though Paulus Æmilius declared Macedonia free, he divided the kingdom into four governments, forbade the inhabitants of one government to have the least intercourse with those of another, enacted new laws, took away the most valuable property, obliged all the nobility above the age of fifteen to leave the country, and prohibited the working of the richest mines. Whilst the nation possessed the shadow of liberty, it was in reality reduced to the most abject slavery.

It is not, therefore, to be wondered at, that the Macedonians rejoiced to see a pretender to the throne, who called himself the son of Perses, and said that he was born by a concubine, named Cyrthesa. This pretended prince was called Andriscus; but when he appeared,

দাকদের হস্তগত হওয়াতে তিনি দীনহীন ক্ষীণের ন্যায় রুমী লো-
দের অধ্যক্ষ ইমিলিয়স্ নামকের চরণধারণ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া
্ণাম করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন ইমিলিয়স্ অহ-
ার প্রকাশক কুবাক্যের দ্বারা কহিতে লাগিলেন, যে ও রে অভাগা
্কে২ তোরে ধিক্ থাকুক, কেননা আপন অদৃষ্টের উপর দোষ
্রকাশ না করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিতে আপুনি দুষ্ট হইয়া কেন অধমতা
্রকাশ করিলি? আর রুমী লোকদের অনুপযুক্ত শত্রু হইয়া আমার
্গ্বিজয়ি মহিমার ত্রুটি কেন জন্মাইতেছিস? ভাল, এইক্ষণে তোর
্য় নাই, কোন রুমী লোকেরা তোর প্রাণদণ্ড করিবে না। এই কথাতে
াহস জন্মাইয়া হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক উঠাইলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে জয়
্নি পূর্ব্বক তাঁহাকে রুম নগরে পথের দ্বারা গমন করাইয়া লইয়া
গলেন, শেষে তাঁহাকে নিবিড়ান্ধকার কারাতে বদ্ধ রাখাতে ঐ রাজা
্শিয় আপনাকে ধিক্কার দিয়া স্বেচ্ছাধীন অনাহারে প্রাণত্যাগ
করিলেন। তিনি জীবৎমান থাকিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফিলিপের
কাল প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সেকন্দরশাহ
এক সূত্রধর সমীপে ছুতারের বিদ্যা অভ্যাস করিতেন, কিন্তু পরে
্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে এক জন মুহুরী হইয়াছিলেন।

তদনন্তর পলইস মিলিয়স্ নামে সেনাপতি মাসিডন দেশীয় লোক
স্বাধীন আছে ইহা স্বীকার করিয়াও তত্রাপি তিনি ঐ রাজ্য চারি খণ্ডে-
তে বিভক্ত করিয়া তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট বংশজাত যুবাপুরুষদিগের দেশা-
ন্তর দূর করিয়া এক রাজ্যের লোকের সহিত অন্য রাজ্যের লোক-
দিগের পরস্পর বন্ধুত্ব না থাকে এমন আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, এবং
নূতন২ নানা ব্যবস্থা স্থাপিত করিলেন। আর সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি
হস্তগত করিয়া স্বর্ণ রূপ্যাদির আকর স্থান সকল খনন করিতে
নিষেধ করিলেন; অতএব বোধ হয় ঐ দেশ যে পরাধীন নহে সে
কেবল নামমাত্র ছিল, কিন্তু যথার্থ রূপে তাঁহারা নিতান্ত রুমী লোক-
দের আয়ত্তের মধ্যে ছিলেন।

তদনন্তর আন্দ্রিস্কশ নামে এক জন কল্পিত রাজা পর্শিয় রাজার
সিরেথেসা নামে উপপত্নী জাত পুত্র বলিয়া আপন পরিচয় দিয়া
মাসিডন দেশে উপস্থিত হওত ফিলিপ নামে বিখ্যাত হইয়াছি-
লেন, তাহাতে তদ্দেশস্থ লোকেরা যে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন
ইহা কিছু বড় আশ্চর্য্য বোধের বিষয় হয় না। সে যাহা হউক

he assumed the appellation of Philip. He first retired to Demetrius Soter, in Syria, who had married a sister of Perses, but who delivered him up to the Romans to avoid incurring their resentment. This pretender, however, escaped to Thrace, and, having collected some troops, entered Macedonia, which he soon subdued. He was brave and intrepid, but, like Perses, cruel, avaricious, proud in prosperity, and mean in adversity He imprudently exposed his crown to the hazard of a general battle, and, being defeated, was taken prisoner, and served to adorn the triumph of Metellus, his conqueror. Such was the end of this war, which afforded, what had been long desired, an opportunity of reducing Macedonia into a province of Rome. Some other pretenders arose, who claimed a right to the sovereignty of Macedonia; but their claims were easily set aside by the Romans, who continued to retain this country as a province.

REFLECTIONS.

At an early age PHILIP of Macedon was placed under the care and tuition of Epaminondas, the celebrated philosopher of Thebes. And hence we may observe, that it is highly advantageous to young persons to be privileged with the instructions of tutors, capable of directing their mental energies to the best and noblest pursuits. The bias of his mind, however, was too soon discoverable in his retaining solely or chiefly such lessons as might prove serviceable in forwarding his private ambitious projects. Whilst we admire in Philip

পরে ঐ ছদ্মবেশি রাজা পার্শিষের ভগিনীপতি সিরিয়া দেশ নিবাসি ডিমিত্রিয়স্ সোটর নামকের নিকটে গমন করিলে পর ঐ ব্যক্তি রূমী লোকদের অতিশয় কঠিন শাসন প্রযুক্ত ভয়েতে তাঁহাকে রূমী লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি কোন প্রকারে তথাহইতে পলায়ন করিয়া গ্রেস দেশে উপনীত হইলেন। পরে তিনি সেখানহইতে আহরণ পূর্ব্বক কতক গুলিন সৈন্য সামন্ত লইয়া মাসিডন দেশে প্রবেশ করত আক্রম পূর্ব্বক বাহু বলেতে ঐ দেশ করতলস্থ করিলেন; তিনি অতিশয় যোদ্ধা ও সাহসিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার খলতা ও কৃপণতা প্রায় রাজা পার্শিষের মত ছিল; এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইলে অহঙ্কারে ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন, আর দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে দীনহীন ব্যক্তির ন্যায় থাকিতেন, এ প্রযুক্ত অহঙ্কারে অন্ধীভূত হইয়া অবিবেচনা পূর্ব্বক রূমী লোকদের সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে ঐ রণে পরাভব হওয়াতে সেখানে বদ্ধ হইয়া মিটালস নামে রূমী সেনাপতির জয়যাত্রার শোভা করিলেন, এ প্রকার যুদ্ধাদি হইলে তাহারা মাসিডন দেশ রূম রাজ্যের সহিত ভুক্ত করিলেন। পরে কএক জন লোক ঐ রাজ্য অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলে রূমী লোকেরা তাহাদিগকে অনয়াসে দমন করিয়া সুখেতে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

উপদেশ কথা।

মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক রাজার উপাখ্যানে লিখিত আছে, যে ঐ রাজা যৌবন কালে বিদ্যা শিক্ষার্থে থীবস দেশীয় ইপামিনন্ডস্ নামে বিখ্যাত এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। তদ্দ্বারা এই উপদেশ প্রকাশ পাইতেছে, যে ছাত্রেরা উত্তম বিষয়ে কি উত্তম অভিপ্রায়ে মনকে লওয়াইতে নিপুণ এমন এক জন অধ্যাপক যদি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদের অবশ্য পরমভাগ্য করিয়া মানিতে হয়। কিন্তু তথাপি ঐ ফিলিপ রাজা অল্প দিনও আপন কুস্বভাব গুপ্ত রাখিতে পারেন নাই, কারণ তিনি সদুপদে-

a fortitude and unshaken perseverance which enabled him to triumph over powerful competitors, and apparently insurmountable difficulties—(and oh! that in us were found a like unconquerable zeal in the pursuit of higher and more glorious objects)—let us not fail to condemn the artifice and dissimulation that characterized his measures, and by which, whilst taking advantage of the jealousies and contentions of his neighbours, he cloked his designs on their rights and liberties. Thus families and friends, blind to their own interests, and waging war with each other, at length yield themselves an easy prey to the wiles of some artful intriguer.—Let us also notice, how concurrent circumstances conspired to favour his advancement, and how evident it appears, from this and all other histories, that the most commanding and subtle capacities can achieve nothing apart from the permission of an overruling Providence. And further, that it is in vain we attempt to estimate character, or to infer the divine favour or displeasure, by regarding simply men's outward condition. We behold one who appears to have no desire to please and glorify God raised to the pinnacle of prosperity and power, whilst no doubt several of His faithful worshippers were contending with disappointments, and suffering under many and great afflictions.—It were as reasonable to endeavour to extinguish a fire by heaping fuel on its flames, as to attempt to satisfy the desires of those who fear not God by adding to their possessions. Having obtained possession of Greece, Philip turned his thoughts towards Asia. It is, therefore, great wisdom to be content with that portion, be it more or less, which God in his wisdom gives.—

নকে স্মরণে স্থান না দিয়া কেবল ঐশ্বর্য্যাভিলাষ পূরক যে শিক্ষা তাহাই স্মরণ রাখিতেন। আর যদি ঐ রাজার যে রূপ অধ্যবসায় ও সাহস ছিল, তাহা যদি সৎকর্ম্ম করিতে আমাদের ঘটিত, তবে মঙ্গলের বিষয় হইতে প্যারিত। কেননা দেখ, তাঁহার অসাধ্য দায় সকল এবং অধিক প্রবল বৈরি সমূহ থাকিলেও ক্রমেতে তাবৎ বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অতএব তাঁহার যে এরূপ অসীম সাহস ও অধ্যবসায় তাহা আমাদের প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু তাঁহার ব্যবহার যে কেবল ছল ও কপটতাতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে আমাদিগের দোষারোপণ করা উচিত। ফলতঃ তিনি করিতেন কি না ছদ্মবন্ধু তুল্য হইয়া আপন প্রতিবাসিদিগের বিবাদ ও দ্বেষাদ্বেষীয় ভাব ভঞ্জন ছলেতে তাহাদিগকে আপন বশেতে এক প্রকার দাস করিয়া রাখিতেন। আর এই রূপ নীতি চলিত হওয়াতে এক সময়ে অনেক২ জাতি বন্ধু প্রতিবাসি লোকেরা নিজমঙ্গলে অজ্ঞপ্রযুক্ত পরস্পর বিবাদ করিয়া ঐ রাজার সদৃশ কপটি এক জনকে মধ্যস্থ মানিলে সে ব্যক্তি আসিয়া ছলেতে উভয়েরই সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যায়। অতএব এরূপ ছল ও কপটতা আমাদের অবশ্য দূষ্য বটে। আর এই একটি বিষয় আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, যে শুভদায়ক যোগাযোগ ব্যতিরেক কেবল বলেতে ঐ রাজার এরূপ উন্নতি হয় নাই, কেননা দেখ যে কোনো ইতিহাস হউক সর্ব্বত্র এমন প্রমাণ সিদ্ধ আছে, যে মনুষ্যদের অতিবড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইলেও পরমেশ্বরের অনুমতি ব্যতি-রেক কখন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আর ইহাও অবশ্য মানিতে হয়, যে এই ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগৃহীত কিনা ইহা কেবল বাহ্য বিষয় দর্শনে জানা যায় না। তাহার সাক্ষী দেখ, ঐ রাজা পরমেশ্বরকে তুষ্ট করিতে না জানিলেও তথাপি তাঁহার চেষ্টা সকল ফলবান্ হইয়া উঠিল, এবং অতুল্য ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম হইল, কিন্তু তৎকালে অনেক২ প্রকৃত ঈশ্বর সেবকেরা নিজ২ চেষ্টার নিষ্ফলত্ব পাইয়া অশুভবিষয়ে ও দুঃখসাগরে মগ্ন হইল। আর ও দেখ, যেমন অগ্নি সমূহেতে রাশি২ কাষ্ঠ প্রদান করিলে সে নির্ব্বাণ না হইয়া আরও অধিক প্রজ্বলিত হয়, তেমনি মনুষ্যদের অভিলাষ অসংখ্য২ ঐশ্বর্য্য পাইলেও তথাপি নিবৃত্তি পায় না। তাহার প্রমাণ দেখ, লিখিত আছে যে ঐ রাজা সমুদয় গ্রীক দেশ জয়করিলে আশিয়া দেশের জয়েতে লালস করিলেন। অতএব পরমেশ্বর যাহা দেন তাহাতেই যেন

There is, however, an insatiable and resistless conqueror, beneath whose scythe the proudest of earthly victors must sooner or later succumb: arrested by the iron hand of death, in the height of his career, the king of Macedon fell by the sword of an assassin.

Our attention is next attracted by ALEXANDER, who, on account of his victories, not of his virtues, has been denominated the Great. His progress appears like that of a hurricane; or of a flood, whose waters, increasing as they roll, and by degrees rising above every opposing mound, at length, with impetuous and desolating fury, burst upon the plain below. Fired with an ardour which had done honour to a nobler cause, and undismayed by the power and prowess of his opponents, with unprecedented rapidity we see him pass from conquest to conquest, till in the issue the nations of the earth lay prostrate at his feet. Yet even this, the empire of the world, as it was insufficient to satiate his thirst of fame, so was it incapable of bestowing on his toils an adequate return. It procured not a moment's respite from the stings of an accusing conscience; it delivered him not at all from the rage of passion; and consequently, as to the attainment of happiness, he was farther from it than at the commencement of his course. Having subjugated kingdoms and immolated myriads of his fellow creatures at the shrine of a worthless ambition, he was himself a slave, and died, in the meridian of his days, a sacrifice to his lusts. Vain and deluded monarch! he had still to learn, that true heroism consists in a man's being master of himself; that he who is slow to anger is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.—In the cir-

মাদের মন সন্তুষ্ট থাকে, সেই আমাদের পরম লাভ। সে যাহা
াক, কিন্তু অজেয় এবং অতর্পণীয় যে এক জন জয়কারি মৃত্যু
ছে, তাহার অস্ত্রধারেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জয়িলোকদিগের ও
শ্য পরাস্ত মানিতে হয়; কেননা দেখ ঐ রাজা আপনং হস্ত-
দেশের মধ্যে এক জন ক্ষুদ্র লোকের অস্ত্রেতে ঐ মৃত্যুর হস্তগত
লেন।

এই ক্ষণে রাজা সেকন্দরশাহের চরিত্রবিষয় আমাদিগের কিছু
থা উচিত। ঐ সেকন্দরশাহ সদ্‌গুণ নিমিত্ত ব্যতিরেক কেবল
িগ্‌দিগ্‌জয়প্রযুক্ত মহা নামে বিখ্যাত এক জন প্রধান রাজা হইয়া-
লেন। তাঁহার যে রূপ আক্রমণের গতি ছিল সে প্রায় তুফানের
্য, অথবা বন্যাসদৃশ, কেননা বন্যা যেমন প্রথমে অল্প জল আসিয়া
ক্তেং শেষে ক্রমেং বাড়িয়া অথাই জল হইয়া উঠে, এবং
ম্মুখে যদি কোন জঙ্গলাদি থাকে তবু তাহা ছাপাইয়া সর্ব্বনাশ-
রি প্রচণ্ড বেগেতে সম্মুখ ভূমিতে পড়ে, তাহার ন্যায় জানিবা। আর
কর্ম্মে যে রূপ উদ্যোগ করিলে মহাং যশঃ ও প্রশংসা হইত, এমন
দ্যাগে উৎসুক হইয়া প্রবল বৈরিপক্ষের প্রচণ্ড প্রতাপেতে ভয় করা
র থাকুক, বরং অত্যন্ত সাহস পূর্ব্বক তাহাকে দমন করিয়া ক্রমেং
দেয় দেশ জয় করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শেষে পৃথিবীস্থ
বৎ রাজ্য তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকিল। কিন্তু এ রূপ হইলেও
হার যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের পিপাসা নিবৃত্তি হইল না। এবং নিজ
রিশ্রমের ফল ও কিছু জন্মিল না, অর্থাৎ বহুবিধ পাপজন্য মনঃপীড়া
তে এবং কামাদি ছয় রিপু হইতে মুক্ত হইলেন না। সুতরাং প্রকৃত
সুখ তাহা প্রাপ্তি চুলায় পড়ুক বরং তাহা হইতে প্রথম অপেক্ষাও
িক দূরস্থ হইলেন। ফলতঃ তিনি মিথ্যা উচ্চপদাভিলাষ করিয়া
বৎ রাজ্য করতলস্থ করিলে এবং অসংখ্যং লোকের প্রাণদণ্ড করি-
ও কামক্রোধাদি ছয় জনের দাসানুদাস হইয়াছিলেন; এই হেতুক
ন আয়ুর্ম্মধ্যদশাতে ইন্দ্রিয় বশজন্য মদ্যপানেতে প্রাণত্যাগ করি-
ন। ইহাতেই জানা যায়, যে আপনাকে বশীভূত করা এই প্রকৃত
ত্ত্বের প্রথম পাঠ পর্য্যন্ত ঐ রাজা অবগত ছিলেন না। কেননা
ব্যক্তি ক্রোধের শাস্তা সে বীর হইতেও শ্রেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তি
ন্দ্রিয় দমনেতে পারগ তাহাকে রাজশাসনকারি অপেক্ষাও
ষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। সে যাহা হউক তাঁহার চরিত্র বিষয়ই

cumstances whether of his life or death, we trace the all-governing hand of HIM who appointeth to the ocean its bounds; who saith, Hitherto shalt thou come and no farther, and here shall thy proud waves be stayed.— Whilst we pity, we condemn, the confidence and self-complacency of Darius, which led him to look with an eye of contempt on the efforts of Alexander. It is thus, that we are apt fatally to deceive ourselves in respect to some particular vice, which, being disregarded in its first approach, by degrees creeps upon us till, having gained an ascendency, reason is deposed, and it assumes the empire of the soul.

Let us not pass over in silence the sketch here given of the character of DEMOSTHENES, the Athenian orator. The power of speech is one of the noblest of those gifts, by which man stands distinguished from the brutes; and yet, which might appear singular, it is rarely that any attain to eminence in the art of elocution; for which reason amongst others, those who have excelled have ever been held in estimation. The study of this art commends itself to our attention. It is a means by which we may be enabled to communicate the greatest benefits to mankind; and amid the various pleasures of which rational minds are capable, there is scarcely one more exquisite than that of listening to lessons of wisdom, delivered by a powerful and impassioned speaker. How does it call forth our regret, that not only the gift of speech in general, but that also the most lofty powers of eloquence, instead of being consecrated to the glory of the Creator, are not unfrequently prostituted to the basest of purposes. It is pleasing to reflect, that the extraordinary talents of Demosthenes.

বা কি ? আর মরণের বিষয়ই বা কি ? যিনি সমুদ্রের সীমা নিরূপণ করেন, এবং সমুদ্র তরঙ্গকে কহেন, যে তোমরা এই পর্য্যন্ত আসিবা, এমন পরমেশ্বরের যে সকলি হস্তগত, ইহা আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি। আর ঐ সেকন্দরশাহ প্রবল বৈরি হইলে ডারায়স নামক রাজা যে তাচ্ছীল্য করিয়া নিরুদ্বেগে ছিলেন, ইহাতে আমাদের দয়া উপস্থিত হইলেও তাহার উপর দোষারোপণ করিতেছি। কিন্তু দেখ, আমরাও তাদৃশ পাপকে তাচ্ছীল্য করিয়া প্রতিফল পাইতেছি, কি না প্রথমতঃ পাপকে সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ বোধ করিলে ঐ পাপ ক্রমে২ প্রবল হইয়া মনঃসিংহাসনে বসতি ও কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বক মনুষ্যদের একেবারে নষ্ট করে।

ঐ আথেন্স দেশীয় মহাসুখ্যাত্যাপন্ন সুবক্তা ডিমস্‌টিনিসের চরিত্র বিষয় লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগের অন্য বিষয় লেখা উচিত হয় না। কেননা বিবেচনা করিয়া দেখ, যে সকল গুণদ্বারা মনুষ্যতে ও পশুতে ভেদ জন্মে, তাহার মধ্যে কথা কহনের শক্তি একটি প্রধান গুণ বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিতেছি এই, যে জগতের মধ্যে কথকতা গুণেতে নিপুণ একটি মনুষ্যও প্রায় পাওয়া দুর্লভ ; অতএব যাহার২ বক্তৃতা শক্তি আছে তাহারা অবশ্য লোক কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া থাকে। আর আমাদিগেরও এ বিদ্যাতে মনোযোগ করা অতি কর্ত্তব্য, কেননা মনুষ্য সাধারণের উপকার নিমিত্ত ইহা একটি প্রধান উপায় হইয়াছে। বিশেষতঃ বুদ্ধি বিশিষ্ট জীবদিগের যে সকল সুখ, তাহার মধ্যে ভাবজ্ঞ সুবক্তাদিগের জ্ঞান উপদেশ কথা শুনা ইহা একটি প্রধান সুখের বিষয় হয়। অতএব খেদের বিষয় দেখিতেছি এই, যে জগতে যদি কেহ২ সুবক্তা হয় তবে তাহার মধ্যে অনেকে ঈশ্বরবিষয়ে সে ক্ষমতা সমর্পণ না করিয়া অপকৃষ্ট বিষয়ে নিয়োগ করে। কিন্তু ডিমস্‌টিনিসের যে চরিত্র, সে আমাদের মনস্তুষ্টির বিষয় বটে ; কেননা তাঁহার ক্ষমতা স্বদেশ মঙ্গলার্থ ব্যতিরেক ভুক্তি ক্রমে ও কুবিষয়ে নিযুক্তা হয় নাই। আর তাঁহার ব্যুৎপত্তি পথে

HISTORY OF ROME.

Under Kings.

ITALY was anciently known by the different appe lations of Saturnia, Ænotria, Hesperia, and Ausoni On three sides, it is surrounded by the sea; and o the fourth, it has the lofty Alps for its barrier. It about nine hundred miles in length, but very unequ in breadth, and in shape it resembles a man's leg.

Æneas, having escaped from the ruins of Troy, ar rived on the coast of Latium, and was kindly receive by Latinus, who, on his assisting him against the Rutuli assigned him and his companions a portion of land and afterwards bestowed on him his only daughte Lavinia in marriage, with the right of succession to the crown. On the death of his father-in-law, the kingdom of Latium fell to Æneas, who swayed the sceptre with wisdom and impartiality, employed himself in consolidating the two different nations who owned his authority, and built the city of Lavinium. He engaged the Rutuli and the Tyrrhenians near the banks of the Numicus, but being hardly pressed by the enemy, was precipitated into the river and drowned.

Æneas was succeeded by Ascanius Julius, his son, who founded Alba Longa, and whose step-mother Lavinia, being near the time of her delivery, withdrew to a wood, where she was delivered of a son, whom she

রুমরাজ্যের বিবরণ।

তদ্দেশীয় রাজাবলী।

পূর্ব্বকালে ইটালি দেশ সাটর্নিয়া ও ইনোত্রিয়া ও হেসপিরিয়া আর অসোনিয়া এই সকল নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ দেশের তিন দিক্ সমুদ্রে বেষ্টিত, এবং শেষ সীমা আল্পস নামক উচ্চ পর্ব্বতদ্বারা নিরূপিত আছে। ঐ রাজ্য দীর্ঘে নয় শত ক্রোশ, কিন্তু প্রস্থে সর্ব্বত্র সমান নহে; ফলতঃ অবয়বে হাঁটু পর্য্যন্ত মনুষ্য চরণাকৃতি জানিবা।

ত্রয় দেশ উচ্ছিন্ন হইলে পর কোন ক্রমে রক্ষাপ্রাপ্ত যে ঈনিয়স নামক সেনাপতি, তিনি জাহাজে উঠিয়া লাসিয়ুম নামে ইটালি দেশের এক প্রদেশস্থ সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন, ইহা জানিয়া তদ্দেশস্থ লাটাইনস নামক ভূপতি ঐ সেনাপতিকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। পরে ঐ সেনাপতি রুটলাই জাতির সহিত সংগ্রামে ঐ রাজার অত্যন্ত সাহায্য করাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও তাহার সহচর লোকদিগকে বসত্যার্থে কিয়ৎ ভূমি প্রদান করিলেন, এবং আপনার যে লাবিনিয়া নামে এক মাত্র কন্যা ছিল, তাহার সহিত ঐ সেনাপতির বিবাহ দিয়া আপন উত্তরাধিকারোপযুক্ত করিলেন। একারণ ঐ ঈনিয়স শ্বশুরের অবর্ত্তমানে লাসিয়ম রাজ্যাধিপতি হইয়া যথোপযুক্ত রাজশাসন করিতে লাগিলেন। এবং লোকদিগের সুস্থির করত আপন কর্ত্তৃত্ব মধ্যে যে দুই রাজ্য ছিল, তাহা মিলিত করিয়া লাবিনিয়ম নামে একটি নগর স্থাপন করিলেন। পরে এক সময় তিনি নুমিকস নামে নদীতীরে রুটলাই ও টৈরিনিয়ন এই দুই জাতির সহিত যুদ্ধ করত শত্রুদিগের প্রবলতা নিবারণ করিতে না পারিয়া ঐ নদী জলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই রূপে রাজা ঈনিয়সের কালপ্রাপ্তি হইলে পর আস্কেনিয়স জুনিয়স নামক তাহার পুত্র রাজমুকুট ধারণ করিয়া আল্বালঙ্গা নামে এক নগর স্থাপন করিলেন। তৎকালে তাহার বিমাতা লাবিনিয়া রাজ্ঞী আপন প্রসবের কাল সন্নিকট দেখিয়া বনে প্রস্থান করিলে পর সে স্থানে এক অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করিলেন, তাহাতে

named Æneas after his father, and Sylvius from the place of his birth. This last sovereign left a son, called also Julius. The inhabitants of Latium, however united Alba and Lavinium under one sovereignty, which they conferred on Sylvius.

After a succession of thirteen kings of the line of Sylvius, Procas bequeathed the throne to his eldest son, Numitor; but Amulius, the brother of Numitor, usurped the government, and after murdering his nephew Ægustus, compelled Rhea Sylvia, Numitor's only daughter, to dedicate herself to Vesta or perpetual virginity. Rhea Sylvia, however, was violated by a man, whom, in palliation of her offence, she averred to be Mars, the god of war. She was delivered of twins, who being enclosed in a cradle, and by order of Amulius thrown into the Tiber, floated to the foot of Mount Aventine, where they were found by Faustulus, the king's shepherd. This man carried them home to his wife, Acca Laurentia, who nursed them as her own.

After arriving at manhood, the twins, Romulus and Remus, having discovered their grandfather Numitor, collected the shepherds, deposed Amulius, and reinstated Numitor on the throne. They then resolved to build a city upon those hills where they had formerly kept their flocks; and Numitor assigned them a certain territory, and permitted any of his subjects to settle in their new colony. But a dissension arising between the two brothers, respecting the spot where the city should stand, Remus was killed, and, it is said, by Romulus himself. The city was called Rome, after the name of its founder, and was built upon the Palatine Hill. It contained, at first, about a thousand houses,

পৈতৃক নাম যোগ করিয়া বনে জন্ম প্রযুক্ত ঐ সন্তানের নাম ইনিয়স্ সিল্‌বিয়স রাখিলেন। আর এই শেষ রাজার এক পুত্রের নাম জুলিয়স রাখিলেন। পরে মাসিডন দেশীয় লোকেরা আলূবা ও লাবিনিয়ম এই দুই নগর এক রাজ্য করিয়া সিলবিয়স রাজাকে অধ্যক্ষতার ভার দিলেন।

ঐ শিলবিয়স রাজার বংশক্রমে তের জন রাজা ঐ সিংহাসনাধিকারী হইলে শেষে প্রকাস নামক রাজা নুমিটরাখ্য আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐ সিংহাসন সমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে অমুলিয়স নামে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নিজবলেতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নুমিটরকে বহিষ্কৃত করত ঐ সিংহাসনস্থ হইয়া ইগষ্টস নামক পিতৃব্য সন্তানকে বধ করিলেন, এবং নুমিটর রাজার রিয়াসিল্‌ব্যা নাম্নী যে কন্যা ছিল, তাহাকে চিরকাল অনূঢ়া রাখিতে বাঞ্ছা করিয়া বেষ্টা নামক দেবতার সেবাতে নিযুক্তা করাইলেন। তাহাতে কোন রূপে ঐ কন্যার গর্ভসঞ্চার হইলে তিনি নিজদোষ মোচনার্থে কহিলেন, যে মার্‌স নামক দেবতা বলেতে আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন। সে যাহা হউক প্রাপ্ত সময়ে তিনি যমজ সন্তান প্রসবিতা হইলে পর অমুলিয়স রাজা নিজ আজ্ঞাতে ঐ দুই সন্তানকে দোলনা করিয়া টাইবর নদীতে ভাষাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ঐ দোলনা ক্রমে ভাষিতেং আবেনটাইন নামক পর্ব্বতের তলে গিয়া লাগিল। তখন ফষ্টুলস নামক ঐ রাজার এক জন গোরক্ষক ঐ অপূর্ব্ব সন্তান দ্বয়কে দেখিয়া লইয়া আক্কা লেরঞ্চিয়া নাম্নী নিজ পত্নীকে প্রদান করিলে পর সেই নারী নিজ সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

তদনন্তর রমুলস ও রীমস নামে ঐ যমজ দুই ভ্রাতা ক্রমেং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরম্পরা কোন রূপে আপন মাতামহ নুমিটরের অনুসন্ধান পাইয়া নিজসঙ্গি গোপদিগের সহিত একত্র হইয়া আক্রমণ পূর্ব্বক রাজা অমুলিয়স্‌কে পদচ্যুত করত ঐ নুমিটর রাজাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন। পশ্চাৎ তাঁহারা যে সকল পর্ব্বতোপরি মেষাদি চরাইতেন, ঐ স্থানে এক নগর পত্তন করিতে মানস করিলে নুমিটর রাজা তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কতক গুলিন ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নিজ প্রজাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় ঐ নগরে বসতি কর। এরূপ হইলে পরে কোন স্থানে নগর পত্তন হইবে এই কথার সূত্রেতে ভাই২ পরস্পর

or huts: and even the palace of Romulus was built of reeds, and thatched with straw. In order to increase its inhabitants, it was made a sanctuary for all malefactors, slaves, and such as were desirous of novelty.

Romulus left the people at liberty to choose their king; and they concurred in electing their founder. Accordingly he was acknowledged as chief of their religion, sovereign magistrate of Rome, and general of the army. Besides a guard to attend his person wherever he went, he was preceded by twelve men, armed with axes, tied up in a bundle of rods or fasces, who were to serve as executioners of the law, and impress the people with an idea of subjection. The whole power of the king, however, consisted in convening the senate, assembling the people, conducting the army, and appointing the questors or treasurers of the public money.

The senate was composed of a hundred of the principal citizens of Rome, who were intended to act as counsellors to the king. The king appointed the first senator, who governed the city during the general's absence. In this respectable assembly, all the important business of the state was transacted, the king himself presiding, though every question was determined by a majority of votes. They were called Fathers, from their supposed paternal affection for the people.

To the patricians, who were descendants of the senators, belonged all the principal offices of the state, as well as of the priesthood, to which they were appointed by the senate and the people. The plebeians, who composed the third part of the legislature, had the power of

কলহোপস্থিত হইয়া রিমস প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইতিহাস-বেত্তারা লিখেন, যে এই দুষ্কর্ম্ম রমুলস কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পরে পালাটিন পর্ব্বতোপরি নগর স্থাপিত হইয়া রমুলস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রযুক্ত রূম নামে বিখ্যাত হইল। ঐ নগরে প্রথম এক সহস্র খড়ুয়া ঘর ছিল; এবং রমুলসের রাজগৃহ খড়ের ছাউনি শরেতে নির্ম্মিত ছিল। তখন নগরে লোক বৃদ্ধিনিমিত্তে এই আইন প্রকাশ হইয়াছিল, যে যাহারা দোষী ও দাসত্ব বিশিষ্ট এবং পূর্ব্ব-বসতিতে বিরক্ত তাহারা এই স্থানে বসতি করিলে রক্ষা পাইবে।

পরে ঐ রমুলস নগরস্থ লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে এখন তোমাদিগের রাজা করিতে যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে রাজমুকুট ধারণ করাও। তখন নগরবাসি তাবল্লোক একত্রে ঐক্য হইয়া সুবিবেচনাতে নগর পত্তনকারি ঐ রমুলসকে রাজ উপযুক্ত জানিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ, ও প্রধান বিচারকর্ত্তৃ পদ, এবং প্রধান সেনাপতি পদ, এই সকল পদে নিযুক্ত করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন। আর নৈনাত্তি সেনা ব্যতিরেকে প্রজাদিগের রাজ ব্যবস্থা প্রতিপালন করায় এমন দ্বাদশ জনকে নিযুক্ত করাইলেন। ঐ বার জন দণ্ডবেষ্টিত কুঠার হস্তে লইয়া রাজার অগ্রসর হইয়া ভ্রমণ করিবেন, কারণ লোকেরা ঈদৃশ দেখিয়া যেন রাজাকে সমাদর করে; কিন্তু এরূপ হইলেও লোক সাধারণ একত্র করিতে, ও রাজসভা স্থাপন করিতে, এবং সেনাধ্যক্ষতা করিতে, আর রাজ ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিতে, এতদ্ব্যতিরেক রাজার অন্যত্র প্রভুত্ব ছিল না।

আর রাজমন্ত্রণাকরণার্থে রূম দেশীয় প্রধানং এক শত লোক রাজ সভাবর্ত্তী ছিলেন। পরে রাজা তদুপরি এক জন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া নগরীয় প্রধান সেনাপতি অনুপস্থিত থাকলে তাঁহাকে তৎকর্ম্ম চালাইতে আজ্ঞা করিতেন। এই সম্ভ্রান্ত সভাতে রাজা আপনি অধ্যক্ষ হইয়া বিবেচনা করাতে অধিকাংশ লোকের সম্মতি অনুসারে রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। আর ইতর লোকেরা প্রতিপালিত হওয়াতে সভাস্থ লোকদিগকে পিতা জ্ঞান করিত, এই জন্যে সভাস্থলোকের নাম পিতৃলোক বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

পরে ঐ সভাস্থ লোকদের সন্তানবর্গ কুলীন নামে বিখ্যাত হইয়া সভাস্থ লোক এবং সাধারণ লোকদ্বারা রাজকীয় প্রধানং কর্ম্মে এবং যাজন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ইতর লোকেরা রাজ্যের তৃতী-

sanctioning those laws which were passed by the king and the senate. By their suffrages, all things relative to peace or war, the election of magistrates, and even the choosing of a king, were confirmed. By them all enterprises against the enemy were proposed, while the senate possessed only a negative voice. Each plebeian had a right to elect from the patrician order a protector, who was to assist him with his advice and fortune, plead for him before the judge, and rescue him from every oppression. On the other hand, the client attached himself to the interest of his patron: he assisted in portioning his daughters, or paying his debts or his ransom; followed him in every service of danger, and gave him his vote when he became a candidate for any office.

Romulus divided the people equally into three tribes, to each of which he assigned a different part of the city. Each of the tribes was again subdivided into ten curiæ, or companies, which consisted of a hundred men, with a centurion to command it, a priest, denominated curio, to perform the sacrifices, and two of the principal inhabitants, called duumviri, to distribute justice.

A government thus prudently instituted, induced numbers to claim its protection; and seemed to want only increase of subjects to perpetuate its duration. By the advice of the senate, Romulus offered to cement the most strict confederacy with the Sabines, on the terms of intermarriages; the Sabines, however, not only rejected the proposal with disdain, but added raillery to the refusal. Romulus, therefore, resolved to obtain by force what was denied to entreaty, and pro

কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; কিন্তু রাজা কি সভাস্থ লোকেরা উহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আজ্ঞা চলিত করিতে পারিতেন না। ফলতঃ সন্ধি, কি, যুদ্ধ করা, এবং বিচারকর্ত্তা বা রাজা নিযুক্ত করা, এ সকল আত্ম ইচ্ছাধীন করিতে পারিতেন না। আর সাধারণ লোকেরা কোন দেশ আক্রমণের কথা উত্থাপন না করিলে রাজা কোন আজ্ঞা দিতে শক্ত ছিলেন না। আর ঐ ইতর লোক সকল স্বেচ্ছাধীন এক২ জন কুলীন লোককে নিজ২ অভিভাবক করিয়া রাখিত, তাহাতে কুলীনেরা করিতেন কি না আশ্রিতদিগের ধন ও মন্ত্রণা দ্বারা পরিতোষ করিতেন, এবং বিচারস্থানে কি অন্য স্থানে সর্ব্বত্রেতে ন্যায় পূর্ব্বক রক্ষা করিতেন; তেমনি সাধারণ লোকেরাও কুলীন লোকদিগের নানা প্রকার সাহায্য করিত। ফলতঃ তাঁহাদিগের কন্যাপত্য বিবাহকালে যৌতুক দান, ও ঋণগ্রস্ত হইলে মুক্ত করা, ও বিপদ বিনাশার্থে কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার সহিত গমন করা, এবং কোন কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট হইলে কথাদ্বারা সাহায্য করা, এ সকলই করিত।

তদনন্তর রমুলস রাজা নগরস্থ ভাবল্লোকদিগকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বর্ণকে নগরের প্রত্যেক অংশে বসতি করিতে দিলেন। পরে ঐ তিন অংশের প্রত্যেক বর্ণকে দশ২ দল করিয়া পুনর্ব্বার বিভক্ত করিলেন, তাহাতে এক২ দলে এক২ শত লোক গণিত হইলে প্রত্যেক দলে এক২ জন সেনাপতি, ও কিউরি নামে এক২ জন যাজক, এবং ডুয়ম্বী নামে দুই২ জন হাকিম নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

রুম রাজ্য এই রূপে শৃঙ্খলামত স্থাপিত হওয়াতে অন্যান্য রাজ্যের অনেকেই বসত্যর্থে ঐ নগর আশ্রয় লইল; কিন্তু অধিক প্রজা হইলে যে রাজ্য চিরস্থায়ি হয় এমন বোধ হওয়াতে রমুলস রাজা মন্ত্রিদিগের সুমন্ত্রণা লইয়া সাবিন নামে কোন জাতির সহিত পরস্পর উভয়ের কন্যা আদান প্রদান ক্রমে উভয় লোকের বিবাহ হয় এমন বাসনা করিয়া তাহাদের সহিত প্রীতি করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে সাবিন লোকেরা তাহা সম্মত না হইয়া বরং নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিতে লাগিল। তখন রমুলস রাজা কহিলেন, যে ভাল যাহা মিনতিতে না হইল তাহা বলেতে কিম্বা ছলেতে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। ইহা মানস করিয়া নেপ্‌টন্ নামে রুমীয় দেবতার একটি তা-

claiming a feast in honour of the idol Neptune, the Sabines and others came as spectators, bringing with them their wives and daughters. After the games had commenced, the Roman youth rushed among the strangers with drawn swords, and seizing the youngest and most beautiful women, carried them off by violence.

However, the citizens of Cecina, Antemna, and Crustuminum, resolving to revenge the common cause, made separate inroads into the Roman territory, but were easily overthrown by Romulus. A severe war took place between the Sabines and the Romans, in which the former made themselves masters of the Roman citadel; but hostilities were at length terminated by the women whom the Romans had violently seized, and who brought the combatants to lay aside their animosity, and live as friends. The two nations listened to this advice. It was agreed, that Romulus, and Tatius, king of the Sabines, should reign jointly in Rome with equal power and authority; that a hundred Sabines should be admitted into the senate; that the city should retain its former name, but the citizens should be called Quirites; and that both nations being thus united, such of the Sabines as were inclined, should be admitted [illegible] all the privileges of denizens of Rome. Tatius was [illegible] about five years after; and Romulus once more became sole monarch in the state which he had founded. During the co-reign of Tatius, the equestrian order, an intermediate link between the patricians and the plebeians, was instituted.

Romulus added new laws on marriage, which prohibited wives from separating from their husbands; but empowered husbands to repudiate their wives,

মসিক পূজা অতিঘটা পূর্ব্বক আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বত্বারম্ভ ক্রিয়ার নৃত্য গীত খেলাদি দর্শনার্থে সাবিন লোকেরা ও অন্যান্য লোকেরা নিজ২ পত্নী ও কন্যার সহিত আসিয়াছিলেন। তাহাতে পূজা আরম্ভ হইলে পর রুমীয় যুবা লোকেরা এক২ খানি শাণিতাস্ত্র হস্তে লইয়া ঐ বিদেশিগণমধ্যে প্রবিষ্ট হওত উহাদিগের সুন্দরী২ কন্যা সকলকে বলাৎকার পূর্ব্বক আহরণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

পরে শেনিনা নামে ও আণ্টেম্না নামে এবং ক্রেষ্টোমিনন্ নামে এই তিন নগরীয় লোক রুমি লোকদের ঈদৃশ কুব্যবহারের প্রতিফল প্রদানার্থে সকলে ঐক্য হইয়া রুম নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে রমুলস রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিলেন। অনন্তর সাবিন লোকেরাও ঐ কুরীতির ফলদানার্থে ক্রোধান্বিত হইয়া রুমি লোকদের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিয়া জয় পূর্ব্বক রুম নগর হস্তগত করিল, কিন্তু শেষে রোমান কর্তৃক হৃতস্ত্রীগণেরা মধ্যস্থ হইয়া ঐ প্রবল বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক পরস্পর এমন মিলন করিয়া দিল, যে টেশিয়স নামক সাবিন রাজা ও রমুলস রাজা এই উভয় নৃপতিতে যুক্তি পূর্ব্বক ঐক্য হইয়া সমান ক্ষমতা প্রযুক্ত এক সিংহাসনে বসতি করিল। আর ব্যবস্থা করিলেন কিনা সাবিন দেশীয় এক শত লোক রুমি সভাতে বসতি করিবে, এবং নগরের নাম পূর্ব্ববৎ থাকিয়া রুমস্থ লোকেরা কিরাটি নামে বিখ্যাত হইবে। আর সাবিন দেশীয়েরা রুম নগরে বসতি প্রার্থনা করিলে তন্নগরবাসির ন্যায় কর্ম্ম করিতে পাইবে। এই রূপে উভয় জাতি মিলিত হইলে পাঁচ বৎসর গতে টেশিয়স রাজা প্রাণত্যাগ করিলে পর রমুলস রাজা পূর্ব্বমত এক সিংহাসনস্থ হইয়া শাসন পালন করিতে লাগিলেন। ঐ টেশিয়স রাজার অধিকার কালে কুলীন ও ইতর লোকদিগের মধ্যে ঘোড় সোয়ার নামে আর এক জাতি ভর্ত্তি হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা রমুলস বিবাহ বিষয়ে এই২ নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিলেন, যে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাধীন স্ব২ স্বামিকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, কিন্তু স্বামী আত্মইচ্ছাতে নিজ২ দারাকে দূর করিতে পারে। আর যদ্যপি নারী ব্যভিচারিণী হয় কিম্বা স্বামিকে বিষপানাদি করাইতে ইচ্ছা করে অথবা কুলুপের চাবী নির্ম্মাণ করে,

and even put them to death if they were detected in adultery, in attempting to poison them, in making false keys, or in drinking wine. The father had an entire power over his offspring, and could sell or imprison them at any period of their lives, or in any stations to which they were arrived.

Elevated by success, Romulus enlarged his views, and affecting absolute sway, wished to control those laws to which he had formerly professed implicit obedience. This so enraged the senate, that the founder of Rome suddenly disappeared; and the multitude were taught to believe, that he had been taken up into heaven. —Romulus was temperate, brave, and politic; but he was also irascible, proud, and cunning. He seems to have been fitted for the work which he performed; and, while we view the mighty fabric of empire, the foundation of which he laid, we cannot but regard him with interest.

As Romulus left no heir, the city seemed greatly divided in the choice of a successor; but after some time it was agreed, that the party which elected should nominate from the body of the other. Accordingly, the choice being left to the Roman part of the senate, they pitched upon Numa Pompilius, a Sabine; who was about forty years of age, and had long been illustrious for justice and moderation. He was skilled in all the learning and philosophy of the Sabines, and with reluctance accepted the dignity which was conferred upon him.

Numa built many new temples, and instituted feasts; and persuaded the people, that he held a particular correspondence with the goddess Egeria. He founded

ইহার কোন বিষয়ে যদি ধরা পড়ে তবে স্বামী তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারে। আর এক বিধি এই, যে পিতা পুত্রের উপর সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন। ফল সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত কি কোন পদপ্রাপ্ত হইলেও বিক্রয় ও কারাগারে বদ্ধ করিতে পিতা ক্ষমতাবান্ হএন।

এই রূপে রমুলস রাজা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হওয়াতে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া স্বেচ্ছাধীন থাকিতে এবং পূর্ব্ব স্বীকৃত যে২ মন্ত্রি সম্মত ব্যবস্থা তাহা অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে সভাস্থ মন্ত্রি-বর্গের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া রাজা হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহাতে লোকে রাষ্ট্র হইল এই, যে রমুলস রাজা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে বোধ হয়, যে সভাস্থ লোক কর্ত্তৃকই তিনি হত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ঐ রাজা নিয়মিতাচারী ও সাহসিক এবং পরিণামদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধ ও অহঙ্কার ও শঠতাতে পরিপূর্ণ ছিলেন; অতএব এ সকল কর্ম্ম করা তাঁহারি উপযুক্ত হয়। কিন্তু সেই রাজ্য যে পশ্চাৎ এ রূপ বৃহৎ ও শ্রীমান্ হইয়া উঠিল তাহার আদি পত্তনকারী তিনি, এই জন্যে তাঁহাকে অবশ্য স্মরণে স্থান দিতে হয়।

অনন্তর রাজা রমুলসের সন্তান সন্ততি না থাকাতে দেশীয় লোকেরা উত্তরাধিকারিবিষয়ে নানা কলহ উপস্থিত করিতে লাগিল; কিন্তু শেষে ঐক্য পূর্ব্বক এই নির্দ্ধারিত করিল, যে যাহারা রাজা মনোনীত করিবেন তাহারা নিজ দলহইতে গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন দলহইতে রাজউপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবেন। এই রীত্যনুসারে রুমি লোকেরা সাবিন দেশীয় নুমাপম্পিলিয়স নামক ব্যক্তিকে রাজউপযুক্ত জানিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। তখন ঐ ব্যক্তির বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, এবং তিনি যথার্থবান্ ও পরিমিতাচারী ছিলেন। আর তিনি সাবিন দেশীয় তাবৎ বিদ্যাতে ও জ্ঞানেতে অত্যন্ত পারদর্শী প্রযুক্ত ঐ রাজ্য পদ লইতে তাদৃশ প্রয়াসী ছিলেন না।

পরে ঐ নুমা রাজা অনেক২ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নানা-বিধ উৎসবের দিন নিরূপণ করিয়াছিলেন; আর কৌশলেতে লোক-দিগের এমন জানাইতেন, যে তিনি ইজিয়া নাম্নী দেবীর বিশেষ আলাপ করণের প্রিয় পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ রুম দেশীয় জেনস নামক দেবতার এক উত্তম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঐ বিগ্র-হের অগ্রপশ্চাৎ দুই মুখ ছিল, তাহার অভিপ্রায় এই, যে কর্ম্ম করিতে হইলে পশ্চাৎ দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়। আর ঐ মন্দিরের দ্বার

the temple of Janus, an idol with two faces looking different ways, denoting the prudence of considering both the present and the future,) which was to be shut in the time of peace, and open in that of war; ordained vestal virgins, (or virgins dedicated to the service of the idol Vesta,) who had very great privileges allowed them; instituted pontiffs; and founded the orders of the Salian and Fecial priesthood, the one to preserve the sacred shields called Ancilia, which, it was supposed, would prevent Rome from being taken, and the other to judge of the equity of war. He encouraged agriculture, and divided among the lower orders of the people, those lands which Romulus had gained in war; softened the rigour of the laws relative to parents and children; regulated the calendar; and abolished all distinctions between Romans and Sabines.

On the death of Numa, the sovereign power again devolved on the senate; with whom it continued till the people elected Tullus Hostilius for their king. This monarch was greatly addicted to war; and the Albans were the first people that gave him an opportunity of indulging his inclinations. But when the armies of the two nations were on the point of commencing the engagement, the Alban general stepped forward, and offered to decide the dispute by single combat. In each army were three twin brothers: those of the Romans were called Horatii, and of the Albans, Curiatii. They were all remarkable for their courage, strength, and activity; and to them it was resolved to commit the management of the combat. Two of the Horatii fell dead upon the spot; and the other, betaking himself to flight, was followed by all the Curiatii, whom he suc-

কেবল যুদ্ধ কালীন মুক্ত থাকিত তদ্ভিন্ন চিরদিন বদ্ধ থাকিত। আর ঐ রাজা বেষ্টা নামে এক দেবতার সেবার্থে নানাবিধ লভ্যের বিষয় দিয়া কতক গুলিন অনূঢ়া কন্যাকে নিযুক্তা করাইলেন, এবং কতক গুলিন প্রধানং ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্থাপিত করিলেন, এবং সেলিয়ান ও ফেসিয়ান নামে দুই প্রকার পুরোহিত স্থাপন করিলেন। তাহাতে এক দল আনসেলিয়া নামে কতক গুলি ঢাল রক্ষা করিতেন; তাহার কারণ এই, লোকের এমন প্রত্যয় ছিল যে ঐ ঢাল বিদ্যমানে রুম নগর পরহস্তগত হইতে পারে না। আর এক দলস্থেরা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা করিতেন। আর ঐ রাজা তাবৎ ভূমির আবাদ ও তরদ্দেতে সর্ব্বদা মনোযোগী হইয়া রাজা রমূলস কর্ত্তৃক যে সকল ভূমি আয়ত্ত হইয়াছিল তাহা ইতর লোকদের বিভাগ করিয়া দিতেন, এবং পিতা পুত্র বিষয়ে যে একটা কঠিন নিয়ম ছিল তাহার কিঞ্চিৎ শ্লথ করিলেন। আর দিনপঞ্জিকা সৃষ্টি করিলেন, এবং রুমী ও সাবিন লোকদের পরস্পর যে পার্থক্য ছিল তাহা ঘুচাইয়া রীতিক্রমে বসতি করিতে দিলেন।

ঐ নূমা রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর লোকেরা যদবধি টলস হসটিলিয়স নামক রাজাকে রাজ্যাভিষিক্ত না করাইয়াছিল তদ্দিন পর্য্যন্ত রাজ সভাস্থ লোকদিগের রাজকর্ত্তৃত্বের ভার অর্পিয়াছিল। ঐ টলস হসটিলিয়স রাজার যুদ্ধেতে বড় আসক্তি থাকাতে অল্প দিন বাদে ঐ দেশের নিকটবর্ত্তি আলবান নামে এক জাতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজা তুষ্ট হইয়া জয়ার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধোন্মুখ হইয়া পরস্পর মুখামুখি হইল তখন আলবান দেশীয় সেনাপতি অগ্রসর হইয়া এই কথা কহিল, যে বাহুল্য সংগ্রামের আবশ্যকতা কিছু নাই, উভয় দলস্থ একং জনে যুদ্ধ করিয়া জয় পরাজয় শেষ করা কর্ত্তব্য। এই রূপ নিয়ম হইলে রুমি লোকদিগের দলে হরাসিয়াই তিন জন যমজ ভ্রাতা ছিল, এবং আলবান লোকদের কিউরিএসিয়াই নামে তিন জন যমজ ভ্রাতা ছিল, এই ছয় জনে প্রায় সমান সাহসী ও বলবান ছিল। ঐ তিনং জনেরা পরস্পর যুদ্ধের ভার পাইয়া সংগ্রাম করাতে প্রথমে হরাসিয়াই লোকদের দুই জন রণশায়ী হইল; পরে তৃতীয় ব্যক্তি রণেভঙ্গ দিয়া পলায়নোন্মুখ হইলে কিউরিএসিয়াই লোকেরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু তাহাতে ঐ ব্যক্তি পুনর্যুদ্ধোন্মুখ হইয়া ক্রমেং

cessively attacked and killed. The Alban army immediately consented to obey the Romans. The victorious youth, returning triumphant from the field, found his sister lamenting the loss of her lover, one of the Curiatii, to whom she was betrothed. Transported with passion, he basely slew her; and for this action the magistrate condemned him: afterwards, however, he obtained pardon by appealing to the people.

Hostilius quelled the insolence of the Fidenates and Veii, and utterly demolished the city of Alba, the inhabitants of which were transplanted to Rome. He obtained a signal victory over the Sabines, and engaged in a doubtful war with the Latins. He died after a turbulent and warlike reign of thirty-two years, some say by lightning, and others by assassination.

After a short interregnum, Ancus Martius, the grandson of Numa, was elected king by the people, whose choice was confirmed by the senate. He inherited the better qualities of his grandfather, to which he added the talents of a warrior. He conquered the Latins, whom he removed to Rome, and increased his own territories by the addition of part of theirs. He fortified the city, built a prison for malefactors, and formed a sea-port at the mouth of the Tiber. He died after a prosperous reign of twenty-four years.

Lucius Tarquinius Priscus, being appointed guardian to the sons of the late king, assumed the surname of Tarquinius, from the city of Tarquinia, the place of his former residence. His father was a merchant of Corinth, who, having acquired considerable wealth by trade, settled in Italy; and his son Lucius, having married a lady of family in the city of Tarquinia, removed

ঐ তিন জনকেই বিনাশ করিল। এ রূপ দেখিয়া আলবান সৈন্যেরা রূমী লোকদের শরণাপন্ন হইয়া বশীভূত থাকিতে স্বীকার করিল। পরে ঐ জয়ি ব্যক্তি নিজ গৃহেতে গমন করিয়া দেখিল, যে নিজ ভগিনী এক জন কিউরিএসিয়াইকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এই জন্যে তাহার মৃত্যু শুনিয়া রোদন করিতেছে; ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ভগিনীর মস্তক ছেদন করিল; কিন্তু এই অধর্ম্ম কর্ম্মেতে হাকিম লোকেরা তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেও লোক সাধারণের অনুরোধেতে সে ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

অনন্তর ঐ টলস হস্টিলিয়স নামক রাজা পাইডিনাটিস্ নামে ও বিয়াই নামে এই দুই জাতিদিগের দর্পচূর্ণ করিলে পর আলবান নামক নগর সমভূমি করিয়া তন্নগরস্থ লোকদিগকে সভ্যার্থে নিজ রূম নগরে প্রেরণ করিলেন; পরে ঐ রাজা সাবিন লোকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া লাটিন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সমতুল্য জয় পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন, এই রূপে অনেক ২ উপপ্লবাদি করিয়া বত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু ইহাতে কেহ ২ কহে বজ্রাঘাতে, ও কেহ ২ কহে গুপ্তাঘাতে ঐ রাজার মৃত্যু হইয়াছিল।

ঐ রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর রূম নগর কিছু দিন অরাজক হইয়া থাকিল, পরে সাধারণ লোক ও সভাস্থ লোক এই উভয় লোকের সম্মতিতে আনকস্ মার্চিয়স্ নামে নূমা রাজার পৌত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ঐ ব্যক্তির পিতামহ তুল্য তাবৎ গুণ ছিল, অধিকন্তু যুদ্ধবিষয়ে অতি নিপুণতা ছিল। পরে ঐ রাজা লাটিন লোকদিগকে সংগ্রামে পরাভব করিয়া তন্নগরস্থ লোকদিগকে রূম নগরে আনয়ন করিলেন, এবং ঐ রাজ্যের কিয়ৎ দেশ নিজ রাজ্যের ভুক্ত করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। অপর রূম নগর দুর্গেতে বেষ্টিত করিয়া দোষি লোকদিগের নিমিত্তে একটি কারাগার নির্ম্মাণ করিলেন। আর জাহাজ রক্ষার্থে টাইবর নদীর তীরে এক খাল নির্ম্মাণ করিলেন। এই রূপে তিনি অতি শ্রীমান্ হইয়া বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিলে পর প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে আনকস্ মার্চিয়স রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে তাঁহার অপোগণ্ড রাজ কুমারদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করণার্থে লসিয়স টারকুনিয়ুস প্রেস্কস্ নামে এক জন অভিভাবক নিযুক্ত হইল; ঐ ব্যক্তির

to Rome. His elegant address, his frequent invitations, and the many benefits which he conferred, gained him the esteem and admiration of the people, who, by his influence, were induced to set aside the children of the late king, and elect him their sovereign. He added a hundred members to the senate, which increased them to three hundred. He also added three to the vestal virgins, heretofore only four: and he laid the foundation of an amphitheatre for the combats of men and beasts. He defeated the Sabines, and compelled them to accept peace, at the expense of a considerable part of their territories, and of Collatia, a large city, five miles east of Rome. He also obtained several advantages over the Latins, from whom he took many towns.

Tarquinius, having thus forced his enemies into submission, surrounded the city with stronger and more extensive walls; adorned the forum with porticoes; laid the foundation of the Capitol, which, however, he did not live to finish; and formed those subterraneous aqueducts, which carried into the Tiber the rubbish and superfluous waters of Rome. He assumed the insignia of royalty, such as a crown of gold, an ivory throne, a sceptre with an eagle upon the top, and robes of purple. He was assassinated at the age of eighty, and in the thirty-eighth year of his reign.

টারকুনিয়া নগরে জন্ম ভূমি প্রযুক্ত তিনি টারকুনিয়স্ নামে বিখ্যাত হইলেন। তাহার পিতা করিন্ত নামক নগরের এক জন মহাজন ছিলেন; পরে বাণিজ্যদ্বারা যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া ইটালি দেশে বসতি করিয়াছিলেন। এইমহাজনের সন্তান ঐ লুসিয়স, তিনি টারকুনিয়া নগরীয় এক বনিয়াদি লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া রুম নগরে আসিয়া বসতি করিলেন। ঐ ব্যক্তির মনোহর বক্তৃতা ও সভ্যতা ভব্যতাতে এবং লোকদিগের সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করা ও ব্যয় করাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবৎ লোকেরি মনোহর প্রিয়পাত্র হইলেন। এ রূপ হইলে লোকেরা ঐ মৃত রাজার সন্তান সন্ততিদিগকে পদচ্যুত করিয়া ঐ ব্যক্তিকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইল; তাহাতে ঐ রাজা রাজসভাতে আর এক শত লোক ভর্ত্তি করিলে তিন শত লোক সভাস্থ হইল। আর পূর্ব্বে বেষ্টা নামক দেবতার সেবার্থে যে চারি জন কুমারী নিযুক্তা ছিল, তাহাতে আর তিন জন অনূঢ়া ভর্ত্তি করিয়া সাত জন করিলেন। আর মনুষ্য ও পশ্বাদির যুদ্ধ দর্শনার্থে একটি মহাগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে তিনি সাবিন লোকদিগের সহিত সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া রুম নগরের পঞ্চ ক্রোশ পূর্ব্ব দিগে তাহাদিগের কলাটিয়া নামে একটি নগর ও অন্যান্য দেশ প্রদেশ লইয়া সাবিনদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং ঐ রূপ লাটিন লোকদিগকেও সংগ্রামে পরাভব করিয়া তাহাদিগের দেশ প্রদেশ হস্তগত করিলেন।

তদনন্তর ঐ টারকুনিয়স ভূপতি এই রূপে নিজ শত্রুদিগকে দমন করিলে পর নগরের চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্বকৃত প্রাচীর সকল পুনর্ব্বার দীর্ঘ ও দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিয়া সভাগৃহের চতুষ্পার্শ্বে বারাণ্ডাদ্বারা শোভিত করিলেন। আর ঐ নগরের অতি উচ্চস্থানে কাপিটল নামে একটি মহাগৃহ প্রস্তুত করিতেছিলেন, কিন্তু অতি বৃহৎ ব্যাপারপ্রযুক্ত তাঁহার জীবনাবধি তাহা সম্পন্ন হইল না। আর ঐ নগরের জঞ্জাল ও মলিন জলাদি নিঃসরণ হইয়া টাইবর নদীতে পতনার্থে ভূমির অন্তর্গত অনেকং বৃহৎ নালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঐ রাজা সুবর্ণ নির্ম্মিত রাজমুকুট এবং গজদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসন, আর উৎক্রোষ পক্ষির চিহ্নযুক্ত রাজদণ্ড এবং কৃষ্ণবর্ণ রাজবস্ত্র ইত্যাদি রাজবেশভূষাদি দ্বারা সর্ব্বদা শোভিত থাকিতেন; এই রূপে অষ্ট যষ্টি বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে গুপ্তাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

On the death of Tarquin, Servius Tullius, who had married his daughter, secured his election to the vacant throne by his own address, and the intrigues of his mother-in-law. However, he obtained the crown solely by the senate's appointment, without attempting to gain the suffrages of the people. After being acknowledged king, the first object of his care was to increase the power of the senate, by depressing that of the people. For this purpose he ordered an exact enumeration to be made of all the citizens of Rome, their children, and servants, with a just valuation of their property and states. He then divided the people into six classes, according to the wealth they possessed. The first class was subdivided into fourscore centuries, or companies, one half of which, being composed of the most aged and respectable, were to remain at home for the defence of the city; while the other half, composed of the youthful and the vigorous, were employed in war. In the first class also were comprised the knights or horsemen, which consisted of eighteen centuries, with two more of the mechanists who followed the camp. The second class consisted of twenty-two centuries, or companies. The third class consisted of twenty centuries. In the fifth class were thirty centuries. The sixth and lowest class consisted of but one century, and was exempted from paying taxes and going to war. In every class, the old men were to remain at home for the defence of the city, while the more youthful were employed in the armies. It was also ordained, that each century should supply an equal share to the exigencies of the government; and that the citizens, paying their taxes by centuries, should give their votes in all

public transactions, in the same manner. By this means the senate, consisting of a greater number of centuries than all the other classes collected, outweighed them in every decision, and the plebeians had only the shadow of authority left.

Tullius instituted another regulation, by which all the citizens, in complete armour, and in their respective classes, were to assemble once every five years in the plain of Mars; where they were to deliver in an exact account of their families and fortune. This monarch, who was eminent for justice and moderation, entertained the generous intention of laying down his power, and, after forming the kingdom into a republic, of retiring into obscurity. This design, however, was frustrated by his son-in-law, Tarquin, by whom he was assassinated, after an useful and a prosperous reign of forty-four years.

Tarquin, who afterwards acquired the surname of Superbus, or the proud, placed himself on the throne in consequence of this parricide, and seemed to claim the crown by an hereditary right, without any regard to the senate or the people. His chief policy consisted in keeping the people always employed, either in wars or in public works, by which means he diverted their attention from the tyrannical authority which he exercised. He kept a guard of foreign mercenaries, who were ready to execute his orders, however cruel and unjust. He reduced the Sabines to submission, and took from the Volsci Suessa Pometia, a considerable town, about twenty-six miles east of Rome.

A woman in strange attire introduced herself to Tarquin, and offered to sell nine books, which she

ঐ টারকুনিয়স নৃপতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর সের্‌বিয়স টলিয়স নামে তাঁহার জামাতা নিজ কৌশলেতে এবং শ্বশুর নানা প্রকার ছলেতে সাধারণ লোকদিগের অনুমতি না পাইলেও কেবল রাজসভাস্থদিগের অনুমতিদ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজতক্তে বসিয়া প্রথমতঃ সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতার হ্রাসতা পূর্ব্বক মহাসভাস্থ লোকদিগের মহিমার বৃদ্ধি করিতে মানস করিয়া রূম নগর নিবাসিদিগের সন্তান সন্ততি ও দাস দাসীদিগের প্রত্যেকের নাম ও কাহার বা কত বিষয় আছে তাহা জানিবার জন্যে এক খানি ফর্দ্দ করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর তন্নগরীয় লোকদিগের সম্পত্তি অনুসারে ষষ্ঠ অংশে বিভাগ করিয়া তাহার প্রথমাংশকে পুনর্ব্বার চারি অংশে বিভাগ করিলেন; পরে তাহার অর্দ্ধেকাংশের যে মর্য্যাদাপন্ন প্রাচীন লোক সকল তাহাদিগকে নিজনগর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর দ্বিতীয়ার্দ্ধেক বলবান্ যুবা পুরুষদিগের যুদ্ধ-যাত্রাতে নিযুক্ত করিলেন। ঐ প্রথমাংশেতে এক ২ দলেতে একশত করিয়া লোক এমন আঠার দল ঘোড়সওয়ার ছিল, তদ্ব্যতিরেক দুই দল শিল্পকারি ছুতার নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়াংশেতে এক শত লোক ভুক্ত যে দল তাহার দ্বাবিংশতি দল নিযুক্ত করিলেন, এবং তৃতীয়াংশেতে এক শত লোক ভুক্ত দলের বিংশতি দল নিযুক্ত করিলেন, এবং পঞ্চ-মাংশে ত্রিংশৎদল রাখিলেন। আর ষষ্ঠ ভাগে কেবল এক দল নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু ঐ দলস্থ লোকদিগের রাজকর লইতে ও যুদ্ধগমনে বারণ করিলেন। ঐ সাম্প্রদায়িক দলস্থের মধ্যে বৃদ্ধ লোকদিগকে নগর রক্ষার্থে স্বদেশে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং যুবা লোকদিগকে যুদ্ধযাত্রাতে গমনার্থে অনুমতি দিলেন। আর এই একটি ব্যবস্থা নিরূপিত করিলেন, যে রাজকীয় ব্যয়ার্থে প্রত্যেক দলস্থ লোকেরা সমান অংশ করিয়া মুদ্রা প্রদান করিবেন। আর এই সকল দল-ভুক্ত প্রজাবর্গে যে রূপ রাজকর প্রদান করেন, তদ্রূপ রাজকীয় কর্ম্মে সম্মতি অসম্মতি জানাইবেন। এই রূপ হইলে রাজসভাভুক্ত

লোকেরা তাবৎ দলহইতে অধিক লোক থাকাতে তাহাদিগের মতে-তেই তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে লাগিল। তবে ইতর লোকদিগের কর্তৃত্ব থাকিলেও সে কেবল ছায়ার ন্যায় হইয়া রহিল।

তদনন্তর ঐ টলিয়স রাজা আর একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করিলেন এই, যে রূমস্থ লোকদিগের পাঁচ বৎসরানন্তর আপন ২ দলের সহিত যুদ্ধযাত্রার ন্যায় সুসজ্জীভূত হইয়া মার্শ দেবতার প্রান্তরে উপস্থিত পূর্ব্বক স্ব২ পরিবারের ও সম্পত্তির বিবরণ ফর্দ্দ দিতে হইবে। ঐ রাজা এক প্রকারন্যায়বান্ ও পরিমিতাচারী ছিলেন; আর তিনি রাজকর্ম্ম রাজকীয় প্রধান লোকের উপরে ভার দিয়া আপনি যে নির্জ্জনে কাল যাপন করেন এমন উত্তম মানস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাহা নিষ্ফল হইল; কারণ ঐ সময় টারকুইন নামে তাঁহার জামাতা গুপ্তভাবে তাঁহাকে নষ্ট করিল। তিনি এই রূপে শ্রীমান্ ও প্রজাদি-গের উপকারী হইয়া সুখেতে রাজ্যভোগ করত পঞ্চ চত্বারিংশৎ বৎ-সর বয়ঃক্রমে কাল প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ টারকুইন নামক ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি শেষে অহঙ্কারী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি স্বহস্তে নিজ শ্বশুরকে বধ করিয়া ঐ সিং-হাসনে আপন অধিকারিত্বের দাওয়া জানাইয়া সভাস্থ লোক কি অন্যান্য লোক সকলেরি অনুমতি ব্যতিরেক নিজ বলেতে সিংহাস-নোপবিষ্ট হইলেন। আর আপনি যে ছলনা ও প্রতারণা ইত্যাদি খলতা পূর্ব্বক রাজশাসনাদি করেন, তাহা যেন লোকেরা জ্ঞাত না হয়, এই জন্যে তাহাদিগের রাজকীয় প্রধান ২ কর্ম্মে এবং যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত করিয়া ব্যস্ত করিয়া রাখিলেন; এবং তিনি বেতন বিশিষ্ট যে সকল বিদেশী বৈতনাত্তি সেনা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার অসদাজ্ঞা পালন করিতেও প্রস্তুত ছিল। আর তিনি সাবিন লোক-দিগকে স্বাধীন করিলেন, এবং রূম নগরের পাঁচ শত ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বলসাই নামক জাতিদের সুয়েসাপমিসিয়া নামে যে একটি প্রধান নগর, তাহাও স্বায়ত্ত করিয়া লইলেন।

অপর এক সময় এক ছদ্মবেশ ধারি স্ত্রীলোক কোন প্রকারে টারকুইন রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আত্মকৃত নয় খান বহি বিক্রয় করিতে বাঞ্ছা করিল, তাহাতে ঐ নারী যে সাইবেল নামে সুখ্যাতা-পন্নগণকদের মধ্যে এক জন, ইহা রাজা জানিতে না পারিয়া সা-মান্য স্ত্রী জ্ঞানে ঐ বহি ক্রয় করিলেন না; তাহাতে ঐ স্ত্রী বিমুখ হইয়া

said were composed by herself; but the king, not knowing that she was one of the Sibyls, whose prophecies were said never to fail, refused to buy them. She therefore departed, and burning three of the books, returned with the six, for which she asked the same price. Being once more despised as an impostor, she again departed, and burning other three, returned with the remainder, still asking the same price as at first. The augurs advised the king to purchase the books; and the woman, having recommended the utmost care to be taken of them, instantly departed. Tarquin chose proper persons to keep these books, which were deposited in a stone chest in the Capitol.

During the siege of Ardea by the Romans, Sextus, the king's son, and Collatinus, a noble Roman, with some others, happened to discourse on the beauty and virtue of their wives, each man extolling his own with singular commendations. Collatinus offered to decide the dispute by putting it to an immediate trial, whose wife should be found to possess the greatest beauty, and to be most sedulously employed at that very hour. This proposal was immediately agreed to; and, taking horse, they posted to Rome, where they found Lucretia, the wife of Collatinus, spinning in the midst of her maids, and portioning out their tasks. They unanimously gave her the preference also for beauty. But Sextus, inflamed with a criminal passion, visited her privately a few days after, and, finding means to convey himself into her chamber at midnight, threatened, that if she would not comply with his desires, he would kill her and his own slave, and then report that he had detected and slain them in the act of adultery.

নিজগৃহে গমন পূর্ব্বক তন্মধ্যে তিন খানা পুস্তক অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া অপর ছয়খানী গ্রন্থ লইয়া পুনর্ব্বার রাজসমীপে পূর্ব্বমূল্যে বিক্রয় করিতে প্রার্থনা করিল; তাহাতে রাজকর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার তাদৃশ অনাদৃতা হইলে পুনর্ব্বার নিজগৃহে গমন পূর্ব্বক তিনখানী পুস্তক দগ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তিনখানী লইয়া তৃতীয়বার ঐ রাজার নিকটে পূর্ব্ব মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রার্থনা করিল। তখন রাজা পার্শ্ববর্ত্তি লোককর্ত্তৃক ঐ পুস্তক সকলের বিশেষ২ গুণ অবগত হইয়া তদুক্ত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক পুস্তক ত্রয় ক্রয় করিলেন। তাহাতে ঐ নারী ঐ সকল পুস্তক অতি যত্ন পূর্ব্বক রাখিতে অনুমতি দিয়া হঠাৎ প্রস্থান করিল। তখন রাজা ঐ স্ত্রীর বাক্যানুসারে একটি লৌহ সিন্ধুকমধ্যে পুস্তক গুলীন বদ্ধ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক কাপিটল নামক বৃহৎগৃহে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

যৎকালে রুমী লোক কর্ত্তৃক আর্দীয়া নামক নগর অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালীন সেক্সটস্ নামক টারকুইন রাজপুত্র এবং রুম দেশীয় কলাটাইনস নামে এক জন কুলীন আর অন্য২ কতক গুলীন সেনাপতি ঐ সকলে একত্র হইয়া স্বীয়২ স্ত্রীর গুণানুবাদ পূর্ব্বক নিজ২ নারীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাদানুবাদ করাতে কলাটাইনস ব্যক্তি কহিলেন, যে ভাল কাহার স্ত্রী অত্যন্ত গুণবতী ও সতী ও কর্ম্মশীলা তাহা এইক্ষণে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সকলেই ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রুমনগরাভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া অবলোকন করিলেন, যে লুক্রীসিয়া নাম্নী কলাটাইনসের পত্নী অত্যন্ত সুন্দরী হইয়াও নিজদাসীর সহিত সূত্র যন্ত্রে সূত্র কর্ত্তন করিতেছেন, এবং দাস দাসীদিগকে খাটাইতেছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই ঐ নারীকে সর্ব্বোত্তমা করিয়া মানিলেন। কিন্তু রাজকুমার ঐ নব যৌবনা কামিনীর লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কামবাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া কিছু দিন বাদে এক দিন করিলেন কি, না দুই প্রহর রাত্রি যোগে ঐ কান্তার শয়নাগারে উপস্থিত পূর্ব্বক এই ভয় প্রদর্শন করাইলেন, যে যদ্যপি তুমি আমার কাম পীড়ার শান্তি না কর তবে আমার এক জন ভৃত্যকে নষ্ট করিয়া ছলেতে এই রাষ্ট্র করিব, যে লুক্রীসিয়া কামিনী আমার এই ভৃত্যের সহিত সঙ্গক্রীড়া করিতেছিলেন, তজ্জন্যে আমি ইহাকে বধ করিয়াছি।

In the morning the adulterer returned to the camp, and Lucretia, sending for her husband Collatinus and her father Spurius, informed them of the disgrace which had befallen her. She then stabbed herself with a poniard, and expired. Junius Brutus was so incensed at this brutal act of Sextus, that he caused the body of Lucretia to be exposed to the people, whose pity was soon changed into rage and ungovernable fury. The senate passed a decree, that Tarquin and his family should for ever be banished from Rome. Tarquin immediately flew to Rome, but finding the gates shut against him, he prepared to return to the camp. However, the same sentiments of humanity, which had impelled the citizens, had also by this time affected the army, who refused to receive him. Thus the tyrant, with his family, was obliged to seek a precarious asylum at Cira, a town of Etruria; and with Tarquin ended the kingly government of Rome, after it had continued two hundred and forty-five years.

CONSULS.

The regal government being thus abolished, it was agreed, that the centuries of the people should choose from among the senators two annual magistrates, whom they called consuls, and who were invested with the same power, the same privileges, and the same ensigns of authority as the kings. Brutus, the author of this revolution, and Collatinus, the husband of Lucretia, were the first who were raised to the dignity of consuls in Rome. A party, however, was formed in the city in favour of Tarquin; and it was resolved, that the king should be restored, and the consuls put to death. But a slave, named Vindicius, having acci-

পরে ঐ দুষ্ট বলাৎকারকারী সেক্সটস নামে যুবরাজ পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তথাহইতে নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলে পর লুক্রীসিয়া নারী নিজ স্বামী ও পিতাকে আহ্বান পূর্ব্বক পূর্ব্ব রাত্রের আত্ম অপমানের তাবৎ বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া অভিমানেতে ছুরিকাঘাতে আত্ম ঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন জুনিয়স বুটস এই রূপ রাজকুমারের দৌরাত্ম্য ও অধর্ম্মাচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হওয়াতে তদাজ্ঞানুসারে লোকেরা ঐ মৃত শরীর তাবল্লোকদিগের নিকটে দেখাইল; তাহাতে লোকদিগের প্রথমতঃ ঐ স্ত্রী লোকের প্রতি দয়া উপস্থিত হইয়া শেষে ঐ যুবরাজের অধর্ম্মাচরণ শ্রবণে তাহারাও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। এইরূপ হইলে সভাস্থ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ দুষ্কৃত রাজাকে সপরিবারে দেশবহিষ্কৃত করিতে ব্যবস্থা দিলেন। তখন রাজা এপ্রকার আত্মপদচ্যুতি সম্বাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রূম নগরে দ্রুত গমন করত নগরের বহির্দ্বার বদ্ধ দেখিয়া পুনর্ব্বার শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেতে ও তদ্রূপ অগ্রাহ্য ও তিরস্কৃত হইলে ঐ দুরাত্মা রাজা সপরিবারে ইত্রুরিয়া দেশের সাইরা নামে নগরে আশ্রয় লইয়া বসতি করিলেন। এই রাজা পর্য্যন্ত রূম রাজ্যের রাজাবলী ২৪৫ বৎসর হইয়া শেষ হইল।

এখন দেশাধ্যক্ষদিগের বিষয় লেখা যাইতেছে।

এই রূপে রাজকর্ত্তৃত্বাদি লুপ্ত হইলে পর তাবল্লোকে মন্ত্রণা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে শত লোক ভুক্ত দলস্থ লোকেরা রাজসভাহইতে প্রতিবৎসর দুই জন অধ্যক্ষ মনস্থ করিয়া তাহাদিগের রাজপরিচ্ছদাদি, রাজচিহ্ন ও রাজক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক কন্সল নামে বিখ্যাত করিয়া রাজ সিংহাসনস্থ করা যাইবে। এই প্রকার নিয়ম হইলে লোকেরা পূর্ব্ব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তের মূলীভূত যে বটস এবং লুক্রীসিয়ার স্বামী কলাটাইনস এই দুই জনকে দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে পর কিছু দিন বাদে নগরের মধ্যে কতক গুলীন লোক রাজা টারকুইনকে পুনঃ পদস্থ করণার্থে তৎপক্ষ হইয়া অধ্যক্ষদিগকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইল, কারণ বিনডিসিয়স নামে এক ভৃত্য কোন কার্য্য ক্রমে ঐ কুচক্রিদিগের সভাগৃহে লুক্কাইত হইয়া থাকাতে সে ব্যক্তি

dentally hid himself in the room where the consp rators assembled, overheard their conversation, an laid open their designs to the consuls, who ordere them to be secured and brought to justice. Amon the conspirators were found the sons of Brutus, an the nephews of Collatinus. Brutus was obliged to s as a judge upon the life and death of his own chi dren, impelled by justice to condemn, and by natur to spare. He, however, ordered them to be beheade in his presence; and he beheld the cruel spectacl with a steady look and unaltered countenance, whil the multitude gazed on with all the mingled sensa tions of pity, wonder, and horror. The lenity of Col latinus rendering him suspected, he was deposed fron the consulship, and banished Rome; and Valerius afterwards surnamed Publicola, was chosen consul in his room.

Thus frustrated in the city, Tarquin prevailed on the Veians to assist him, and with a considerable army advanced towards Rome. The consuls met him on the Roman frontiers. Brutus, and Aruns, the son of Tarquin, attacking each other with ungovernable fury, fell dead upon the field together. A bloody battle ensued, in which the Romans claimed the victory, and Valerius returned triumphant to Rome. Thus died Brutus, who, whatever praise he may deserve for emancipating his country from a tyrant, possessed none of the amiable qualities which engage our affections.

Valerius enacted several laws, which abridged the power of the senate, and extended that of the people. In particular, he ordained, that any citizen who had been condemned to death by a magistrate, or even to

তাহাদিগের তাবৎ কুমন্ত্রণা গোপনে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ অধ্যক্ষ-দিগের কর্ণগোচর করাইল। তাহাতে অধ্যক্ষ লোকেরা আজ্ঞাদ্বারা ঐ কুচক্রিদিগকে বিচার স্থানে আনিয়া দেখিলেন, যে তন্মধ্যে বুটসের দুই পুত্র এবং কলাটাইনসের কতক গুলীন ভ্রাতৃপুত্র আছে। ইহা দেখিয়া ঐ বুটস আপনি বিচারকর্ত্তা হইয়া নিজ সন্তানদিগকে এই প্রাণদণ্ড বিচারেতে রক্ষা করিতে বাঞ্ছা থাকিলেও কিন্তু তত্রাপি নিজ সাক্ষাতে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ঐ দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া এক বারও বিরস বদন হইলেন না। ইহা দেখিয়া লোক সকল দয়াতে ও আশ্চর্য্য জ্ঞানেতে এবং ভয়েতে অবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু কলাটাইনসের দয়া প্রযুক্ত বিচারস্থানে আগমন না হওয়াতে লোকেরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করত দেশান্তর করিয়া দিল, এবং বালিরিয়স নামে ব্যক্তিকে অর্থাৎ যিনি পশ্চাৎ পব্লিকলা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন।

এরূপ দুর্ঘটনাতে টারকুইন রাজা অপ্রতিভ হইয়া বিয়ান নামক জাতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোন প্রকারে তাহাদিগকে যুদ্ধ যাত্রাতে স্বীকার করাইলেন। পরে অনেক২ সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থে রূম নগরের সীমাতে উপস্থিত হইলে পর উভয় সৈন্য মুখামুখি হইয়া বুটস অধ্যক্ষের সহিত আর টারকুইন রাজার পুত্র আরণসের সহিত পরস্পর সংগ্রাম হওয়াতে উভয়েই রণশায়ী হইলেন। পরে প্রজ্বলিতাগ্নি সদৃশ অতিশয় তুমুল সংগ্রাম হইলে রূমী লোকেরা জয়যুক্ত হইয়া নগরমধ্যে প্রস্থান করিল। এই রূপে বুটস অধ্যক্ষের মৃত্যু হইল, আর তিনি দুরাত্মার হস্তহইতে নিজ জন্ম দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন এ জন্যে তিনি আমাদিগের প্রসংশনীয় বটেন, কিন্তু তাঁহাতে আমাদিগের প্রেমজনক কোন গুণ ছিল না।

পরে বালিরিয়স অধ্যক্ষ সভাস্থ লোকদিগের অপেক্ষা সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ ব্যবস্থা দিলেন; ফলতঃ এই ব্যবস্থা

banishment or scourging, should be allowed to appeal to the people, and that their consent should be given previously to the execution of the sentence. Valerius was chosen consul a second time, and with him Titus Lucretius as his colleague.

In the mean time, Tarquin, having prevailed upon Porsenna, one of the kings of Etruria, to espouse his cause, this prince led a numerous army against Rome, to which he laid siege. A furious attack was made upon the place, the two consuls were carried off the field wounded; and the Romans, flying in great consternation, were pursued by the enemy to the bridge, over which the victors and the vanquished in one mingled mass were about to enter the city. All seemed to be lost, when Horatius Cocles opposed himself singly to the enemy, and maintained the whole shock, till the bridge being broken down behind him, he threw himself into the Tiber, and escaped by swimming. However, Porsenna carried on the siege with vigour, and the Romans were several times reduced to great extremity. But at length the conduct of Tarquin estranged Porsenna for ever from him, and he retired from the Roman territory without exacting any conditions. Knowing also that the Romans were in the greatest necessity, he ordered his soldiers to leave all the provisions in the camp.

Tarquin, though so often disappointed, was still unsubdued and unshaken; and the charms of royalty continued to maintain unabated dominion over his heart. He excited the Latins to espouse his interest, and took the most convenient opportunity, when the plebeians and senators were divided amongst each

স্থির করিলেন, যে রুমী লোকেরা বিচারকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রাণ দণ্ড কিম্বা দেশচ্যুতি অথবা প্রহার ইত্যাদি দণ্ডযোগ্য হইলেও সাধারণ লোকদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। ঐ বালিরিয়স দ্বিতীয়বার টাইটস লুক্রীষসের সহিত অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরে টারকুইন রাজা করিলেন কি না ইত্রুরিয়া দেশীয় পরসেনা নামক রাজাকে নানা প্রকার প্রবৃত্তি লওয়াইয়া অনেক২ সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সৈন্যদ্বারা রুম নগরে আসিয়া নগর বেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরে ঐ নগরের সম্মুখে উভয় পক্ষীয় লোকেতে তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে রুম নগরীয় দুই অধ্যক্ষ অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া রণ ভূমিতে পড়িলে লোকেরা তাঁহাদিগের দুই জনকে লইয়া রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, তাহাতে শত্রু লোকেরা সাঁকো পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। এ রূপ শত্রুদিগের অত্যন্ত আক্রমণ দেখিয়া তৎকালে হরেসিয়স কোক্লিস নামে সেনাপতি ক্রোধেতে উন্মত্ত হইয়া একাকী ঐ বৈরিদিগের আক্রমণের বেগভঙ্গ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রুমী লোকেরা ঐ সাঁকো ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাতে ঐ সেনাপতি টাইবর নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণদ্বারা নিজ নগরের কূলে গাত্রোত্থান করত রক্ষা পাইল। এই প্রকার হইলে বিপক্ষীয় লোকেরা আরো অধিক যত্ন পূর্ব্বক ঐ নগর বেষ্টন করিয়া থাকাতে রুম নগরীয় লোকেরা দারুণ সঙ্কটে পড়িয়া খাদ্যাদ্যভাবে প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু এমত সময়ে পরসেনা রাজা টারকুইন রাজার দুশ্চরিত্রতা জ্ঞাত হওয়াতে বিরক্ত হওত রুমীদিগের ক্ষতি না করিয়া নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন। আর রুমীদিগের অনাহারেতে কণ্ঠাগত প্রাণ দেখিয়া দয়াতে শিবিরে যে সকল খাদ্যসামগ্রী ছিল তাহা তথাকার উপযুক্ত রাখিয়া বাকি তাবৎ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই রূপে টারকুইন রাজা পুনঃ২ অপ্রতিভ হইলেও তথাপি রাজ মুকুট ধারণ জন্য সুখেতে মুগ্ধপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ক চেষ্টাতে ক্ষণেক কালও ক্ষান্ত ছিলেন না। পরে করিলেন কি না কোন মন্ত্রণাদ্বারা লাটিন লোকদিগকে স্বপক্ষ করিয়া যে সময় রুমী লোকদিগের মহা সভাস্থ লোক এবং ইতর লোক এই উভয় লোকে পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতেছিল, তৎকালে অতি সুযোগ পাইয়া পুনরাক্রমণ করিতে

gether, to make head against Rome. Among the poorer classes of the people great complaints had arisen, on account of the inequality of property, the partial distribution of the conquered lands, which the higher ranks generally contrived to engross to themselves, and of the harsh policy by which creditors could reduce their insolvent debtors to a state of slavery. There being no legal restraint on usury, the poor, when once reduced to the necessity of contracting debts, were entirely at the mercy of their creditors.

When, therefore, the consuls began to levy men in order to oppose Tarquin, all the poor and all who were laden with debt refused to enlist, declaring that those who enjoyed the advantages of peace might undergo the fatigues of war; and insisting that their debts should be cancelled by a decree of the senate, as the only means of inducing them to take the field. In this exigence, the senate had recourse to an expedient, which, though successful on the present occasion, in a course of ages proved fatal to the republic of Rome. The consuls offered the people to elect a temporary magistrate, who should possess absolute power over all ranks of the state, and even over the laws themselves. Accordingly, Titus Lartius was created the first dictator of Rome; and surrounded with his lictors, and all the ensigns of ancient royalty, he completed the levies without resistance. After concluding a truce with the Latins, he laid down the dictatorship before the expiration of six months. To be dictator it was necessary to have been first consul. Though his office lasted only six months, during that time he was absolute master of the destinies of his country.

However, the next year, circumstances required that there should be another dictator, and Posthumius was

দৃঢ়রূপে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঐ রূমী লোকদিগের কলহের বিষয় এই ছিল, যে ইতর লোকেরা সমানরূপে সম্পত্তির বিভাগী না হওয়াতে, এবং যুদ্ধেতে আয়ত্তীকৃত যে সকল ভূমি। তাহা কেবল মহল্লোকেরাই ভোগ করিত, আর মহাজন লোকেরা স্বেচ্ছানুসারে বিনা বেতনে ঋণিদিগের দাসত্বে রাখিতে পারিত। এই রাজব্যবস্থার অন্যায় প্রযুক্ত, আর রাজকীয় সুদ ব্যতিরেকে অন্য সুদ এমন বাহুল্য রূপে চলিত, যে দীন লোকেরা কর্জ্জ করিলে অধিক সুদ প্রযুক্ত পরিশোধ করিতে না পারাতে মহাজন লোকের কাছে একেবারে বিক্রীত হইয়া থাকিতে হইত।

এই রূপ দেশাধ্যক্ষ লোকেরা টারকুইন রাজার আক্রমণ নিবারণার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে ঋণগ্রস্ত ইতর লোকেরা কহিল, যে যাহারা নির্যুদ্ধ কালে উত্তমঃ সম্ভোগেতে সুস্থির আছেন, তাঁহারা এখন গিয়া যুদ্ধ করুন, আমরা ঋণরূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্লিষ্ট আছি, অতএব যাইতে পারিব না, কিন্তু যদ্যপি কোন ব্যবস্থাদ্বারা আমাদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করেন তবে যুদ্ধগমনে প্রস্তুত আছি, তদ্ব্যতিরেকে আমাদের আর কোন সপথ নাই। এরূপ শুনিয়া অধ্যক্ষ লোকেরা তাহার একটি উপায় স্থির করিলেন, ঐ উপায় দ্বারা তাহাদিগের বর্ত্তমান দুঃখের শান্তি হইল বটে, কিন্তু শেষে ঐ উপায় রাজ্যনাশের প্রতি মূলীভূত হইয়া উঠিল। সে উপায় এই যে দেশাধ্যক্ষ দুই জন ইতর লোকদিগের একটি মন্ত্রণা দিলেন এই, যে সমুদয় বিচার করিতে পারেন, এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থা অন্যথা করিতে পারেন, এমন এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে তোমরা নিযুক্ত কর। এই যুক্তানুসারে লোকেরা টাইটস্ লার্সিয়স্ নামক ব্যক্তিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পূর্ব্ব রাজচিহ্ন ও রাজপরিচ্ছদাদিতে ভূষিত হইয়া পারিষদ গণেতে বেষ্টিত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, পশ্চাৎ লাটিন লোকদিগের সহিত যুদ্ধহইতে বিরামের কাল নিয়ম করিয়া ছয় মাস উত্তীর্ণ না হইতে তিনি স্বেচ্ছাধীন পদ পরিত্যাগ করিলেন। আগে দেশাধ্যক্ষ হইয়া পশ্চাৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ হইতে হয়, ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে ছয় মাসের অধিক কেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু সে সময়ে দেশের তাবৎ মঙ্গলামঙ্গল তাহার হস্তগত ছিল।

পরে আগামি বর্ষে আর এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যতিরেকে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, একারণ পস্টুমস্ নামক ব্যক্তিকে তৎপদে

invested with that office. He gave the Latins a complete overthrow near the lake Regillus, in which Tarquin's three sons were slain. Tarquin himself was obliged to retire to the court of Aristodemus, in Campania; where he died at the advanced age of ninety years. The Latins once more implored a truce, and the dictator, after a triumph, laid down his authority.

The soldiers having returned triumphantly from the field, expected a remission of their debts; but, contrary to their hopes, the courts of justice were opened against them, and the prosecution of creditors revived with more than usual severity. This soon excited fresh murmurs. The senate chose Appius Claudius, a man of austere manners, a strict observer of the laws, and of unshaken intrepidity, for one of the consuls the ensuing year; and gave him for a colleague Servilius, who was of a humane and gentle disposition, and greatly beloved by the populace. When the complaints of the people were deliberated on, Servilius wished that all debts might be abolished, or, at least, the interest on them diminished; but Appius insisted that lightening the load from those who owed money was only throwing it upon those to whom it was due, and that every new compliance from the senate, served no other purpose than to increase the insolent demands of the people.

The citizens, who were apprised of the discordant sentiments of their consuls respecting their complaints, loaded Servilius with marks of gratitude, while they every where pursued Appius with threats and imprecations. They again assembled, held secret cabals by night, and meditated some new revolution, when an unexpected spectacle of distress roused all their passions, and at once fanned their resentment into a flame.

নিযুক্ত করিলেন। পরে কিছু দিন বাদে ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি রি-গলস্হ্রদের সান্নিধ্যে লাটিন লোকদিগকে পরাভব করিলেন; ঐ সংগ্রামে টারকুইন রাজার তিন পুত্র বধ হইলে রাজা আপনি কাম্পেনিয় দেশীয় আরেষ্টডাইমস্ রাজার আশ্রয় লইয়া নব্বই বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিলেন। এরূপ হইলে লাটিন লোকেরা রূমী লোকদিগের নিকটে যুদ্ধের বিরাম প্রার্থনা করিলে পর ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ এই প্রকার জয়ী হইয়া নিজ পদ পরিত্যাগ করিলেন।

অপর এই রূপে রূমী সেনাগণেরা জয়যুক্ত হইয়া নগরমধ্যে আগমন কালে বিবেচনা করিতেছিল, যে আমরা এত দিনের পর ঋণহইতে মুক্ত হইলাম, কিন্তু পরে সে ভরসা বিফল হইল। কারণ দেখিল যে আদালতে মহাজন লোকেরা খাতকদিগের উপরে পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ় রূপে নালিশবন্দ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ইতর লোকেরা ক্রোধাপন্ন হইলে পরস্পর একটা অতিশয় কলহ উপস্থিত হইয়া উঠিল। এ প্রকার হইলে সভাস্থ লোকেরা আপিয়স ক্লোডিয়স নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন, তিনি দেশ ব্যবস্থা পরায়ণ ও অটল সাহসী এবং কঠিনস্বভাব ছিলেন। পরে সরবিলিয়স নামক ব্যক্তি তাঁহার সহকারী হইয়া ঐ অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন; তিনি অতি মৃদুস্বভাব ও কোমলান্তঃকরণ এবং লোকদিগের প্রিয় ছিলেন। পরে সরবিলিয়স অধ্যক্ষ লোকদিগের নিবেদন পত্র শুনিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক এই আজ্ঞা দিলেন, যে ঋণি লোকেরা ঋণহইতে মুক্ত হইবে, যদ্যপি তাহা না হয় তবে সুদের লাঘব করা যাইবে; কিন্তু আপিয়স অধ্যক্ষ ঐ কথায় পূর্ব্ব পক্ষ করিলেন এই, যে এরূপ ঋণি লোকেরা ঋণহইতে মুক্ত হইলে মহাজনেরা বিপদগ্রস্ত হইবে। আর সভাস্থ লোকদের এরূপ হীনতা হইলে সুতরাং ইতর লোকদিগের অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইবে।

অনন্তর প্রজা লোকেরা দেশাধ্যক্ষদিগের এরূপ ভিন্ন২ ভাব জ্ঞাত হইয়া সরবিলিয়স অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক আপিয়স্ অধ্যক্ষকে অভিশাপ ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, আর সকলে ঐক্য হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনারূপ প্রবল বায়ুর ঘটনা হওয়াতে তাহাদিগের ধূমায়মান ক্রোধানল একেবারে ঊর্দ্ধশিখা হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

A Roman soldier, who was decrepid and aged, and laden with chains, but who showed in his air the marks of better days, sought an asylum in the midst of the people, as they were assembled on a public occasion. He was covered with rags; his face was pale and wasted with famine; and his beard, which was long and neglected, and his hair in wild disorder, contributed to render his appearance still more distressing. Many who crowded round him, remembered serving with him in the war, or recollected that he was a brave and gallant warrior, whom they had frequently seen fighting in the foremost ranks of the legions. He addressed the people, and said, "I was born free; and I have fought in eight-and-twenty engagements. I served in the last war against the Sabines, in which my little patrimony was not only neglected, but the enemy plundered my substance and set my house on fire. In this situation I was forced for subsistence to contract debts, and then obliged to sell my inheritance to discharge them: but, not being able to pay the whole, my creditor took me and my children to his own house, and delivered me over to his slaves, from whom, by his orders, I have suffered the most cruel treatment." Having concluded these words, he stripped himself, and shewed on his back the mark of recent stripes, which still continued bleeding, and on his breast scars of the honourable wounds which he had received in fighting for his country.

This account, and the sight of his wounds, which were still fresh, produced an instantaneous effect upon the people, who flew to take revenge, not only on the delinquent, but on the general body of their oppressors. Appius sought safety in flight. Servilius

ঐ ঘটনার বিষয় এই, যে যখন রুমী লোকেরা একটি মহোৎসবের নিমিত্তে সভাস্থ হইয়াছিলেন, তৎকালে চলত্ শক্তি রহিত, অতি বৃদ্ধ ও শৃঙ্খলেতে বদ্ধ এমন এক জন রুমী সেনা ঐ সভাতে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল; তাহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যে এ ব্যক্তি পূর্ব্বে ভাগ্যবান্ ছিল বটে, কিন্তু এইক্ষণে খণ্ড২ জীর্ণ বস্ত্র পরিধান ও অন্নাভাবে মলিনবদন হইয়াছে, এবং শ্মশ্রু ও কেশ সকল দীর্ঘ ও উর্দ্ধ প্লুত হইয়া অপরিষ্কৃত হইয়াছে, তজ্জন্যে আরো অধিক দীন হীনের ন্যায় দেখাইতেছে। এমন ব্যক্তিকে দেখিয়া অনেক২ লোকেরা স্মরণ পূর্ব্বক মনে২ করিল, যে আমরা ইহার সহিত একত্রে যুদ্ধ করিয়াছি, এ ব্যক্তি অতি সাহসী ও প্রতাপযুক্ত; কেননা ইহাকে শ্রেণী বদ্ধ রুমী সৈন্যের সম্মুখে পুনঃ২ যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি এ প্রকার আত্ম পরিচয় দিতে লাগিল, যে ভাই আমি এই রুম নগরের এক জন প্রজা, আমি আটাইশ বার সংগ্রাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, তাহাতে সম্প্রতি এই সাবিন লোকদিগের সহিত গত যুদ্ধেতে যে সময় গিয়াছিলাম তৎকালে সরকারি তদারক না থাকাতে শত্রু লোকেরা আমার তাবৎ বিষয় লুঠ করিয়া লইয়াছে; আমার দিনপাত হয় এমন সম্পত্তি কিছুই নাই, তবে ভাই দিনপাতের জন্যে সুতরাং কর্জ্জপত্র করিয়া খাইয়াছি, এবং পৈতৃক দ্রব্যাদি সকলি বিক্রয় করিয়াছি, কিন্তু এইক্ষণে মহাজনের সকল সুদ দিতে না পারাতে তিনি ভৃত্য কর্তৃক আমাকে এবং আমার সন্তানদিগকে বাটীতে লইয়া গিয়া ক্রীত দাসের মধ্যে গণনা করিয়াছেন; তাহাতে তদাজ্ঞাতে তাঁহার ভৃত্যেরাও আমাকে তাড়না করে। ইহা কহিয়া সজলনয়নে আপনার পৃষ্ঠ দেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া ঐ প্রহারের রক্ত সংযুক্ত দাগ সকল দেখাইল, এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করাতে বক্ষঃস্থলের যে ক্ষত চিহ্ন সকল তাহাও দেখাইল।

পরে তাহার এই সকল দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া এবং গাত্রের নূতন ক্ষতাদি দৃষ্টি করিয়া, লোকদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইলে তাহারা ক্রোধেতে ঐ অত্যাচারিদিগের প্রতিফল প্রদান করণার্থে ধাবমান হইল। তাহাতে আপিয়স অধ্যক্ষ ভয়েতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন, এবং সরবিলিয়স অধ্যক্ষ পদচিহ্ন পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া লোক সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্তব মিনতি

laid aside the marks of consular power, and throwing himself into the midst of the tumult, intreated, flattered, commanded them to patience; engaged that the senate should redress their wrongs; promised that he himself would maintain their cause: and in the mean time, to convince them of the sincerity of his intention, made proclamation, that no citizen should be arrested for debt till the senate should issue further directions.

The influence and the conciliatory conduct of Servilius, in some measure, appeased for this time the murmurs of the people, and the senate was on the point of beginning their deliberations, when word was brought that an army of Volscians was marching directly towards Rome. The populace had wished for such an event with the most ardent expectation, and now resolved that the nobles should see how little the power of the rich avails, when unsupported by the multitude. Accordingly, when the levy came to be made, the people unanimously refused to enlist; and those who had been imprisoned for debt, shewing their chains, insultingly asked, 'Whether these were the weapons with which they were to face the enemy?' However Servilius, by promising them a plenary redress of their grievances after their return, prevailed on them to enrol themselves under his command. But Appius, still fierce and uncomplying, authorised the creditors to renew their severity; and the debtors were dragged to prison, and insulted as before. The Sabines and the Volscians made a fresh irruption; and the senate was obliged to create a dictator, who assured the people that their grievances should be redressed. But when the enemy had been defeated and subdued, Appius refused to comply, and brought over the majority of the senate to his opinion.

পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, যে তোমরা স্থির হও; সভাস্থ লোকেরা এই সকল বিরুদ্ধ কর্ম্মের সামঞ্জস্য অবশ্য করিবেন, এবং আমিও তোমাদের পক্ষে ন্যায় করিতে প্রস্তুত আছি; এই অঙ্গীকার করিয়া আর তাহাদের অধিক বিশ্বাসার্থে ঢেঁড়রাদ্বারা একটি আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এই, যে মহাজন লোকের সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলে ঋণিদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না।

তদনন্তর সরবিলিয়স অধ্যক্ষের এরূপ আত্মীয়তা সম্বলিত কর্তৃত্বাচরণেতে লোক সমূহের কলহ স্থগিত হইলে পর মহাসভাস্থ লোকেরা ন্যায় পূর্ব্বক মীমাংসা করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইতোমধ্যে বলসিয়াই নামক লোকেরা যুদ্ধার্থে সুসজ্জীভূত হইয়া রূম নগরের সম্মুখে আসিতেছে, এই সম্বাদ শুনিয়া রাজকীয় লোকেরা সৈন্য সংগ্রহ করণার্থে তাবৎ সেনাদিগকে সমাচার দিলেন; তাহাতে ইতর লোকেরা মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল জানিয়া মনে২ এই মন্ত্রণা করিল, যে ইতর লোক ব্যতিরেক কেবল মহল্লোকদ্বারা রাজকীয় কর্ম্ম কি পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয়, তাহা এবার কুলীনেরা প্রত্যক্ষ দেখুন। এই বিবেচনা করিয়া কহিল, যে আমরা যুদ্ধে যাইতে পারিব না, এবং ঋণজন্য কারাগৃহস্থ ব্যক্তিরা নিজ২ শৃঙ্খল দেখাইয়া কহিল, যে আমরা কি এই২ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিব? এ কথা শুনিয়া সরবিলিয়স অধ্যক্ষ অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন, যে তোমরা যুদ্ধহইতে প্রত্যাগমন করিলে তোমাদিগের তাবৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব; এইরূপ স্নিগ্ধ কথাদ্বারা যুদ্ধযাত্রাতে তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে যাইতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু ঐ দিকে আপিয়স অধ্যক্ষ ইতর লোকদের উপরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইয়া খাতকদিগের অপমানজনক পূর্ব্ব মত ব্যবহার করিতে মহাজনদিগকে অনুমতি দিলেন। পরে সাবিন দেশীয় লোক ও বলসাই দেশীয় লোক এই উভয় লোকে একত্র হইয়া রূম নগর পুনরাক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, একারণ মহাসভাস্থ লোকেরা এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তিও লোকদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে শত্রু দমন হইলে পর আপিয়স অধ্যক্ষ তৎকর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইলেন না; এবং মহাসভাস্থের অধিকাংশ লোকদিগকে আত্মমতাবলম্বী করিয়া রাখিলেন।

By these reiterated breaches of faith, the people were inflamed to a dangerous degree, and their military oath not allowing them to lay down their arms, they changed their commander; and, under the conduct of a plebeian, named Sicinius Vellutus, retired to a mountain, three miles from Rome. This resolute proceeding had the desired effect. The senate deputed ten persons, at the head of whom were Lartius and Valerius, who had been dictators, and Menenius Agrippa, who was equally loved by the senate and the people. The dignity and popularity of these ambassadors procured them a favourable reception among the soldiers, who readily listened to what they had to say. While Lartius and Valerius employed all their oratory on the one hand, Lucinius and Lucius Junius, who were the spokesmen of the soldiers, stated their distresses with that degree of eloquence which natural ability and the sense of injury fail not to inspire. The conference had continued for a long time, when Menenius Agrippa, a shrewd facetious man, who had been originally a plebeian, addressed to them the following fable. "In times of old," said he, "when every part of the body could think for itself, and each had a separate will of its own, they all, with common consent, resolved to revolt against the belly. They said, that they knew no reason why they should toil in its service, while, in the mean time, the belly remained at ease, and indolently grew fat upon their labours. Accordingly, they agreed to support it no more. The feet vowed that they would carry it no longer; and the teeth averred that they would not chew a morsel of meat, though it was placed between them. Thus determined, they for some time shewed their spirit, and kept their resolution. However, they soon became sensible, that, instead of mortifying

পরে দেশাধ্যক্ষদিগের বারং এই রূপ বিশ্বাসঘাতকতা ব্যবহারে সৈন্য সকলে বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব শপথ প্রযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে না পারাতে করিল কি, না শেষে শিবিনীয়স বেলুটীয়স নামক এক জন নূতন সেনাপতি করিয়া রুম নগর-হইতে তিন ক্রোশ দূরে এমন একটি পর্ব্বতে গিয়া রহিল। এই প্রকার করাতে তাহাদের মানস সফল হইল। তখন এ প্রকার দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা ইতর লোকদের সহিত রফা ও মিলন করণার্থে দশ জন লোক নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ লোকের মধ্যে লারসিয়স নামক ও বালিরিয়স নামক এই দুই জন প্রধান; এবং মেনিনিয়স আগ্রিপা নামক ব্যক্তি সভাস্থ লোক ও সাধারণ লোক সকলেরি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং ঐ সকলেই মহল্লোক, এ কারণ সেনাগণ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক বসতি স্থান দিয়া কথা শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহাতে সভাস্থ লোকদিগের পক্ষ হইয়া ঐ দুই জন প্রধান লোক বক্তৃতাপূর্ব্বক কৌশল ক্রমে নিবেদন করিতে লাগিল। এবং লুসেনিয়স নামক ও লুনিয়স জুনিয়স নামক এই দুই জন সেনাদিগের পক্ষ হইয়া অশেষ ক্ষতি ও অপমান হইলে যাদৃক্ প্রবল বক্তৃতা হয় তাদৃক বক্তৃতা করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বাদানুবাদ হইলে পর মেনিনিয়স আগ্রিপা নামে ব্যক্তি ইতর লোকের সন্তান হইলেও সুচতুর ও রসিক প্রযুক্ত লোকদিগের সাক্ষাতে বক্ষ্যমাণ একটি নীতি কথার প্রসঙ্গ করিলেন। সে কথা কি, না পূর্ব্বকালে অর্থাৎ যৎকালে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ স্বেচ্ছাধীন হইয়া স্বং ক্রিয়া বিবেচনা করিতে পারিত, তৎকালে একদা ঐ সকল অঙ্গ বিবেচনা করিল, যে আমরা আত্যন্তিক পরিশ্রম করিয়া কেন উদরের সেবা করি, উদর কোন কর্ম্মই করে না, কেবল আমাদের শ্রমজন্যে স্বচ্ছন্দে বসিয়া খাইয়া ক্রমেং স্থূল হইতেছে, অতএব আমরা উদরের সেবা করাহইতে ক্ষান্ত হইলাম। এই স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পর আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক সকল অঙ্গ স্বং কর্ম্মহইতে বিরত হইলেন, অর্থাৎ চরণদ্বয় আর উদরকে বহন করেন না, ও দন্ত সকল তন্নিমিত্তে চর্ব্বণ করেন না; কিন্তু সকলে এই রূপ দুই এক দিন করণেতেই জানিতে পারিলেন, যে উদরের কোন ক্ষোভ নাই, কেবল আমরা আপনার চরণে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছি। এবং ক্রমেং ক্ষীণ হইয়া আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে

the belly by these means, they only ruined themselve They languished for a while, and perceived when to late, that it was owing to the belly, that they ha strength to work, or courage to mutiny."

This fable had an instantaneous effect upon the peo ple, who unanimously cried out that Agrippa shoul lead them back to Rome; but Lucius Junius suggested that though they were grateful for the kind offers of th senate, they had no safeguard against their future re sentment, and that it was necessary to have certai officers created annually from among themselves, wh should have power to plead the cause of the community and to redress the injured.

On this suggestion for the security of their privileges in future, the senate agreed to allow them to choose magistrates of their own order, who should possess the power of opposing with effect, every measure which they deemed prejudicial to their interest. These were the *Tribunes of the people*, who were chosen annually, and who were at first five, and afterwards ten, in number. Without guards or tribunal, and without any seats in the senate-house, they examined every decree, which they annulled by the word *Veto, I forbid it*, or which they confirmed by signing the letter T, that gave it validity. Their persons were declared sacred, but their authority did not extend beyond the limits of a mile from Rome. One of their number could put a negative on the measure of the rest. This new office being thus instituted, the senate made an edict confirming the abolition of debts: and all things being adjusted on both sides, the people returned to Rome in a triumphant manner.

The first advantage of the tribunes was a permission to choose from among the people two annual officers,

তাহারা নিশ্চয় জানিল, যে আমাদিগের বল ও বিরোধের সাহস ইত্যাদি সকলি কেবল উদরহইতে জন্মে।

মেনিনিয়স কর্তৃক কথিত ঐ নীতি কথা তৎক্ষণাৎ কার্য্যসম্পাদক হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সেনাগণ ঐ সেনাপতির সহিত রূম নগরে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে স্বীকৃত হইল। তাহাতে লূসিয়স জুনিয়স নামে সেনা সে ব্যক্তি এই উত্তর করিল, যে ভাল সভাস্থ লোকেরা আমাদিগের উপকার করিবেন ইহা প্রামাণ্য হয় বটে, কিন্তু ইহার পর যে কোন্ প্রকারে আমাদের অন্যায় করিবেন না, এমত প্রত্যয় কিরূপে হইতে পারে? তবে যদি এমন একটি নিয়ম করেন, যে বৎসরান্তর২ আমাদের মধ্যে কতক গুলীন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া তাহারা প্রতিনিধি স্বরূপ হওত যাহাতে আমাদের কোন মতে অন্যায় না হয়, এরূপ সভাস্থ লোকদিগের নিকটে উত্তর প্রত্যুত্তর করেন, এমন করিলে আমরা তাহা প্রত্যয় করিতে পারি।

এই প্রকারে উভয় পক্ষ লোকেরা সম্মত হইলে ইতর লোকেরা আপনাদিগের হানিজনক বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে অসম্মতি জানাইতে পারেন, এমন কতক গুলীন বিচারকর্ত্তা আপনাদিগের মধ্যহইতে বাছিয়া নিযুক্ত করিল। তাহাতে প্রথমে পাঁচ জন, পরে দশ জন এই রূপে প্রতি বৎসর২ নিযুক্ত হইতে লাগিল। ঐ বিচারকর্ত্তাদিগের কোন সৈনাপত্তি সেনা ও বিচারস্থান এবং মহাসভাতে বসতার্থে আসন ইহার কিছু না থাকিলেও কিন্তু তথাপি তাহারা মহাসভাস্থ লোকদিগের প্রত্যেক ব্যবস্থার বিচার করিয়া ব্যবস্থা পত্রের নীচে সম্মতি বা অসম্মতি লিখিলে ঐ ব্যবস্থা চলিত বা অচলিত হইত। আর লোকেরা তাহাদিগকে দেবতাতুল্য জ্ঞান করিত বটে, কিন্তু রূম নগরের এক ক্রোশান্তে তাহাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আর তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক জন অনেকের উদ্যোগ ভঙ্গ করিতে ক্ষমতাবান্ ছিল। এই সকল নূতন বিচারকর্তৃত্ব পদ স্থাপিত হইলে সভাস্থ লোকেরা ব্যবস্থা পূর্ব্বক লোকদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করিলেন। এই রূপে সামঞ্জস্য হইলে পর লোকেরা জয়ধ্বনি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রূম নগরে প্রস্থান করিল।

পরে ঐ বিচারকর্ত্তাদিগের একটি সুসার হইল এই, যে তাহারা নিজ২ ভারের লাঘব হেতুক সাধারণ লোকহইতে প্রতি বৎসর দুই২ জন সহকারী মনস্থ করিবে; তাহাদের কর্ম্ম এই, যে তাহারা

as assistants in the fatigues of their duty. A part o
their business consisted in taking care of the publi
buildings, aqueducts, and sewers. They were also t
determine some causes, which had hitherto been subjec
to the cognizance of the consuls; to notice those wh
held more land than the laws allowed them; to curb al
immoralities, and abolish nuisances; to provide corn
and oil in times of famine, and prevent any monopolies

Coriolanus, who was of a patrician family, behel
with jealousy the encroachment of the tribunes. Rom
being threatened with a famine, an assembly was con
vened, in which the consuls and the tribunes by turn
harangued the people; and a law was passed, that n
one should dare to interrupt the tribunes while the
spoke to the people. Soon after, Coriolanus insiste
that the infringements which the people had made o
the rights of the patricians should be rectified, and th
Commonwealth restored to its former constitution. Th
speech of Coriolanus excited the resentment of th
multitude; and the tribunes, without consulting th
people, condemned him to be thrown from the Tar
peian rock.

The officers were ordered to seize him; but th
patricians surrounded and rescued him. Coriolanu
however, was summoned to appear before the assembl
of the people, on a charge of aiming at sovereignty an
tyranny. His graceful person, his manly eloquence
joined to the cries of those whom he had saved fro
the enemy, inclined the auditors to relent, and man
of them declared, that so brave a man deserved a tri
umph, not death; but Decius, one of the tribunes,
man of fluent speech, urging against him, that, instea

রাজকীয় গৃহ, ও জল আগমনের নলী, ও পাইনালা, এই সকল তদারক করিবেন। আর দেশাধ্যক্ষদিগের ভার ছিল, যে সকল ক্ষুদ্র২ মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। আর রাজ অনুমতি ব্যতিরেক কেহ যেন ভূমিভোগী না হয়, এবং কোন মহাজন যেন বাজার এক চেটিয়া না করে, ইহা তদারক করিবেন; এবং দুশ্চরিত্র বা ক্লেশজনক লোকের দমন ও দুর্ভিক্ষ্যকালে ধান্য ও তৈলের সরবরাহ করিবেন।

অপর এই রূপে বিচারকর্ত্তাদিগের এক প্রকার প্রাধান্য হইবার আকার দেখিয়া করাইওলেনস্ নামে এক জন কুলীন তাহাদের প্রতি দ্বেষ ভাবাপন্ন হইলেন। সেই সময়ে অকস্মাৎ একটি দুর্ভিক্ষ্য হওয়াতে লোকেরা মহাসভাস্থ হইলে পর তাহাদের সাক্ষাতে দেশাধ্যক্ষেরা ও বিচারকর্ত্তৃগণেরা পালানুক্রমে উপদেশ দিলেন। তাহাতে কেহ যেন বিচারকর্ত্তাদিগের কথার অগ্রভাগ ভঙ্গ না করে, এই একটি নিয়ম স্থির হইল। একারণ কিছু দিন বাদে করাইওলেনস্ জেদ্ করিতে লাগিলেন, কি না সাধারণ লোক কর্ত্তৃক যে কুলীন বর্গের ক্ষমতা ন্যূন হইয়াছে ইহা যেন অধ্যক্ষ সমীপে বিবেচিত হইয়া পূর্ব্বরীতি মত রাজনীতি চলিত হয়। এ রূপ করাইওলেনসের জেদ বাক্যেতে লোকদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে বিচারকর্ত্তারা সভাস্থ লোকদের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ ব্যক্তিকে টারপীয়ন নামক পর্ব্বতহইতে নিঃক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পরে ঐ আজ্ঞানুসারে পেয়াদা লোকেরা করাইওলেনস্কে ধরিতে বাহির হইলে পর কুলীন লোকেরা তাহাকে তখন পেয়াদার হস্তহইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি রাজমুকুট লইতে এবং লোকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে ইচ্ছা করেন, এই জন্যে মহাসভাসম্মুখে উপস্থিত হইতে লোকদিগের এক পরওয়ানা পাইয়া সভাসম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হইল, তাহাতে ঐ করাইওলেনসের মনোহর রূপ ও উত্তম২ বক্তৃতা গুণ প্রকাশেতে এবং তৎকর্ত্তৃক শত্রুহস্তহইতে রক্ষিত ব্যক্তিদিগের চিৎকারেতে সভাস্থ লোকেরা নম্র ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, এই যে এমন মনোহর বক্তা ও উত্তম সাহসিক ব্যক্তিকে বধ না করিয়া বরং জয়যুক্তের সম্ভ্রম করা উচিত। কিন্তু তাহাতে অনর্গলবক্তা যে ডিসীয়স্ নামে বিচারকর্ত্তা তিনি উঠিয়া

of delivering into the public treasury, he had divide among his friends and followers, the plunder whic he had taken in a late incursion into the territories c Antium, Coriolanus was unable to answer, and utterl confounded with the charge. The people being order ed to give their votes separately, and not by centuries he was condemned to perpetual exile.

After taking a lasting leave of his wife, his children and his mother Veturia, Coriolanus left the city, attended by the senate to the very gates, to seek refuge among the enemies of Rome. Resolving to punish his enemies, even though he involved his country in ruin, he applied to Tullus Attius, a man of great power among the Volsci, and a violent enemy to the Romans. Tullus being informed of his name and business, stretched out his hand in token of amity, and instantly espoused his cause. The treaty between the Volscians and the Romans was soon after dissolved, and Tullus and Coriolanus were appointed generals of the former. Accordingly, they invaded the Roman territories, ravaging and laying waste all the lands which belonged to the plebeians, but suffering those of the senators to remain untouched. Coriolanus took the towns one after another, and finding himself unopposed in the field, and at the head of a numerous army, he at length pitched his camp almost under the walls of Rome.

The people now began to consider the Commonwealth as lost. At length it was suggested, that what could not be effected by the intercession of the senate, or the adjuration of the priests, might be brought about by the tears of his wife, or the importunities of his mother. Accordingly, at the request of a deputation, sanctioned by the senate, Veturia, the mother of Coriolanus,

এই দোষারোপণ করিলেন, যে যখন ঐ করাইওলেনস্ আনসিয়ম দেশ আক্রম পূর্ব্বক লুঠ করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল লুঠিত ধনাদি রাজভাণ্ডারে দাখিল না করিয়া আপনং বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন করাইওলেনস্ এই রূপ দোষারোপণ কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাহাতে সভাস্থ লোকদের আজ্ঞা হইল এই, যে এক শত লোকেরা একেবারে কথা না কহিয়া একেং কথা কহিবেন। আর ঐ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে থাকিতে হইবে।

তদনন্তর করাইওলেনস্ আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বিটুরিয়া নাম্নী মাতা এই সকলের নিকটে বিদায় লইলে সভাস্থ লোকেরা নগরের দ্বার পর্য্যন্ত আগ্‌বাড়ান আসিয়া তাহাকে নগরহইতে বিদায় করিলেন। এই রূপে তিনি রুম দেশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দেশের শত্রু লোকের আশ্রয় লইতে প্রস্থান করিলেন। আর আপন দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও তথাপি নিজ বিপক্ষ লোকদিগকে দমন করিব ইহা মনে স্থির করিয়া বলসাই নামে লোকদিগের মধ্যে রোমানদের বৈরি যে টলস আটিয়স নামক প্রধান ব্যক্তি, তাহার নিকটে গিয়া তাবৎ আত্মবিষয় নিবেদন করিলেন; তাহাতে ঐ টলস হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিলে পর পরস্পর ঐক্য হইয়া থাকিলেন। পরে কিছু দিন বাদে বলসাই জাতিদিগের রুমি লোকের সহিত যে রূপ সন্ধির নিয়ম ছিল তাহা উঠাইয়া দিলেন, এবং তাহারা উভয়ে বলসাই জাতিদিগের প্রধান সেনাপতি হইয়া রুম রাজ্য আক্রম পূর্ব্বক ইতর লোকদিগের গ্রাম সকল একেবারে সমভূমি করিল, কিন্তু সভাস্থ লোকদের সম্পত্তাদি একবারও স্পর্শ ও করিল না; এরূপ জয়যুক্ত হইয়া কোন প্রতিযোদ্ধা শত্রুর আগমন না দেখিয়া রুম নগরীয় প্রাচীরের সম্মুখে ছাউনী করিয়া রহিলেন।

অতএব রুম রাজ্য যে রক্ষা পায় এমন ভরসা লোকদিগের কোন প্রকারে ছিল না বটে; কিন্তু তত্রাপি শেষে রুমি লোকেরা এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল, যে সভাস্থ লোকদের ও যাজকদিগের মিনতিতে ও যাহা না হইল তাহা কি জানি যদি তাহার স্ত্রী পুত্র ও মাতার কথাতে হইতে পারে। এই মন্ত্রণানুক্রমে সভাস্থ লোকদের প্রেরিত কতক গুলীন লোক করাইওলেনসের মাতা বিটুরিয়ার

was prevailed on to undertake the embassy, and was accompanied by many of the principal matrons o Rome, with Volumnia his wife, and his two children Coriolanus had resolved to give them a denial; but at length could not refrain from yielding to the feelings of nature, and sharing in the general distress. His mother, seeing him moved, seconded her words by the more persuasive eloquence of tears; his wife and children hung round him, and intreated protection and pity, and the train of matrons, prostrate on the ground, and in all the agony of woe, deplored their own and their country's distress.

"Tell me, Coriolanus," said his mother, "how am I to consider this meeting? Do I embrace my son, or my enemy? Am I your mother, or your captive? Alas, that I have lived to see this day; to see my son banished, and what is still more distressing, to see him the enemy o his country! How has it been possible that he coul turn his arms against the place which gave him life how direct his rage against those walls which protec his wife, his children? But it is to me only, that my country owes her oppressor; for had I never been a mother, Rome had still been free. The wretched consciousness of this will afflict me as long as life shal last, which cannot be long. However, though thus i be with me, at least, let these wretched sufferers clain some share of your compassion:—and then what will b their fate, when to banishment they must add captivity?"

At length, Coriolanus, struggling with a thousan various emotions, flew to raise Veturia, who had faller at his feet, and exclaimed, "O my mother! thou has saved Rome, but destroyed thy son." These words proved to be prophetic. The lenity of Coriolanus to his country was not to be forgiven by Volscians, and,

নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে পর ঐ বিটুরিয়া নারী, বলুমনিয়া নামে করাইওলেনসের স্ত্রী, ও পুত্র, এবং নগরের সম্ভ্রান্ত নারীদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহাতে করাইওলেনস্ তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিতে মনে ২ অস্বীকৃত থাকিলেও তথাপি স্বাভাবিক স্নেহ প্রযুক্ত এবং মাতা ও স্ত্রী পুত্রাদির ক্লেশ দেখিয়া নম্র হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মাতা এ রূপ পুত্রের কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক দেখিয়া কথাদ্বারাতে কেবল নয় অশ্রুপাতদ্বারাতেও ঐ কথার পোষণ করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার পুত্রাদি সকলে আলিঙ্গন দিয়া কর যোড়ে নিজ ২ আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। আর প্রতিবাসি স্ত্রী লোকেরা তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক রক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

পরে করাইওলেনসের মাতা এই রূপ খেদোক্তি করিতে লাগিলেন, যে হে পুত্র, আজি তোমার সহিত আমার এ কি প্রকার সাক্ষাৎ হইল! যে তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া আমি আপন পুত্রকে কি শত্রুকে ক্রোড়ে করিতেছি। আর আমি তোমার মাতা কি দাসী, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায় ২ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এ কেমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। আমার প্রিয় পুত্র যে দেশ বহির্ভূত হইল তাহা কেবল নহে, সেই পুত্র আবার আপন দেশের শত্রু হইয়া উঠিল। ভাল বাপু, যে দেশের কেল্লাদ্বারা তোমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার রক্ষা পায়, এমন আপন জন্মভূমি সমভূমি করিতে আসিয়াছ, এ তোমার কেমন কর্ম্ম। অতএব আমাকে ধিক্, আমিই এই বিভ্রাটের নিমিত্ত হইয়াছি, কেননা যদ্যপি আমি বন্ধ্যা হইতাম তবে রূম রাজ্যের এতাদৃশ দুর্দ্দশা না হইয়া অদ্যাবধি আমরা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতাম। আর আমার আয়ু অল্প দিন আছে বটে, কিন্তু তথাপি জীবৎথাকিতে এই সকল জানিলে কি প্রকার দুঃখভোগ করিতে হয় বল দেখি! ভাল আমার যাহা হয় হউক, তাহাতে দুঃখ করি না, কিন্তু তুমি এই সকল সমভিব্যাহারিদিগের প্রতি দয়া কর।

এইরূপ জননীর খেদ বাক্য সকল শুনিয়া করাইওলেনসের দুঃখেতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; এবং পদতলে পতিতা মাতাকে তুলিয়া কহিতে লাগিলেন, যে হে মাতঃ তুমি এখন এই রূম রাজ্য রক্ষা করিলা বটে, কিন্তু আপন সন্তান ছেদনেতে তীক্ষ্ণাস্ত্র স্বরূপা হইলা। আর ঐ কথাও শেষে ফলবতী হইল, যে হেতুক তিনি

in an insurrection of the people, he was slain by some assassins, whom Tullus had hired for that purpose. He was afterwards honourably buried; and the Roman matrons wore mourning for him a year. The Volsc soon after sustained a signal defeat, in which Tullus their general was slain.

Cassius Viscellinus, a man filled with pride and ostentation; had the principal honour in obtaining this victory. Having been three times consul, and had two triumphs decreed by the senate, his pride was so much flattered, that he aspired to the regal power at Rome. For this purpose, he endeavoured to attach the conquered nations to his interest by numerous concessions. He also proposed to distribute among the poor some lands which had been long in the possession of the rich, and which he asserted to be the property of the public. Thus from the vanity and ambition of Cassius, sprang the famous Agrarian law, which afterwards proved the source of perpetual discord between the poor and rich. By order of the senate, Cassius appeared before the assembly of the people to answer to the charge of his designing to subvert the senate, and raise himself to sovereign power. Accordingly, Cassius attended and attempted to interest the people in his favour; but the tribunes being jealous of his popularity, and the senate incensed against him, he was condemned to be thrown headlong from the Tarpeian rock.

Soon after the death of Cassius, the people became again urgent for the execution of the Agrarian law; but though ten persons called were appointed to make the division of lands, the senate, by a common political manœuvre, caused the consuls to prepare for an expe-

রুম রাজ্যের প্রতি পুনর্দয়া করিলেন, এই দোষে বুলসাই লোকেরা ক্রোধাপন্ন হইয়া আপনাদের সেনাপতি টুলস্ লোকদিগের উপপ্লব সময়ে গুপ্ত রূপে তাহাকে বিনাশ করিল। তাহাতে রুমি লোকেরা যথেষ্ট সম্ভ্রম পূর্ব্বক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিলে নগরীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রী লোকেরা এক বৎসরাবধি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিল। পরে কিছু দিন বাদে রুমি লোক কর্ত্তৃক বলসাই লোকেরা সর্ব্বপ্রকারে পরাজিত হওয়াতে টলস সেনাপতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে কাশিয়স্ বিযেলিনস্ নামে স্বভাবত মাৎসর্য্যান্বিত এক ব্যক্তি ঐ পূর্ব্বোক্ত জয়ের সম্মান পাইলেন, ও তিনি তিনবার দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া দুইবার জয়ের সম্মান পাইলেন; এই সকল কারণেতে তাঁহার মাৎসর্য্য এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, যে তিনি একা দেশাধিপতি হইতে বাঞ্ছা করিলেন; এই নিমিত্তে আপন দেশের বিবিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রুমি লোকদিগের বশীভূত দেশের লোকদিগকে নিজপক্ষে আনয়নে সচেষ্ট হইলেন। আর মহৎ লোকদিগের ভোগ দখলি যে সকল ভূমি, তাহা সাধারণের বলিয়া ইতর লোকদিগকে দিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ কাশিয়স আপন উন্নতি প্রাপ্ত্যর্থে আগেরিয়া নামে প্রসিদ্ধ একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করাতে ইতর লোক ও মহৎ লোকদের সহিত পরস্পর বাদানুবাদ পূর্ব্বক বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে কাশিয়স যে রাজসভা উঠাইয়া রুম রাজ্যে একাধিপ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন লোক কর্ত্তৃক মহাসভাতে নালিশ হওয়াতে সভাস্থ লোকদের আজ্ঞাদ্বারা তাঁহাকে লোক সমূহের নিকটে উপস্থিত হইতে হইল। তাহাতে তিনি উঠিয়া নানা প্রকার উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেও কিন্তু বিচারকর্ত্তাদের দ্বেষ ও সভাস্থ লোকদের ক্রোধ প্রযুক্ত তাঁহাকে টারপিয়ন নামক পর্ব্বতোপরি হইতে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হইল।

অনন্তর এবম্প্রকারে কাশিয়সের মৃত্যু হইলে পর লোকেরা ঐ আগেরিয়া নাম্নী ব্যবস্থা সফলা করণার্থে সচেষ্ট হইল; তাহাতে শেষে ঐ সকল ভূমি বিভাগের নিমিত্তে দশ জন লোক নিযুক্ত হইল বটে, কিন্তু সভাস্থ লোকেরা তন্নিমিত্তে এমন একটি কৌশল করিল। যে ইখোয়াই নামক জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া

dition against the Æqui. These dilatory arts continued nearly five years on the part of the senate, during which as obstinate a spirit of clamour prevailed on that of the people. As the senators withheld their promise, the people refused to enlist, and, in this exigence, the family of Fabii, with their vassals and clients, in number about four thousand, nobly offered to defend the Roman territories against their enemies. Of this noble family, all were cut off except one, who perpetuated the name of Fabius.

The year following, the two consuls, Manlius and Fabius, were cited by the tribunes to appear before the people; and the object invariably pursued was the Agrarian law, in putting off which they were accused of having made unjustifiable delays. The same perseverance on one side, and obstinacy on the other, again set the city in a ferment, and threatened destruction to one of the parties; but Genutius, one of the tribunes, the reviver of the law, being found dead in his bed without any marks of violence, this circumstance alarmed the superstition of the people, who began to imagine that the gods were against their cause, and shewed symptoms of returning to their former obedience. In order to avail themselves of this favourable impression, the consuls began to make fresh levies, and continued to enrol the citizens with success, till they came to one Volero, a centurion, who refused to be enlisted as a private soldier, and whom they ordered to be stripped and scourged. This impolitic severity rekindled the resentment of the populace, and also produced a new cause of contention concerning the power of the consuls and the privileges of the people. The multitude rescued the prisoner,

দেশাধ্যক্ষকে ব্যস্ত করিয়া রাখিল, এবং ইতর লোকদিগের দরখাস্ত সকল পাঁচ বৎসর টালমটাল করিয়া রাখিল। পরে এই রূপে সভাস্থ লোকদিগের অঙ্গীকারের অপালন দেখিয়া লোকেরা স্বীয়২ সৈন্য-পদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। এই প্রকার দুঃসময়ে ফেবিয়াই নামে কোন বংশ তাহারা সম্ভ্রান্ত পরিবারে সহস্র লোক ছিল, ঐ লোকেরা রূম রাজ্য শত্রুহস্তহইতে মুক্ত করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু ঐ সংগ্রামে ঐ সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে কেবল ফেবিয়স নামে এক জন কুলপ্রদীপ স্বরূপ থাকিয়া আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিল।

পরে পরবৎসর অধ্যক্ষেরা যে কি নিমিত্তে ঐ আগ্রেরিয়া ব্যবস্থা চলিত করেন নাই, এবং টালমটাল করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা লোক কর্ত্তৃক নালিশ হওয়াতে বিচারকর্ত্তাদিগের আজ্ঞাদ্বারা মানিলস নামে ও ফেবিয়স নামে দুই জন দেশাধ্যক্ষকে সাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল, তাহাতে লোকদিগের তদ্বিষয়ের অধ্যবসায়ে এবং অধ্যক্ষদিগের অসম্মতি প্রযুক্ত উভয় পক্ষে এমত কলহ উপস্থিত হইল, যে বোধ হয় একপক্ষীয় লোকেরা অবশ্য বিনষ্ট হইবে; কিন্তু তৎকালে জেনুসিয়স্ নামে ঐ ব্যবস্থার পুনরুত্থাপক ব্যক্তিকে অকস্মাৎ শয্যাতে মৃত দেখিয়া, এবং তাঁহাতে অপঘাতের কোন চিহ্ন না দেখিয়া, লোকেরা ভয়েতে এই ভাবিত হইল, যে দেবতারা আমাদিগের প্রতি রুষ্ট আছেন, এই জন্যে এ এরূপ করিয়াছেন। এইরূপ বোধ হওয়াতে তাহারা কলহ হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে, এমন ভাব বুঝিয়া অধ্যক্ষ লোকেরা তাহাদিগের হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং অনেক অনেকের নাম ফর্দ্দে লিখিয়া লইলেন, কিন্তু শেষে বলেরো নামে এক জন শত সৈন্যাধিপতি সে ব্যক্তিকে সামান্য সেনার ন্যায় লেখাইতে অধ্যক্ষেরা প্রার্থনা করিল, তাহাতে সে ব্যক্তি সম্মত না হওয়াতে তাহার পৃষ্ঠদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া কোড়া মারিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন লোকেরা অধ্যক্ষদিগের এতাদৃশ অবিবেচিত নিষ্ঠুর কর্ম্ম দেখিয়া ক্রোধেতে উন্মত্ত তুল্য হইল; তাহা কেবল নয়, কিন্তু লোক-দিগের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা আর অধ্যক্ষদের বা কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহা পরীক্ষার্থে পরস্পর একটি মহাবিবাদ উপস্থিত করিল। সে যাহা হউক, পরে লোক সকল রাজকীয় লোকদিগকে তথাহইতে দূর করিয়া ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করিল, এবং অল্প দিনের মধ্যে ঐ বলেরোকে

and drove off the magistrates; and, to complete the mortification of the latter, Volero was soon after created one of the tribunes of the people.

This turbulent demagogue not only resolved on carrying the Agrarian law, but upon enacting another in which the people should give their votes by tribes, and not by centuries. When the people voted by centuries, the patricians were entire masters of the contest; but when by tribes, and every freeman of Rome, from whatever territory he came, was admitted to give a vote equal to that of the first senator, all influence was entirely lost. The senate, therefore, strongly opposed it; but the people warmly urging it, they were obliged to comply. It was then passed into a law, [illegible] that time the tribunes should be elected, and the business discussed by tribes. From this period the supreme authority was vested in the hands of the people; and the Roman constitution was converted into a democracy.

Appius Claudius, the consul, son to the former Appius, was far from being disposed to concur in this new concession to popular importunity. When, therefore, the Volscians appeared in the field, the Romans immediately fled, laying the blame on Appius, their general. At length, however, Appius secured a part of his forces, which yet remained under his command; and after ordering all the centurions, who had fled or quitted their ranks, to be scourged and beheaded, he caused every tenth man to be executed in the sight of his trembling companions. But the tribunes, vigorously contending for the Agrarian law, and Appius opposing it, he was ordered to appear before the peo-

বিচারক লোকদিগের মধ্যে নিযুক্ত করিয়া রাজকীয় লোকদের অধিক ক্ষোভ জন্মাইতে লাগিল।

এই কলহকারি বলেরো নামে দলপতি ঐ আগেুরিয়া নামে ব্যবস্থা চলিত করিতে মনে২ স্থির করিলেন তাহা কেবল নয়, আরো এই একটি নূতন ব্যবস্থা চালাইতে মনস্থ করিলেন, যে ইতর লোকেরা শত লোকভুক্ত দলক্রমে সম্মতি অসম্মতি না জানাইয়া গোষ্ঠী ক্রমে জানাইবেন। ফলতঃ দলক্রমে সম্মত্যাদি জানাইলে কুলীনেরা ইচ্ছানুসারে প্রভুত্ব করিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা গোষ্ঠীক্রমে সম্মতি অসম্মতি জানাইলে রাজ্যের প্রত্যেক প্রজা লোক ও মহাসভাস্থ লোক এই বিষয়ে সমান ক্ষমতাপন্ন হইবে, এমন হইলে তাহাদিগের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব একেবারে চুলায় পতিত হইবে। অতএব সভাস্থ লোকেরা ঐ ব্যবস্থা রহিত করণার্থে যথাসাধ্য বাধা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তথাপি শেষে লোকদ্বারা পরাজিত হইয়া এই ব্যবস্থা স্বীকার করিতে হইল, যে তদ্দিবসাবধি বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত করা এবং রাজ ব্যবস্থা স্থাপন করা লোকদিগের গোষ্ঠী জনক্রমে হইবেক। এই প্রকারে রুম রাজ্যের রাজনীতি ক্রমেতে পরিবর্ত্ত হইয়া শেষে তৎকালাবধি রাজ্যের প্রধান কর্ত্তৃত্বভার সকলি সাধারণ লোকদিগের হস্তগত রহিল।

পরে আপিয়সের পুত্র আপিয়স ক্লোডিয়স নামে অধ্যক্ষ তিনি ঐ সাধারণ কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অব্যবস্থা বলিয়া সম্মত হইলেন না, এ কারণ বলসাই জাতিদিগের সহিত রুমিলোকদিগের যুদ্ধ করণ সময়ে রুমিলোকেরা রণস্থানহইতে পলায়ন করিয়া কহিল, যে আমরা কেবল আপিয়স সেনাপতির দোষেতে রণভঙ্গ দিয়াছি। তাহাতে এরূপ দেখিয়া আপিয়স আপন বশীভূত কতক গুলিন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ পলায়িত শতসেনাধ্যক্ষদিগকে কোড়া মারিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন, আর ভয়েতে কম্পকম্পান্বিত রণভঙ্গকারি সৈন্যদিগের দশ জনের মধ্যে এক২ জনের মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু পরে বিচারকর্ত্তৃগণ অতিব্যগ্র হইয়া ঐ আগেুরিয়া ব্যবস্থা পালনার্থে অত্যন্ত আপত্তি করিতে লাগিল। আর আপিয়স তাহাতে কোন প্রকারে সম্মত ছিলেন না এই জন্যে লোক সাধারণের সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল। এই আজ্ঞানুসারে আপিয়স তথা গমন করিলেই যে প্রাণের বিঘ্ন

ple ; and finding them resolved on his condemnation, he prevented their malice by a voluntary death.

Soon after the tribunes boldly asserted, that the people ought not only to have a share in the lands, but also in the government of the Commonwealth ; and that a code of written laws should be compiled, to mark out the bounds of their duty. This was violently opposed by the patricians, who headed by Cæso the son of Quintius Cincinnatus, drove them from the forum. Cæso was therefore summoned to appear before the people ; but being admitted to bail, he fled into Etruria. His father was obliged to sell his estate, and retire to a small cottage beyond the Tiber.

In this state of commotion and universal disorder, Herdonius, a Sabine general, at the head of a company of soldiers, obtained possession of the capitol, the citadel of Rome. The tribunes dissuaded the people from arming till the patricians should engage by oath to create ten men with a power of making laws, and suffer the people to share in all the benefits that should accrue. Valerius, the consul, then marched against the capitol, which he re-took by storm, but fell in the assault. The tribunes insisting on the performance of the promise relative to the Agrarian law, the senate appointed Quintius Cincinnatus, the father of Cæso, to the vacant consulate. He accepted the dignity with regret, and observed to his wife on his departure, "My Racilia, I fear that for this year our little field must remain uncultivated." He equally blamed the senate and the people ; the latter for having asked, and the former for having granted too much. He quieted civil commotion, and administered justice with equity, mild-

ভাবিবে ইহা নিশ্চয় বোধ করিয়া শত্রু হিংসকের হস্তগত না হইয়া আপন হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

এরূপ হইলেও তথাপি বিচারকর্তৃগণেরা অকুতোভয়ে এই কথা কহিলেন, যে ভূম্যাদির অংশ এবং রাজকর্তৃত্ব এ উভয়ই সাধারণ লোকদিগের দেওয়া উচিত হয়, বিশেষতঃ তাহাদের নিজ ক্ষমতার জ্ঞান কারণ কত গুলীন ব্যবস্থা স্পষ্ট রূপে লিখিয়া তাহাদিগে দিতে হয়; কিন্তু এই সকল কথা কুলীনলোকেরা গ্রাহ্য না করিয়া যথা সাধ্য বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আরও করিলেন কি না, কুইন্টস সেনসেনেটসের পুত্র কাইসো নামক ব্যক্তিকে আপনাদিগের কর্ত্তা করিয়া অন্যান্য লোকদিগকে সভাহইতে দূরীকৃত করিলেন। পরে এই কারণ কাইসোকে সাধারণলোক সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইলে তিনি আপন প্রত্যয়ার্থ লোক প্রদান করিয়া ইত্রুরিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, আর তাঁহার পিতা রূম নগরে থাকিতে না পারাতে পুনরায় অট্টালিকাদি নিজ বিষয় বিক্রয় করিয়া টাইবর নদী পারে গ্রামস্থ তৃণগৃহে গিয়া বাস করিলেন।

এই রূপে রূম রাজ্য কলহ ও অশৃঙ্খলাতে পূর্ণ হওন সময়ে হের্ডোনিয়স নামে এক জন সাবিন দেশীয় সেনাপতি কতক গুলীন সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া রূম নগরীয় কাপিটল নামক কিল্লা হস্তগত করিলেন। তাহাতে বিচারকর্ত্তৃগণেরা ইতর লোকদিগে এই পরামর্শ দিল, যে কুলীনেরা যদবধি লোক সাধারণের উপকার জন্য ব্যবস্থা স্থাপনার্থে দশ জন লোক মধ্যস্থ না করেন তাবৎ তোমরা স্বহস্তে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইও না। এই প্রকার হইলে বালিরিয়স নামে দেশাধ্যক্ষ তিনি আপনি ঐ সাবিনদিগের প্রতি চড়াও হইয়া পুনর্ব্বার ঐ কিল্লা অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ঐ রণেতেই তাঁহার মরণ হইল। পরে বিচারকর্ত্তৃবর্গে ঐ অঙ্গীকৃত আগ্রেরিয়া ব্যবস্থা পূর্ণ করণার্থে পুনঃ২ উত্তেজনা করিতে লাগিল ইহা দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা সেই পূর্ব্বোক্ত কুইন্টস সেন্‌সেনেটস নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে ভর্ত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি এই উচ্চপদ প্রাপ্তির কথা শুনিয়া আহ্লাদিত না হইয়া বরং বিষণ্ণ হইয়া স্ত্রীকে এই কথা কহিলেন, যে হে কান্তে, এইবার আমাদিগের ক্ষেত্র এক বৎসরের নিমিত্তে পতিত হইয়া থাকিল। সে যাহা হউক তিনি ইতর লোকদিগের এই রূপ অসঙ্গত প্রার্থনা এবং কুলীনদিগেরও

ness, and benevolence; and the senate and the people having mutually agreed that the consuls should not be continued in office longer than the year, he again returned to his farm.

From this tranquil retreat he was soon again drawn by a fresh exigence of the state. The Æqui and the Volsci having inclosed Minutius in a defile, his army was in danger of perishing. The senate, therefore, unanimously turned their eyes upon Cincinnatus, and appointed him dictator. The messengers found him labouring in his little field; and being informed of their errand, he heaved a sigh, and casting a look of sorrow on the oxen, the companions of his toils, departed for the city, near which he was met by the principal of the senate in their robes. This dignity, which was wholly unexpected, had no effect on the simplicity of his manners. The dictator having entered the city, immediately made himself acquainted with the position of affairs, and, assuming a serene look, intreated all those who were able to bear arms, to repair before sunset, to the place where the levies were made, with necessary accoutrements, and provisions for five days.

He then put himself at the head of the troops, and, marching all night with great expedition, arrived before day within sight of the enemy. Upon his approach, he ordered the soldiers to raise a loud shout, that the consul's army might be apprised of the relief

তদ্বিষয়ে অবিবেচনা পূর্ব্বক স্বীকার করা ইহা দেখিয়া উভয় লোকের প্রতি দোষারোপণ করিলেন; ফলতঃ তিনি নগরীয় কলহ নিবারণ করিয়া ন্যায় ও মৃদুতা পূর্ব্বক সমুদয় লোকের হিতকারী হইয়া রাজ শাসন করিতে লাগিলেন। আর বৎসরান্তর নূতন২ দেশাধ্যক্ষ স্থাপিত হইবে এই প্রকার সকলের সম্মতি হওয়াতে তিনি ঐ পদত্যাগ করিয়া গ্রামস্থ তৃণাদিগৃহে গিয়া কৃষি কর্ম্মাদি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অল্পদিন পরেতেই তাঁহাকে নির্জ্জনপল্লী পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশ রক্ষার্থে গমন করিতে হইল, কেননা কোন পর্ব্বতীয় সরু পথি মধ্যে ইকোয়াই জাতি ও বলসাই জাতি এই উভয় লোকেতে মিনুসিয়স নামে রুমি সেনাপতিকে কতক গুলীন সৈন্যের সহিত বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাহইতে তাঁহারা মুক্তি পাইতে পারেন এমন কিছু মাত্র পথ ছিল না। একারণ এই দুঃসময়ে সভাস্থ লোকেরা ঐ সেনসেনেটস নামক ব্যক্তিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে মানস করিয়া কতক গুলীন দূত প্রেরণ করিলেন; তাহাতে ঐ দূতেরা যখন তাঁহার নিজ ক্ষেত্র চাস করিতে তাহাকে দেখিয়া ঐ সমাচার গোচর করাইলেন, তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন বলদের প্রতি খেদোক্তিতে দৃষ্টি করিয়া রুম নগরে প্রস্থান করিলেন। এরূপ হইলে সভাস্থ লোকেরা রাজ পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া কিছু দূর হইতে তাহাকে সমাদরের সহিত লইয়া গেলেন। তিনি এই অনপেক্ষিত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও নিজ সৌজন্য প্রযুক্ত তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার জন্মিতে পারে নাই। এই প্রকারে সেনসেনেটস সর্ব্বাধ্যক্ষ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেশীয় অবস্থা সকল জ্ঞাত হওতো প্রসন্ন বদনে অস্ত্রধারি সৈন্যদিগের এই আজ্ঞা করিলেন, যে তোমরা পঞ্চদিবসে পর্য্যন্ত পাথেয় খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে যে স্থানে সৈন্যদিগের স্কন্দ করা যায় ঐ স্থানে গমন কর।

পরে সৈন্যগণেরা সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ শত্রুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল; তখন সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি এই আজ্ঞা দিলেন, যে আমাদিগের বদ্ধ সৈন্য সেনাপতিদিগের সাহস বৃদ্ধি করণার্থে তোমরা উচ্চৈঃ স্বরে সিংহনাদ কর, এই প্রকার তাহারা কঠোর হুঙ্কারধ্বনি করিলে ইকোয়াই লোকেরা চমকিত হইয়া সেন-

that was at hand. The Æqui were astonished when they saw themselves between two enemies, and still more so when they perceived Cincinnatus making strong entrenchments beyond them, and inclosing them as they had inclosed the consul. A furious engagement ensued, and the enemy being attacked on both sides, and unable to resist or fly, entreated a cessation of arms, and offered the dictator his own terms. He granted them their lives, but obliged them, in token of servitude, to pass under the yoke; which was two spears set upright and another across, in the form of a gallows, beneath which the vanquished were to march. He then addressed the army as follows: "Soldiers of Minutius, who were so nearly becoming a prey to your enemies, you shall not share their spoils: and you, consul, must first learn the art of war as a lieutenant, before you command again as a general." This decision excited not a single murmur: on the contrary the whole army united in presenting Cincinnatus with a crown of gold, for having saved the lives and honour of his fellow citizens. Thus having rescued a Roman army, and defeated a powerful enemy, he resigned the dictatorship, after having enjoyed it only fourteen days. The senate would have enriched him, but he chose once more to retire contentedly to his cottage.

On the Æqui again marching into the field, the people demanded that the number of the tribunes should be increased from five to ten. This, some of the senate wished to oppose; but Cincinnatus assured the people, that it would be the most infallible means of debilitating that power which had so long controlled them. Soon after the tribunes required, that Mount Aventine,

সেনেটস সেনাপতিকে নানা প্রকার মূর্চ্ছাবস্থি করিতে দেখিল, আর যাদৃশ আপনার রুমি সৈন্যদিগের বন্ধ করিয়াছিল তাদৃশ উভয় শত্রু সৈন্যমধ্যে আপনাদিগকে বন্ধ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। এ প্রকারে উভয় লোকে একটি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ইকোয়াই লোকেরা উভয় পার্শ্ব সৈন্যের আক্রমণেতে অত্যন্ত ভীত ও কাতর হওত রুমি লোকদিগের ইচ্ছার অধীন হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেক। তাহাতে সেন্‌সেনেটস সেনাপতি তাহাদিগের ঐ ঘোর সঙ্কটে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের চিরবাধ্য থাকিতে এই অঙ্গীকার করাইলেন, যে তিনটা বর্ষাতে একটি ফাঁসি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অধো দিয়া তাহাদের গমন করাইলেন। এবম্প্রকারে তিনি বদ্ধ সৈন্য সেনাপতিদিগের মুক্ত করিয়া কহিলেন, যে হে সৈন্য সকল, তোমরা শত্রুদিগের হস্তগত করা দূরে থাকুক, আরো আপনারাই শত্রু হস্তগত হইয়াছিলা. অতএব তোমরা এই লুণ্ঠিত সামগ্রী কিছু মাত্র পাইবা না। আর হে মিনুসিয়স সেনাপতি, তুমি এক্ষণে কিছু দিন নীচ পদে থাকিয়া রণ শিক্ষা কর, পশ্চাৎ সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইবা। দেখ তাঁহার এই প্রকার বিচারেতে কেহ যে আপত্তি করিল না তাহা কেবল নয়, আরো নিজ২ প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষক বলিয়া সৈন্যগণেরা তাঁহাকে সুবর্ণের মুকুট প্রদান করিল। এই রূপে তিনি রুমি সৈন্যদিগের উদ্ধার পূর্ব্বক প্রবল বৈরি দমন করিয়া চতুর্দ্দশ দিবস ঐ পদ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার পদত্যাগ করিলেন। তখন সভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া পুনর্ব্বার সেই ক্ষেত্রেতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর কিছু দিনাবসানে ঐ ইকোয়াই জাতিদিগের যুদ্ধার্থে পুনর্ব্বার রণভূমিতে আগমন দেখিয়া সাধারণ লোকেরা পঞ্চজনের অধিক আর পাঁচ জন বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত করাইতে প্রার্থনা করিল। তাহাতে সভামধ্যস্থ কতক গুণীন লোক লোকদিগের ঐ বাঞ্ছা ভঙ্গ করণে বাঞ্ছিত হইলে পর সেন্‌সেনেটস্ নামক ব্যক্তি লোকদিগকে এইমন্ত্রণা দিলেন, যে শুন, এরূপ হইলে তোমাদের উপর যাহারা কঠিন কর্তৃত্ব করেণ তাহাদিগের কর্তৃত্বের হানি হইবে, অতএব ইহা করা উচিত।— পরে কিছু দিন বাদে বিচারকর্ত্তাগণেরা আবেণ্টাইন নামে

which was as yet untenanted, should be given to th
people to build on.

The approach of the Æqui, within sixteen miles
the city, in some measure restored peace to the repub
lic. In this war, Siccius Dentatus gained greate
honours than the consul who obtained the victory
Being ordered on a forlorn hope, to attack the enem
in a quarter where he knew they were inaccessible, h
remonstrated against the danger and desperation o
such an attempt; but being reproached by the consu
with cowardice, he led on his body of eight hundre
veterans to the place, and determined to give, by hi
death a pattern of obedience, as he had, in his life, a
example of resolution. However, perceiving a pas
sage into the enemy's camp, which had not been indi
cated to him by the consul, he attacked the Æqui o
one side, while the whole army attacked them on th
other, so that the Romans obtained a complete victory
Dentatus being conscious, that he was sent on this
dangerous service only to procure him death or infa-
my, had interest enough, upon his return, not only to
prevent the consul from obtaining a triumph, and to
get himself created a tribune, but also to procure a
law for punishing such commanders as should in fu-
ture violate their authority, and to have both the con-
suls fined for their behaviour to him in particular. Thus
by the persevering zeal of the tribunes, the patrician
interest was diminished every year. All their honours
were now fading fast away; and their very possessions,
which were hereditary, remained feebly in suspense, and
the next popular breeze threatened to shake them to

পর্য্যন্ত নির্জ্জন প্রযুক্ত তদুপরি বসতি করাইবার নিমিত্তে একখানি নিবেদন পত্র লিখিলেন।

পরে ইকোয়াই জাতি রূম নগরহইতে ষোল ক্রোশ দূরে এমন নিকটবর্ত্তী হইলে লোকেরা নগরের কলহাদি নিবৃত্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে সিকিয়স ডেণ্টেটস্ নামে সেনাপতি জয়যুক্ত অধ্যক্ষ অপেক্ষাও অধিক সম্ভ্রম পাইলেন, তাহার কারণ এই যে তিনি শত্রু আক্রমণার্থে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে শত্রুদিগের আক্রমণীয় অগম্যব্যূহ দেখিয়া প্রধান সেনাধ্যক্ষকে এই নিবেদন করিলেন, যে এই অশক্যব্যূহ ভেদ করণহইতে নিবৃত্ত হও, কেননা বোধ হয় আমাদের তাবদীয় উদ্যোগ নিষ্ফল হইবে। কিন্তু ইহাতে ঐ অধ্যক্ষ তাহাকে ভীতত্ব রূপে অপবাদ দিয়া ভর্ৎসনা করত তিনি ক্রোধাপন্ন হইয়া আত্মসাহস ও আজ্ঞাবহত্ব দেখাইবার জন্যে প্রাণব্যয় পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আটশত প্রবীণ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন; আর করিলেন কি না পূর্ব্বের অজ্ঞাত আক্রমণের একটি সূক্ষ্মপথ দর্শন পাইয়া আপনি একদিগে প্রচণ্ড রূপে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং অন্যদিগে রূমি সৈন্যগণেরা আক্রমণ করিয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। এই প্রকার করিলে রূমি লোকেরা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হইল। পরে ঐ ডেণ্টেটস সেনাপতি রণহইতে প্রত্যাগমন কালে আপনি যে অধ্যক্ষ কর্তৃক কেবল মৃত্যু বা অপযশ প্রাপ্ত হইবার জন্যে ঐ দুর্গম্য রণস্থলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় বোধ হওয়াতে এমন ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, যে তাহাতে ঐ রণ জয়ের সম্মান ক্রিয়া অধ্যক্ষের প্রতি অর্শিল না। আর লোক কর্তৃক তিনি আপনি এক জন বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, তাহা কেবল নয় কর্ত্তা কি অন্য কোন ব্যক্তি নিজপদের বিপরীতে অন্যায় কর্ম্ম করিলে তদুপযুক্ত দণ্ডার্হ হইবেন, এই একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। বিশেষতঃ তাহার প্রতি এই অন্যায় ক্রিয়া করাতে ঐ বর্ত্তমান অধ্যক্ষ দ্বয়ের অর্থদণ্ড হইল। এই প্রকারে বিচারকর্ত্তৃগণদিগের চেষ্টাতে কুলীনদিগের মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য সকলি কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ক্রমেং ক্ষয় হইতে লাগিল। ফলতঃ তাহাদিগের পৈতৃক স্থাবরাদি বিষয়ও থাকে কি না থাকে এমন সংশয় হইয়া উঠিল। ইহাতে বোধ হয় যে পুনর্ব্বার একটি উপপ্লব রূপ ঝড় উপস্থিত

the ground, and leave them to be divided according to merit, and not to birth.

The citizens of every rank now began to complain of the arbitrary decisions of the magistrates, and wished for a written body of laws, which might both prevent and punish wrongs. It was therefore agreed, that ambassadors should be sent to the Greek cities, in Italy and to Athens, to bring from thence such laws as by experience had been found most equitable and useful. After the return of the ambassadors, ten of the principal senators were chosen to digest the collected laws into proper form, Appius Claudius, the consul, and his colleague, were at the head of this important commission. They framed that celebrated code, called the Laws of the Twelve Tables, which constituted the basis of Roman jurisprudence.

Besides Appius and Genutius, who had been elected consuls for the ensuing year, the persons chosen were Posthumius, Sulpicius, and Manlius, the three ambassadors; Sextus and Romulus, former consuls, with Julius, Veturius, and Horatius, senators of the first distinction. The whole constitution of the state was at once to assume a new form, and an experiment was going to be tried, of governing one nation by laws taken from the manners and customs of another, totally different in its genius and polity.

It was decreed, that the power of the Decemvir should continue for a year, and be equal to that of Kings and Consuls: that all other magistrates should lay down their offices till the laws directed proper substitutes; and that the new legislators should, in the meantime, exercise their authority with all the ensign

হইতে সে সকলি বিনাশ হইবেক, অর্থাৎ বংশানুক্রমে বিষয় প্রাপ্তি না হইয়া গুণানুক্রমে সম্পত্তি ভোগ হইবেক।

তদনন্তর আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি প্রজাবর্গেরা রাজকীয় লোকদিগের যথেষ্ট দৌরাত্ম্য ক্রিয়াতে ব্যস্ত হইয়া নিজ২ দুঃখের নিবেদন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিল, যে কোন ব্যক্তি যদি কাহার উপরে অন্যায় দৌরাত্ম্য করে তবে সে ব্যক্তি অবশ্য দণ্ডার্হ হইবেক, এমন বিবরণ একখানি ফর্দ্দে লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। ইহাতে বিবেচনা পূর্ব্বক এই মন্ত্রণা স্থির হইল, যে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক ইটালি দেশীয় গ্রীকদিগের নগর এবং আথেন্স নগরহইতে হিতকারি যথার্থ অথচ সার্থক এমন সকল ব্যবস্থা আনয়ন করা কর্ত্তব্য। এই যুক্ত্যনুসারে দূতগণেরা ঐ আবশ্যকীয় ব্যবস্থা সকল আনিলে পর ঐ সকল ব্যবস্থা গোছালক্রমে সামঞ্জস্য করণার্থে সভাস্থ লোকদের মধ্যহইতে দশ জন লোক মনস্থ করিয়া নিযুক্ত করিল। তাহার মধ্যে আপিয়স ক্লোডিয়স অধ্যক্ষ এবং তাহার এক জন সহকারী এই দুই জন প্রধান ছিলেন। এই সকল লোক কর্ত্তৃক বারোফর্দ্দের ব্যবস্থা নামে প্রসিদ্ধ একটি ব্যবস্থা সংগ্রহ হইল; কিন্তু শেষে ঐ ব্যবস্থা রুম রাজ্যের রাজনীতি শাসনের মূলীভূত হইয়া উঠিল।

পরে আপিয়স নামে ও জেনসিয়স নামে এই দুইজন আগামি বৎসরের ভাবী অধ্যক্ষ তদ্ব্যতিরেক সেক্টস নামক ও রমলস নামক দুই জন গত বৎসরের দেশাধ্যক্ষ, আর পষ্টুমিয়স নামে ও সল্পিসিয়স এবং মানলিয়স নামে এই তিন জন ব্যবস্থা আনয়নার্থে দূত এবং জুলিয়স নামে ও বেটুরিয়স নামে ও হরেসিয়স নামে এই তিন জন সভাস্থ লোকের মধ্যে প্রধান। এই দশ জন লোকে ঐ ব্যবস্থা সকল চলিত করিতে লাগিলেন। তখন এমন বোধ হইল যে রুমরাজ্য এই রাজনীতি দ্বারা এক প্রকার নূতন হইয়া উঠিবে, আর তাহাতে এক রাজ্যের রাজনীতি অন্যরাজ্যে অর্থাৎ ভিন্ন২ রাজনীতি বিশিষ্ট রাজ্যে চলিত করিলে দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়া উঠে ইহাও পরীক্ষা করিতে হইবেক।

অনন্তর এই একটি স্থির হইল, যে ঐ দশজন লোকেরা রাজা ও দেশাধ্যক্ষ তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের নিমিত্তে কর্ত্তৃত্ব করিবেক। আর যদবধি ঐ সকল নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অন্যান্য লোকেরা আপন২ প্রভুত্ব রহিত হইবেন। আর

of the former, but now discontinued power. The Decemviri agreed to take the reins of government by turns that each should dispense justice for a day; that he alone who was in the actual exercise of power, should be attended with the ensigns of it; and that each of the rest should only be preceded by an officer. After labouring for a year, they formed a body of laws, which were comprised in ten tables; and after being engraved on plates of brass, were hung up in the most conspicuous part of the forum.

Under pretence that some laws were still wanting to complete their design, they intreated the Senate for a continuance of their appointment; to which that body consented. Appius procured himself to be renominated, and composed the college of the Decemviri of persons devoted to him. They then made solemn vows never to dissent from each other, nor give up their authority. Instead only of one of them being attended by his rods and axes, each appeared with those ensigns of terror and authority. Instead of magistrates mild, just, and affable, they became monsters of rapine licentiousness, and cruelty. The forms of justice were converted into an engine to put many of the citizens to death, and deprive others of their country and estates. But that they might convince the people, that they were not unmindful of their delegated trust, they added two tables more of laws, which altogether formed, as we have before said, that celebrated code, known by the name of the Twelve Tables.

In these last was introduced a law, which prohibited all marriages between the Patricians and the Plebeians, and by which the framers hoped to widen the

নব বিধি প্রকাশক লোকেরা পালানুক্রমে অর্থাৎ এক২ দিন এক২ জন মুকুটাদি রাজ চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া শাসন পালনাদি করিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য নয় জনের সহিত এক জন সেনাপতি ভ্রমণ করিবেক। এই রীতিক্রমে এক বৎসরের নিমিত্তে ঐ দশ-জন নিযুক্ত হইলে তাহারা এক বৎসরের মধ্যে ঐ সকল ব্যবস্থা প্রকাশ পূর্ব্বক দশকর্ম্ম করিয়া স্থাপিত করিলেক। পরে পিত্তলের পত্রেতে ঐ সকল ব্যবস্থা খোদিত করিয়া রাজসভাগৃহের প্রকাশ স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

পরে নব বিধি প্রকাশক লোকেরা ঐ সকল ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ শেষ আছে ইহা জানাইয়া ছলেতে কিছু দিন নিজ২ পদ রক্ষার্থে সভাস্থ লোকদিগের নিকটে নিবেদন করিলে পর তাহারা তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিল। পরে আপিয়স নানা প্রকার কৌশলেতে এমন একটি সুঘটনা করিল যে তাহাতে পুনর্ব্বার ঐ দশ জনের মধ্যে আপনি ভুক্ত হইল। তাহা কেবল নয়, আপন২ আত্মীয় লোকদিগের ও ঐ পদে ভর্ত্তি করিল। তাহাতে কদাচ নিজ২ ক্ষমতা ত্রুটি হইবেক না, ইহা কহিয়া তাহাদিগের একটি২ উৎকট দিব্য করিতে হইল, আর লোকেরা যেন তাহাদের দেখিয়া শঙ্কাকুল হয় এই জন্যে তাহাদের মধ্যে কেবল এক জন যে যষ্টিযুক্ত কুঠার লইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেন এমন নহে, প্রত্যেক২ লোকই প্রত্যেক দিন ভয়ানক রাজ শাসন জ্ঞাপক চিহ্ন ধারণ করিয়া বেড়াইতেন। আর প্রকৃত বিচারকর্ত্তাদিগের ন্যায় ন্যায়কারী ও শিষ্ট সাম্প্রদায়িক না হইয়া কেবল দৌরাত্ম্য ও লাম্পট্য ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর রাজনীতিতে এই রূপ লিখিত আছে, ইহা ছলেতে কহিয়া কতক কুলীন লোকদিগের যে সর্ব্বস্ব বলেতে লইয়া শেষে দেশান্তরি করিলেন। তাহা কেবল নয়, আরো কতক কুলীন প্রজাদিগের প্রাণদণ্ডও করিয়াছিলেন। আর আপনি যে রাজ্যের বিপদ স্বরূপ হইয়াছেন ইহা যেন লোকের বোধগম্য না হয়, এই জন্যে আরো দুইটি ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করিলেন। অতএব এই দুই ব্যবস্থা পত্র লইয়া যে রূপ পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে তাদৃশ বারোকর্ম্মের ব্যবস্থা নামে প্রসিদ্ধ হইল।

ঐ শেষের কথিত ব্যবস্থাদ্বয়ের মধ্যে এমন একটি নিয়ম লিখিত ছিল, যে ইতর লোক ও কুলীন লোক এই উভয় লোকেতে পরস্পর

breach between the two orders, and thus avail themselves of their mutual animosity. But though the people easily saw through their designs, they bore them with patience, as the time of the expiration of their office was at hand, when it was expected that they would quietly lay down their usurped authority. However, regardless of the approbation, either of the senate or the people, they continued themselves, contrary to all precedent, and against all order, another year in the Decemvirate. This tyrannical conduct occasioned new discontents, which produced fresh acts of tyranny to silence them. The city was become almost a desert with respect to those who had any thing to lose; and the rapacity of the Decemviri was abated, only when they wanted fresh objects for its exercise. In this state of slavery, proscription, and mutual distrust, not a single citizen had the courage to strike for his country's freedom; and the tyrants continued to rule without control, being constantly guarded, not by their officers alone, but by a numerous crowd of dependants, and even patricians, whom their vices had confederated around them; while the better part of the community were restrained by fear from venting their complaints.

The Æqui and Volsci, in hopes of profiting by the intestine divisions of the people, took advantage of the gloomy situation of the state, renewed their incursions, and advanced within about ten miles. The Decemviri, who had no authority to raise an army themselves, felt great reluctance in asking aid from the senate, whose deliberations had been long suspended, but whom they were obliged to convene. Afterwards Appius in a

বিবাহ হইবে না। তাহার অভিপ্রায় এই, যে উভয় লোকে পরস্পর সম্পর্ক না থাকাতে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের কিছু২ লাভের বৃদ্ধি হইতে পারে। অতএব লোক সকলে তাঁহাদিগের এই চতুরতা বিশেষ রূপে জানিতে পারিলেও তথাপি এতাদৃশ অন্যায় কর্তৃত্ব অল্পদিনের মধ্যে শেষ হইবে ইহা কহিয়া লোকেরা স্থির হইয়াছিল বটে; কিন্তু শেষে ঐ দশজন নূতন ব্যবস্থাপকেরা লোকদিগের সমূহ ক্ষতি এবং রাজ্য স্থাপিত ব্যবস্থাদি কিছুই না মানিয়া বাহুবলেতে আরো এক বৎসর ঐ কর্তৃত্ব পদ ভোগ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কর্ত্তাদিগের অত্যাচারেতে কেহ অসন্তুষ্ট হইলে তাহার প্রতি তাঁহারা অধিক দৌরাত্ম্য করিতেন, এই রূপে শেষে এমন হইয়া উঠিল যে তাহাদের অসহ্য দৌরাত্ম্যেতে ত্যক্ত হইয়া ভাগ্যবান লোকেরা দেশান্তরে পলায়ন করিলে পর ঐ নগর একেবারে অরণ্য তুল্য হইয়া উঠিল: ফলতঃ তাঁহারা কোন লুট পাইবার সূত্র পাইলে নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন না। এবম্প্রকারে লোকদিগের প্রতি উপদ্রব ও দাসত্বে নিযোগ ও লুটপাটাদি করণ এবং পরস্পর অবিশ্বাস ইত্যাদি অত্যাচার হইলেও তাহাদিগের দমন করিয়া আপন দেশ রক্ষা করে প্রজা লোকদিগের মধ্যে এমত একটিও লোক ছিল না, এ কারণ ঐ দুরাত্মাবর্গে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। আর তাহারা নিজ পদাতিক সেনা সকল বেষ্টিত হইয়াছিল তাহা কেবল নয় তৎসংসর্গে কুরীতি প্রাপ্ত কতক দুর্লীন কুলীন লোকেতে বেষ্টিত ছিলেন। আর অবিশিষ্ট প্রজা লোকেরা করিত কি না ঐ দুষ্টদিগের প্রতি কোন কথা না কহিয়া ভয়েতে নীরব হইয়া থাকিত।

অপর ইকোয়াই জাতি ও বলসাই জাতি এই উভয় লোকেতে একত্র হইয়া রুম রাজ্যের এতাদৃশ কলহাদি দেখিয়া এবং ঐ দ্বন্দে নিজ লাভের সম্ভাবনা বোধ হওয়াতে আক্রমণ পূর্ব্বক রুম নগরহইতে দশ ক্রোশ দূর এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে ঐ দশ জন অধ্যক্ষ লোকেরা সৈন্য সংগ্রহ করণে ক্ষমতাহীন প্রযুক্ত সভায় লোকদিগের অনুমতি লইতে ইচ্ছা না থাকিলেও তথাপি বহু দিনের পর সভা বসাইতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর আপিয়স সভাবর্ত্তী হইয়া মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক দম্ভ করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন, যে পালানুক্রমে অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে কেহ পরামর্শের

premeditated speech, propounded the business fo which they were assembled, and desired that eac should speak his sentiments as he was called upon Valerius, the son of Publicola, rising out of his turn was ordered to sit down; but he refused to obey, and violently inveighed against the tyranny of the Decem virate, and their effrontery, in expecting that the se nate, whose power they had destroyed, should now take measures to support their betrayers. He was se conded by Marcus Horatius, who, with still greate freedom, exposed their invasion of the rights of thei country, their outrages, their rapines, and their cruel ties. Appius, whose passions had been long used t indulgence, became extremely violent, raged agains his opposers, and threatened to cause Horatius to be hurled from the Tarpeian rock. This indignity rouse the whole body of senators, who exclaimed against the Decemviri's infringement of the liberty of free debate as the highest breach of their privileges, and an into lerable act of power; however, on the apology of Ap pius, a decree was passed which conferred on him and his colleagues, the power of levying and commanding the forces destined to expel the Æqui.

The Roman soldiers had lately adopted an effectua method of punishing the generals whom they disliked by suffering themselves to be vanquished in the field This practice they used on this occasion, and aban doned their camp on the approach of the enemy. Th tidings of this defeat were received at Rome with greater joy than ever was the news of a victory. Th generals were blamed for the fault of their men: som

কথা কহিতে পারিবে না। তাহাতে পবিকলার পুত্র বালিরিয়স নামক ব্যক্তি ঐ ক্রম অপেক্ষা না করিয়া কহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বসিতে আজ্ঞা হইলেও তথাপি তিনি সে কথা না মানিয়া ঐ দশ জন অধ্যক্ষের প্রতি এই নালিশের কথা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, যে হে বিশ্বাসঘাতকি লোকেরা, তোমরা অগ্রে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের তাবৎ ক্ষমতার লোপ করিয়াছ, এই ক্ষণে আরবার কোন মুখেতে তাহাদের নিকটে সৈন্য সংগ্রহ করণ উপকার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ; লজ্জা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? আর মার্কস হরেসিয়স নামক ব্যক্তিও ঐ কথার পুষ্টি পূরক হইয়া তাহাদিগের দেশ স্থাপিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করণ ও লুট এবং নির্দ্দয়তা ইত্যাদি অত্যাচার কথন পূর্ব্বক পূর্ব্বব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক দোষ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বহু দিবসাবধি কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম করিতেছেন এমন যে আপিয়স সেনাপতি তিনি ঐ কথা না শুনিয়া ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া বিপক্ষদিগকে নানা বিধ তিরস্কার করিতে লাগিলেন; এবং হরেসিয়স নামক ব্যক্তিকে টারপিয়ন পর্ব্বত হইতে নিঃক্ষেপ করিয়া প্রাণদণ্ড করিব এই ভয় প্রদর্শন করাইলেন। এই প্রকার অপমানের কথা শুনিয়া সম্ভ্রান্ত লোকেরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, যে শুন সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আপনং কথা কহিবার ক্ষমতা যে তুমি দূর কর তোমার এই সকল কর্তৃত্ব আমাদিগের কোন প্রকারে সহ্য হয় না। এই প্রকার নানা বিধ দোষারোপণ করিলেও শেষে ঐ আপিয়স নিজদোষ ক্ষালনের নিমিত্তে কথা কহিলে পর তাহারা আপিয়সকে তাঁহার তাঁবে যে কএক জন লোক ছিল তাহাদিগকে সৈন্য সংগ্রহ করণের ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

অপর রুমি সৈন্য গণ আপনং নয়নের বিষ তুল্য যে সকল সেনাপতি তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করণার্থে এই একটি নিয়ম স্থির করিয়াছিল, যে তাহারা উপস্থিত সংগ্রামে রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। অতএব তাহাতে এই সাংপ্রতিক সংগ্রামে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যেরা আগমন করিলে পর তাহারা সেই ধারানুসারে নিজং শিবির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে রুমি লোকেরা যখন ঐ রণ পরাজয়ের সমাচার পাইল, তখন জয়সম্বাদ শ্রবণ অপেক্ষাও তাহারা আনন্দান্বিত হইল। এই রূপে সেনাদিগের দোষেতে সেনা-

demanded that they should be deposed; and others cried out for a dictator to lead the troops to conquest.

Siccius Dentatus, the tribune, having spoken his sentiments with his usual frankness, was marked out by Appius for vengeance. Being appointed legate, he was put at the head of the supplies sent from Rome to reinforce the army. He was then dispatched at the head of a hundred men, to examine a more commodious place for encampment; but the soldiers who accompanied him were assassins, whom the Decemviri had engaged to murder him. They attacked him in the hollow bosom of a retired mountain. The brave veteran, placing his back against a rock, killed no less than fifteen of the assailants, and wounded thirty with his own hands; but the villains at length succeeded, by ascending the rock, and pouring down stones upon him from above.

Appius, sitting one day on his tribunal to dispense justice, was smitten with the charms of a young maiden of exquisite beauty, passing to one of the public schools, and attended by her servant. Her name was Virginia; she was the daughter of Virginius, a centurion, then with the army, and had been contracted to Icilius, formerly a tribune of the people. After trying in vain to corrupt the fidelity of her keeper, Appius prevailed upon a man, called Claudius, who had long been the minister of his pleasures, to assert that she was the daughter of one of his female slaves, and to refer the cause to his own tribunal for decision.

পড়িয়া দূর হইলে কেহ২ কহিল যে এই যোবেস্তে তাহারা পদ চ্যুত হউক; আর কেহ২ কহিল, যে সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত না হইলে এ সংগ্রামে জয় হইবে না।

অনন্তর এক সময় সিকিয়স ডেণ্টেটস্ নামক বিচারকর্ত্তা নিজ সরলতাক্রমে কোন কথা কহিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আপিয়স অধ্যক্ষ তাঁহাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেওনার্থে লক্ষ্য করিয়া দূতপদে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই ব্যক্তি রূম নগর হইতে প্রেরিত সৈন্যগণের কর্তৃত্ব পদ পাইয়া আজ্ঞাদ্বারা এক শত সেনা লইয়া ছাউনী করণের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ঐ শত সেনাগণ তাঁহাকে বধ করণার্থে দশাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারা করিল কি, না একটি পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহা মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল: এ প্রকার বিপরীত ক্রিয়া দেখিয়া ঐ সাহসী ডেণ্টেটস্ সেনাপতি ক্রোধ ভরেতে একটি বৃহৎ শৈলেতে পৃষ্ঠ দেশ দিয়া যে পঞ্চদশ লোকদিগকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিলেন তাহা কেবল নয় আরো ত্রিশ জন সৈনাকেও প্রায় মৃত তুল্য করিলেন। এই রূপে তিনি অনেক সৈন্য নষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাহারা পর্ব্বতোপরি গাত্রোত্থান করিয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া ফেলাতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পরে এক দিবস ঐ আপিয়স অধ্যক্ষ বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক পরম সুন্দরী নব যৌবনা স্ত্রী দাসী সমভিব্যাহারে ঐ পথ দিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছিলেন; তাহার রূপ ও লাবণ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া কামানলেতে হত জ্ঞান উন্মত্ত তুল্য হইলেন। তিনি বর্জ্জিনিয়স নামে শত সেনাধিপতির কন্যা। তৎকালে তাঁহার পিতা রণস্থলে ছিলেন, এবং পূর্ব্ব বিচারকর্ত্তা যে ইসিলিয়স নামে ব্যক্তি তাহার সহিত বিবাহের বাগদত্তা হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ঐ আপিয়স অধ্যক্ষ কামবাণে দগ্ধচিত্ত হইয়া তাহার দাসীকে অর্থদ্বারা বশীভূতা করিতে মানস করিলেও সে চেষ্টা নিষ্ফলা হওয়াতে তিনি ক্লৌডিয়স নামে আপনার এক জন দূতকে এই একটি উপায় করিতে আজ্ঞা দিলেন, যে তুমি ঐ নারীকে দাসী কন্যা বলিয়া দাওয়া করত তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি করণার্থে আমার বিচার স্থানে আনিবা, তাহাতে আমি তদ্বিষয় নিষ্পন্ন করিব।

Claudius conducted himself according to his instructions, and entering into the school where Virginia was placed among her female companions, he seized upon her as his property, and was going to drag her away by force, had he not been prevented by the people who were drawn together by her cries. At length, however, he led the weeping virgin to the tribunal of Appius, where he plausibly supported his pretensions, by asserting, that she was born in his house of a female slave, and sold by her to the wife of Virginius, who had been barren. He concluded by observing, that he had several credible witnesses to prove the truth of what he said; but that, till they could be summoned, it was only reasonable that the slave should be delivered into his custody as her proper master.

The vile Decemvir affected to be struck with the justice of his claims, and adjudged her to Claudius, as his slave, to be kept by him till Virginius could be able to prove his paternity. The multitude received this sentence with loud murmurs and reproaches; the women surrounded the innocent Virginia, as if willing to protect her from the fury of the judge; and Icilius, her betrothed husband, boldly opposed the decree, and obliged Claudius to take refuge under the tribunal of the Decemvir, for whom he was pandering.

Appius, therefore, found it necessary to suspend his judgment till the arrival of Virginius from the army. Claudius and Virginius having urged the arguments which they had to advance, Appius decreed in favour of the former, and adjudged Virginia to be the

অনন্তর ঐ ক্লোডিয়স্ নামে ব্যক্তি আপিয়সের শিক্ষানুসারে ঐ কন্যা যে বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের সহিত পাঠ করিতেছেন ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার লোক বলিয়া তাহাকে বলেতে আনয়ন করিতে উদ্যত হইল, তাহাতে ঐ নারীর রোদন এবং লোকদিগের নানা প্রকার নিষেধ কথা শ্রবণ না করিয়াও তাহাকে বিচার স্থানে লইয়া উপস্থিত করিল, এবং আপিয়সকে উদ্দেশ করিয়া ছলেতে এই কহিল, যে হে অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কন্যা আমার এক জন দাসীর গর্ব্ভে জন্মিয়াছিল, পশ্চাৎ ঐ দাসী বর্জ্জিনিয়সের স্ত্রী বন্ধ্যা প্রযুক্ত তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল, বরং ইহার প্রমাণার্থে অনেক২ মান্যমান৹ সাক্ষী দেখাইতে পারি, অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত সাক্ষির জবান বন্ধী না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ কন্যা আমার নিকটে থাকিতে আজ্ঞা হউক, কেননা আমা ব্যতিরেকে উহার আর কেহই নাই।

পরে ঐ দুষ্ট আপিয়স অধ্যক্ষ ছলেতে বিচারে এই স্থির করিলেন, যে ক্লোডিয়সের এই দাওয়া আমার যথার্থ বোধ হয়, অতএব যদবধি উহার পিতা সাক্ষী উপস্থিত না করিবেন তাবৎ পর্য্যন্ত ক্লোডিয়সের নিকটে রাখা উচিত বটে। এই প্রকার অধ্যক্ষের অনুচিত বঞ্চকতা দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং তন্নিকটবর্ত্তি স্ত্রী লোক সকলে ঐ অবলা স্ত্রীকে বেষ্টন করিয়া, আমরা তোমাকে এই দুষ্কৃতের হস্তহইতে রক্ষা করিব ইহা কহিয়া সাহস দিতে লাগিলেন; এবং ইসিলিয়স নামে যে তাহার ভাবী ভর্ত্তা তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া অকুতোভয়ে ঐ দুরাত্মা অধ্যক্ষের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন পূর্ব্বক এমন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে ঐ দুষ্ট ক্লোডিয়স্ ভীত হইয়া অধ্যক্ষদিগের আসন সন্নিধানে গিয়া রক্ষা পাইলেন।

অপর লোকদিগের এই রূপ গোলমাল দেখিয়া আপিয়স অধ্যক্ষ বর্জ্জিনিয়স সেনাপতির শিবিরহইতে আগমন অপেক্ষা করিয়া ঐ বিচার স্থগিত রাখিলেন। পরে বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি ও ক্লোডিয়স্ ব্যক্তি এই দুই জনে বিচারস্থানে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক বাদানুবাদ হইলে পর ঐ দুষ্ট আপিয়স অধ্যক্ষ ক্লোডিয়সের পক্ষে মোকদ্দমার জয়পত্র দিয়া কহিলেন, যে মুদ্দায়ী ঐ কন্যার স্বত্বাধিকারী হইল। তাহাতে সেনাপতি ঐ কথার কোন উত্তর না করিয়া চিরকালের প্রতিপালিতা কন্যার নিকটে আপনি বিদায় লইতে

property of Claudius, the plaintiff. Virginius, therefore, mildly intreated permission to take a last farewell of one whom he had long considered as his child. With this request the Decemvir complied, on condition, that they should take leave of each other in his presence. With the most poignant anguish, Virginius took his almost expiring daughter in his arms, for a while supported her head upon his breast, and wiped away the tears that rolled down her lovely face. But his fatal resolution was taken; and happening to be near the shops that surrounded the Forum, he snatched up a knife, and, addressing his daughter, said, "My dearest lost child, this alone can preserve your honour and your freedom." He then plunged the weapon to her heart, and holding up the bloody knife, cried, "Appius, by the blood of this innocent victim, I devote thy head to the infernal gods." So saying, he ran through the city, calling on the people to strike for freedom; from thence he went to the camp, to spread a like flame through the army.

Virginius having rejoined the troops, implored the soldiers, by that blood which was dearer to him than his own, to redeem their sinking country. The army, already predisposed, immediately with shouts echoed their assent, and, leaving their generals behind, once more took their station upon Mount Aventine. They then chose other commanders, and hence originated the military tribunes, who in the sequel held a relative rank with the generals in the army. The senate, foreseeing the dangers and miseries that threatened the state, in case the incensed army was opposed, offered to restore the former mode of government, by consuls and

প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে ঐ আপিয়স অধ্যক্ষের কথা গ্রাহ্য করিয়া আপন সম্মুখে পরস্পর বিদায় লইতে আজ্ঞা করিলেন। এরূপ হইলে বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি নিতান্ত মর্ম্ম বেদনাতে খেদোক্তি করিয়া ঐ মৃত কল্প কন্যাকে ক্রোড়ে করিলেন, এবং কিছু কাল পর্য্যন্ত নিজ বক্ষস্থলেতে তাহার বদন রাখিয়া তাহার দরদরিত নয়নজলের ধারা সকল মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন, আর আপনার এবং কন্যার অপমান ভয়েতে ঐ কন্যার প্রাণ নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়া করিলেন কি, না মহাসভার চতুর্দিক্ যে সকল দোকান ছিল তথা-হইতে হঠাৎ এক খানি ছোরা লইয়া রোরুদ্যমান হওতো কন্যার প্রতি এই কথা কহিলেন, যে হে অভাগ্যবতি, হে প্রাণাধিক প্রিয়তমে, তোমাকে অপমান ও দাসীত্বহইতে রক্ষা করণার্থে কেবল এই একটি উপায় দেখিতেছি; ইহা কহিয়া ঐ ছোরাঘাতে তাহার কক্ষ-দেশ বিদীর্ণ করিলেন, এবং ঐ রক্তাক্ত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া আ-পিয়সের উদ্দেশে এই কথা কহিলেন, যে ওরে দুষ্ট দুরাচার অধ্যক্ষ, এই নিরপরাধিনীর রক্তধারা তোমার মস্তক ভূতদিগের উৎসর্গ করিয়া দিলাম। পরে তিনি রাজ পথে গিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক এই কহিলেন, যে হে নগরবাসি লোক সকল, তোমরা এই দুরাত্মার দাসত্বহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর। এ প্রকার কহিয়া পশ্চাৎ শিবিরে গমন করিয়া সৈন্যদিগের প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ ঐ বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি দেশরক্ষার্থে আত্ম প্রাণহইতে-ও অধিক স্নেহ বিশিষ্টের রক্তধারা সেনাপতিদিগকে মিনতি করি-তে লাগিলেন। তাহাতে সৈন্যগণ পূর্ব্বেই তাহা মানস করিয়া-ছিল, এই নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ সিংহনাদ পূর্ব্বক তাহা স্বীকৃত হইয়া অধ্যক্ষদিগের পরিত্যাগ করিয়া আবেণ্টাইন নামক পর্ব্বতোপরি গিয়া ছাউনী করিল; আর সে স্থানে গিয়া এমন সকল নূতনং সে-নাপতি নিযুক্ত করিল, যে পশ্চাত্তে তাহারা অধ্যক্ষদিগের সহিত সমতুল্য পরাক্রমে চলিতে লাগিল। অতএব ইহাদিগের সহিত বিরো-ধাদি করিলে যে রূম রাজ্য অবশ্য সমূহ দুঃখ ও বিপদের আধার হইবে ইহা সভাস্থ লোকেরা বিবেচনাতে নিশ্চয় জানিয়া পূর্ব্ব মত অধ্যক্ষ এবং বিচারকর্ত্তাদ্বারা রাজনীতি পুনঃস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে সৈন্যগণ ঐক্য পূর্ব্বক পরমাহ্লাদিত

tribunes; and the people joyfully assenting to this proposal, the Decemvirate was abolished. The people being thus delivered from a tyrannical yoke, which they had imposed on themselves, Valerius and Horatius were elected consuls, and Virginius and Icilius received into the number of the tribunes. Appius and Oppius, one of his colleagues, died in prison by their own hands. The other eight went into voluntary exile. Thus the vengeance of the tribunes pursued these devoted men to the utmost; and they were preparing to exceed in acts of oppression, those whom they had deposed for cruelty. The senate began to tremble at seeing so many of their members menaced with destruction; but their fears were quieted by Duillius, one of the tribunes, who was more moderate than the rest of his colleagues, and who openly professed that no more blood should be shed on this occasion, since sufficient vengeance had been taken for the death of Virginia.

However, the two new consuls, who seemed entirely to have abandoned the interests of the patricians, and to study only the gratification of the people, procured the ratification of the law, by which each of the plebeians should, in his individual capacity, have as much influence in all elections and deliberations whatever, as any one of the patricians. This law, which was extremely injurious to the power of the senate, gave the finishing blow to all distinction. The two orders of the state continued for some years mutually to oppose each other; the patricians defending the small shadow of distinction which was left them, and the people daily insisting on fresh concessions. In short, the creation and abolition of the Decemvirs gave a

হইলে ঐ দেশাধ্যক্ষগণেরা পদভ্রষ্ট হইল। এই রূপে লোকেরা আত্যন্তিক দুঃখদায়ক যে যোঁয়ালী, আপনারা স্কন্ধ পাতিয়া লইয়াছিল, তাহাহইতে এক্ষণে মুক্ত হইল। পরে বালিরিয়স নামক ব্যক্তি এবং হোরাসিয়স্ নামে ব্যক্তি এই দুই জনে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন, আর ঐ বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি ও ইসিলিয়স নামে ব্যক্তি উভয়ে বিচারকর্ত্তৃগণ মধ্যে ভুক্ত হইলেন। এ প্রকার দেখিয়া আপিয়স অধ্যক্ষ এবং তাহার সহকারী ওপিয়স নামক ব্যক্তি এই দুই জনে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; আর তদ্ভিন্ন অন্য আট জন অধ্যক্ষ তাহারা দেশান্তরী হইয়া গমন করিল। এই রূপে বিচারকর্ত্তৃগণেরা ঐ দশ জনের কর্ত্তাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রতিহিংসা সাধিলে পর তাহারা যে ঐ দশ জন অপেক্ষা ও অধিক দৌরাত্ম্য করিবেন ইহা নিশ্চয় বোধ হইল। আর সভাস্থ লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে অনেকের সর্ব্বনাশ অবশ্য ঘটিবে ইহা নিশ্চয় জানিয়াছিল বটে; কিন্তু শেষে দুইলিয়স নামে এক জন বিচারকর্ত্তা তাহাদিগকে ঐ ভয়হইতে নিবৃত্ত করিলেন, অর্থাৎ তিনি সকল বিচারকর্ত্তা অপেক্ষা অধিক ক্ষান্তশীল প্রযুক্ত তাহাদিগের এই প্রত্যয় জন্মাইলেন, যে বর্জ্জিনিয়া নাম্নী স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিফল সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তদ্বিষয়ে আর কোন লোকের প্রাণ দণ্ডাদি হইবে না।

পরে ঐ নূতন দুই জন দেশাধ্যক্ষ কুলীন লোকদিগের ঐশ্বর্য্যের হ্রাসতা করিয়া সাধারণ লোকদিগের উন্নতি বিষয় মনস্থ করিলেন; অতএব তাহাদিগের অনুরোধে এই একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হইল, যে কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইলে অথবা রাজকীয় কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইলে ইতর লোকদিগের মধ্যে প্রত্যেক লোক কুলীনদের সদৃশ ক্ষমতা পাইবে। এই ব্যবস্থাদ্বারা কুলীনদিগের মর্য্যাদার হ্রাস হইয়া প্রায় উভয় পক্ষেই সমতুল্য ক্ষমতা বর্ত্তিল। এ প্রকার হইলে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষীয় লোকেতে পরস্পর বিপক্ষতাচরণ হইতে লাগিল; ফলতঃ কুলীন লোকেরা আপনং ছায়ারূপ ক্ষমতার বৃদ্ধি করণার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল; এদিগে ইতর লোকেরা অধিক ক্ষমতা জন্যপ্রার্থনা করিতে লাগিল। অতএব বোধ হয় যে ঐ দশ জন কর্ত্তাদিগের স্থাপন ও বিনাশ করাতে রূম রাজ্যের রাজশাসন একেবারে টলটলায়মান হইল,

shock to the republic, which for more than fifty years caused the government to vibrate, and prevented it from becoming stationary.

These intestine tumults produced weakness in the state, and confidence in the enemy abroad. The war with the Æqui and the Volsci still continued; and they at last advanced so far, as to make their incursions to the very walls of Rome. The justice, as well as the courage of the Romans, seemed also sensibly diminished. The inhabitants of Ardea and Aricia, having a contest between themselves respecting some lands, which had been long claimed by both, agreed to refer the matter to the Senate and people of Rome. The Senate, indeed, refused to determine the dispute, but the people readily undertook the decision; and one Scaptius, an old man, declaring that those very lands, of right, belonged to Rome, they immediately voted themselves to be the legal possessors, and sent home the former litigants, thoroughly convinced of their own folly and of Roman injustice.

The tribunes grew more and more turbulent; and having now obtained a principal share in the administration of some departments of government, they proposed two laws, in violation of the sanctions of the twelve tables; one to permit plebeians to intermarry with patricians, the other to allow them to be admitted also to the consulship. The Senate was obliged to

অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরাবধি আর পূর্ব্বরূপ শৃঙ্খলা মত চলিতে লাগিল না।

এই প্রকারে রুম রাজ্যের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও গৃহ বিচ্ছেদাদি হওয়াতে রাজ্যের পরাক্রমের ক্ষীণতা হইলে পদে২ শত্রুদিগের আস্পর্দ্ধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অতএব ইকোয়াই জাতি এবং বলসাই জাতি এই উভয় লোকদের সহিত পূর্ব্বাবধি যে ধারা বাহিক যুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহা এইক্ষণে এমন প্রবল হইয়া উঠিল, যে তাহারা আক্রমণ করিয়া রুম নগরের প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তৎকালে রুমি সেনাদিগের যে সাহস ছিল না তাহা কেবল নয়, রুম রাজ্যের সুবিচারও ক্রমে২ লোপ হইয়াছিল, তাহার একটি সাক্ষী দেখ; যখন আর্ডীয়া ও আরিসিয়া এই দুই নগরের লোক এই উভয় লোকেতে একখানি ভূমির নিমিত্তে বহু দিবসাবধি পরস্পর বিবাদ করিয়া পশ্চাৎ উভয়ে ঐক্য পূর্ব্বক তদ্বিষয় নিষ্পত্ত্যর্থে ঐ মহাসভাতে উপস্থিত হইল, তখন সভাস্থ লোকেরা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে স্বীকৃত ছিলেন না বটে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলে ভদ্মাধাবর্ত্তী স্কাপ্সিয়স নামে এক জন প্রাচীন লোক সকল লোককে এই বুঝাইয়া দিলেন, যে ঐ ভূমিতে কেবল রুম দেশীয় লোকদিগের স্বত্ব আছে মাত্র, তাহাতে এই আজ্ঞা প্রকাশ করা গেল, যে ঐ ভূমিতে রুমি লোকদিগের স্বত্ব ব্যতিরেকে আসামী কি ফৈরাদি কাহারো অধিকার নাই। এ প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ধারা শুনিয়া উভয় দেশীয় লোকেরা অবাক্ হইয়া রহিল। আর রুম রাজ্য যে কি রূপ ন্যায় ও সূক্ষ্ম বিচারেতে চলিতেছে, তাহা বিলক্ষণ রূপে জানিয়া স্ব২ গৃহে প্রস্থান করিলেন

অপর বিচারকর্ত্তৃগণ এইক্ষণে রাজশাসন নিমিত্ত একটি প্রধান অংশ পাইয়া দিনে২ আরো অধিক দম্ভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর সেই বার ফর্দ্দের ব্যবস্থা বিপরীতে কুলীন লোকেতে ও ইতর লোকেতে পরস্পর বিবাহ করণ এবং ইতর লোকদিগের দেশাধ্যক্ষ পদ পাইবার শক্তি প্রদান এই দুইটি নূতন ব্যবস্থার উত্থাপন করিলেন। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা পূর্ব্বকার এক ব্যবস্থার স্থাপনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে এই ব্যবস্থা দ্বয় স্থাপনে কোন

accede to the first, but absolutely refused to pass the law relative to the consulship. At length it was agreed, that six governors should be annually chosen, with consular authority, three from the senate, and three from the people. This institution, however, was in a short time laid aside; and the consuls once more came into office.

To assist the consuls, a new office was created, namely, that of censor, to be chosen every fifth year. Their business consisted in estimating the number and estates of the people, in inspecting the lives and manners of their fellow citizens, in cashiering senators for misconduct, and degrading plebeians, in case of misdemeanour. The first two censors were patricians, and from this order they continued to be elected for nearly one hundred years.

The people being greatly distressed by a famine, Spurius Mælius, who had monopolized all the corn of Tuscany, formed a conspiracy for usurping the sovereignty of his country. This, however, being discovered to the senate, Cincinnatus, who was now eighty years old, but who still possessed all the intrepid courage of youth, was once more chosen dictator, to rescue his country from impending danger; which he accomplished with his usual felicity.

Factions still became stronger, and the government weaker; the tribunes of the people continuing to augment the breach between the orders of the commonwealth, and calling their licentiousness liberty. At length the Senate hit upon an expedient, which served greatly to extend their own power, and at the same time was highly pleasing to the people. The citizens,

মতে ঐক্য না হওয়াতে অবশেষে এই স্থির হইল, যে কুলীন লোক ও ইতর লোক এই উভয় লোকহইতে তিন২ জন লোক লইয়া বৎসরে২ ছয় জন কর্ত্তা নিযুক্ত হইবে ; কিন্তু এই রূপে কিছু কাল গত হইলে পর শেষে সেই পূর্ব্ব ধারানুযায়ী দুই জন দেশাধ্যক্ষহইতেই রাজশাসন চলিতে লাগিল।

অনন্তর দেশাধ্যক্ষদিগের সহায়ার্থে সেন্সর নামে একটি নূতন পদ স্থাপন হইল, ঐ পদে পাঁচ বৎসরান্তর নূতন২ লোক নিযুক্ত হইয়া করিবেন কি, না সাধারণ লোকদিগের সংখ্যা এবং সম্পত্তির হিসাব রাখিবেন, আর প্রজাদিগের আচার ও ব্যবহার দেখিবেন, এবং সভাস্থ লোকদের মধ্যে কেহ অত্যাচার করিলে তাহার পদচ্যুতি করিবেন, আর ইতর লোকদিগের মধ্যে কেহ দুষ্ক্রিয়া করিলে তাহাকে উপযুক্ত অসম্ভ্রম করিবেন। অতএব এই সকল কর্ম্ম করণার্থে প্রথমে কুলীন লোকহইতে দুই জন নিযুক্ত হইল, এই রূপে প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত কুলীন লোকহইতে সেন্সর নিযুক্ত হইয়াছিল।

অপর কিছু দিন বাদে যে সময় লোকেরা দুর্ভিক্ষদ্বারা অত্যন্ত বিপদ গ্রস্ত হইয়াছিল, তৎকালে স্পিইরিয়স মলিয়স নামে এক ব্যক্তি ভাগ্যবান রুম রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত্যর্থে মন্ত্রণা করিয়া টস্কান নামক দেশহইতে তাবৎ শস্যাদি আহরণ করিয়া একচেটিয়ার ধারা করিল। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা কোন প্রকারে ঐ কুচক্রির কুচক্রকল্পনার সূত্র পাইয়া এই বিপদহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তে সেনসেনেটস্ নামক ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার সর্ব্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে তিনি অশীতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যুবাবৎ সাহসী প্রযুক্ত পূর্ব্বকার ন্যায় রুমি লোকদিগের এই সমূহ দুর্যোগ হইতে রক্ষা করিলেন।

অপর ঐ রাজদ্রোহিদল সকল দিনে২ প্রবল হওয়াতে রাজ্যের পরাক্রম সকলি হ্রাস হইতে লাগিল। আর কুলীন লোকেতে ও ইতর লোকেতে যে পরস্পর বিচ্ছেদানল স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে বিচারকর্ত্তৃগণেরা ক্রমে২ ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং ইতর লোকেরা নিতান্ত অত্যাচার করিলেও তাহাদের স্বাধীন থাকা উচিত কহিয়া সে সকল দোষক্ষালন করিতেন। সে যাহা হউক শেষে সভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণাদ্বারা আপনাদিগের পরাক্রমবর্দ্ধক

who went to the field, had hitherto fought the battles o[f] their country without pay; in fact, they were husband-men, and not soldiers, being obliged to furnish no[t] only their own arms, but their own provisions, during the campaign. Hence they incurred debts, and hence proceeded that various train of extortions, usuries, and petty cruelties, which the creditors made use of to oppress their debtors. To mitigate those evils, the Senate unanimously resolved to pay the soldiery out of the treasury: and for this purpose they imposed a new tax from which none of the citizens were to be exempted. This regulation gave a new turn to the Roman mode of warfare; sure of their reward, the people gladl[y] offered to enlist, and to follow their leaders whereve[r] need might require.

The Senate, thus reconciled to the people, and become masters of an army that they could keep in th[e] field as long as they thought proper, resolved to tak[e] signal vengeance on the Veians, and besiege the[ir] capital. A schoolmaster, entrusted with the care of th[e] children belonging to the principal men of the place led them to the camp, and offered to put them into th[e] hands of Camillus, as the surest means of inducing th[e] citizens to a speedy surrender. "With these," sai[d] the unprincipled tutor, "I deliver you the town, an[d] prefer the friendship of the Romans to the office whic[h] I hold." Struck with the treachery of one whose duty

এবং লোকদিগেরও হর্ষজনক গ্রাহ্য বটে, এমন এই একটি উপায়
স্থির করিলেন, যে পূর্ব্বাপর যাহারা চিরকাল কৃষিকর্ম্ম করিয়া প্রকৃত
যোদ্ধা না হইলেও তথাপি বেতন ব্যতিরেক যুদ্ধার্থে যাত্রা করিত,
আর তাহারা যুদ্ধ গমনকালে যে নিজ২ অস্ত্রশস্ত্রাদি যোগাইত তাহা
কেবল নয়, আপন২ পাথেয় খাদ্যদ্রব্যাদিও যোগাইত। এই রূপ
করণেতে তাহারা অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইলে মহাজন লোকেরা তা-
হাদের উপর অত্যন্ত সুদ লইয়া লুঠপাটাদি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য
করিতে লাগিলে; অতএব তাহাদের এই দুর্দ্দশা দূর করণার্থে সভাস্থ
লোকেরা রাজ ভাণ্ডারহইতে তাহাদের বেতন দিতে স্থির করি-
লেন। আর এই খরচ পর্য্যবসান করণার্থে প্রজা লোকদিগের উপরে
একটি নূতন কর স্থাপন করিলেন। এই ব্যবস্থা হওয়াতে যুদ্ধ বিষয়ে
প্রায় একটি নূতন রীতি হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সেনাগণ রাজসর-
কারহইতে বেতন পাওয়াতে সকলেই আহ্লাদ পূর্ব্বক নাম লেখা-
ইতে লাগিল। আর আজ্ঞামাত্রে সেনাপতির সহিত সর্ব্বত্রে যাইতে
প্রস্তুত হইল।

অপর এই রূপে সভাস্থ লোকেরা ইতর লোকদিগের সহিত
পরস্পর বিচ্ছেদ ভঙ্গ করিলে পর তাহাদের নিকটে ইচ্ছামত বহু
দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধকরণের উপযুক্ত অসংখ্য সেনা দেখিয়া বিয়ান
নামক জাতিদিগের উচিত মত দমন করণার্থে তথা গিয়া তাহাদের
রাজধানী বেষ্টন করিলেন। তাহাতে ঐ নগরস্থ প্রধান লোকের বালক
শিক্ষার্থে নিযোজিত কোন শিক্ষক, তিনি আপন ছাত্র সকলকে
লইয়া গিয়া ঐ কামিলস নামে রূমি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করি-
তে স্বীকার পূর্ব্বক কহিলেন, যে এই বালক হস্তগত করিলে নগরস্থ
লোকেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমাদিগের অধীনতা স্বীকার করিবে;
অতএব বালক দিয়া তোমাকে এই নগর সমর্পণ করিলাম, কেননা
আমি এই ছাত্র শিক্ষাপদ অপেক্ষা রূমি লোকদিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্তি
শ্রেয়োজ্ঞানই করি। তখন কামিলস সেনাপতি তাহার সর্ব্ব প্রকারে
রক্ষণীয় যে আপন দেশ তাহা নষ্ট করণার্থে এই রূপ বিশ্বাসঘাতকী
কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আর কিয়ৎ কাল নীরব থাকিয়া
শেষে এই কথা কহিলেন, যে অরে দুষ্ট, তোমাকে ধিক্ তুমি তো-
মারি মত বিশ্বাসঘাতকের নিকটে এই সকল দুষ্টতা প্রকাশ কর
গিয়া, ইহা কহিয়া আজ্ঞাদ্বারা তাহার বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক উপযুক্ত

was to protect his countrymen, the general for s time regarded him with a stern air, but at length in nantly exclaimed, "Wretch! offer thy proposals to c tures like thyself." So saying he caused him to be st ped and bound, and in that ignominious manner wl ped into the town by his own scholars. This gener behaviour of Camillus having induced the magistra of the town to submit to the senate, they were recei and treated as allies of Rome.

But though the conduct of Camillus had excited ve ration abroad, he was accused at home, by the turbul tribunes, of having concealed a part of the plunder of Veii; and being ordered to appear before the people, resolved not to submit to the ignominy of a trial, a retired to Ardea, a town at a little distance from Ror The Gauls, a barbarous nation, had two centuries l fore passed the Alps, and settled in the northern p vinces of Italy. Thy had been allured from their r tive country by the deliciousness of the wines, and t softness of the climate. They invited others from th original habitations, and a body of these, under the co duct of Brennus, their king, at this time besieg Clusium, a city of Etruria. The Clusians, frighted their numbers, and still more at their savage appea ance, intreated the assistance of the Romans, who se ambassadors to Brennus. The ambassadors, howev heading the citizens in a sally against the besieger Brennus was so enraged, that he immediately broke u the siege of Clusium, and marched his conquerin army to attack Rome.

The Romans and Gauls met near the river Allia eleven miles from the city. The two armies were alik

প্রহার করিয়া বক্তৃ বলাতে ছাত্রগণের সহিত তাহাকে ঐ নগর-মধ্যে দূর করিয়া দিলেন। এই রূপ হইলে ঐ নগরবাসি প্রধান লোকেরা কামিলস সেনাপতির এতাদৃশ সচ্চরিত্রতা দেখিয়া রূমি লোকদিগের বশতা স্বীকার করিল; অতএব ঐ সময়াবধি বিয়ান লোকেরা রূম রাজ্যের সহকারী রূপে গণিত হইল।

আর ঐ সেনাপতি সদ্ব্যবহারদ্বারা দেশ দেশান্তরে সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন দেশে কলহকারি বিচারকর্ত্তৃগণ ঐ বিয়ান দেশীয় লুন্ঠিত দ্রব্যাদি তিনি গোপনে অপহরণ করিয়াছেন, ইহা কহিয়া দুর্নাম দেওয়াতে তাহাকে সাধারণ লোকদের নিকটে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল; তাহাতে তিনি এই অসম্ভ্রমের ক্রিয়া স্বীকার না করিয়া তথাহইতে আর্ডীয়া নগরে প্রস্থান পূর্ব্বক বসতি করিলন। পরে যে সময়ে ফরাশীষ লোকেরা নিতান্ত অসভ্য ছিল, তৎকালে গত দুই বৎসর হইল তাহারা-অপূর্ব্ব দ্রাক্ষারস ও কোমল বায়ুর লোভেতে স্ব দেশ পরিত্যাগ করিয়া আল্পস নামে পর্ব্বত শ্রেণী উত্তীর্ণ হওত যখন ইটালি দেশে গিয়া বসতি করিয়াছিল, তখন কতক গুলীন অন্য জাতিকে আহ্বান পূর্ব্বক সহকারী করিয়া ব্রেণষ নামক রাজাকে সেনাপতি করিয়া ইত্রুরিয়া দেশীয় লুসিয়া নামক নগর বেষ্টন করিল: তাহাতে ঐ নগরস্থ লোকেরা ফরাশীষদিগের ভয়ানক মূর্ত্তি ও বহু সংখ্যক সেনা দেখিয়া ভয়েতে রূমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইলে রূমি লোকেরা রাজা ব্রেণষের নিকটে কতক গুলীন দূত প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ দূত গণ কতক গুলীন নগরবাসি লোক সহায় পূর্ব্বক ফরাশীষদিগের উপরে আক্রমণ করিলে ব্রেণষ রাজার প্রচণ্ড কোপাগ্নি এমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যে তিনি ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া রূম নগরের প্রতি আক্রমণার্থে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর ফরাশীষ লোক ও রূমী লোক উভয় জাতিতে রূম নগর-হইতে একাদশ ক্রোশ দূর আলিয়া নদী তীরেতে পরস্পর সাক্ষাৎ হইল; তাহাতে উভয় পক্ষ লোকেরাই পরাক্রমের অভিমানেতে নিজ২ জয়ের আকাঙ্ক্ষাতে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে পর রূমী সৈন্য শ্রেণীর মধ্যস্থ দলেরা ফরাশীষদের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া শ্রেণী ভঙ্গ হইল। ইহা দেখিয়া উভয় পার্শ্বস্থ শ্রেণী

confident of victory, and disdaining to survive a defea However, the centre of the Roman army, unable t withstand the impetuosity of the enemy's charge, soo gave way; and the wings being divided from each othe a rout ensued, in which the Romans seemed to hav lost the power, not only of resistance, but of flight confusion and terror reigned throughout their broke ranks, and few of them returned to Rome with th dreadful intelligence of this overthrow. The remainin inhabitants, able to bear arms, threw themselves int the capitol, and the rest resolved to hide themselve in some of the neighbouring towns. The ancient sena tors and priests, determined to devote their lives to atone for the crimes of the people, and habited in thei robes of ceremony, placed themselves in the forum, on their ivory chairs.

On the third day after the victory, Brennus appeared before the city, and was surprised to find the gates wide open, and the walls defenceless. After proper precautions, he entered Rome, and beheld the ancient senators, who observed a profound silence, unmoved and undaunted. The Gauls first considered them as gods, and worshipped them; but one venturing to stroke the beard of Papyrius, the Roman struck him to the ground with his ivory sceptre. This seemed as a signal for a general slaughter, and all of them fell without mercy or distinction. In a short time, every house was reduced to a heap of ashes, and Rome became nearly a waste.

The siege having continued for above six months, the provisions of the garrison were almost exhausted, their numbers lessened with continual fatigue, and nothing seemed to remain but death, or submission to the mercy of the conquerors, which was dreaded more than

বদ্ধ সৈন্যেরাও রণ ভঙ্গ দিয়া এমন ভীত হইল, যে তাহারা রণ করিতে কি পলায়ন করিতে কিছুই না পারিয়া কাষ্ঠের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল; তাহাতে ঐ শ্রেণী ভঙ্গ সেনার মধ্যে কতক গুলীন সৈন্যেরা পলায়ন পূর্ব্বক রুম নগরে গিয়া এই ভয়ানক পরাজয়ের সমাচার প্রদান করিলে নগরস্থ অবশিষ্ট অস্ত্রধারি লোকেরা কাপিটল নামক গৃহে গিয়া রহিল; এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ লোকেরা শঙ্কাতে নিকটস্থ গ্রামে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। আর প্রাচীন২ সভাস্থ ও যাজক লোকেরা নিতান্ত আপন২ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া দেশের পাপ সকল দূর করণার্থে সকলে ঐ সভাতে গিয়া নিজ পদের বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গজদন্ত নির্ম্মিত আসনে বসতি করিলেন।

অপর ব্রেণস রাজা এই রূপে জয়ী হওনের তৃতীয় দিবসে রুম নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বহির্দ্বার প্রকাশ আছে, এবং দুর্গমধ্যে সেনামাত্র নাই, দেখিয়া সাবধানে ঐ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে সভাতে প্রাচীন লোকদিগের নির্ভীত অথচ মৌনভাবে বসতি করিতে দেখিয়া তাহারা প্রথমে তাহাদিগের দেবজ্ঞানে পূজাদি করিতে লাগিল বটে; কিন্তু ইতোমধ্যে এক জন সেনা পাপিরিয়স নামে এক সভাস্থ লোকের শ্মশ্রুতে হস্তার্পণ করাতে সে ব্যক্তি গজদন্তনির্ম্মিত দণ্ডদ্বারা তাহাকে ভূমি পাত করিলেন। এই রূপ হইলে ফরাশীষ সৈন্যগণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাবৎ সভাস্থ লোকদিগকে বিনাশ করিল, এবং অগ্নিদ্বারা নগরের সমুদয় গৃহাদি ভস্মসাৎ করিলে রুম নগর প্রায় একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

তদনন্তর এই রূপ হইলেও তথাপি ফরাশীষ লোকেরা মর্ম্মান্তিক ক্রোধেতে ছয় মাস পর্য্যন্ত ঐ রুমি কেল্লা অবরোধ করিয়া রহিল, তাহাতে তদ্দুর্গস্থ লোকেরা খাদ্য দ্রব্যাভাবে অনাহারে কণ্ঠাগত প্রাণ হইলে অনেক২ লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; এই প্রকারে তাহাদিগের মরণ অথবা শত্রু শরণাপন্ন হওয়া এই উভয় ভিন্ন আর

even death itself; in short, they had resolved on dying, when they were revived from their despondence by the appearance of a man, who climbed up the rock, and whom they knew, upon his arrival, to be a messenger from their friends without. This person's name was Portius Comminus, a young plebeian, who had swum across the Tiber by night, passed through the enemy's guards, and with extreme fatigue climbed up the capitoline rock. He brought tidings to the besieged, that Camillus, their expatriated dictator, was levying an army for their relief; that the citizens of Ardea and Veii had armed in his favour, and made him their general; and that he only waited his country's confirmation of their choice, to enter the field and give the barbarians battle.

The Romans were struck with a mixture of rapture and astonishment, to find that the man whom they had injuriously spurned from the city, was now, in its desperate state, ready to become its defender. They instantly chose him for their dictator, and prepared to defend themselves with recruited vigour. The messenger, after receiving his answer and proper instructions, had the good fortune to return to Camillus. Brennus tried every art to reduce the citadel, and hoped speedily to starve them into a capitulation; but, in order to convince him of the futility of his expectations, though in actual want, they caused several loaves to be thrown into his camp. Brennus then attempted to scale and surprise the capitol; but the garrison being awakened by the cackling of some sacred geese kept in the temple of the idol Juno, the enemy were thrown headlong from the walls. At length, it was agreed, that the invaders should immediately quit the city and territories of Rome, on being paid a thousand

কোন উপায় না থাকিলেও তথাপি তাহারা শত্রু হস্তগত হওয়া অপেক্ষা মরণ শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু শেষে কেল্লার প্রাচীরোপরি আগত ইতর লোকদিগের মধ্যের পরসিয়স্ কামাইনস নামে এক জন যুবা পুরুষকে দেখিয়া কোন বন্ধুর দূত বোধ হওয়াতে তাহাদের ঐ প্রতিজ্ঞা সফলা হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই, যে ঐ ব্যক্তি রাত্রি যোগে সন্তরণদ্বারা টাইবর নদী পার হইয়া শত্রুদিগের প্রহরি মধ্য দিয়া কষ্টেতে ঐ শৈলোপরি কেল্লাতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সাবধানে আগমন করিয়া তাহাদিগকে এই সমাচার দিলেন, যে তোমাদের কর্ত্তৃক দেশ বহির্ভূত যে কামিলস সেনাপতি, তিনি নিজ দেশরক্ষার্থে অনেক২ সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক আর্ডীয়া লোক এবং বিয়াই লোকদিগের সেনাপতি হইয়া শত্রু জয় করণার্থে কেবল রুমি লোকদিগের অনুমতি অপেক্ষা করিয়াআছেন।

পরে আমাদিগের হইতে দেশ বহিষ্কৃত ব্যক্তি যে এই রূপ মহা সঙ্কটহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন, ইহা শুনিয়া রুমি লোকেরা চমৎকার বোধেতে আহ্লাদিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া পুনর্য্যুদ্ধ করণে উদ্যোগী হইলে ঐ দূত নানা বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কামিলস সেনাপতির নিকটে প্রত্যাগমন করিল। অপর কিছু দিনের পর খাদ্য দ্রব্যাভাবে রুম লোকেরা বশীভূত হইতে পারে ইহা বোধ করিয়া ব্রেণস রাজা ঐ কেল্লা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহারা ভক্ষ্যাভাবে আত্যন্তিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও তথাপি আপনাদের স্বচ্ছন্দতা জানাইবার জন্যে কতক গুলীন রুটী ঐ রাজার শিবিরে ফেলিয়া দিল; তাহাতে ব্রেণস রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রি যোগে ঐ কেল্লা আক্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় জুনো নাম্নী দেবীর উৎসৃষ্ট কতক গুলীন হংসের কলরব শুনিয়া দুর্গস্থ লোকেরা জাগ্রত হইয়া দুর্গের প্রাচীরহইতে ঐ শত্রুদিগকে অধোনিঃক্ষেপ করিল। এই রূপে কিছু দিন পরস্পর আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিলে পর, শেষে এই একটি নিরূপিত হইল, যে ফরাশীষ লোকেরা সার্দ্ধদ্বাদশ সের সুবর্ণ পাইয়া রুম রাজ্য পরিত্যাগ করত নিজ দেশে গমন করিবেন। কিন্তু শেষে ফরাশীষেরা ঐ স্বর্ণ পরিমাণ করণ সময়ে চাতুর্য্য রূপে তরাজু দণ্ডে ঠেকা দেওয়াতে রুমি লোকেরা তাহাদের অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া দুষিলে পর ব্রেণস রাজা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক আপন

pounds weight of gold. The Gauls, however, attempted fraudulently to kick the beam on weighing the gold; of which the Romans complaining, Brennus insultingly cast his sword and belt into the scale, saying that the only portion of the vanquished was to suffer. At this very juncture arrived Camillus, at the head of a large army destined to relieve the citadel. Camillus, being informed of the dispute, ordered the gold to be taken and carried back to the capitol; and added, that the manner of the Romans was, to ransom their country with iron, and not with gold. A battle ensued; in which Brennus and his followers were so completely defeated, that the Gauls soon wholly disappeared from Italy.

Rome, however, continued a heap of ruins; and no part of its former magnificence remained, except the capitol. The greatest number of its former inhabitants had sought refuge in Veii; and the tribunes of the people once more urged the removal of the poor remains of Rome to Veii, where they might have houses to shelter, and walls to defend them. But Camillus attempted to appease them, observing, that it was unworthy of them to desert the venerable seats of their ancestors, and remove to a city, which they themselves had conquered. By these and similar arguments, having prevailed on the people to relinquish the design of abandoning Rome, and to set about rebuilding its ruined edifices, it quickly arose from its ashes, though with diminished beauty and regularity.

The bravery of Manlius, who had defended the capitol when the Gauls attempted to scale the walls, was rewarded by the people, who built him a house near the place where his valour had been so conspicuous, and appointed him a public fund for his support.

রোমের পর্ত্তানা ঐ তরাজুর উপরে দিয়া কহিলেন, যে তোমাদের রূপ ব্যতিরেক আর কোন গতি নাই; এমন হইলে ইতোমধ্যে মিলস সেনাপতি অনেক২ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া ই রূপ বিবাদ হইতে দেখিয়া সুবর্ণ সকল কেল্লায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন; আর কহিলেন, যে রূম নগরের এই একটি রীতি াছে, যে স্বর্ণ দিয়া দেশ রক্ষা না করিয়া লৌহদ্বারা রাজ্যরক্ষা রিতে হয়। এ প্রকারে বচসা হওয়াতে পরস্পর ঘোরতর একটি সং-ম উপস্থিত হইল, তাহাতে বেুণষ রাজা এমন পরাজিত হইলেন, অল্প দিনের মধ্যে তাহার ইটালি দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইল।

অপর এই রূপে রূম নগর দগ্ধ ও চূর্ণায়মান হইলে কেবল কেল্লা তিরেকে পূর্ব্ব শোভার চিহ্ন আর কিছু মাত্র ছিল না। আর তৎ-ালে নগরস্থ অনেক২ লোক পলায়ন পূর্ব্বক বিয়াই নামক নগরে াশ্রয় লইয়াছিল। শেষে অবশিষ্ট কতক গুলীন লোকেরাও উত্তম২ াচীর ও গৃহাদিযুক্ত ঐ বিয়াই নগরে গিয়া নিষ্কণ্টকে বসতি কর-র্থে বিচার কর্ত্তৃগণহইতে আজ্ঞা পাইল; তাহাতে কামিলস সে-াপতি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করণার্থে এই কথা কহিলেন, যে তোমা-রে এতাদৃশ পৈতৃক নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের কর্তৃক রাজিত নগরে গিয়া বসতি করা অতি অনুচিত হয়। এই প্রকারে ানাবিধ কারণ কথাদ্বারা লওয়ানেতে তাহারা নিজ নগর ত্যাগের ানস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে পূর্ব্বমত অট্টালিকা প্রাচী-াদি নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহাতে ঐ নগরকে এক ্কার ভস্মহইতে তুলিয়া ক্রমে২ নানা প্রকার শোভিত করিতে াগিল বটে, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খল ও সুশ্রী আর ইয়া উঠিল না।

পরে মানলিয়স নামে সেনাপতি ফরাশীষ কর্তৃক দুর্গ আক্রান্ত ময়ে কেবল আত্ম সাহসদ্বারা দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নি-মিত্তে রূমি লোকেরা তাহাকে নানাবিধ পুরস্কার করিয়া তাঁহার ান্যে কেল্লার সমীপে একটি উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন, াবং রাজ সরকারহইতে তাঁহার পোষণার্থে বৃত্তি করিয়া দিলেন। ঐ রূপ হইলেও তত্রাপি তাঁহার শ্রেষ্ঠ হওনের লালস পূর্ণ না হওয়াতে তিনি রূম রাজা পদ প্রাপ্তার্থে বাসনা করিয়া কলীন লোকদিগের

But his ambition was far from being satisfied, and aspiring to the sovereignty of Rome, he endeavoured to ingratiate himself with the populace, by paying their debts, and railing at the other patricians. His design being known to the senate, they created Cornelius Cossus dictator, who, after defeating the Volscians, imprisoned Manlius for his conduct at home. However, Cossus was obliged to lay down his office, and Manlius was carried by the populace from confinement, in triumph through the city. He now began to talk of a division of the lands among the people; to insinuate that there should be no distinctions in the state; and always to appear at the head of a large body of the dregs of the people. Camillus, being elected one of the military tribunes, appointed Manlius a day to answer for his life. However, on being accused of sedition, and of aspiring to the sovereignty, Manlius only turned his eyes upon the capitol, and pointing thither, put the people in mind of his achievements upon that spot. The multitude instantly refused to co-operate with his accusers; but when he was brought to a distance from the capitol, they condemned him to be thrown headlong from the Tarpeian rock. His house was razed to the ground; and his family were forbidden to assume the name of Manlius.

Camillus being chosen military tribune a sixth time, he and Lucius Furius, his colleague, marched against the Volscians. The latter being a young man, eager to engage the enemy, ascribed the backwardness of Camillus for an attack, to the timidity of old age, or to the envy of a man unwilling to admit a partner in his fame. Furius, therefore, seized the opportunity of leading

নিন্দা করণ ও ইতর লোকদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করণদ্বারা লোক সাধারণের প্রীতি জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাতে রাজ-সভাস্থ লোকেরা কোন প্রকারে তাঁহার এই রাজদ্রোহ উদ্যোগ জ্ঞাত হইয়া কর্ণিলিয়স্ কশস নামে এক ব্যক্তিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি বলসাই জাতিদিগকে জয় করিয়া ঐ মানলিয়স সেনাপতিকে রাজদ্রোহী বলিয়া কারাগারে বদ্ধ করিলেন বটে; কিন্তু তাহাতেই তাহার ঐ পদ ত্যাগ করিতে হইল, কারণ লোকেরা ঐ মানলিয়স সেনাপতিকে কারাহইতে উদ্ধার করিয়া জয়ধ্বনি পূর্ব্বক নগর ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিল। তাহাতে তিনি ভূমি সকল বিভাগ করণার্থে এবং রাজ্যের মধ্যে আপামর সাধারণ সকলের সমানত্ব করণার্থে সূত্র উত্থাপন করিয়া এক দল জঘন্য লোকের সহিত প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বেড়াইতে লাগিলেন। তৎকালে কামিলস সেনাপতি বিচারকর্ত্তা হইয়া ঐ মানলিয়সের দোষ প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রাণ দণ্ডের বিচারিত হওনার্থে বিচারস্থানে আসিতে হইবে এমন একটি দিন নিরূপণ করিলে পর, তদ্দিনেতে মানলিয়সের উপরে রাজদ্রোহিত্ব ও রাজকর্ত্তৃত্ব গ্রাহকত্ব দোষ দিয়া নালিশ হওয়াতে ঐ অধ্যক্ষ কোন উত্তর না করিয়া কেবল আপন কীর্ত্তি স্মরণ করাইবার জন্যে কেল্লার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাহাতে লোকেরা ঐ ফৈরিয়াদির নালিশ গ্রাহ্য করিল না বটে; কিন্তু তথাপি শেষে যখন তাহাকে কেল্লাহইতে কিছু দূরান্তর লইয়া গিয়াছিল, তৎকালে তাহার গৃহাদি বনিয়াদের সহিত ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে টারপীয়ন পর্ব্বতহইতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হইল, এবং তদ্বংশের মধ্যে মানলিয়স নাম রাখিতে ও নিষেধ হইল।

তদনন্তর ঐ কামিলস সেনাপতি ক্রমেং ছয় বার বিচারকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া শেষে এক সময় লূসিয়স ফিউরিয়স নামে এক জন সহকারির সহিত বলসাই জাতিদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করি-লেন। তাহাতে ঐ সহকারি ব্যক্তি সম্পূর্ণ যুবা এবং যুদ্ধ করণে ব্যগ্র প্রযুক্ত কামিলসের যুদ্ধবিষয়ে কিঞ্চিৎ শৈথল্য দেখিয়া অনু-মান করিল, যে এই সেনাপতি বার্দ্ধক্য দশাতে দুর্ব্বল প্রযুক্ত অথবা আমার যশ কোন প্রকারে না হয় এই অভিপ্রায়েতে আক্রমণেতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা করেন না। অতএব আমি একা সংগ্রাম করিব, এই মানস

on his forces to battle when Camillus was sick and obliged to keep his bed. Too soon, however, he perceived the temerity of his own conduct, and the wisdom of Camillus's advice. His army was almost defeated, and an universal flight was about to ensue, when the veteran general roused from his bed, and being helped on horse-back, old and infirm as he was, put himself at the head of a small body of men, opposed those who fled, and brought them furiously up against their pursuers. "Is this," said he, "the victory which you promised your selves? There is no shelter for you here. Return!" The soldiers quickly rallied round their general, under whom they had so often fought victoriously, and whom they considered as invincible. The enemy were repulsed, and the combat being renewed the next day, were totally defeated. Soon after, Camillus returned to Rome, laden with the spoils of conquest; but no successes abroad could allay the dissensions at home.

The youngest daughter of Fabius Ambustus, being married to a plebeian, envied the honours of her elder sister, who was the wife of a patrician. She, therefore, prevailed on her father to excite the people to assert their equal right with the patricians to the consulate. The law for creating a plebeian consul being agitated, the senate strongly opposed it, and forbade Camillus, who was at that time dictator, to lay down his office. But while Camillus was dispatching public affairs, the tribunes ordered that the votes of the people should be taken on their favorite measure; and the dictator ve-

য়া যখন ঐ কামিলস সেনাপতি পীড়িত হইয়াছিলেন, ঐ য় ঐ সহকারি লুসিয়স, আপনি সেনাপতি হইয়া সংগ্রামে ত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতে আপনার যে অসদ্বিবেচনা আর কা-সের যে কি রূপ সাধু মন্ত্রণা, তাহা তিনি অল্পক্ষণেতেই জানিতে রিলেন। ফলতঃ তাহার সেনাগণ পরাস্ত হইয়া যখন পলায়ন তেছিল, তৎকালে ঐ প্রাচীন সেনাপতি তাহা শ্রবণ করিয়া াহইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহসা সাহস ক্রমে অশ্বারোহণ য়া বার্দ্ধক্যে ক্ষীণ শরীর হইলেও তথাপি কতকগুলীন সৈন্যসম-াহারে গমন করিলেন। আর পলাতক সৈন্যদিগকে সাহস প্রদান ক নিবারণ করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান শত্রু সৈন্যদিগের সম্মুখে স্থিত হইয়া কহিলেন, যে তোমাদের কি এই রূপ জয় করা? তো-। এ স্থানে আশ্রয় পাইবা না। ইহা কহিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আ-করিয়া দিলেন। আর সেনাগণেরা তাহার বশীভূত থাকিয়া নক২ বার রণজয় করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা তাঁহাকে অজেয় রিয়া জ্ঞান করিত। এই নিমিত্তে তাহারা আপনাদের প্রাচীন সে-পতিকে দেখিয়া দ্বিগুণ সাহসে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করিলে বর্গেরা অধৈর্য্য হইল; এবং পর দিন পনর্যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বল-ই লোকেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। পরে কামিলস সেনা-তি জয় প্রাপ্ত হইয়া লুণ্ঠিত ধনাদি লইয়া রুম নগরে প্রত্যাগমন রিলেন। এই রূপে তিনি দেশদেশান্তর জয় করিলেও কিন্তু তথাপি জ দেশের অনৈক্যাদি ঘুচাইতে পারিলেন না।

অনন্তর ফেবিয়স আম্বস্টস্ নামে এক ব্যক্তি কোন ইতর লোকের হিত আপন কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেওন প্রযুক্ত নিজ জ্যেষ্ঠ গিনীপতি এক কুলীনের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষা বিশিষ্ট হইয়া আ-ন পিতাকে এই লওয়াইলেন, যে ইতর লোকেরা যেন কুলীন গের ন্যায় অধ্যক্ষ পদাধিকার প্রাপ্ত হওনার্থে প্রার্থনা করে, এই াহাদের প্রবৃত্তি জন্মাও। তাহাতে ইতর লোকেরা অধ্যক্ষ হইবার যাগ্য কি অযোগ্য ইহা রাজসভাতে বিবেচনা হইলে তাঁহারা কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলেন বটে; কিন্তু বিচারকর্ত্তাদের ভয় প্রযুক্ত মিলস অধ্যক্ষকে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে ঐ কামি-সের অধ্যক্ষতা করণ কালে তাহার কাছে লোকদিগের ঐ পূর্ব্বোক্ত বয়ে সম্মতি অসম্মতি লওনার্থ বিচারকর্ত্তৃগণ আজ্ঞা দিলে পর তিনি

hemently opposing it, they sent an officer to arrest him, and conduct him to prison. Such a mark of indignity raised a greater commotion than had yet been seen in Rome; and the patricians boldly repulsed the officers while the people cried out, "Down with him! down with him!" By the advice of Camillus, a law was passed, that in future, one of the consuls should be chosen from the plebeians. At the same time also, they created from the patricians a pretor, who supplied the place of the consul in his absence. The number of pretors, in after ages, was increased to sixteen.

Camillus, after resigning the dictatorship, died of the plague in the eighty-second year of his age, with the reputation of being the second founder of Rome. It is said, that he never engaged in a battle which was not followed by a complete victory, nor besieged a town without taking it, nor led forth an army, which he did not bring back laden with spoils of the enemy. A chasm having opened in the forum, which the augurs affirmed would never close up till the most precious things in Rome were thrown into it, Curtius, with his horse and armour, leaped into the midst of it, saying that nothing was more truly valuable than patriotism and military virtue!

The Romans having now triumphed over the Sabines, the Etrurians, the Volscians, and other petty nations, within a moderate distance, they turned their arms against the Samnites, a people one hundred miles east from Rome. The Samnites were a hardy and power-

বা বিষয়ে অসম্মত হইলেন; অতএব বিচারকর্ত্তারা তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করণার্থে দূত প্রেরণ করিল। এই রূপ অধ্যক্ষের অত্যন্ত অপমান হওয়াতে নগরমধ্যে এমত একটি কলহ উপস্থিত হইল, যে তাদৃক্ বিষয় পূর্ব্বে কখন লেখা যায় নাই। এমন হইলে কুলীন লোকেরা তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ পেয়াদাগণকে দূরীকৃত করাতে লোকেরা ঐ অধ্যক্ষের অপমান করণার্থে চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল। এই রূপে অত্যন্ত আত্ম কলহ উপস্থিত হওয়াতে কামিলস অধ্যক্ষ মন্ত্রণা পূর্ব্বক এই স্থির করিলেন, যে ইতর লোক ও কুলীন লোক এই উভয় লোকহইতে দুই জন করিয়া অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবে; এবং তৎকালে অধ্যক্ষেরা অনুপস্থিত থাকিলে তাহাদের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কুলীন লোকহইতে প্রীটর নামে এক জন নিযুক্ত হইবে। এই প্রকারে কুলীন লোকহইতে ক্রমে২ ষোল জন প্রীটর নিযুক্ত হইয়াছিল।

পরে এই রূপে ঐ কামিলস অধ্যক্ষ রূম রাজ্যের দ্বিতীয় পত্তনকর্ত্তা নামে বিখ্যাত হইয়া আপন পদ ত্যাগ করিলে পর বিরাশী বৎসর বয়ঃক্রমে মহামারীতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আর ইতিহাসবেত্তারা কহেন, যে তিনি এমন যুদ্ধে গমন করেন নাই যে সে সংগ্রামে জয়ী না হইয়াছিলেন; আর এমন বেষ্টন করেন নাই যে বেষ্টনেতে নগর অধিকার হয় নাই; আর যে যাত্রাতে সৈন্যগণেরা অধিক লুট পায় নাই এমন যুদ্ধে যাত্রা করেন নাই; এবং যে লুটেতে সৈন্যগণ ভারাক্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই এমন যুদ্ধযাত্রা করেন নাই। সে যাহা হউক, পরে এক সময় রাজসভাগৃহমধ্যে অকস্মাৎ একটি দোয়া পড়িলে পর গণকেরা কহিলেন, যে রূম রাজ্যের কোন নিধি ঐ গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ না করিলে ঐ গর্ত্ত পূর্ণ হইবে না। তাহাতে কর্শাস নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কহিলেন, যে রাজ্যের প্রতি প্রীতি ও যুদ্ধের সাহস ইহা ব্যতিরেক রূম রাজ্যের আর কি নিধি আছে, ইহা কহিয়া ঐ ঘোড়া ঘোড়া রণসজ্জার সহিত ঐ গর্ত্তমধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া পড়িলেন।

পশ্চাৎ রূমি লোকেরা সাবাইন ও ইট্রুরিয়া ও বলসাই ইত্যাদি নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র২ রাজ্য সকল জয় করিয়া ক্রমে২ জয়াশা প্রবলা হওয়াতে শেষে স্ব দেশের পূর্ব্ব পঞ্চাশত্ ক্রোশান্তরস্থ সামনাইট নামে জাতিদিগের সহিত যুদ্ধের উপক্রম করিলেন। ঐ সামনাইট

ful nation, descended from the Sabines, and inhabiting a large tract of Southern Italy, which at this day constitutes a considerable part of the kingdom of Naples. They were equally powerful in numbers and discipline with the Romans; and, like them, had confederate states in their train. Two such powerful neighbours, who were both inured to war, did not long want a pretext for a rupture. The Samnites had oppressed the Sidicini, who, being too weak to manage the war alone, called in the Campanians to their assistance; and they also being overthrown, implored the assistance of the Romans.

Valerius, who was surnamed Corvus, from having been assisted by a crow in a single combat with a Gaul of gigantic stature, whom he defeated and killed, and who was consul, was sent to relieve Capua, the capital of the Campanians, which was besieged by the Samnites. At the same time, Cornelius, his colleague, marched with an army against Samnium, the enemy's capital. The arms of Rome prevailed; and the Samnites fled, averring that they were unable to withstand the fierce look and fiery eyes of the Romans. Capua received a Roman garrison, which revolted against Rome; but at length, by the prudence of Corvus, who was created dictator, the soldiers were brought to a sense of their duty.

The Romans deemed it advisable to conclude with the Samnites a treaty of peace, the terms of which were so offensive to the Latins, and the Campanians, as to induce them to revolt. The two consuls, Manlius Torquatus and Decius, were sent to chastisé the Latins, who insisted that one of the consuls, and half the se-

লোকেরা সাবাইন জাতিদিগের বংশজাত, এবং যাদৃশ পরাক্রমী তাদৃশ ক্লেশ সহিষ্ণুও ছিল ; আর ইটালী দেশের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ এখন যে স্থানে নেপল্‌স রাজ্যের প্রধান খণ্ড হইয়াছে, ঐ স্থানে তাহারা বসতি করিত। তাহারা পরাক্রমেতে ও সংখ্যাতে ও রণ-বিদ্যাতে রুমি লোকদের সদৃশ ছিল, এবং রুমিদিগের ন্যায় তাহা-দেরও ক্ষুদ্রং রাজা সকল সহকারী ছিল। অতএব এই তুল্য পরা-ক্রমী দুই জাতি নিকটবর্ত্তী থাকাতে পরস্পর বিচ্ছেদ হওনের অধিক বিলম্ব নাই। পরে এক সময় সামনাইট লোকেরা সিডিসিনি নামক জাতিদিগের উপর উপদ্রব করাতে তাহারা যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া কাম্পানিয়ন জাতিদিগের আশ্রয় লইল, তাহাতে তাহারাও পরাজিত হওয়াতে রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইল।

অনন্তর এই রূপে সামনাইট লোকেরা কাম্পানিয়ন জাতিদের কা-পিয়া নামে রাজধানী বেষ্টন করাতে রুমি লোকেরা শরণাগত রক্ষার্থে বালিরিয়স্ নামক অধ্যক্ষকে ঐ সংগ্রামে প্রেরণ করিল। ঐ ব্যক্তি যখন ফরাশীষ লোকের মধ্যে বৃহৎ কায় এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কাক কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছিলেন, এই জন্যে কর্বস নামে উপাধি পাইয়াছিলেন। পরে কর্ণিলিয়স নামে তাহার সহকারি সেনাপতি কতক কুলীন সৈন্য সামন্ত লইয়া সামনাইট লোকদিগের রাজধানীতে উপস্থিত পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করাতে শত্রু লোকেরা তাহাদের অসহ্য অস্ত্রবর্ষণেতে রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, আর কহিল, যে রুমিদি-গের যে বিকট মূর্ত্তি এবং অগ্নিবৎ চক্ষু তন্নিমিত্তে তাহাদের নিকটে দাঁড়াইতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, সে স্থানে কাপিয়া নগরীয় কেল্লাতে যে সকল রুমি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা কিছু দিনের পর রুম নগরীয় কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিতে স্পৃহা করিলে কর্বস সেনাপতি আপন পরিমিততা ও সুবিবেচনাদ্বারা তাহাদের পুন-র্ব্বার রুম নগরে যাইতে সম্মত করাইলেন।

অপর রুমি লোকেরা বিবেচনাতে সামনাইট লোকদিগের সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য স্থির করিল, তাহাতে কাম্পানিয়ন জাতি ও লা-টিন জাতি এই দুই লোকেরা ঐ সন্ধির নিয়ম দেখিয়া এমন বিরক্ত হইল, যে রুম রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিতে স্পৃহা করিয়া এই পণ করিল, যে যদি এক জন অধ্যক্ষ ও সভাস্থ লোকেরও অর্দ্ধেক লোক

nate, should be chosen out of their body, before they would submit to an accommodation with Rome. The two armies met, and engaged for some time with doubtful success; but at length, the wing commanded by Decius being repulsed, the general resolved to devote himself to his country, and offer his own life as an atonement to save his army. The Roman troops considered this as an assurance of success; and the Latins were not less powerfully influenced by his resolution. The Romans pressed them on every side, and so great was the carnage, that few of the enemy survived the defeat. Two years after Pœdum, their strongest city, was taken, and they were brought into an entire submission to the Romans.

The Latins and Romans being a neighbouring people and their habits, arms, and language the same, in the above engagement the most exact discipline was necessary to prevent confuson. Manlius, the consul, therefore, issued orders that no soldiers should leave their ranks upon any provocation; and that he who should offer to violate this injunction, should certainly be put to death. When both armies were drawn out, and ready to engage, Metius, the general of the enemy's cavalry, pushed forward from his lines, and challenged any knight in the Roman army to single combat. For some time there was a general pause, and no one offered to disobey the above-mentioned order; but at length Titus Manlius, the consul's son, ashamed to see the whole body of the Romans intimidated, boldly advanced against Metius. The soldiers on each side suspended the general engagement, that they might be spectators of the encounter. The two champions attacked

আমাদিগেরহইতে নিযুক্ত না করেন, তবে উহাদিগের সহিত আমরা ঐক্য রাখিব না। এই নিমিত্তে মানলিয়স্ টরকুএটস নামে ও ডিসিয়স নামে এই দুই জন অধ্যক্ষ লাটিনদিগের শাস্তি প্রদানার্থে প্রেরিত হইলেন, তাহাতে উভয় পক্ষীয় লোকেরা রণস্থলে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করাতে প্রথমে উভয় পক্ষেতেই জয় পরাজয় সংশয় হইয়া উঠিল। কিন্তু অবশেষে ডিসিয়স অধ্যক্ষের বশতাপন্ন সৈন্য দলেরা রণভঙ্গ দেওয়াতে তিনি দেশ রক্ষার্থে প্রাণ ব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া রণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে রুমি সৈন্যেরা যে আপনাদের সংগ্রাম সিদ্ধি নিশ্চয় জানিল তাহা কেবল নয়, লাটিনেরাও আপনং পরাজয় নিশ্চয় স্থির করিল; এই প্রকারে তিনি শত্রুদিগের এমন বিনাশ করিতে লাগিলেন, যে তাহারা রণস্থলহইতে প্রাণরক্ষা করিয়া, অতি অল্প সৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই রূপে দুই বৎসরের পর তাহাদের পিদম নামে প্রধান নগর পরাজিত হওয়াতে লাটিন লোকেরা রুমিদিগের বশতাপন্ন হইয়া রহিল।

অনন্তর রুমি লোক ও লাটিন লোক পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকাতে তাহাদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি সমুদয় সমানরূপ প্রযুক্ত যুদ্ধস্থলে বিভিন্ন জ্ঞান না হওয়াতে মানলিয়স নামে অধ্যক্ষ এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে শত্রুদের আহ্বানেতে ও কোন সৈন্য যেন আপন শ্রেণীভঙ্গ করিয়া না যায়, আর এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। পরে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইলে পর মিটিয়স নামক লাটিনবর্গীয় ঘোড়সোয়ার সৈন্যাধিপতি আপন শ্রেণীহইতে অগ্রসর হইয়া দম্ভ পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, যে তোরদিগের মধ্যে এমন যোগ্য অশ্বারূঢ় সেনাপতি যদি কেহ থাকে,তবে সে একাকী আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক। কিন্তু রুমি সৈন্যেরা আপন অধ্যক্ষের পূর্ব্ব আজ্ঞা স্মরণ করিয়া উত্তর করিল না। অবশেষে টাইটস্ মানলিয়স্ নামে অধ্যক্ষের পুত্র তিনি রুমি সৈন্যদিগকে ইহাতে ভীত বুঝিয়া লজ্জাতে সহসা সাহসক্রমে শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন, তাহাতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা যুদ্ধ নিরস্ত রাখিয়া ঐ দুই জনের সংগ্রাম দর্শনার্থে স্থির হইল। তখন ঐ দুই জন যোদ্ধা পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলে পর শেষে রুমি সেনাপতি

each other with the greatest fury, but at length the Roman laid his antogonist dead at his feet. He then despoiled him of his armour, and returned in triumph to the tent of the consul, his father. "My father," said the youth, "I have followed your heroic example. A Latin warrior challenged me to single combat, and I bring his spoils, and lay them at your feet." With a stern look, and inflexible resolution, the father replied, "Unhappy boy, as thou hast regarded neither the dignity of consulship, nor the commands of thy father, as thou hast destroyed military discipline, and set a pattern of disobedience by thy example, thou hast reduced me to the deplorable extremity of sacrificing my son or my country. But let me not hesitate in this dreadful alternative: a thousand lives were well lost in such a cause; and I do not think that thou thyself wilt refuse to die, when thy country is to reap the advantage of thy sufferings. Go, lictor, bind him, and let his death be our future example." Having uttered these words, he crowned him in the sight of his whole army, and then caused his head to be cut off.

The war between the Samnites and the Romans though intermitted by various treaties and suspensions was to terminate only with the ruin of the former. The Senate having refused the Samnites equal and reasonable terms of accommodation, Pontius, their general decoyed the Romans into some occupied defiles; and having stripped the Roman army of all but their under garments, Pontius obliged them to pass under the yoke He then stipulated that they should wholly quit the terrritories of the Samnites, and adhere to the condition of amity formerly established between the two nations

By the people at large, however, an opportunity was sought of breaking a compact, which the army ha

শত্রুকে বিনাশ করিল, এবং তাহার পরিচ্ছদাদি রণসজ্জা খুলিয়া লইয়া ক্রমেতে আপন পিতার শিবিরে উপস্থিত পূর্ব্বক এই কথা কহিল, যে হে পিতঃ, আমি তোমার বীরত্বের দৃষ্টান্ত মত কর্ম্ম করিয়াছি, অর্থাৎ লাটিন জাতীয় এক জন সেনাপতি আমার সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার রণসজ্জাদি আনিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। এ কথা শুনিয়া তাহার পিতা ক্রোধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থিরকল্প করিয়া কহিলেন, যে হে দুর্ভাগ্য বালক, তুমি অধ্যক্ষের আজ্ঞা এবং পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ, এবং সৈন্য দলমধ্যে ব্যবহৃত আজ্ঞাও লোপ করিয়াছ, ইহাতে তুমি এক প্রকার আজ্ঞালঙ্ঘনকারির দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছ; অতএব আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, কেননা দেশের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিব কি আপন পুত্রের মস্তক ছেদন করিব, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু দেশরক্ষার্থে সহস্র পুত্র নষ্ট করা সেও ভাল, তবে সুতরাং তোমার মরণ স্বীকার করিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে আমি দ্বিধা জ্ঞান করিতে পারি না। পরে দূতদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যে ইহার মরণেতে আমাদিগেরও শিক্ষা হউক। ইহা কহিয়া তাহার মস্তকে জয়যুক্ত মুকুট প্রদান পূর্ব্বক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

অপর রুমি লোক ও সামনাইট লোক এই দুই লোকেতে সন্ধি ও বিরামদ্বারা বারং যুদ্ধ স্থকিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রুমি লোকেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে শত্রুসংহার না করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না, এই নিমিত্তে সভাস্থ লোকেরা সামনাইটদিগের সন্ধিবিষয়ক যথার্থ নিয়ম স্বীকার না করাতে পন্‌সিয়স নামে সামনাইট সেনাপতি কোন ছলেতে রুমি সৈন্যদিগের এক পর্ব্বতীয় সুঁড়ী পথিমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাদের কেবল কটি দেশের বস্ত্র ব্যতিরেক আর সমুদয় রণসজ্জা পরিচ্ছদাদি কাড়িয়া লইল; আর বশীভূত রাখিবার জন্যে তাহাদের স্কন্ধেতে যোঁয়ালী দিয়া গমন করাইল, এবং তাহাদের ঐ দেশ ত্যাগ করিতে স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় প্রণয় রূপে নিয়মাদি রাখিতে প্রতিজ্ঞা করাইল।

অপর ঐ সৈন্যদিগের এই রূপ নিয়মের স্বীকার করণ কথা শুনিয়া রুমি লোকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এই নিমিত্তে ঐ নিয়মকারি দুই জন অধ্যক্ষ সামনাইটদিগকে কহিলেন, যে যদ্যপি

made. The consuls, therefore, who had entered into th
treaty, offered themselves up to the enemy, as the onl
persons that ought to be called to an account. Pontiu
exclaimed against the perfidy of the Romans, and th
war was renewed with increased virulence. The Taren
tines, and all the southern states of Italy by turns
assisted the Samnites, and endeavoured, in vain, t
check the progress of the Romans.

Unable to defend themselves, the Italian states wer
obliged to call in the assistance of Pyrrhus, king o
Epirus, to save them from impending ruin. This prince
who was possessed of great courage, was reckoned on
of the most experienced generals of his time, and com
manded a body of troops, supposed to be the best dis
ciplined in the world; soon after he was applied to, h
put to sea with three thousand horse, twenty thousan
foot, and twenty elephants: but of this great arma
ment only a small part arrived in Italy with Pyrrhus
Upon his arrival at Tarentum, he observed a total dis
solution of manners in this luxurious city, and tha
the inhabitants were occupied with the pleasures o
bathing, feasting, and dancing, rather than with the car
of preparing for war. He, therefore, gave orders that al
their places of public amusement should be shut up
and that they should be restrained in whatever render-
ed soldiers effeminate. He also attempted to repress
their licentious manner of treating their governors, and
summoned some, who had treated his own name with
ridicule, to appear before him; but forbore to punish

লোকেরা এই নিয়ম স্বীকার করিল না, তবে কেবল আমাদের উপর তোমাদের দাওয়া আছে, এই জন্যে আমাদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহাতে পনসিয়স নামে সামনাইট সেনাপতি রুমি লোকদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নানাবিধ ভর্ৎসনা করাতে উভয় লোকে পরস্পর যথাসাধ্য রূপে একটি যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়া উঠিল; তাহাতে টারেণ্টাইন নামে জাতিওঅন্যং অনেকং রাজ্যের লোকেরা সামনাইট লোকদের সাহায্য করিলেও তথাপি রুমি লোকদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্ হইল না।

অনন্তর ইটালী দেশীয় কতকগুলীন রাজ্যের লোকেরা আসন্ন সঙ্কটহইতে আপনাদিগকে রক্ষণার্থে অপারক হইয়া ইপাইরস দেশীয় পীরস নামক রাজার শরণাপন্ন হইল, ঐ রাজা অত্যন্ত সাহসী ও সেনাপতির মধ্যে নিপুণ সেনাপতি রূপে গণিত ছিলেন। আর তাঁহার যুদ্ধের নিপুণতা কি লিখিব; লোক সকল তাঁহার তাঁবে স্থিত সৈন্যদিগকে দেখিয়া কহিত, যে এতাদৃশ সুশিক্ষিত সেনা বুঝি আর জগতে নাই। সে যাহা হউক, তিনি ঐ শরণাগত লোকদের রক্ষার্থে তিন হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য এবং বিংশতিটা যুদ্ধের হস্তী লইয়া এই সকল আড়ম্বর পূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ করিলেন বটে; কিন্তু পথি মধ্যে কোন একটি দুর্ঘটনা হওয়াতে তাহার অল্পাংশ সেনা লইয়া ইটালী দেশে গিয়া পৌছিলেন। পরে টারেণ্টম নামে নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে নগরবাসি লোকেরা কেবল অত্যন্ত সুখভোগেতে রীতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, ফলতঃ তাহারা যুদ্ধবিষয়ক কোন উদ্যোগ না করিয়া কেবল স্নান ভোজন নৃত্যগীতাদিতে মগ্নচিত্ত হইয়া কাল ক্ষেপণ করে; এ প্রকার দেখিয়া তিনি তাহাদিগের তামাসা গৃহ ভঙ্গ করিতে, এবং যদ্দ্বারা সাহস ক্ষীণ হয়, এমন বিষয়হইতে সেনাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন; আর তাহারা যে আপনং কর্ত্তাদিগের প্রতি বিদ্রূপাদি করিত তাহা দমন করিয়া দিলেন। আর তাঁহার প্রতি যাহারা ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের কোন দণ্ড দিলেন না, কারণ তাহারা স্বচ্ছন্দে আপনং দোষ স্বীকার করিয়া কহিল, তোমার প্রতি এ সকল ব্যঙ্গোক্তি যে করিয়াছি সে সত্য, কিন্তু

them, because of their confessing the charge. "Ye said they, "we have spoken all this against you; a would have said still more, had not our wine been ou

The king of Epirus offered to mediate between t Romans and the people of Tarentum; but the cons Levinus, who had been sent with a numerous body forces to interrupt his progress, replied, that he neitl valued him as a mediator, nor feared him as an enen The two hostile armies approached, and pitched th tents in sight of each other, on the opposite banks of t river Lylis. The Romans crossed the river, and co menced the engagement. Pyrrhus was constantly se at the head of his men; and at once performing t office of a general, and the duty of a common soldi shewed the greatest presence of mind, joined to t greatest valour. Two such differently disciplined arm had never before opposed each other: and it becai doubtful whether the Greek phalanx, or the Rom legion, was preferable. The Romans had seven tin repulsed the enemy, and were as often driven ba themselves; but, at length, the elephants, by the intrepid fierceness, and the armed men on their back decided the battle in favour of the Greeks.

The Romans, though defeated, were still unsu dued. With all diligence, they began to recruit the forces, and oppose the conqueror, who, joined by tl southern states of Italy, marched directly towar Rome. Pyrrhus, unwilling to drive the republic an extremity, and finding that they were making pr

আমাদের পানার্থ দ্রব্যের অভাব যদি না দেখিতাম তবে আরো অধিক বলিতাম।

অপর ঐ পীরস রাজা টারেণটাইন লোক ও রুমি লোকদিগের মধ্যবর্ত্তী হইতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু রুম দেশীয় লিবাইনস নামক অধ্যক্ষ ঐ রাজার আক্রমণ নিবারণার্থে অনেক২ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিলেন, যে আমি তোমাকে মধ্যস্থের মত গণনা করিয়া মান্য করি না, এবং তুমি শত্রু হইলেও আমরা কিছু ভয় করি তাহাও নহে। অতএব এইরূপ পরস্পর দম্ভের আলাপ হইলে সুতরাং পরস্পর রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থে লিলিশ নামে নদীর উভয় তীরে গিয়া সম্মুখে২ দুই দলে ছাউনী করিল। তাহাতে প্রথমে রুমি সেনাগণেরা ঐ নদী পার হইয়া গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে পর, একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সংগ্রামে পীরস রাজা নিজ সেনার অগ্রসর হইয়া নানাবিধ উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক আপনি যে কেবল সেনাপতির কর্ম্ম করিতে লাগিলেন তাহা নয়, কখন২ সেনাদিগের কর্ম্মও চালাইতে লাগিলেন। এমন হইলে তাহাতে উভয় লোকেরাই যুদ্ধে নিপুণ এবং পরস্পর এমত ভিন্ন রূপ রণশিক্ষিত সৈন্যের কখন যুদ্ধ হয় নাই, এই নিমিত্তে কাহাদিগের বল বিন্যাস উত্তম, ও কাহাদের বা সৈন্যরচনা অধম, আর কাহাদের বা জয় ও পরাজয় হইবে, ইহা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল। ফলতঃ রুমি লোকেরা যেমন গ্রীকদিগের আক্রমণ সাত বার নিবারণ করিয়াছিল; ও গ্রীকেরাও তাদৃশ সাত বার রুমিদিগের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে যখন পীরস রাজার মত্তহস্তী ক্রোধান্বিত হইয়া পৃষ্ঠস্থ সৈন্য লইয়া ঐ শত্রু সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গভরেতে লোকেরা দলিত হয়, তাদৃশ ঐ রুমি সেনারা ঐ হস্তির পদতলেতে দলিত হইলে গ্রীকেরা হঠাৎ একেবারে জয়যুক্ত হইয়া উঠিল।

পশ্চাৎ এই রূপে রুমি লোকেরা পরাজিত হইলেও তথাপি আপনাদিগকে পরাস্ত স্বীকার করিল না। আরো নানা প্রকার অবিশ্রান্ত রূপে পুনর্ব্বার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া ঐ পীরস রাজার প্রতিকূলে ধাবমান হইল। এপ্রকার রুমি লোকদিগের পুনর্যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া পীরস রাজা ইটালী দেশের দক্ষিণদিকস্থ কতক গুলীন রাজগণকে সপক্ষ করিয়া ঐ রুমি লোকদিগের প্রতি আক্র-

parations, sent his friend Cineas, the orator, to ne
tiate, and use all his eloquence to induce them to pe
Cineas began his negotiations by attempting to in
ence, not only the senators, but also their wives,
presents, which he pretended were sent them by
master, but which the Romans would not accept.

At this juncture, Appius Claudius, an old sena
who was grown blind with age, and had long w
drawn from public business, caused himself to be c
ried into the senate house in a litter. On seeing l
again in the senate, the whole assembly was awed i
silence and attention. He reprobated the idea of c
cluding a peace with Pyrrhus: and observed, tha
they refused to contend with the king of Epirus in
field, all the neighbouring states of Italy would tr
them with contempt, and that by endeavouring to av
one quarrel they would engage themselves in a hundr
This speech inflamed the assembly with the de
of war, and removed the impression which the o
tions of Cineas had made on their minds. The sen
therefore dismissed him with an answer, intimati
that Pyrrhus must withdraw his forces from Italy l
fore they would treat with him on the subject of pea
When Cineas returned to his master, he extolled bo
the conduct and the grandeur of the Romans; and c
served, that the senate appeared as an assembly
deities, and the city a temple for their reception.

The Roman troops having recovered from their la
defeat, and the panic which had formerly seized t
soldiers from the sight of the elephants beginning
wear off, the generals applied themselves to imita
the discipline of Pyrrhus, and the Grecian method

। করিলেন, কিন্তু রুম রাজাকে নিতান্ত বিষমশঙ্কটাপন্ন করিতে নিচ্ছুক হইয়া আপনার পরম সুহৃত সিনিয়াস নামে এক জন সুব-াকে সন্ধি করণার্থে রুম নগরে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ সুবক্তা নিয়াস রুম নগরে উপস্থিত হইয়া মহাসভাস্থ লোকদিগের এবং হাদের স্ত্রীগণকে যথেষ্ট উপঢৌকন দ্রব্য দিয়া কহিলেন, যে হারাজ, পীরস সন্ধ্যর্থে তোমাদিগকে এই উপঢৌকন পাঠাইয়া-ছেন, এ কথা কহিয়া তিনি সন্ধির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন টে; কিন্তু রুমি লোকেরা তাহাতে সম্মত না হইয়া অগ্রাহ্য রিল।

পরে যে সময় ঐ সিনিয়াস সুবক্তা রুম নগরে আগমন করিয়া-ছলেন, তৎকালে আপিয়স ক্লেডিয়স নামক এক জন প্রাচীন সভা-দ তিনি বয়োধিক প্রযুক্ত অন্ধ হওয়াতে অনেক দিন পূর্ব্বে রাজকীয় র্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হইলেও তথাপি তৎকালে শিবিকারোহণ পূর্ব্বক াজসভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সভাস্থ লোকেরা ঐ সম্ভ্রান্ত াচীন সভাসদকে দেখিয়া তটস্থ পূর্ব্বক সুস্থির হওত তাঁহার প্রতি বেলোকন করিয়া রহিলেন। তাহাতে ঐ প্রাচীন ব্যক্তি কহিতে াগিলেন, যে শুন ঐ পীরস রাজার সহিত তোমাদিগের সন্ধি করা ান প্রকারে উচিত হয় না; কেননা তোমরা যুদ্ধ না করিলে এই াজ্যের চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা তোমাদিগকে তুচ্ছ বোধ করিবে, আর কের বিরোধহইতে নিবৃত্ত হইয়া সহস্র লোকের সহিত বিরোধ রিতে হইবে। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোকেরা নানা-রস যুদ্ধের উদ্যোগদ্বারা সিনিয়াসের সন্ধিবিষয়ক যে ভাব তাহা নহইতে একেবারে দূর করিয়া দিল। অনন্তর মহাসভাস্থ লোকেরা । সিনিয়াসকে এই উত্তরদ্বারা বিদায় করিলেন, যে পীরস রাজা াপন সৈন্য সকলকে অগ্রে ইটালী দেশহইতে বহির্গত করুন, াশ্চাৎ আমরা সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। এ প্রকার কথা শুনিয়া ঐ সনিয়স সুবক্তা আপন প্রভু পীরস রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে পর রুমি লোকদিগের যথেষ্ট গুণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন; আর চহিলেন, যে সভাস্থ লোকদিগের কেবল দেবতাতুল্য বোধ হইল, এবং সভাগৃহও দেবমন্দির সদৃশ দেখিলাম বটে।

অপর রুমি লোকের এই রূপে পরাজয় হইতে পুনর্ব্বার শান্তি প্রাপ্তি হইলেও রণবৃদ্ধি দর্শনজন্য যে ভয় তাহা ক্রমেং লুপ্ত হইলে সে-

encampment. Both armies met near the city of Asculum, and both were nearly equal in numbers. At first, the Roman legions were unable to pierce the Greek phalanx; however, after a long and obstinate engagement, the Grecian discipline prevailed, and the Romans were obliged to retire to their camp, leaving six thousand men dead on the field of battle. The enemy also, lost four thousand of their best soldiers. When, therefore, one of the soldiers of Pyrrhus congratulated him upon his victory, "One such triumph more," replied he, "and I shall be undone."

The next season the war was renewed with equal vigour on both sides. While the two armies were approaching, and only at a small distance from each other, a letter was brought to Fabricius, the Roman consul from the king's physician, who, for an adequate reward, offered to kill his master by poison, and thus rid the Romans of a powerful enemy and a dangerous war. This base proposal excited the indignation of Fabricius who, after communicating it to his colleague, informed Pyrrhus of the affair, and lamented his unfortunate choice of friends and enemies; observing, that he had trusted and promoted murderers, while he directed his resentment against the generous and the brave.

Pyrrhus now perceived that the Romans, though less refined than the Greeks, would not suffer him to be their superior in generosity; and he received the message with as much amazement at their candour, as indignation at the treachery of his physician. After ordering his physician to be executed, he immediately sent to Rome all his prisoners without ransom, and again desired to negotiate a peace. The Romans, how-

নাপতিগণ আপনাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে পীরস রাজার ন্যায় বলবিন্যাস ও ছাউনী করণ শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। শেষে কিছু কালের পর রুমি লোক ও গ্রীক লোক এই উভয় লোকে সমান সংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া আস্কিউলম নামক নগরের সমীপে গিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন; তাহাতে প্রথমতঃ রুমি লোকেরা গ্রীকদিগের সৈন্য ব্যূহভেদ করণার্থে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু গ্রীকদিগের উত্তম রণশিক্ষা প্রযুক্ত তাহাতে অপারক হইলে পর শেষে এমন হইয়া উঠিল, যে তাহাদের ছয় হাজার সৈন্য রণশায়ী হইলে অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্যেরা প্রাণভয়েতে শিবিরে প্রস্থান করিল। ঐ সংগ্রামে পীরস রাজারও চারি হাজার উত্তম২ যোদ্ধা সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, এই নিমিত্তে যখন তাহার কোন সৈন্য ঐ জয় বিষয়ক প্রশংসা পূর্ব্বক রাজার সহিত আলাপ করিল, তখন রাজা কহিলেন, যে পুনর্ব্বার এতাদৃশ জয় করিতে হইলেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

অনন্তর পর বৎসরে ঐ উভয় লোকে ব্যগ্র হইয়া পুনর্য্যুদ্ধের উদ্যোগ করিলে পর যখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ কুলু২ শব্দেতে নদীবেগের ন্যায় পরস্পর রণস্থলে অগ্রসর হইতেছিল; ইহার মধ্যে এক জন ফাব্রিসিয়স নামে রুমি সেনাপতি পীরস রাজার কোন চিকিৎসকের এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল এই। যে আমি যথেষ্ট ধন পাইলে রুমি লোকদিগের এই সর্ব্বনাশক যুদ্ধ ও প্রবল শত্রু হইতে রক্ষণার্থে পীরস রাজাকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি। এই অধম নিবেদিত পত্র পাঠ করিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আপন সহকারিকে জানাইলেন। আর পীরস রাজাকে এই সমাচার জ্ঞাত পূর্ব্বক খেদোক্তি করিয়া এই লিখিলেন, যে হায়২ তোমার এ বড় অবিবেচনা দেখিতেছি, যে এই খুনি চিকিৎসককে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক সোহাগ করিয়া এই উদার চরিত্র প্রবল সাহসিদিগকে শত্রু বোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছ, এ তোমার বড় অনুচিত দেখিতেছি।

পরে পীরস রাজা ঐ সমাচার পাইয়া গ্রীক লোকহইতে রুমি লোকেরা অসভ্য হইলেও তথাপি উদার চরিত্রবিষয়ে আপনাহইতেও তাহাদিগের প্রাধান্য মানিলেন; অতএব ঐ পত্র পাঠ

ever, refused to enter into a negotiation, but upon the same conditions as they had offered before; and released as many of the Samnites as equalled the number of the prisoners they had received. Pyrrhus, therefore, was glad of an invitation from the Sicilians, who begged relief against the Carthaginians; on this pretext, he placed a garrison in Tarentum, and withdrew the rest of his forces from Italy.

After acquiring, in Sicily, victories rather splendid than useful, the king of Epirus was glad of another specious pretence for leaving that island, and with some difficulty returned to Tarentum, at the head of twenty thousand foot, and three thousand horse. The Roman people being unwilling to enlist, the consuls commanded the names of the citizens to be drawn by lot, and that he who first refused to take the field should be sold as a slave. This severity had its effect, and the same measure was afterwards employed on similar occasions.

A general engagement ensued between the Greeks and the Romans; and Pyrrhus, finding the balance of the victory turning against him, had once more recourse to his elephants. These, however, being rendered furious, by some balls of fire which were thrown amongst them, fell back upon their own army, bearing down the ranks, and filling all places with terror and confusion. Thus, after a long struggle, victory

করিয়া রুমি লোকদের রীতির প্রতি যাদৃশ চমৎকার বোধ করিলেন, তাদৃশ ক্রোধান্বিত হইয়া সেই বিশ্বাসঘাতক চিকিৎসকের প্রাণ দণ্ড করিয়া নিজ কারাগারে বদ্ধ যে সকল রুমি সৈন্য তাহাদিগকে বিনা মূল্যেতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি প্রার্থনা করিয়া রুম নগরে পাঠাইয়া দিলেন বটে ; কিন্তু তথাপি রুমি লোকেরা সন্ধি-বিষয়ে পূর্ব্ববৎ নিয়মের উল্লেখ করিয়া তাহা স্বীকৃত হইল না, কিন্তু তৎকর্তৃক যত সৈন্য মুক্ত হইয়াছিল ঐ সংখ্যানুসারে রুমস্থ কারাতে বদ্ধ সামনাইট সেনাদিগকেও বিনা মূল্যে মুক্তি দিয়া ঐ রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে এক সময় শিখিলী দেশীয় লোকেরা কার্থেজিয়ান লোকদের সহিত যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঐ পীরস রাজাকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলে পর রাজা এই একটি উপলক্ষ্যেতে টারণটাইন নগরে কতক গুলীন সেনা রাখিয়া ইটালী দেশহইতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ঐ পীরস রাজা শিখিলী দেশে গিয়া সে যুদ্ধেও জয়-যুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তদুপযুক্ত লাভ না হওয়াতে কোন ছলে ঐ উপদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বিংশতি সহস্র পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্ব সমভিব্যাহারে কষ্টেতে পুনর্ব্বার ঐ টারেণটম নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাহাতে রুমি লোকেরা তখন যুদ্ধ করণে অনিচ্ছুক হওয়াতে অধ্যক্ষ লোকেরা এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে গুলী-বাঁটদ্বারা যাহার২ নাম উঠিবে সেই২ ব্যক্তি সৈন্যপদে নিযুক্ত হইবে, তাহাতে যে২ সৈন্য যুদ্ধ যাত্রাতে সম্মত না হইবে সেই২ দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে। এই প্রকার নিষ্ঠুর শাসন করাতে তাহাদিগের কর্ম্ম সফল হইল ; আর পশ্চাৎও তদ্দেশে ঐ রীত্যনুসারে ক্রমশ চলিতে লাগিল।

অপর গ্রীক লোক ও রুমি লোকদিগের সহিত পরস্পর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পীরস রাজা বিপক্ষ পক্ষীয় প্রবল বলাক্রান্ত হওয়াতে আপনি পরাজিত হওনের উপক্রম দেখিয়া মদ্য পানে প্রমত্ত হস্তি সকলকে ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করাইলেন বটে, কিন্তু হিত করিতে বিপরীত হইয়া উঠিল ; অর্থাৎ যখন রুমি লোকেরা রাশীকৃত অগ্নি আনিয়া ঐ মত্ত হস্তির গণ্ডোপরি নিক্ষেপ করিল, তখন ঐ হস্তি সকল বৃংহিত শব্দ করিয়া সম্মুখ শত্রু প্রতি না গিয়া পশ্চাৎ নিজ সৈন্যগণের মধ্যে বেগেতে ধাবমান হইলে

declared in favour of the Romans, and Pyrrhus lost twenty-three thousand of his best soldiers, and his camp, also, was taken. After this defeat, he embarked his troops and bade an adieu to Italy, leaving a garrison at Tarentum, merely to keep his allies from despair, by inducing them to believe that they should receive speedy assistance from Greece. The Romans made themselves masters of Tarentum, and demolished its walls, granting the inhabitants liberty and protection under their own powerful auspices.

Soon after the fall of Tarentum, Rome became mistress of all the countries in Italy, from the remotest part of Etruria to the Ionian Sea. But though all the different states in that tract lost their independence, they did not all enjoy the same privileges: some were entirely subjected to the Roman laws; some were allowed to live under their original institutions; some were tributary; some were allies; some enjoyed all the privileges of citizens of Rome.

The Romans being obliged to import supplies from foreign nations, the people began secretly to wish for the possession of Sicily, which had for some time served as the granary of Rome. At that time the Carthaginians possessed the greatest part of the island, and, like the Romans, only wanted an opportunity of embroiling the natives, in order to become masters of the whole of it. Hiero, king of Syracuse, intreated the assistance of the Carthaginians against the Mamertines, whilst the latter, to ward off impending ruin, put themselves under the protection of Rome. The Romans, who were too proud to dignify the Mamertines, with the name of allies, boldly declared war against Carthage, alleging that

যেমন নলবনেতে মত্ত হস্তী প্রবেশ করিলে নলবনের ভঙ্গ হয়, তাদৃশ পীরস রাজার সৈন্য সকল ভঙ্গ হইয়া গেল। এই রূপে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইলে রূমি লোকেরা জয়যুক্ত হইল, তাহাতে পীরস রাজার ত্রয়োবিংশতি হাজার সেনা ও যুদ্ধের আয়োজনের সহিত শিবির সকল রূমি লোকদের হস্তগত হইল। এই রূপে পীরস রাজা অত্যন্ত পরাজিত হইয়া টারণটাইন লোকদিগের পুনঃ সাহায্য করণের প্রবোধ জন্মাইবার কারণ তন্নগরে কিছু সেনা রাখিলেন। আর অবশিষ্ট সেনা লইয়া ইটালীহইতে প্রস্থান করিলেন; পরে রূমি লোকেরা ঐ টারেণতম নগর নিজবলে হস্তগত করিল, এবং তন্নগরীয় প্রাচীরাদি ভঙ্গ পূর্ব্বক সমভূমি করিয়া অন্যান্য আশ্রিত লোকদিগের ন্যায় তাহাদেরও মুক্তি ও আশ্রয় দিয়া রাখিল।

তদনন্তর এই প্রকারে টারেণতম নগর পরাজিত হইলে পর যুনানী অব্ধি অবধি ও ইত্রুরিয়া দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ইটালী সম্বন্ধীয় তাবদ্দেশ ঐ রূমি লোকদিগের বশীভূত হইল বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের বিশেষ২ ক্ষমতা ছিল। ফলতঃ কতক গুলীন লোক রূমীয় ব্যবস্থানুসারে চলিত, এবং কোন২ লোকেরা আপনাদিগের পূর্ব্বরীত্যনুক্রমে চলিত। আর কোন২ দেশীয় লোকেরা রূমিদিগকে কর প্রদান করিত, এবং কতক গুলীন লোকেরা কেবল সহকারী রূপে ছিল, ও কতক গুলীন লোকেরাও রূমিদিগের প্রজা সদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিল।

অপর ভিন্ন দেশহইতে ধান্যাদি শস্য আনয়নার্থে শিষিলী নামে উপদ্বীপ এক প্রকার রূমিদিগের গোলা স্বরূপ হইয়া ছিল, এই নিমিত্তে রূমি লোকেরা ঐ উপদ্বীপ হস্তগত করণার্থে মানস করিল। ঐ সময়ে কাথেজিয়ান লোকদিগের ঐ উপদ্বীপেতে অধিক অংশ থাকাতে তাহারাও রূমিদিগের ন্যায় ঐ দ্বীপবাসি লোকদের কোন কলহাদি উপস্থিত দেখিলেই বলেতে অপহরণ করিবেন এই একটি উপলক্ষ্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, এমন সময়ে ঐ শিষিলী দেশের সিরাকিউষ নগরীয় হাইরো নামে রাজা মামর্টাইন লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থে কাথেজিয়ান লোকদিগের আশ্রয় লইলেন, এবং মামর্টাইন লোকেরাও এই রূপ আসন্ন বিপদ দেখিয়া রূমি লোকদের শরণ প্রার্থনা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের

the Carthaginians had lately assisted the southern parts of Italy against Rome. Thus commenced what was called the first Punic war.

The Romans knew little of the method of transporting an army by sea; but Appius Claudius, by means of a feeble fleet, wafted over a small body of forces into Sicily, where victory, as usual, was still attendant on the Roman eagles. But an insurmountable obstacle was opposed to their ambitious views, by the Carthaginians possessing a very powerful fleet, which gave them the entire command at sea. However, a Carthaginian vessel happening to be driven ashore in a storm, the Romans diligently set about imitating this ship; and on the same plan, built one hundred and twenty vessels, with amazing expedition. The Romans, being perfectly ignorant of maritime affairs, were first taught to row on rivers, and instructed, as well as circumstances would permit, in the manner of naval combats. With this newly constructed armament, the consul Duillius ventured to sea; and, the two rival fleets meeting, the Carthaginians lost fifty of their ships, and the undisturbed sovereignty of the sea, which they valued more.

Though the consul Regulus subdued the island of Malta, and the city of Agrigentum in Sicily, and Alberia in Corsica, acknowledged the dominion of Rome; the Romans became sensible that the conquest of Sicily was only to be obtained by humbling the power of Carthage at home. Resolving, therefore, to carry the war into Africa, they sent Regulus and Manlius, with a fleet of three hundred sail, and one hundred and forty thousand men, to make the invasion. They were met

সহকারী হইতে তুচ্ছ বোধ করিয়া তোমরা ইটালী দেশীয়দিগের সহকারী হইয়া আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলা, এ কথা কহিয়া তাহারা স্বয়ং ঐ কাথেজিয়ান লোকদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; অতএব পিউনিক নামে বিখ্যাত যে সংগ্রাম তাহার প্রথম উপক্রম এই।

অপর রূমি লোকেরা সমুদ্রপথে জাহাজদ্বারা কিং রূপে সৈন্য গমনাগমন করাইতে হয় তাহা বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত না থাকাতে আপিয়স ক্লোডিয়স নামে কোন ব্যক্তি এক খানি সামান্য জাহাজদ্বারা কতক প্রাচীন সেনা ঐ শিষিলী দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে তাহারা অন্যান্য দেশের ন্যায় সে স্থানে উৎক্রোষপক্ষ্যাকৃতিযুক্ত ধ্বজা সমভিব্যাহারে লইয়া জয়যুক্ত হইল বটে, কিন্তু নিজ দেশহইতে গমনাগমন করিয়া তদ্দেশের কর্তৃত্ব করণে বড় বাধা জন্মিল, কারণ কাথেজিয়ান লোকদের বৃহৎ ২ যুদ্ধজাহাজ থাকাতে তাহারা এক প্রকার সমুদ্রের কর্ত্তা ছিল। কিন্তু অল্প দিনের পরেতেই সে বিঘ্ন দূর হইল, কারণ কোন দুর্ঘটনাতে ঐ কাথেজিয়ান লোকদের এক খানি জাহাজ সমুদ্রতটে ঠেকিলে পর রূমি লোকেরা ঐ জাহাজ আয়ত্ত করিয়া বহুশ্রম পূর্ব্বক তাহার দৃষ্টিতে শীঘ্র২ শতাধিক বিংশতি খানা জাহাজ নির্ম্মাণ করিল। আর আপনাদিগের মধ্যে উপযুক্ত নাবিক না থাকাতে তাহারা প্রথমতঃ নদীতে নৌকাবহনদ্বারা নাবিকতা এবং জলপথে যুদ্ধ করণের ধারা শিক্ষিত হইলে পর ডুইলিয়স নামে এক জন দেশাধ্যক্ষ বিস্তর২ সৈন্যের অধিপতি হইয়া ঐ সকল জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক লঙ্গর তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহাতে ঐ কাথেজিয়ান লোকদের সহিত ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে তাহাদিগের পঞ্চাশৎ খান জাহাজ মারা পড়িল তাহা কেবল নয়, অধিকন্তু তাহাদের যে সমুদ্রপথের কর্তৃত্ব ছিল, তাহাও এক প্রকার উঠিয়া গেল।

পরে রূম দেশীয় রেগুলস নামে এক জন দেশাধ্যক্ষ তিনি মালটা নামক উপদ্বীপ এবং শিষিলী দেশীয় আগ্রিগেন্তম সংজ্ঞক নগর জয় করিলেন। এবং কর্শিকা নামে উপদ্বীপের আলরীয়া নগর বশীভূত করিলেন। এ প্রকার হইলেও তথাপি কাথেজিয়ান লোকদিগের পরাক্রম সঙ্কোচ না করিলে যে শিষিলী দেশের কর্তৃত্বপ্রাপ্তি হইবেনা, ইহা নিশ্চয় অনুভব হইল; অতএব আফ্রিকা দেশে

by the Carthaginians with a fleet as powerful, and men better exercised in naval affairs. The Romans, however, were finally successful; the enemy's fleet was dispersed, and fifty four vessels were taken. In consequence of this victory, an immediate descent was made on the coast of Africa, and the city of Clypea captured, together with twenty thousand men, who were made prisoners of war.

The senate, being informed of these great successes, commanded Manlius back to Italy to superintend the Sicilian war, and continued Regulus in Africa. In the mean time the Carthaginians, finding that the Romans were making rapid advances to their very capital, attacked them with a considerable army, but were defeated with great loss. This and the defection of their allies, together with the submission of more than eighty of their towns, induced the Carthaginians to endeavour to obtain a peace; but the terms proposed being considered as too rigid, the treaty was broken off, and both sides resolutely prepared for war. The Carthaginians obtained from Sparta a general who was called Xantippus, and who levied and disciplined men for the army which he was to command. An engagement took place, in which the Romans, after an obstinate resistance, were overthrown with dreadful slaughter, the greatest part of their army being destroyed, and Regulus himself taken prisoner.

উপস্থিত পূর্ব্বক যুদ্ধকরণে মনস্থ করিয়া ঐ রেগুলস অধ্যক্ষ এবং মান্‌লিয়স্‌ অধ্যক্ষ এই দুই জন এক লক্ষ্য চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্যের সেনাপতি হইয়া তিন শত জাহাজ সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরে সমুদ্রমধ্যে নানা দুর্ঘটনাদি উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিনের পর নাবিকতাতে নিপুণ এবং তুল্য পরাক্রমি কাথেজিয়ান সৈন্য বিশিষ্ট জাহাজ সমূহের সহিত সাক্ষাত হইলে উভয় লোকেতে জলমধ্যে মহাভয়ানক একটি সংগ্রাম হইয়া উঠিল। তাহাতে রুমি লোকেরা জয়ী হইয়া শত্রুবর্গীয় জাহাজ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিল, এবং চতুঃপঞ্চাশৎসংখ্যক জাহাজ আপনারা হস্তগত করিল। এই রূপে সে স্থানে জয়ী হইলে পর আফ্রিকা দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক ক্লাইপীয় নামক নগর এবং কাথেজিয়ানদিগের বিংশতি হাজার সেনা হস্তগত করিলেন।

অনন্তর সভাস্থ লোকেরা আপনাদিগের এই রূপ রণজয়ের সমাচার পাইলে পর মান্‌লিয়স্‌ সেনাপতিকে যুদ্ধ করণার্থক শিথিলী দেশে প্রত্যাগমন করিতে এবং রেগুলস সেনাপতিকে ঐ আফ্রিকা দেশে থাকিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। এমন সময় রুমি লোকেরা যে ইতোমধ্যে তাহাদের রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, ইহা কাথেজিয়ান লোকেরা জ্ঞাত হইয়া কতক গুলীন সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলে পুনর্ব্বার নিতান্ত পরাজিত হইল। অতএব এই দুঃসময়ে তাহাদের সহকারি নৃপতি বর্গেরাও বৈরতাভাবে মগ্ন হইল; এবং তাহাদের অশীতি সংখ্যার অধিক যে সকল নগর ছিল, তাহাও শত্রুহস্তগত হইল। এ প্রকার দেখিয়া তাহারা রুমি লোকদের সহিত সন্ধিকরণে যত্ন পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে ঐ সন্ধিবিষয়ে রুমি লোকেরা এমন একটি কঠিন নিয়মের প্রশ্ন করিল, যে তদ্বিষয় তাহারা স্বীকার করা দূরে থাকুক, আরো ক্রোধেতে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ও পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্যোগ করিল। তাহাতে কাথেজিয়ান লোকেরা স্পার্টা দেশহইতে জাণ্টিপস নামে এক জন সেনাপতি পাইলেন। ঐ ব্যক্তি কিছু দিন পর্য্যন্ত অনেকং সৈন্যদিগকে সুশিক্ষা দিয়া শেষে এক সময় এমন একটি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, যে তাহাতে রুমি লোকেরা রণস্থলে স্থির থাকিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে তাহাদের অধিকাংশ সেনা রণশায়ী হইল, এবং রেগুলস সেনাপতিও ঐ শত্রুহস্তগত হইলেন।

This great and unexpected victory filled the inh tants of Carthage with ungovernable joy; and tl could never sufficiently satisfy themselves with gaz on the conqueror, though he was only small in statu and of a very mean appearance. But their admirat was soon turned into envy; and they could not bea owe to a stranger that safety which they could n procure for themselves. Xantippus was not ignor of their malignity, and wishing to lessen their male lence, requested permission to resign his comma and desired a ship to convey him to his own count If historians say true, their ingratitude on this c casion was even more disgraceful than their former je lousy and rancour; for, pretending to furnish him wi the most honorable conveyance, they gave the marin private orders to throw him and his companions ove board, lest the honour of obtaining so great a victo should be ascribed to the stranger. Thus the ter "Punic faith" has been used to signify deceit.

For some time, the affairs of the Carthaginia continued to improve, while those of Rome seemed t decline. The remains of the Roman army were be sieged in Clypea, a city on the coast of Africa, whic Regulus had taken; and though it was for a while re lieved by means of a naval victory, under the condu of Æmilius Paulus, they were ultimately obliged t evacuate the place. Soon after the Romans lost thei whole fleet in a storm; and Agrigentum, their principa town in Sicily, fell into the hands of Karthalo, the Carthaginian general. With a perseverance which marked their character, the Romans undertook to build a new fleet; but the mariners, who were not yet

অপর এই রূপ ঘটনাক্রমে হঠাৎ সংগ্রাম জয় হওয়াতে কার্থেজিয়ান লোকেরা আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল। আর ঐ জয়কারি সেনাপতির খর্ব্বমূর্ত্তি ও ইতর লোকের ন্যায় আকৃতি হইলেও তথাপি তাহার প্রতি চমৎকার বোধে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল বটে, কিন্তু অল্প দিনের পর তাহারা আপনাদের অসাধ্য কর্ম্ম ঐ ব্যক্তি সিদ্ধ করিয়াছে এই অমর্য্যাদা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রতি সে আশ্চর্য্য জ্ঞান ও সমাদরাদি না করিয়া আরো ক্রমে২ দ্বেষ ভাব করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ স্পার্টিপস সেনাপতি ইহা ভাবক্রমে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করণার্থে নিজ পদ পরিত্যাগ করিয়া স্ব দেশে যাইতে প্রার্থনা করিলেন। অপর ইতিহাসবেত্তারা যাহা লিখেন, সে সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক তাহারা তদ্বিষয়ে যে রূপ কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক বিশ্বাসঘাতকতা করিল, অর্থাৎ সে ব্যক্তি পাছে ঐ যুদ্ধের সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয় এই হিংসাতে তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক স্ব দেশে প্রেরণ করিব, এই ছল কথা কহিয়া তাহাকে সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিতে নাবিকদের প্রতি গুপ্ত রূপে আজ্ঞা দিল; অতএব এই রূপে তাহাদিগের ছল পিউনিক বিশ্বাস নামে লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

পরে এই প্রকারে কিছু দিন পর্য্যন্ত রুমিদিগের বিভবের হ্রাসতা হইয়া কার্থেজিয়ান লোকদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে রেগুলস কর্ত্তৃক হস্তগত যে সমুদ্র নিকটস্থ আফ্রিকা দেশীয় ক্লাইপীয় নামে নগর, তন্মধ্যে রুমি লোকদের অবশিষ্ট সেনাগণ কার্থেজিয়ান লোক কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল। এমন হইলে ইমিলিয়স পলস নামে রুমি সেনাপতি তৎকালে সমুদ্রমধ্যে কার্থেজিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তথাপি শেষে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তর কিছু দিন বাদে ঘটনাক্রমে একটি ঝড়দ্বারা রুমি লোকদের সমুদয় জাহাজ মারা পড়িলে তাহাদের শিশিলী দেশীয় আগ্রেগেন্তম নামক প্রধান নগর কার্থেল নামে কার্থেজিয়ান সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। তাহাতে রুমি লোকেরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইব না, তাহাদের এই একটি পূর্ব্বাপর রীতি থাকাতে তাহারা ত্বরায় কতক গুলিন নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিল; কিন্তু তাহাতেও ঘটনাক্রমে একটি বিপদ ঘটিল এই, যে

acquainted with the Mediterranean shores, drove it u on quicksands, and soon after the greatest part peris ed in a storm. Thus frustrated in every naval attem they, for a while, gave up all hopes of rivalling the Ca thaginians at sea, and directed all their attention the conquest of Sicily.

However, fourteen years of disastrous war exhaus ed the Carthaginian resources, and they again shew an inclination for peace. They resolved to send Rome to negotiate this business, or at least procu an exchange of prisoners; and for this purpose th employed Regulus, who had been treated with gre severity, and kept in a dungeon during four years, ar from whom they exacted a promise to return in ca of being unsuccessful. When this general appear before the senate, he dissuaded them from concludi a peace with the Carthaginians, whose forces, he sai were reduced, and whose finances were so exhauste that they could no longer pay the mercenaries th were their chief strength. We do not know that th senate offered to cede any of the interests of the repub lic to save the generous captive; but some of that bo dy were eager to prove, that he was under no obliga tion to return to Carthage, and fulfil an engage ment exacted by force. Regulus, however, indignant ly replied, "Though I know that tortures await me a Carthage, I prefer them to an act which would cover m with infamy in my tomb." After his return, he was plunged into the obscurest dungeon, whence he was taken to be exposed to the burning rays of an African sun, his eyelids being first cut off. He was then in closed in a box pierced with iron spikes, in which he

তাহাদের নাবিকেরা ভূমধ্যস্থ সাগরের গভ্যাত্রাতের পথ জানিতে না পারিয়া জাহাজের বহুর সকল দ্বীপের মধ্যে চালানতে ফেতে তাহার অধিকাংশ জাহাজ মারা পড়িল। এই প্রকারে রুমি লোকেরা সমুদ্রপথে যে ২ উদ্যোগ করেন তাহা সকলি বিফল হওয়াতে তাহারা কতক দিনের নিমিত্তে কার্থেজিয়ান লোকদের প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধাদি করণে ক্ষান্ত হইয়া যাহাতে শিখিলী দেশ জয় হয় এমন চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তদনন্তর এই রূপে কার্থেজিয়ান লোকেরা চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ উচ্ছিন্নকারি যুদ্ধ করিয়া নিঃসঙ্গতি হওয়াতে পরস্পর সন্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন, পরে ঐ সন্ধিবিষয় সম্পন্ন করণার্থে এবং পরস্পর বদ্ধ লোকদের মুক্তি প্রদানার্থে চারি বৎসর কারাগারে থাকিয়া যথেষ্ট দুঃখ পাইয়াছে যে রেগুলস সেনাপতি, তাহাকে এই শপথ পূর্ব্বক তথায় পাঠাইল, যে কর্ম্ম সফল না হইলেও তোমার এখানে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। এই প্রকার হইলে পর ঐ সেনাপতি রুম নগরে গিয়া সভাস্থ লোকের সম্মুখে উপস্থিত পূর্ব্বক এই মন্ত্রণা দিল, যে কার্থেজিয়ান লোকদিগের সহিত তোমরা সন্ধি করিও না, কেননা এইক্ষণে তাহাদের সৈন্য সামন্ত ও সংগতি তাদৃক নাই; অতএব বেতনভুক্ সৈন্যদিগের বেতন দিতে অশক্ত হইবে। এ কথা শ্রবণানন্তর ঐ রেগুলস সেনাপতির রক্ষার্থে সভাস্থ লোকেরা রাজ্যের ক্ষতি স্বীকার করিল, কি না ইতিহাসবেত্তারা তাহার কিছুই লিখেন নাই, কেবল লিখিয়াছেন এই, যে কোন ২ সভাস্থ লোক তাহাকে এই কথা কহিলেন, যে আপন অনিচ্ছা পূর্ব্বক যে শপথ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ করণার্থে তদ্দেশে যাওনে তোমার আবশ্যক নাই, অতএব তুমি স্ব দেশে থাক; কিন্তু একথা শুনিয়া ঐ সেনাপতি ক্রোধ পূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন, যে তদ্দেশে পুনর্গমন করিতে যথেষ্ট যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে ইহা জানিলেও তথাপি ঐ কর্ম্ম করিয়া লজ্জাতে অধোবদন হওয়া অপেক্ষা যন্ত্রণাভোগ শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি। এমন হইলে যখন ঐ সেনাপতি কার্থেজিয়ান লোকদিগের সহিত সাক্ষাত করিল তখন তাহারা তাহাকে অন্ধকার ভয়ানক কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া পরে তাহার চক্ষুর পাতা ছেদন করিয়া প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে রাখিল। অবশেষে সমূহ শলাকা বিশিষ্ট একটি সিন্দুকমধ্যে তাহাকে পূরিয়া প্রাণ দণ্ড

expired. The senate of Rome delivered the princip of the Carthaginian prisoners to his wife, who caus them to suffer a slow death, in tortures like those i flicted on her husband.

The perseverance of the Romans was crowned wi success, and one victory followed another, till at leng the Carthaginians were obliged to sue for peace, whi Rome thought proper to grant. Among other par culars, it was stipulated, that they should pay a thou sand talents of silver to defray the charges of the wa and they should quit Sicily, with all the neighbouri islands. Six years after the conclusion of this treat the Romans, being in friendship with all nations, ha an opportunity of cultivating the arts of peace.

The Carthaginians, who made peace only because the were unable longer to continue the war, took the ea liest opportunity of violating the treaty, and besieg Saguntum, a city in alliance with Rome. War bein therefore, again declared between those great rival pov ers, the Carthaginians intrusted the command of the army to Hannibal, who was the son of their form general, Hamilcar, and who had been made the dete mined foe of Rome almost from his infancy.

He swore upon the altar, that he would never l in friendship with the Romans, nor desist from oppo ing their power while life and opportunity allowe until he or they should be no more; and he was fir to his engagement. When he first appeared in th field, he united in his own person the most master method of commanding, with the most perfect obed ence to his superiors. He possessed the greatest cou age in opposing, and the greatest presence of mind i

করিল, এ প্রকার শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা কার্থেজিয়ান লোকদি-গের মধ্যে যে২ প্রধান লোক রুম নগরে বদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে ঐ সেনাপতির শ্রীহস্তে সমর্পণ করিয়া তদনুরূপে প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পশ্চাৎ রুমি লোকেরা আপন ২ প্রবল অধ্যবসায়দ্বারা জয়পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইলে কার্থেজিয়ান লোকেরা পরস্পর সন্ধিকরণার্থে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে রুমি লোকেরা স্বীকৃত হইয়া সন্ধি-বিষয়ে এই একটি নিয়ম স্থির করিল; যে তাহারা যুদ্ধবিষয়ক ব্যয় পরিশোধনার্থে এক সহস্র কিকর রৌপ্য রুমিদিগকে দিবেন; আর শিশিলী নামে উপদ্বীপ এবং তন্নিকটস্থ যে সকল উপদ্বীপ তাহাও দিবেন। এই সন্ধির ছয় বৎসর পরে রুমি লোকেরা চতুর্দ্দিকস্থ তাবৎ রাজ্যের সহিত ঐক্য করিয়া এক প্রকার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করণকালে রণবিদ্যা ব্যতিরেক যে সকল শান্তিজনক বিদ্যা তাহা শিক্ষার্থে অতি সুসময় পাইল।

অপর কার্থেজিয়ান লোকেরা তৎকালে যুদ্ধকরণে অক্ষম প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সুগম পাইয়া ঐ সন্ধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রুম রাজ্যের সহকারী যে সাগন্তম নামক নগর, তাহা গিয়া অবরোধ করিল। এই প্রকারে ঐ দুই পরাক্রমি ও প্রতিযোগি লোকদের সহিত পরস্পর যুদ্ধের পুনরুপক্রম হইলে কার্থেজিয়ান লোকেরা হামিল্‌কার নামে পূর্ব্ব সেনাপতির পুত্র হানিবলকে অধ্যক্ষ করিল। তিনি বাল্য কালাবধি রুম নগরের প্রতি সর্ব্বতোভাবে বৈরভাব প্রকাশ করিতেন।

অপর ঐ হানিবল নামক অধ্যক্ষ দেবমন্দিরে গিয়া এই শপথ করিয়াছিলেন, যে রুমি লোকদিগের সহিত উভয়ে তুল্য পরাক্রমী হইলেও এক পক্ষের ক্ষয় না হইলে জীবৎ থাকিতে তাহাদের সহিত বিপক্ষতা করণে ক্ষান্ত হইব না। আর তদুত্তরেও ঐ পণ দৃঢ় রূপে পালন করিতে লাগিলেন। এবং তিনি যখন প্রথম রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন সৈন্যদিগের যথাযোগ্য আজ্ঞা প্রদানে বিলক্ষণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, আর সৈন্য গণ তাঁহার আজ্ঞা যাদৃশ পালন করিত তিনিও প্রধান ২ লোক-দিগের আজ্ঞা তাদৃশ পালন করিতেন। আর তিনি অত্যন্ত বলবান্ প্রযুক্ত নিজ আপদ ছেদনে ও শত্রুদিগকে বিপদগ্রস্ত করণে উভয়ে-

obviating danger. No fatigue could subdue his nor any misfortune break his spirit; and, equally ent of heat and cold, he took sustenance only to tent nature, and not to gratify his appetite. His se for repose or labour were irregular and uncertain he was always ready when difficulties or his co demanded his aid. Covered only with his watch- he frequently stretched himself on the ground a his sentinels. His dress differed in nothing fron most ordinary men of his army, except in his affe peculiar elegance in his horses and armour. He always the foremost to engage, and the last to ret He was prudent in his designs, which were exten and ever fertile in expedients to perplex his ene or rescue himself from danger. He was experien sagacious, provident, and bold. On the other h he was cruel and faithless. Such were the qual of Hannibal, who is allowed to be the greatest ger of antiquity.

From such a soldier and politician, the Carthag ans formed the greatest expectations; and his acti soon confirmed, that their opinion of his abilities justly founded. After taking Saguntum, he over- all Spain; and levying a large army of various l guages and nations, he resolved to carry the war i Italy. For this purpose he left Hanno, with a suffi ent force to guard his conquests in Spain, and cros the Pyrenean mountains in Gaul, with an army of fi thousand foot, and nine thousand horse. In ten da he arrived at the foot of the Alps, over which he dete mined to explore a new passage. In this march, t Carthaginians encountered numberless and unfo

তেই যৎপরোনাস্তি নিপুণ ও সাহসী ছিলেন, তন্নিমিত্তে প্রবল দুর্ঘটনাতেও কোন প্রকারে আশাভঙ্গ হইতেন না। আর তিনি শরীরের সুখভোগেরত ছিলেন না, এ কারণ শীত গ্রীষ্ম যে সমান সহ্য করিতেন তাহা কেবল নয়, বলবৃদ্ধিকরণ ব্যতিরেকে কেবল রসনা সুস্বাদের নিমিত্তে ভোজন করিতেন না। আর দেশরক্ষার্থে বা কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় তন্নিমিত্তে এমন সতর্ক ছিলেন যে তাহাতে তাঁহার শয়ন কি উঠন বা ঘুমকরণ ইহার নিয়মিত কাল নিরূপণ ছিল না; এবং তিনি এক খানি সামান্য উড়ানি গাত্রে দিয়া প্রহরি গণ মধ্যে পুনঃ২ ভূমিশায়ী হইয়া থাকিতেন। আর তাঁহার পরিচ্ছদাদি সামান্য সেনার ন্যায় ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অশ্ব ও রণভূষণ সাঁজোয়া প্রভৃতি উত্তম ছিল। আর যুদ্ধ গমনে যেমন অগ্রগামী হইতেন তেমনি পলায়ন কালেও শেষে আগমন করিতেন; এবং তাঁহার এমন পরিণামদর্শিত্ব ছিল, যে কোন উদ্যোগ করিলে তাহা নির্ম্মূল হইত না। আর তিনি অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শী থাকিয়া অত্যন্ত নির্দ্দয় ও অবিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি ইতিহাসবেত্তারা প্রাচীন সেনাপতির মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

অনন্তর কার্থেজিনান লোকেরা হানিবল সেনাপতির এই রূপ রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধনৈপুণ্য জানিয়া অতিশয় ভরসা পাওয়াতে দিনে২ অত্যাচার করিতে লাগিল, আর তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া তাহাদের সে সকল ভরসা যে বিফল হইবে না ইহা নিশ্চয় বোধ হইল; ফলতঃ ঐ সেনাপতি সাগন্তম নগর ও স্পানিয়া দেশ জয় করিয়া অনেক২ দেশীয় সৈন্য সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক ইটালী দেশ আক্রমণার্থে মন্ত্রণা স্থির করিলেন। অতএব ঐ স্পানিয়া দেশ রক্ষার্থে হানো নামে সেনাপতিকে কতক গুলিন সৈন্যের সহিত তদ্দেশে নিযুক্ত রাখিয়া আপনারা পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও নয় হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহাতে পিরানী নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া দশ দিনের পর আল্পস নামে পর্ব্বতের এক নূতন পথে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ দুর্গম পথে গমন করাতে ও নানাবিধ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া যখন ঐ পর্ব্বত শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া ইটালী দেশে [illegible]ছিলেন, তখন দেখি-

seen calamities. At the end of fifteen days, spen crossing the Alps, Hannibal found himself in plains of Italy, with about half his army remain the rest having died of the cold, or been cut off by natives.

As soon as it was known in Rome, that Hann was at the head of a formidable army, the senate Scipio to oppose him. Scipio brought up his for and engaged the Carthaginians near Ticinium ; b party of Numidian horse wheeling round, attac the Romans in the rear, and at length obliged t to retreat with considerable loss. Soon after, Sem nius, the other consul, perceiving that the conti defection of the Gauls increased the strength of Punic army, determined to give battle the first op tunity. A decisive engagement ensued, in which Romans were totally routed, with the loss of twe six thousand men, either killed by the enemy, or dro ed in attempting to repass the Trebia.

The loss of these two battles served only to incr the resolution of Hannibal, and the vigilance of Ro The Carthaginian general, finding himself in a co tion to change the seat of war, resolved to appr the Roman capital, by marching into Etruria. A passing through the marshes, in which the Carth nian army suffered the most inconceivable fatig Hannibal at length arrived on dry ground, and fo Flaminius, the consul, encamped near Aricia, wai the arrival of the other consul with reinforcem from Rome. In order to bring the enemy to an gagement before the arrival of the reinforcement ravaged the whole country in a terrible manner,

লেন যে হিমেতে কি শত্রুদিগের হস্তেতে প্রায় অর্দ্ধেক সমভিব্যা-
হারি সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পরে ঐ হানিবল সেনাপতি ইটালী দেশ আক্রমণার্থে উপস্থিত
হইয়াছেন, এই সমাচার রুমি লোকেরা পাইলে পর মহা মহাস্থ
লোকেরা ঐ শত্রু আক্রমণ নিবারণার্থে সিপীয় নামে সেনাপতিকে
যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ সেনাপতি টিসিনীয়ম নগরের
সান্নিধ্যে উপস্থিত পূর্ব্বক অতিশয় সংগ্রাম আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু
তৎকালে নুমিডীয় দেশীয় কতক গুলিন অশ্বারূঢ় সৈন্য আসিয়া
রুমি লোকদিগের পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করাতে
রুমি লোকদিগের অনেক ২ সৈন্য সামন্ত প্রাণত্যাগ করিলে তাহা-
রা রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এ প্রকার হইলে ফরা-
শীষ লোকেরা রুমিপক্ষ ত্যাগপূর্ব্বক কার্থেজিয়ান লোকদিগের
নিত্য ২ সহকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সেম্প্রোনায়স নামে
দ্বিতীয় অধ্যক্ষ সময়ক্রমে যুদ্ধ করিতে মানস করিলে পর অল্প দিন
বাদে এমন একটি ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া উঠিল, যে তাহাতে
রুমি লোকেরা সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হওয়াতে তাহাদের সৈন্যগণ,
কেহ বা নদী পার হইতে কেহ বা শত্রুহস্তে এই রূপে ছাব্বিশ
হাজার সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল।

অপর এই রূপে রুমি লোকেরা দুই বার পরাজিত হওয়াতে
মর্ম্মান্তিক ক্রোধ প্রযুক্ত উভয়পক্ষে আরো অধিক যুদ্ধের আড়ম্বর
করিতে লাগিল, তাহাতে হানিবল সেনাপতি অগ্রসর হইতে
কোন বাধা না দেখিয়া ইত্রুরিয়া দেশে গমন পূর্ব্বক রুম রাজ্যের
রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া অনেক ২ সৈন্য
সামন্ত সমভিব্যাহারে সমূহ কষ্টে ও পরিশ্রমে বৃহৎ ২ বিল
উত্তীর্ণ হইলে পর ঐ সেনাপতি শুষ্ক ভূমিতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক
দেখিলেন, যে ফ্লামিনীয়স নামে রুম দেশাধ্যক্ষ সৈন্য সামন্ত লইয়া
আরিশিয়া নগরসমীপে ছাউনী করিতেছেন, এবং দ্বিতীয় অধ্যক্ষ
আরো কতক গুলিন সৈন্যের অপেক্ষা করিতেছেন; এই রূপে
রুমিদের তাবৎ সৈন্য অনাগমনে সুযোগ দেখিয়া ঐ হানিবল
সেনাপতি রুমিদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে মানস করিয়া
অগ্নিদ্বারা ও অস্ত্রদ্বারা ঐ দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ
করিল। এমন হইলে ফ্লামিনীয়স অধ্যক্ষ ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া

fire and sword. Flaminius, as was expected, notwithstanding the advice of the senate and his confidential friends, came out to engage him near the lake of Thrasymane, near to which was a chain of mountains, and between these and the lake, a narrow passage leading to a valley, embosomed in hills. Upon these hills Hannibal disposed his best troops, and into this valley Flaminius led his men to attack him. As might have been expected, the Roman army was broken and slaughtered almost before they could perceive the enemy that destroyed them. About fifteen thousand Romans fell in the valley, and six thousand yielded themselves prisoners of war.

In this general carnage, Flaminius did all that could be done in order to save his army; wherever the enemy was most successful, he flew with a chosen body of his attendants to repel them: but at last, despairing of victory, he threw himself into the midst of the enemy, and was killed by a Gaulish horseman, who pierced him with a lance. After the battle, Hannibal detained the Roman prisoners, but dismissed the Latins; he wished also to give the consul an honorable interment, but his body could not be recognized. On the news of this defeat, after the general consternation had in some measure subsided, the senate resolved to elect a commander with absolute authority, in whom they might repose their last hopes and entire confidence: their choice fell on Fabius Maximus, a man of approved courage, but with a happy mixture of caution; who was sensible that the only way of humbling the Carthaginians was rather by harassing than by fighting them. For this purpose, he always en-

মহা সভাস্থ লোক ও মন্ত্রিবর্গ সকলেরি কথা অমান্য করিয়া ত্রাসী-মেনী নদীর সমীপে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে তন্নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ পর্ব্বত বেষ্টিত নিম্ন পথে আপন সৈন্য সামন্ত রাখিল, এবং হানিবল সেনাপতি আপন উত্তম যোদ্ধাদিগকে পর্ব্বতপার্শ্বেতে স্থাপন করিল। এই রূপে রুমি লোকেরা নিম্ন স্থানে থাকাতে যুদ্ধারম্ভ হইলে সুতরাং অল্প ক্ষণের মধ্যেতেই তাহারা সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইল; তাহাতে তাহাদিগের পোনের হাজার সৈন্য রণশায়ী হইয়া আর ছয় হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইল।

অনন্তর রণস্থলে এই প্রকার ভয়ানক মহামারিস্বরূপ সৈন্য সংহার দেখিয়া ফ্লামিনীয়স সেনাপতি নিজ সৈন্যরক্ষার্থে যথাসাধ্য-ক্রমে বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ যে২ স্থানে ভয়ানক প্রবল যুদ্ধ হইতেছে ঐ সকল স্থানে আপনি গিয়া শত্রু নিবারণার্থে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া একাকী শত্রুদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন ফরাশীষ লোকের বর্শাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এমন হইলে হানিবল সেনাপতি আপন হস্তগত রুমি লোকদিগকে আপন সমীপে রাখিয়া লাটিনদিগের মুক্তি পূর্ব্বক বিদায় করিলেন; আর ঐ ফ্লামিনীয়স অধ্যক্ষকে কবর দিতে মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু রণস্থলে তাহার শবদেহ চিনিতে না পারাতে তাহা সম্পন্ন হইল না। অপর এই রূপ অত্যন্ত পরাজয়ের সমাচার শ্রবণেতে রুমি লোকদের যে দুর্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হইলে পর সভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া বিশেষরূপে পূর্ব্বের জ্ঞাত যে ফেবিয়স মাক্সিমস্ নামে অত্যন্ত সাহসী ও পরিণামদর্শী, ঐ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া আপনাদিগের জয়াশাস্বরূপ প্রদীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইলেও তথাপি যৎকিঞ্চিৎ থাকিতে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে ঐ সেনাপতি কাথেজিয়ান লোকদিগের সম্পূর্ণ গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থে প্রথমতঃ যুদ্ধের উদ্যোগ না করিয়া কোন প্রকারে তাহাদের বিভ্রাট জন্মাইতে মনস্থ করিলেন; অতএব কাথে-জিয়ান লোকেরা ছাউনী ভঙ্গ করিলে পর এই যুক্ত্যনুসারে যে২ স্থানে উচ্চ২ ভূমি ঐ সকল স্থানে গিয়া ছাউনী করিলেন; আর

camped on the high grounds; and when they removed, he likewise took a new position, watched their motions, straitened their quarters, and cut off their supplies. In vain Hannibal used every stratagem to bring him to a battle; the cautious Roman kept aloof, and contented himself with seeing his enemy, in some measure, defeated by delay.

Hannibal, perceiving that his adversaries had changed their plan of operations, tried his usual arts to render Fabius despicable in the eyes of his own army. For this purpose, he sometimes braved him in his camp; sometimes wasted the country round him; always spoke of his abilities with contempt; and, in every incursion, spared the possessions of Fabius, while he plundered, without mercy, those of other Romans. These arts were not wholly unsuccessful. The Romans began to suspect their general either of treachery or cowardice, and a slight action, which ensued soon after, gave strength to their suspicions.

However, the prudent Fabius began to turn Hannibal's own arts against him. He had inclosed that general among mountains, where it was impossible to winter, and yet from which it was almost impracticable to extricate his army without imminent danger. In this exigence nothing but one of those stratagems which such men only are capable of forming, could save Hannibal. Having ordered a number of lighted torches to be tied to the horns of two thousand oxen, which he had in his camp, he directed them to be driven towards the enemy. These tossing their heads, and running up the sides of the mountains seemed to fill the whole neighbouring forest with fires; while the sentinels, who

কাথেজিয়ান লোকদিগের আহার ক্রিয়াদি রহিত করিয়া তাহাদের নানা বিধ ক্লেশ জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে হানিবল সেনাপতি নানা প্রকারে যুদ্ধ করণে চেষ্টা পাইলেও ঐ সুচতুর সেনাপতি আপন শত্রুদিগের পরাক্রমের হ্রাস দেখিয়া যুদ্ধ না করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

অপর রুমি লোকেরা যে স্বহস্তে যুদ্ধ না করিয়া কৌশলক্রমে প্রকারান্তরে যুদ্ধ করিতেছে ইহা হানিবল সেনাপতি জানিয়া ফেবিয়স সেনাপতিকে কোন ছলেতে নিজ সৈন্যহইতে হাস্যাস্পদ ও অপদস্থ করিবেন, এই অভিপ্রায় করিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কি না কখন২ তাঁহার ছাউনীর সম্মুখে গিয়া তাহাকে বিদ্রূপ ও ভয় প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন, এবং কখন২ তাহাদের চতুর্দিকস্থ দেশ সকল লুঠ করিতে লাগিলেন। আর তাহাদের দেশের প্রতি আক্রমণ করিয়া ঐ সেনাপতির ভূমি বিষয়ে কোন ক্ষতি না করিয়া অন্যান্য২ লোকদিগের সমূহ ক্ষতি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্রমে২ তাঁহার চেষ্টা সকল এক প্রকার সফল হইয়া উঠিল; অর্থাৎ এই সকল ব্যাপারেতেও রুমি লোকেরা ফেবিয়স সেনাপতির কোন যুদ্ধাদির উদ্যোগ না দেখাতে তিনি সাহসহীন কি বিশ্বাসঘাতক হইবেন, এই অনুভব করিল। আর ইতোমধ্যে একটি সামান্য যুদ্ধ হওয়াতেও ঐ অনুমানের দৃঢ় প্রতীতি হইয়া উঠিল।

তদনন্তর ঐ পরিণামদর্শি ফেবিয়স সেনাপতি অল্প দিনের মধ্যেতেই হানিবল সেনাপতির ঐ সকল কুচেষ্টার দমন করিলেন, ফলতঃ নানা বিধ কৌশলেতে হানিবল সেনাপতিকে সৈন্যগণের সহিত ক্রমে২ একটি গিরিগহ্বরের মধ্যেতে যে স্থানে শিশির কালে হিম প্রভাবেতে এক মুহূর্তও থাকা যায় না, এবং সমূহ ক্ষতি স্বীকার না করিলেও তাহাহইতে উদ্ধার হওয়া যায় না এমন একটি মহাশঙ্কট স্থানে তাহাদিগকে বদ্ধ করিল। এ প্রকারে ঐ হানিবল সেনাপতি ঘোর বিপদগ্রস্ত হইলেও তাহার সদৃশ লোক ব্যতিরেক যাহা সম্ভবে না এমন একটি আশ্চর্য্য কৌশল ও ছলদ্বারা রক্ষা পাইলেন। তাহাতে করিলেন কি না আজ্ঞাদ্বারা আপন ছাউনীতে যে সকল বলদ ছিল তন্মধ্যে দুই হাজার বলদের উভয় শৃঙ্গেতে প্রজ্বলিত মশাল বন্ধন করিয়া শত্রুবর্গদিগের ছাউনীদিকে প্রস্থান করাইলেন। অপর সকল বলদ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমন করিলে

were placed to guard the approaches of the mountains, seeing such an uncommon appearance advancing towards their posts, fell back in consternation, and supposed that the whole body of the enemy was in arms to overwhelm them. This stratagem enabled Hannibal to draw off his army, and escape through the defiles beneath the hills, with considerable damage however to his rear; and though Fabius had conducted himself in this affair with the utmost prudence, the army began to charge him with ignorance in war; as they had formerly impeached his valour and fidelity.

Fabius being obliged to lay down his office, Terentius Varro and Æmilius Paulus were chosen consuls. The former had nothing but his confidence and riches to recommend him; the latter was experienced in the field, cautious in action, and impressed with a thorough contempt for the abilities of his colleague. Hannibal was at this time encamped near the village of Cannæ, waiting the approach of the Romans. Æmilius was entirely averse from engaging; but Varro, without asking the concurrence of his colleague, gave the signal for battle. He then passed the river Aufidus, which lay between the two armies, and put his forces in array. After a long and bloody engagement, the rout of the Roman army became general in every direction: Æmilius, however, still led on his body of horse, and endeavoured, by prudent valour, to retrieve

পর যেন চতুর্দিকস্থ বন সকল প্রজ্বলিত হইতেছে এতাদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আর ঐ সকল ভয়ানক অগ্নির আগমন দেখিয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ রুমি প্রহরি লোকেরা মহা শঙ্কাতে কিছু দূর পশ্চাদ্গামী হইয়া অনুমান করিল এই, যে শত্রুবর্গীয় লোকেরা সংগ্রামার্থে আগমন করিতেছে; সে যাহা হউক, এখানে হানিবল সেনাপতি এই অবকাশক্রমে তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া পর্ব্বতের একটি সুঁড়ী পথদ্বারা গমন করাতে পশ্চাদ্গামি লোকদিগের নানা প্রকার হানি হইলেও তথাপি কষ্ট পেতেতে ঐ মহা শঙ্কট স্থানহইতে বহির্গত হইলেন। এ প্রকার হইলে রুমি সৈন্যগণ ফেবিয়স সেনাপতির নানা প্রকার কৌশলাচরণ দেখিলেও তথাপি যে রূপ পূর্ব্বে তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও ভীরু অনুভব করিয়াছিল, তাদৃশ এই ক্ষণেও তাহাকে যুদ্ধবিষয়ে অপারক বোধ করিল।

অপর এইরূপে ফেবিয়স সেনাপতি সৈন্যকর্তৃক ঘৃণার্হ হইয়া স্বপদচ্যুত হইলে পর টারেণসিয়স বারো নামে এবং ইমিলিয়স পলস নামক এই দুই জন প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন; তাহাতে ঐ বারো নামক প্রথম ব্যক্তি কেবল আত্মগর্ব্ব ও ধনগর্ব্বেতে পরিপূর্ণ ছিলেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি অস্ত্রবিদ্যাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ও পরিণামদর্শী ছিলেন; এবং আপন সহকারি ব্যক্তিকে সর্ব্ব প্রকারে হেয় জ্ঞান করিতেন। এতৎকালে এখানে হানিবল সেনাপতি কানি নামে গ্রামের সান্নিধ্য বিপক্ষ রুমিদিগের আগমন অপেক্ষা করিয়া ছাউনী করিয়াছিলেন, তৎকালে ইমিলিয়স সেনাপতি যুদ্ধ করণে অনিচ্ছুক থাকিলেও তথাপি বারো নামে সেনাপতি নিজ সহকারির সম্মত্যাদি অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধ করণে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে উভয় সৈন্য মধ্যস্থ অফাইডস নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কিছু কালের পর রুমি সৈন্যগণ সংগ্রামের অসহ্য বেদনাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণভঙ্গ করিতে লাগিল। এ প্রকার রুমিদিগের পরাজয়ের উদ্রেক দেখিয়া ইমিলিয়স সেনাপতি আপন আজ্ঞাবর্ত্তি কতক গুলিন অশ্বারূঢ় সৈন্যের সেনাপতি হইয়া নানা বিধ সাহস ও কৌশল বুদ্ধি প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ মহাশঙ্কটহইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি শত্রুদিগের প্রবল আক্রমণের বেগ ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইলে আপনিও পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করি-

the fortune of the day; but at length these were obliged to give way, and seek safety by flight. In this battle, the Romans lost fifty thousand men, twenty-one tribunes, and eighty senators, so that Hannibal sent three bushels of gold rings to Carthage.

It was now universally expected, that Hannibal would march his army to the gates of Rome, and make it an easy conquest. In the city, terror appeared in every face, and despair was the language of every tongue. At length, after the first consternation had abated, the senate resolved to create a dictator, and appointed Fabius and Marcellus to lead the armies. The delay of the Carthaginian general inspired the people with fresh courage, and they made all possible preparations for another campaign; and though Hannibal once more offered them peace, they refused it, but upon condition that he should quit Italy. In the mean time, Hannibal, either finding the impossibility of marching directly to Rome, or willing to give his forces rest, after so important a victory, resolved to winter his troops in Capua; a city which had long been considered as the nurse of luxury, and the corrupter of military strength. Here a new scene of pleasure opened to the Carthaginians, who gave themselves up to intoxication, till, from hardy veterans, they became effeminate rioters. Antiquity has blamed their general for losing that occasion; but it has not been sufficiently considered, that Rome was still extremely powerful, and that it might have been rashness in Hannibal to lead his troops to the siege of a city strongly defended by art, and containing a garrison more than four times equal to his army.

লেন। ঐ সংগ্রামে রুমি লোকদিগের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও একবিংশতি জন বিচারকর্ত্তা এবং অশীতি জন সভাস্থ লোক প্রাণ পরিত্যাগ করাতে হানিবল সেনাপতি তিন কাঠা পরিমাণ স্বর্ণাঙ্গুরীয় পাইয়া কাথেজিয়ান নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

পরে এই প্রকার হইলে হানিবল সেনাপতি যে অল্প দিনের মধ্যে রুম রাজ্যের রাজধানী পর্য্যন্ত আসিয়া নগর বেষ্টন করিবে, এই রূপ তাবল্লোকের অনুমান হওয়াতে মহাশঙ্কা প্রযুক্ত সকলের মুখ একেবারে মলিন ও শুষ্ক হইয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল; এবং তাহাদের কথাদ্বারা নিতান্ত নিরাশ হইয়াছে এমন বোধ হইতে লাগিল। পরে কিছু দিন বাদে এই উদ্বেগের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইলে পর মহাসভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণা পূর্ব্বক এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন, এবং ফেবিয়স নামে ও মার্শেলস নামে এই দুই জনকে প্রধান সেনাপতিপদে স্থাপিত করিলেন। আর কাথেজিয়ানদিগের অগ্রসর হওনের কাল বিলম্ব দেখিয়া লুপ্ত সাহস শরীরে পুনর্ব্বার সাহস পাইয়া অতিযত্ন পূর্ব্বক পুনর্য্যুদ্ধকরণে উদ্যোগ করিতে লাগিল; তাহাতে হানিবল সেনাপতি তাহাদিগের সহিত সন্ধি করণে স্বীকৃত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইটালি দেশ পরিত্যাগ না করিলে তাহারা সন্ধি পত্র স্থির করিবে না, এই অবকাশ ক্রমে হানিবল সেনাপতি জয়কারি নিজসৈন্যদিগকে বিশ্রাম প্রদান না করিয়া রুম নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহা মনস্থ করিয়া শিশির কালে কাপুয়া নগরে গিয়া বিরাম করিলেন। ঐ কাপুয়া নগর বহু দিবসাবধি সংগ্রামের সাহস হানিজনক যে সকল সুখ, তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; অতএব কাথেজিয়ান লোকেরা ঐ সকল মনোরম বিবিধ সুখভোগে রত হইয়া তাহারা যেমন এক প্রকার উদাসীনের ন্যায় সাংসারিক সুখভোগে বঞ্চিত ছিল, সে স্থানে গিয়া তেমনি তাহারা সুখেতে মগ্ন হইয়া সকলেই স্ত্রৈণ হইয়া উঠিল। তাহাতে ঐ হানিবল সেনাপতি যে রুম রাজ্য জয় করণের এতাদৃশ সুযোগ পাইলেও জয় করেন নাই, ইহাতে ইতিহাসবেত্তারা তাহাতে দোষারোপণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনা ক্রমে এমন হইলেও ঐ পরাক্রমি রুমি রাজ্যেতে হানিবল সেনাপতির নিজ হইতে চতুর্গুণ সৈন্য থাকাতে তিনি যে ঐ নগর বেষ্টন করেন ইহা অতি অসমসাহস করিয়া মানিতে হয়।

The Carthaginian general was ill assisted by his countrymen, among whom Hanno, one of their former commanders, formed a party against him, and who delayed to send him a new supply of men and money. His first loss was at the siege of Nola, where Marcellus made a successful sally. However, for some years he fought with various success; but as he had exhausted all the arts of recruiting his forces, even victories could not retrieve his affairs. At length, the Carthaginians sent his brother Asdrubal to his assistance, with a body of forces drawn out of Spain. The march of Asdrubal being made known to the consuls Livius and Nero, they surrounded him, and cut his whole army to pieces.

Though the Romans were yet bleeding from their defeat at Cannæ, they made head against Hannibal in Italy; undertook a new war against Philip, king of Macedon; and sent legions into Spain. Marcellus took the city of Syracuse, in Sicily; and Scipio gradually reduced all Spain to the obedience of the Romans. Though Hannibal was unsupported at home, and but indifferently assisted by his allies in Europe, he still maintained his position in Italy, where he had continued for more than fourteen years.

Spain and Sicily being added to the empire, the Romans soon found resources for continuing the Punic war. Scipio, instead of attacking Hannibal in Italy,

অনন্তর কাথেজিয়ান লোকেরা ঐ হানিবল সেনাপতির সাহায্য করণে শৈথিল্য করিতে লাগিলেন; ফলতঃ হানো নামে যে তাহাদের পূর্ব্বকার সেনাপতি, তিনি ঐ হানিবল সেনাপতির বিপক্ষে একটি দল করিয়া কুমন্ত্রণা পূর্ব্বক নূতন২ সেনা ও সংগ্রামের ব্যয়াদি পাঠাইতে বিলম্ব করাতে তাহার এই একটি দুর্ভাগ্যের প্রথম উপক্রম ঘটিল, যে যখন তিনি নোলা নামে নগর বেষ্টন করিতেছিলেন, তৎকালে মার্শেলস নামে রুমি সেনাপতি তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া জয়ী হইল; তাহাতে কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম হওয়াতে কেহ বা কখন জয় ও কেহ বা কখন পরাজয়, এই রূপে তিনি কখন জয়ী হইলেও তথাপি সংগ্রামখরচ ও নূতন২ সৈন্য না পাওয়াতে তাহারা সুখী হইতে পারিল না। এমন হইলে আসদ্রুবল নামে ঐ হানিবল সেনাপতির ভ্রাতা, স্পানিয়া দেশীয় কতক গুলীন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া কাথেজিয়ান লোককর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছেন। ইতোমধ্যে লিবিয়স নামে ও নিরো নামে এই দুই জন রুমি অধ্যক্ষ এই সম্বাদ পাইবা মাত্র সৈন্য সামন্ত লইয়া পথি মধ্যে তাহাদিগকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাবৎ সৈন্যের সহিত তাহাকে সংহার করিল।

তদনন্তর পূর্ব্বে রুমি লোকেরা কানি নগরের সন্নিকটস্থ যুদ্ধে যে প্রকার আত্যন্তিক পরাজিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি সম্বরাইতে না পারিলেও তথাপি তাহারা ইটালি দেশে হানিবল সেনাপতির সহিত এবং মাসিডন দেশীয় ফিলিপ রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন। আর ঐ সময় শিশিলী উপদ্বীপের সাইরাকুথষ নামে নগর যে হস্তগত করিলেন তাহা কেবল নয়, স্পানিয়া দেশেও অনেক২ সেনা প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সিপিউ নামক সেনাপতি ক্রমে২ ঐ দেশের সমুদয় রাজ্য রুম রাজ্যের বশীভূত করিলেন। সে যাহা হউক, ঐ হানিবল সেনাপতি আপন দেশহইতে এবং তাহাদের সহকারি ইউরোপ দেশস্থ কতক গুলীন লোকহইতে সম্পূর্ণ রূপে সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও তথাপি ক্রমিক চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ইটালী দেশে থাকিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

পরে এই রূপে স্পানিয়া দেশ ও শিশিলী দেশ রুম রাজ্যের ভুক্ত হওয়াতে রুমি লোকেরা কাথেজিয়ান লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করণে প্রবল সাহস পাইলেন; তাহাতে ঐ সিপিউ নামে রুমি সেনা-

passed over into Africa with a large fleet, and was join ed by Missinissa, the deposed king of Numidia. Hanno opposed him, but was defeated and slain. The Roman general then attacked the army of Syphax, the usurper of Numidia, whom he overthrew, with the loss of forty thousand men killed, and six thousand men wounded, and six thousand captured. Soon after, Syphax was again defeated, and taken prisoner, with his wife Sophonisba.

The Carthaginians, terrified at their repeated defeats and the fame of Scipio's former successes, dispatched deputies to Hannibal, positively commanding him to return out of Italy, in order to oppose the Roman general, who threatened Carthage with a siege. Hannibal, who had long foreseen the ruin which threatened his country, obeyed the orders from Carthage with great submission, and left Italy, after having kept possession of the most beautiful parts of it for above fifteen years. After his arrival in Africa, he desired a meeting with Scipio, to confer upon terms of peace, to which the Roman general assented. The two generals came to an interview in a large plain between the armies. In figure, Scipio was adorned with all the advantages of manly beauty. Hannibal, on the contrary, bore the marks of hard campaigns in his visage; and the loss of one eye gave a sternness to his aspect. Hannibal spoke to the following effect: "If I were

পতি হানিবল সেনাপতির সহিত যুদ্ধার্থে ইটালী দেশে না গিয়া বিস্তরং জাহাজ ও সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক আফ্রিকা দেশে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সে স্থানে গিয়া নিউমিডিয়া দেশীয় মাসিনিষা নামে পদচ্যুত রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া কার্থেজিয়ান দেশীয় হানো নামে সেনাপতির সমভিব্যাহারে একটি ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন; তাহাতে ঐ হানো সেনাপতি পরাভব পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলে পর নিউমিডিয়া দেশীয় সিংহাসনাক্রান্ত সাই-ফাক্স নামে রাজার সহিত একটি ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে ঐ রাজা পরাজিত হইলে তাঁহার চল্লিশ হাজার সৈন্য রণশায়ী হইল, ও ছয় হাজার সৈন্য অঙ্গহীন ক্ষতযুক্ত হইল; এবং আর ছয় হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইল। এই রূপ হইলে ঐ রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে অবশেষে অত্যন্ত পরাজিত হইয়া সফোনিসবা নাম্নী রাজ্ঞীর সহিত ঐ রুমি লোক-দিগের হস্তগত হইলেন।

অপর এইরূপ কার্থেজিয়ান লোকেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়াতে ঐ সিপিউ সেনাপতির এক প্রকার সম্যক্ কৃতকার্য্যত্ব জানিয়া সে ব্যক্তি যে অল্প দিনের মধ্যে ঐ কার্থেজ রাজধানী বেষ্টন করিবে, ইহা স্থির বোধ হইল; অতএব তাহার সহিত যুদ্ধ করণার্থে হানিবল সেনাপতিকে স্ব দেশে আনয়নার্থক দূত পা-ঠাইলেন। তাহাতে রাজ্যের প্রতি যে এতাদৃশ বিপদ ঘটিবে, ইহা হানিবল সেনাপতি ঐ রুমি সেনাপতির গমনেতেই বহু দিবসাবধি জ্ঞাত ছিলেন, অতএব এই সমাচার পাইয়া পূর্ব্বে ইটালী দেশে পঞ্চদশ বৎসর থাকাতে তদ্দেশের উত্তমং প্রদেশ হস্তগত করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ ইটালী দেশ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি আফ্রিকা দেশে উপস্থিত হইয়া সন্ধি পত্রের নিয়ম স্থির করণার্থে সিপিউ সেনা-পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন, তাহাতে সিপিউ সে-নাপতির তদ্বিষয়ে সম্মতি হইলে উভয় সেনামধ্যস্থ যে প্রান্তর, তন্মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে সিপিউ সেনাপতি অঙ্গ সৌষ্ঠবা-ন্বিত পরম সুন্দর প্রযুক্ত উত্তম দেখাইল, কিন্তু হানিবল সেনা-পতিকে দর্শনে আত্যন্তিক যুদ্ধের কষ্ট প্রাপ্ত বোধ হইল, বিশে-ষতঃ তাহার এক চক্ষু অন্ধ প্রযুক্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় দেখাইল। সে

convinced of the equity of the Romans, I would r
this day demand peace. Well had it been if the sa
moderation, which I hope inspires us now, had p
vailed at the commencement of the war. If you h
been content with the limits of your Italian dominio
and we had never aimed at adding Sicily to our e
pire, both sides had spared that blood which in vain h
been shed. With respect to myself, age has taught me t
inanity fo triumphs, and the instability of fortune: b
you are young, and perhaps not yet instructed in t
school of adversity. You are now what I was after t
battle of Cannæ, and you will perhaps aim at great r
ther than at useful exploits. But consider, that peace
the end at which all victories should aim; and n
country has sent me here to offer that peace. Do no
therefore, expose to the hazard of an hour that fan
which you have obtained by an age of conquest. A
present Scipio's fortune is yours, but a moment of tim
may give it to your enemy. But I will not call m
self such: to both of us peace will be useful. I sha
be proud of the alliance of Rome; and it is in you
power to convert an active enemy into a steadfast friend
To this Scipio briefly replied, "That as the wars whic
he mentioned had been begun by the Carthaginians
they ought not to complain of the consequences; tha
he could never condemn his own perseverance on th
side of justice; that some outrages had been committe

যাহা হউক, তখন হানিবল সেনাপতি সিপিউ সেনাপতির প্রতি এই প্রশ্ন করিলেন, যে শুন, রুমি লোকেরা যে আমাদিগের প্রতি অন্যায় করিতে সম্মত নহে, ইহা আমরা স্থির জানি; কেননা যদি না জানিতাম তবে কদাচ অদ্য সন্ধিবিষয়ক প্রার্থনা করিতাম না। অতএব সংগ্রামের প্রাক্‌কালে যদি আমরা এইক্ষণকার মত নির্লোভিত্ব প্রকাশ করিতাম, তবে উভয় পক্ষেই মঙ্গল হইত; ফলতঃ তৎকালে যদি তোমরা ইটালি দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যবৃদ্ধিবিষয়ে ক্ষান্ত হইতা, এবং আমরাও যদি শিশিলী দেশ রাজ্যের ভুক্ত করণে নিরস্ত হইতাম, তবে উভয় পক্ষের সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক অনর্থক এতাদৃশ রক্তপাত হইত না। সে যাহা হউক, জয়ী হওয়া যে মঙ্গলকারক নহে, আর সৌভাগ্য যে চিরস্থায়ী নহে, ইহা আমি অধিক বয়ঃক্রম প্রযুক্ত জ্ঞাত হইয়াছি; কিন্তু তুমি যুবা অল্প বয়স্ প্রযুক্ত আমার ন্যায় দেখিয়াও ঠেকিয়া তোমার শিক্ষা হয় নাই। ফলতঃ আমার যৌবন কালে কানি নগরসমীপে যুদ্ধ করণসময়ে যে স্ব দেশের মঙ্গল চেষ্টা দূরে রাখিয়া কেবল নামবৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে আমার মতি ছিল, বোধ হয় এইক্ষণে তোমার তাদৃশ মন হইতে পারে; কিন্তু সন্ধি হইলেই যে সমুদয় জয় হওনের উদ্দেশ পাওয়া যায়, ইহা মনে রাখা উচিত। আর আমিও তন্নিমিত্তে আসিয়াছি; অতএব আমার মত এই যে তুমি পুনঃ২ জয়ী হওয়াতে যে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা যাহাতে সজীব থাকে ইহা তোমাদের কর্ত্তব্য। আর এখন তোমার সৌভাগ্যও বটে, কেননা কি জানি সংগ্রাম করাতে ক্ষণের মধ্যে তোমাদের জয় না হইয়া শত্রু পক্ষেতেও তো জয় হইতে পারে? তাহাতে আমি কিছু তোমার শত্রু ভাবাপন্ন নহি, অতএব আমাদের দুই জনে সন্ধি হইলে উভয় পক্ষেরই শুভকারী বটে, ফলতঃ রুমিদের সহিত মিত্র ভাব হইলে আমি অতি শ্রেয়োজ্ঞান করিব, এবং এইক্ষণে তোমার যাহাকে প্রবল শত্রু বোধ হইতেছে, সে ব্যক্তিও তোমার সুহৃদ হইবে। তাহাতে সিপিউ সেনাপতি এই উত্তর মাত্র দিলেন, যে শুন, এই যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে তাহা কেবল কার্থেজিয়ান লোকদের দোষজন্যে জানিবা; অতএব এইক্ষণে তত্তদ্যুদ্ধবিষয়ক বিপদ ঘটনার নিমিত্ত করিয়া আমাকে দোষ দেওয়া অনুচিত, কেননা আমি কেবল রুমিদিগের ন্যায্য বিষয় রক্ষার্থে সংগ্রাম করিয়াছি।

during the last truce, which required reparation; an that, if this was agreed to, he was willing to conclud a treaty."

However, both sides were dissatisfied, and returne to their respective camps to prepare for deciding th controversy with the sword. A very severe battle, i consequence, ensued, in which Hannibal disposed h men in a manner superior even to his former arrang ments. The Carthaginians, however, were totally defea ed, twenty thousand of them being killed in the battle o pursuit, and as many taken prisoners. Hannibal, wh had acquitted himself as an undaunted soldier, fled t Adrumetum, where he paused on the instability c fortune, and the ruins of his country.

In consequence of this defeat, the Carthaginian submitted to a treaty, which obliged them to qui Spain and all the islands in the Mediterranean Sea to pay ten thousand talents in fifty years; to restor Massinissa all his territories; and not to make war i Africa, but by permission of the Romans. The senat continued to carry on the Macedonian war against Philip, who had entered into an alliance with the Carthaginians during the conquests of Hannibal. After suffering several defeats, the king of Macedon was obliged to beg a peace, which was granted him on condition of paying a thousand talents. The Romans then pretended to restore liberty to Greece, whose institutions they had long admired and followed.

আর যখন যুদ্ধ বিরামের সন্ধি নির্ণয় হইয়াছিল, তখন কার্থেজি-য়ান লোকেরা ঐ নিয়ম অমান্য করিয়া যুদ্ধ করিলেন, ইহাতে আ-মার দোষ সম্ভব হয় না; অতএব এই সকল দৌরাত্ম্য জন্য যে সকল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্যক্ পরিশোধ না পাইলে এইক্ষণে সন্ধি পত্র হইতে পারে না।

এই প্রকারে পরস্পর কথোপকথন হইলে উভয় সেনাপতিতেই অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর সংগ্রামের আবশ্যকতা জানিয়া স্ব২ শি-বিরে প্রস্থান করিলেন; অতএব অল্প দিনের পরেতেই একটি ঘোর-তর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তাহাতে হানিবল সেনাপতি পূর্ব্ব২ যুদ্ধ অপেক্ষাও ঐ যুদ্ধে অতি উৎকৃষ্ট রূপে সৈন্যরচনা করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি কার্থেজিয়ান লোকেরা পরাজিত হওয়াতে তাহাদের কতক সৈন্য বা রণ স্থলে ও কতক বা পলায়ন কালে এই রূপে বিংশতি সহস্র সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। আর বিংশতি সহস্র সৈন্য শত্রু হস্তগত হইলে হানিবল সেনাপতি অত্যন্ত সাহসির ন্যায় সংগ্রাম করিলেও তথাপি শেষে অনন্যগতিক হইয়া ভয় প্রযুক্ত আক্রমিটম নামক নগরে পলায়ন করিলেন। আর মনুষ্যের ভাগ্য ও দেশের গতি যে কখনকি রূপে পরিবর্ত্ত হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অপর এই রূপে কার্থেজিয়ান লোকেরা পরাভূত হওয়াতে সুত-রাং এই সকল নিয়ম পূর্ব্বক সন্ধি পত্র করিতে হইল। তাহাতে তাঁ-হারা যে স্পানিয়া দেশ ও ভূমধ্যস্থ সাগরবর্ত্তি সমুদয় উপদ্বীপ পরি-ত্যাগ করিলেন তাহা কেবল নয়, আরো পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দশ সহস্র ক্কিকর রৌপ্য দিতে হইবে; আর মাসিনিয়া নামক পূর্ব্ব রাজাকে ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া রুমি লোকদিগের অনু-মতি ব্যতিরেক আফ্রিকা দেশে কোন যুদ্ধাদি করিতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, ঐ হানিবল সেনাপতির যুদ্ধ করণসময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন যে মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক রাজা, তাহার সহিত ঐ রুম নগরস্থ সভাস্থ লোকেরা ঘোরতর সংগ্রাম করাতে তিনি পরাভূত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে রুমি লো-কেরা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে পর তাহার এক সহস্র ক্কিকর রৌপ্য দিতে হইল। আর রুমি লোকেরা সমাদর পূর্ব্বক গ্রীক দেশীয় ব্যব-স্থানুসারে চলিতেছেন, এই নিমিত্তে তদ্দেশ হস্ত গত করিয়া ও যে পুনর্ম্মুক্তি দিলেন, ইহা লোকেতে প্রকাশ করিলেন।

Antiochus the Great, king of Syria, was a mon whose strength and fame stimulated the ambiti the Romans; and after some embassies on both s war was declared against him. Lucius Scipio, ther to Africanus, was appointed to command forces destined to act against the king of Syria, wl he defeated in several engagements. Being reducer the last extremity, Antiochus was glad to m peace with the Romans upon their own terms. They quired him to pay fifteen thousand talents; quit all possesions in Europe: give twenty hostages, and deli up Hannibal. In consequence of his success, Luc Scipio obtained the surname of Asiaticus. Hanni fled for protection to the king of Bithynia, whit the Romans sent one of their generals to demand h Implacably pursued from one country to anoth and finding all methods of safety cut off, he determin to die. He, therefore, desired one of his followers to bri him poison, and while he was preparing to take it, said, "Let us rid the Romans of their terrors, sin they are unwilling to wait for the death of an old ma like me. There was a time when more generosi existed among them, and now they basely send a embassy to seek the life of a banished man, an compel a feeble monarch to break the laws of hos pitality." With these words, he drank the poison and died.

অনন্তর সিরিয়া দেশীয় আন্টিওকস্ নামে মহারাজ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত শৌর্য্য বীর্য্যতে সূর্য্যের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত যশেতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাহাতে রূমি লোকেরা ঐ রাজার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া লোভ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলে কিছু দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত করিলেন। আর এক সময় লুষিয়স সিপিয় নামে আফ্রেকেনস্ নামক সেনাপতির সহোদর, তিনি রূমি সৈন্যদিগের সেনাপতি হইয়া তদ্দেশে গমন পূর্ব্বক ঐ রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ঐ আন্টিওকস্ রাজা অনেক২ বার পরাজিত হইয়া অবশেষে তিনি এমন অনন্যগতিক হইলেন, যে রূমি লোকদিগের সহিত সন্ধি করণার্থে এই২ রূপ নিয়ম স্থির করিতে হইল; তাহাতে তিনি যে ইউরোপের সমুদয় ভূমি পরিত্যাগ করিবেন তাহা কেবল নয়, আরো পঞ্চদশ সহস্র কিঙ্কর রৌপ্য দিতে হইবে, আর বিংশতি জন লোক বন্ধক রাখিয়া হানিবল সেনাপতিকে অর্পণ করিবেন। অতএব লুষিয়স্ সেনাপতি ঐ তুমুল সংগ্রামে এই প্রকার কৃতকার্য্য হইলে আশিয়াটিকশ্ এই পদবী পাইলেন। এই রূপ ভয়ানক সমাচার পাইয়া হানিবল সেনাপতি তথাহইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিতেনীয়া দেশীয় রাজার শরণাপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি রূমি লোকেরা ঐ স্থানহইতে ধরিয়া তাহাকে আনিতে এক জন সেনাপতিকে পাঠাইলেন। অতএব এই রূপ নিষ্ঠুরতাতে তাড়িত হইয়া এক দেশহইতে আর দেশ এই রূপে নানা দেশে ভ্রমণ করিলেও তথাপি পলাইয়া রক্ষা পাবার স্থান না দেখাতে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন; তাহাতে কোন আপন অনুগত লোকদ্বারা কালকূট আহরণ পূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া এই কথা কহিলেন, যে আমি লোকদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন লোক, কিন্তু রূমি লোকেরা আমাকে স্বচ্ছন্দে প্রাণত্যাগ করিতে দিবে না; অতএব আমার বর্ত্তমানেতে যে তাহাদের বর্ত্তমান আশঙ্কা তাহা খণ্ড করা উচিত। কিন্তু আমি এই রূপ ভয়েতে দেশচ্যুত হইলেও তথাপি আমাকে ধরণার্থে দূত পাঠাইতেছে, এবং রাজাদিগের আতিথ্য ধর্ম্ম ও লোপ করিতেছে, বোধ হয় যে এই রূপ ক্রূরতা ব্যবহার পূর্ব্বকালে ছিল না। এই কথা কহিয়া তিনি বিষপানেতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

In the third year, after the conclusion of the war with Antiochus, Scipio Africanus was accused of defrauding the treasury of the plunder taken in war, and of too intimate a correspondence with that king. A day being appointed him to answer for his conduct, Scipio obeyed the summons; but, instead of attempting a defence, reminded the people that on that very day he had conquered Hannibal and gained the battle of Zama.—Though the tribunes were foiled in this attempt, they proceeded to accuse him in the senate; Scipio, therefore withdrew to Linturnum, a town on the coast of Campania, and at his death ordered the following epitaph to be engraven on his tomb: "Ungrateful country! thou shalt not possess my bones."

The wars in which the Romans engaged, brought such immense riches into the treasury, that they found a pretext to enter on the third and last Punic war. The Carthaginians, affrighted at the Roman armaments, against which they were totally unprepared, humbly offered to make any concessions. The Romans demanded three hundred hostages within thirty days, and an implicit obedience to their future commands being also complied with, they cruelly and unjustly ordered the Carthaginians to leave their city, which was to be levelled with the ground, at the same time allowing them to build another not less than ten miles from the sea. This severe and despotic injunction drove the unfortunate people to despair, and they resolved to fight to the last for their seat of empire, and the habitations of their ancestors.

অপর এই রূপে ঐ আণ্টিওকস্ মহারাজের সহিত সন্ধিপত্র হইয়া তৃতীয় বৎসর গত হইলে পর ঐ সিপীউ আফ্রেকেনস সেনাপতির দুর্নামেতে বিচারকর্ত্তৃগণসমীপে এই নালিশ হইল, যে তিনি ঐ সংগ্রামের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি রাজ ভাণ্ডারে সমর্পণ না করিয়া আপনি লইয়াছেন, এবং ঐ রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সন্ধিপত্রের অনুচিত নিয়মাদি করিয়াছেন। তাহাতে এই আদ্দাসের নিরূপিত দিনেতে ঐ সেনাপতি নিজ দোষ নিমগ্ন করণার্থে কোন চেষ্টা ও উত্তরাদি না করিয়া তদ্দিনেতে যে জামা নামক নগর সান্নিধ্য হানিবল সেনাপতিকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহাই কেবল লোকদিগকে স্মরণ করাইলেন; তন্নিমিত্তে তাহারা বিচারকর্ত্তৃগণহইতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহা সভাতে গিয়া পুনর্ব্বার ঐ নালিশ করিল, তাহাতে ঐ সিপীউ সেনাপতি কাম্পেনীয় দেশীয় লীনটর্নম নামে নগরেতে প্রস্থান করিয়া বসতি করিলেন। আর তদ্দেশে প্রাণত্যাগ করিলে পর নিজ কবরোপরি এই কথা ক্ষোদিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যে হে কৃতঘ্ন রূম দেশ, তুমি আমার এক খানি অস্থি পাইবারও যোগ্য পাত্র হও নাই।

অনন্তর রূমি লোকেরা তত্তৎ সমরেতে ভূরি২ লুণ্ঠিত ধনাদি পাওয়াতে লোভ প্রযুক্ত ছলেতে কাথেজিয়ান লোকদিগের সহিত পুনর্যুদ্ধ করণে সচেষ্ট হইলেন, তাহাতে কাথেজিয়ান লোকেরা রূমি লোকদের পুনর্যুদ্ধের ঘোরতর আড়ম্বর দেখিয়া সংগ্রামে প্রত্যাক্রমণ করিতে প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরো অধিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে প্রার্থনা করিল: তাহাতে তাহারা রূমিদিগের বাক্যানুসারে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিন শত লোক বন্ধক রাখিতে এবং উত্তরকালে রূমিদিগের আজ্ঞানুযায়ী চলিতে সম্মত হইলেও তথাপি রূমি লোকেরা ক্রূরতা ও অন্যায় পূর্ব্বক ঐ কাথেজ নগর ভূমিসাৎ করিতে এবং তন্নগরস্থ লোকদিগকে ঐ নগর ত্যাগ করাইয়া সমুদ্রতীরহইতে দশ ক্রোশান্তে গিয়া নূতন নগর স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব এইরূপ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করাতে ঐ ভাগ্যহীন কাথেজিয়ান লোকেরা নিতান্ত নিরাশ হইলেও তথাপি পৈতৃক বাসস্থান ঐ রাজধানী রক্ষার্থে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইল।

Asdrubal, who had been lately condemned for opposing the Romans, was liberated from prison, and placed at the head of the army. Such were the preparations for the defence of Carthage, that when the consuls came before the city, which they expected to find an easy conquest, they met with repulses which quite dispirited their forces, and shook their resolution. Several engagements were fought before the walls, generally to the disadvantage of the assailants; and the Romans would have discontinued the siege, had not Scipio Æmilianus used as much skill to save his forces after a defeat, as to inspire them with hopes of ultimate victory. After seducing Phraneas, the master of the Carthaginian horse, he went on successfully, and at length drove the inhabitants into the citadel, which was obliged to surrender at discretion. Some having taken refuge in the temple, set it on fire, and the conflagration was extended by the merciless conquerors over the whole of this noble city, which was twenty-four miles in compass, and which the senate ordered to be levelled with the ground. All the cities which had assisted Carthage were devoted to the same fate, and the lands belonging to them were given to the friends of the Romans.

The conquest of Carthage was followed by that of Corinth, one of the noblest cities of Greece, in the same year. Scipio, who had destroyed Carthage, and was

পরে কার্থেজিয়ান লোকেরা যে আসড্রুবল সেনাপতিকে রুমি লোকদিগের বিঘ্নকারী বলিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে কারাহইতে মুক্ত করিয়া তৎকালে আপনাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন; আর ঐ সেনাপতি কার্থেজ নগর রক্ষার্থে এমন দৃঢ়রূপে আয়োজন করিতে লাগিলেন, যে দুই জন রুমি অধ্যক্ষ ঐ নগর অনায়াসে জয় করিবেন, এমন অনুভব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে রুমি লোকেরা এমন পরাজিত হইল, যে অসহ্য ক্লেশ প্রযুক্ত শত্রু সম্মুখে থাকিতে পারিল না তাহা কেবল নয়, সৈন্যগণ জয় বিষয়েও নিরাশ হইল। আর এই রূপে পুনঃ২ যুদ্ধ করিলেও তথাপি ক্রমে২ প্রায় সর্ব্বদা পরাজিত হইতে লাগিল, তাহাতে সিপীউ ইমিলিয়ানস্ নামে সেনাপতি পরাভূত হইলেও তথাপি আপন রক্ষার্থে ও ভবিষ্যৎ জয়াশা প্রদানে নিপুণ ছিল, এই নিমিত্তে তিনি ঐ কার্থেজ নগর বেষ্টনবিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না আর কিছু কাল গতে ঐ সেনাপতি কার্থেজিয়ান লোকদের অশ্বারূঢ় সৈন্যাধ্যক্ষ যে ফ্যানিয়স নামক ব্যক্তি, তাহাকে ছল চতুরতাদ্বারা আপন পক্ষে আনয়ন করিল, তখন রুমি লোকেরা অতিশয় প্রবল হইলে কার্থেজিয়ান লোকেরা অতি দুর্ব্বল হইয়া ক্রমে২ তাবল্লোক কেল্লাতে পলায়ন করিল; এবং আর কতক মলিন লোক পলায়ন করিয়া একটি মন্দির মধ্যে আশ্রয় করিল। এমন হইলে রুমি লোকেরা আক্রমণ পূর্ব্বক ক্রমে২ ঐ দুর্গ হস্তগত করিয়া কেল্লা এবং ঐ মন্দিরে অগ্নি প্রদান করাতে লোকেরা ব্যাকুল হইয়া যে২ স্থানে পলায়ন করে তত্তৎস্থানেতেই অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে ষড়্‌বিংশতি ক্রোশ বেষ্টনে ঐ কার্থেজ নগর কেবল অগ্নিক্ষেত্র হইয়া উঠিল। অপর সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞাদ্বারা যে কেবল ঐ নগর ভস্মরাশি করিয়া সমভূমি করিল এমন নয়, আরো তৎসহকারী যে২ নগর ছিল, সে সকলও সমভূমি করিয়া তন্নিকটস্থ ভূমি সকল রুমি বান্ধবদিগকে সমর্পণ করিল।

এই রূপে রুমি লোকেরা কার্থেজ নগর জয় করিয়া তদ্বৎসরের মধ্যে করিন্থ নামে গ্রীক দেশীয় একটি প্রধান নগর জয় করিলেন, এবং ঐ কার্থেজ নগর উচ্ছন্নকারি আফ্রিকেনস উপাধি প্রাপ্ত যে সিপীউ নামে সেনাপতি, তিনি স্পানিয়া দেশীয় নুমান্সিয়া নামক নগর হস্তগত করিয়া ঐ সমুদয় দেশ রুম রাজ্য ভুক্ত করিলেন।

also surnamed Africanus, took Numantia, the strongest city in Spain, and reduced the whole of that country into a province of Rome. Success had now intoxicated the Romans to such a degree, that they already considered the world as their own, and treated other nations not as equals, but as vassals to their pleasure or aggrandisement. The Roman power and glory had now reached their acmé; and though their conquests might be more numerous, and their dominions more extensive, their extension was rather an increase of territory than of strength. They daily degenerated from their ancient temperance and simplicity of life. The two Gracchi first perceived this strange corruption among the great, and resolved to repress it, by renewing the Licinian Law, which forbade any citizen to possess more than five hundred acres of land, and decreed that the overplus should become the property of the state in which they lost their lives.

Though the Romans had nearly lost their liberties, they avariciously grasped at new dominions. They subdued the Balearic islands; also the country now called Savoy; the Scordisci, a people of Thrace; and Jugurtha, king of Numidia. Jugurtha was grandson to the famous Massinissa, who had espoused the cause of Rome against Hannibal. He was educated with two young princes, who were left to inherit the kingdom, and being their superior in abilities, and greatly in favour with the people, he murdered Hiempsal, the eldest son, and made the same attempt on Adherbal, the younger, who escaped and fled to the Romans for succour. Jugurtha, sensible of the avarice and injustice of the senate, sent his ambassadors to Rome with large pre-

এই প্রকারে রুমি লোকেরা নানা দিগ্বিদিক্ জয় করাতে দপমদেতে মত্ত তুল্য হইয়া আপনাদিগকে এক প্রকার সার্ব্বভৌম রাজা করিয়া মান্য করিতে লাগিলেন ; আর চতুর্দ্দিক্স্থ অন্যান্য জাতিদিগকে এক প্রকার তৃণতুল্য নিজ দাসের ন্যায় গণনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রুম রাজ্যের পরাক্রম চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে২ বৃদ্ধি এইরূপে সম্পূর্ণ হইল। আর তৎপশ্চাতেও ক্রমে২ রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল বটে ; কিন্তু তাহাতে রাজ্যের পরাক্রম বৃদ্ধি না হইয়া কেবল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অর্থাৎ রুম রাজ্যের পূর্ব্বাপর যে সকল পরিমিত ব্যবহারাদি ছিল, তাহা ক্রমে২ কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া ঐ রাজ্য কেবল সুখাভিলাষেতে পরিপূর্ণ হইল। অতএব তন্নগরস্থ মহল্লোকদিগের ঈদৃশ অমঙ্গল সূচক ক্রিয়া দেখিয়া তন্মধ্যস্থ গ্র্যাকাই নামক দুই সহোদর কুলীন লোকদিগের সুখালস্যাদি নিবারণার্থে লিশিনিয়ন নামে একটি ব্যবস্থা উত্থাপন পূর্ব্বক এই নিয়ম স্থির করিলেন, যে কোন ব্যক্তি পঞ্চশতাধিক সহস্র বিঘা ভূমির অতিরিক্ত ভোগ করিতে পারিবেন না ; কিন্তু তাহার অধিক ভূমি ভোগ করিলে সে ব্যক্তি যে দেশে প্রাণত্যাগ করিবে তদ্দেশীয় রাজা ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর রুমি লোকেরা রাজার কুব্যবস্থাতে পূর্ব্বের নিজ২ ক্ষমতাদি চ্যুত হইয়া এই রূপে প্রায় আজ্ঞাবর্ত্তি দাসের ন্যায় হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি রাজ্য বৃদ্ধ্যর্থে বহুতর চেষ্টান্বিত থাকাতে বালিরিক নামে কতক গুলিন উপদ্বীপ, এবং ইদানীন্তন সাবয় নামে খ্যাত যে দেশ, এবং গ্রেশ দেশীয় স্করডিবাই নামে জাতি, এই সকলকে পরাভূত করিয়া নুমিডিয়া দেশীয় জুগর্ত্তা নামক রাজাকেও পরাজিত করিলেন। ঐ রাজা রুমি সহকারে হানিবল সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে মাশিনিশা নামে মহা খ্যাত্যাপন্ন রাজা, তাঁহার পৌত্র ছিলেন ; তিনি ভাবি রাজ্যাধিকারী দুই জন যুবরাজের সহিত একত্র শিক্ষিত হইয়া আপনি সুচতুর ও লোকদিগের প্রিয়তমত্ব জানিয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিএমসাল নামক যুবরাজকে বধ করিল ; এবং আডহর্বল নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে সে ব্যক্তি তৎহস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইল। তাহাতে ঐ জুগর্ত্তা রাজা রুমি সভাস্থ লোকেরা যে অর্থ প্রিয় ও অন্যায়কারী ইহা জ্ঞাত পূর্ব্বক

ents, which so influenced the senate, that they decreed him half of the kingdom, thus acquired by murder and usurpation, and deputed commissioners to divide it between him and Adherbal, and seize the whole. The people of Rome, who still retained some generosity, unanimously complained of his treachery; but the senate, who had been bribed to silence, continued for awhile in suspense. However, at length, a consul was sent with a powerful army to execute justice on the murderer; but he also suffered himself to be bribed, and made overtures of peace.

The people, now more enraged than before, procured a decree, that Jugurtha should be summoned in person before them, in order to give an account of all those who had accepted bribes. Jugurtha immediately obeyed, and appeared before the people in a suppliant manner, and in a dress corresponding with his situation; but instead of discovering those who were bribed, he only set about renewing the evil complained of, and, being sensible that every thing was venal at Rome, took the certain method of interesting them in his cause by the distribution of his riches. The people, therefore, soon ordered him to quit Rome, and sent Albinus, the consul, to traverse his designs. Albinus, however, was obliged to leave the direction of the army to Aulus, his brother, who was every way unequal to the command, and who, being led into great straits, was finally compelled to hazard a battle upon disadvantageous terms, and was completely defeated.

Caius Marius, who afterwards became the boast as well as scourge of Rome, first acted as lieutenant to the consul Metellus, who now took the command of

মানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন সহিত এক জন দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন; অতএব সভাস্থ লোকেরা ঐ প্রকার ধনেতে বশীভূত হইয়া লোকদ্বারা ঐ রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ঐ দুই জনকেই রাজ্যাভিষিক্ত করাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তদবধি রূমি লোকদিগের যৎকিঞ্চিৎ শারল্য ছিল, তন্নিমিত্তে এই রূপ অবিচার দৌরাত্ম্য দেখিয়া তাহারা নানা প্রকার আপত্তি করাতে সভাস্থ লোকেরা উৎকোচ প্রাপ্ত প্রযুক্ত তৎ কালে নীরব থাকিয়া পরে কিছু দিন বাদে ঐ বধকারির প্রতিফল দেওনার্থে কতক গুলিন সৈন্যের সহিত এক জন অধ্যক্ষকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি ও তাঁহাদের ন্যায় উৎকোচ লইয়া ঐ জুগর্থা রাজার সহিত সন্ধি করিলেন।

অপর এই রূপ অত্যাচার দেখিয়া সাধারণ লোকেরা অগ্নিবৎ প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হওয়াতে ঐ জুগর্থা রাজাকে উৎকোচ গ্রাহকদিগের প্রমাণার্থে লোক সমীপে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল, তাহাতে ঐ রাজা তদাজ্ঞানুসারে নম্রমনা ও কুবেশ বিশিষ্ট হইয়া বিপদ গ্রস্তের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। আর তিনি তৎস্থানে তত্ত্ববিবরণ কিছু প্রকাশ পূর্ব্বক উৎকোচ গ্রাহকত্ব দোষের ক্ষয় করা দূরে থাকুক, বরং ঐ দোষের আরো বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রূমি লোকেরা ধনেতে তুষ্ট প্রযুক্ত ঐ রাজা তাহাদিগকে স্বপক্ষ করণার্থে আরও অধিক ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন; অতএব সাধারণ লোকেরা একথা জানিয়া তাহাকে দেশ হইতে বিদায় করিয়া তিনি যে কোন কুমন্ত্রণা ও কুচেষ্টাদি করেন কি না, তৎসন্ধানার্থে আলবাইনস নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে তৎপশ্চাতে প্রেরণ করিলেন; তাহাতে ঐ সেনাপতি স্বেচ্ছাধীন স্বপদ ত্যাগ করিয়া অলস নামক নিজভ্রাতাকে ঐ সেনাপতি পদ সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি যুদ্ধ বিষয়ে অনিপুণ প্রযুক্ত একটি কুস্থানে মহা বিপদ্ গ্রস্ত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিতান্ত পরাজিত হইলেন।

অনন্তর রূমি লোকেরা কেয়শ মারিয়শ নামক ব্যক্তিকে যথেষ্ট প্রশংসা ও গৌরব করিয়া মান্য করিলেও তথাপি শেষে সে ব্যক্তি দেশের বিপদ স্বরূপ হইয়া উঠিল, আর মিটলেশ নামক দেশাধ্যক্ষ নমিডিয়া দেশে সেনাধ্যক্ষ হইয়া গমন করাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছিল, এবং ঐ মিটলেশের দেশাধ্যক্ষ পদের

the army in Numidia. On the termination of the consulate of Metellus, he stood for the consulship, which he obtained contrary to the expectations and influence of the higher orders. He conquered Jugurtha, whom he carried to Rome, loaded with chains. Marius was born of poor parents, and was a man of extraordinary stature, incomparable strength, and undaunted bravery. He had entered early into the service of his country, and was remarkable for his exact observance of discipline. His detestation of the senate was soon conspicuous; and he boldly arraigned their corruptions even in the senate house.

Soon after the termination of the Jugurthine war, an incredible number of barbarians from the north poured into the Roman dominions, and threatened Italy with slaughter and devastation. In this emergency Marius, contrary to the constitution of the state, which required an interval of ten years, was made a second time consul, and sent against this people. He defeated them in a bloody battle, and took the king of the Teutones prisoner; and, at length, he also gave the Cimbri a dreadful overthrow, in which one hundred and forty thousand of these barbarians were slain, and sixty thousand made captive.

By these victories Marius became very formidable to distant nations in war, and soon after grew much more dangerous to his fellow citizens in peace. Metellus, who had been his first patron and promoter, had long been hateful to him, for his superior influence in the senate, and he, therefore, earnestly wished to have him banished from Rome. To effect this, he suborned one Saturninus,* who had fraudulently possessed him-

নিয়ম শেষ হইলে পর ঐ ব্যক্তি তৎপদ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি যে ঐ পদ প্রাপ্ত হন, কুলীন লোকদিগের এমন বোধ ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি তিনি তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ঐ জুগর্ত্তা রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জয় পূর্ব্বক তাহাকে শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া রুম দেশে আনয়ন করিলেন। তিনি ইতর বংশ জাত ছিলেন, আর সুদীর্ঘকায় হইয়া অপরিমিত বল ও সাহস যুক্ত ছিলেন। আর তিনি যৌবন কালাবধি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকারে রাজ্যের নিয়মাদি ভঙ্গ করেন নাই। কিন্তু সভাস্থ লোকদিগের সহিত নিতান্ত অপ্রণয় প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ সভা মধ্যস্থানে তাহাদিগের উপর দাওয়া পূর্ব্বক যথেষ্ট নিন্দাদি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর এই রূপে জুগর্ত্তা রাজার সহিত যুদ্ধ সমাপন হইলে পর, এক সময় উত্তর দেশহইতে অসংখ্যৎ বন্য লোক আসিয়া রুম রাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে সমুদয় ইটালি দেশ যে একেবারে সম্মভূমি করিবে, ইহা নিশ্চয় বোধ হইল; অতএব এই আকস্মিক দুর্ঘটনা হওয়াতে পূর্ব্বাপর চলিত যে অধ্যক্ষ পদ, তাহা ত্যাগ করিলে পর দশ বৎসরের মধ্যে তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না; কিন্তু তৎকালে লোকেরা সুতরাং ঐ রাজনিয়ম অপেক্ষা করিতে না পারিয়া মারিয়স সেনাপতিকে পুনর্ব্বার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিল। তাহাতে ঐ অধ্যক্ষ অসভ্য লোকদিগের উপর প্রত্যাক্রমণ করিয়া ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া টুটনিশ নামক জাতিদিগের ভূপতিকে হস্তগত করিল, এবং কিয়ৎ দিনান্তে তন্মধ্যস্থ সিম্বাই নামক জাতিদিগকে এমন পরাজিত করিল, যে তাহাতে তাহাদিগের এক লক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, আর ষষ্টি সহস্র সৈন্য শত্রু হস্তগত হইল।

অপর এই প্রকারে মারিয়স সেনাপতি সমুদয় জয়ী হওয়াতে তাহার যুদ্ধসময়ে দুরন্ত লোকেরা কম্পকম্পান্বিত হইত, এবং সন্ধি করণসময়ে তিনি রুমি লোকদিগের ভয়ঙ্কর হইতেন। সে যাহা হউক, মিটেলশ নামক সেনাপতি মারিয়সের শ্রীবর্দ্ধক সহকারী হইলেও তথাপি তিনি মহা সভাতে অধিক মর্য্যাদাপন্ন প্রযুক্ত ঐ মারিয়স তাহার প্রতি দ্বেষ ভাব করিয়া তাহাকে কোন প্রকারে দেশচ্যুত করিবার ছল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর তৎকর্ম্ম সম্পন্ন কর-

self of the tribuneship, to prefer a law for the partition of such lands as had been recovered in the late war, and obliged the senators to take a solemn oath for carrying it into execution in case it was passed. By the interest of Marius, the law was soon enacted; but Metellus, who considered it as a renewal of the ancient disturbances, which had been so fatal to the constitution, endeavoured to persuade the senate to reject the measure with disdain. At first they seemed inclined to follow his advice; but the influence of Marius being superior, Metellus was obliged to go into voluntary banishment.

The ambition of the allied states of Italy to obtain the rights of citizenship, produced the civil war; which having raged two years with doubtful success, at length the senate began to reflect, that, whether conquerors or conquered, the Roman power would equally be annihilated. They, therefore, granted the freedom of the city to such of the Italian states as had not revolted, and then offered it to those that would soonest lay down their arms. By these means peace was restored.

The senate now turned their arms against Mithridates, the most powerful monarch of the east, whose dominion extended at this time over Cappadocia, Bithynia, Thrace, Macedon, and all Greece. Sylla, who had been just chosen consul, was with general consent appointed to conduct the Asiatic war. He loved pleasure, but glory still more. Fond of popularity, he was desirous of pleasing all the world. In short, he could adapt himself to the inclination, pursuits, and follies of those with whom he conversed; while he had

পার্থে সাটর্নিনস নামক বিচারকর্ত্তাকে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিয়া এই প্রবৃত্তি লওয়াইলেন, যে গত যুদ্ধে লোকদিগের প্রাপ্ত ভূমি সকল বিভাগ করণার্থে তুমি মহা সভাস্থ লোকদিগের নিকটে ব্যবস্থা উত্থাপন কর; তাহাতে সভাস্থ লোকেরা সম্মত হইলে তাহা-দিগের ঐ ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে শপথ করাও। অতএব এই রূপ চাতুর্য্য চেষ্টাতে লোকেরা সম্মত ছিল, কিন্তু এমন হইলে যে রা-জ্যের পুরাতন বিরোধ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে, ইহা মিটেলস সে-নাপতি জানিয়া সভাস্থ লোকদিগের ঐ ব্যবস্থা অস্বীকার করণার্থে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা যে এমত ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিবে না, প্রথমতঃ এমন বোধ হইল বটে, কিন্তু অবশেষে তা-হারা মারিয়স সেনাপতির অনুরোধে সম্মত হওয়াতে সুতরাং মিটে-লস সেনাপতির দেশান্তরে প্রস্থান করিতে হইল।

পরে ইটালী সম্বন্ধীয় রাজ্যস্থ লোকেরা রুমি প্রজাদিগের সদৃশ ক্ষমতা প্রাপ্তিনিমিত্ত প্রার্থনা করাতে রাজ্যের মধ্যে একটি মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া কখন বা কাহার জয় ও কখন বা কাহার পরাজয় এই রূপে ক্রমিক দুই বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে ঐ সংগ্রামে জয় পরাজয় উভয়েতেই যে রুমি লোকদিগের পরাক্রম চূর্ণ হয়, ইহা বোধ হওয়াতে সভাস্থ লোকেরা যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ইটালী দেশীয় লোকদিগকে রুমি প্রজাতুল্য ক্ষমতা প্রদান করিলেন. এবং প্রথমতঃ যাহারা যুদ্ধহইতে নিবৃত্ত হইল, তাহাদিগকেও ঐ ক্ষমতা প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, এ প্রকার করাতে পরস্পর যুদ্ধ নি-বৃত্ত হইয়া সুতরাং রাজ্য সুস্থির হইল।

তদনন্তর যে সময়ে রুমি লোকেরা আশিয়া দেশীয় রাজগণের মধ্যে মিথ্রিডেটিশ নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক ব্যক্তির সহিত সং-গ্রামের উদ্যোগ করিলেন; তৎকালে কাপাডোশিয়া নামে ও বিথিনী ও থ্রেশ ও মাসিডন এবং সমুদয় গ্রীক দেশ এই সকল দেশ ঐ রাজার রাজ্য ভুক্ত ছিল, এতন্নিমিত্তে রুমি লোকেরা সর্ব্বসম্মতি পূর্ব্বক শিলা-নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ঐ সংগ্রামের সেনা-পতি করিলেন। আর তিনি বিষয় সুখভোগ ইচ্ছুক হইলেও তথাপি অধিক যশ আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রিয় হওনার্থে তাবতের সহিত প্রণয় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। অধিক কি লিখিব, তিনি আপনার স্থূল বুদ্ধি প্রযুক্ত প্রকৃত কোন গুণ না থাকাতে যে কোন ব্যক্তির স-

no real character of his own. In consequence of skill which he had displayed in the civil war, he now appointed to the government of Asia Minor, in position to the claims of Marius.

During the absence of Sylla, Marius, with the sistance of Sulpicius, a tribune of the people, tained a law that the Italian states should vote, not the rear of the other tribes, but indiscriminately w the rest. By the same law it was also enacted, t the command of the army appointed to oppose Mitl dates, should be transferred from Sylla to Mari Sylla, however, refused to obey the orders of Mari and the army, after slaying the officer sent to sup sede him, intreated their general that he would le them directly to execute vengeance upon all his en mies at Rome. Accordingly, Sylla, who was natur ly vindictive, determined to comply; and the army, an mated with the resentment of their leader, breath nothing but slaughter and revenge. It was to no purpo that the prætors went out from the city in form, interdict its further progress; and, though the s nate enjoined Sylla not to advance within five miles Rome, he soon arrived with all his forces at the gates the city, which he entered sword in hand, as into place taken by storm. Marius and his partizans fle with precipitation. Sylla repealed all the laws whic had been enacted by his opponents, and having, as h supposed, entirely restored peace to the city, departe upon his expedition against Mithridates.

Sylla, however, overlooked a very formidable op ponent, who was daily growing into power and popular ity at Rome. This was Cornelius Cinna, who, thougl

হিতে সাক্ষাৎ হইত,তাহার ভাল মন্দ ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিয়া আপনিও তদনুরূপ ভাল মন্দ কর্ম্ম করিতেন। এমন হইলেও কিন্তু তথাপি তিনি রুম রাজ্যের পূর্ব্ব সংগ্রামে আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করাতে রুমি লোকেরা ঐ আশিয়া দেশীয় সংগ্রামে মারিয়স সেনাপতিকে নিযুক্ত না করিয়া তাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিল।

অপর ঐ শিলা সেনাপতি কোন সময়ে দেশান্তর থাকাতে এখানে মারিয়স সেনাপতি সল্পিসিয়স নামক বিচারকর্ত্তাকে সহায় করিয়া অনুরোধ করাতে এই রাজ নিয়ম বাহির হইল, যে ইটালী দেশস্থ লোকেরা অন্যান্য জাতিদিগের পশ্চাৎ না জানাইয়া তাবৎলোক এককালে সম্মতি অসম্মতি জানাইবে,এবং মিথ্রিডেটিশ রাজার সহিত যুদ্ধে শিলা সেনাধ্যক্ষ না হইয়া মারিয়স ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া গমন করিবে। এই প্রকারে রাজ আজ্ঞা পরিবর্ত্ত হইলে শিলা সেনাপতি মারিয়সের আজ্ঞাবহ হইতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে তাহার আজ্ঞাকারি সৈন্যগণ প্রভুপদগ্রাহক ঐ আগত সেনাপতিকে নষ্ট করিয়া আপনাদের সেনাপতিকে এই কথা কহিল, যে তুমি আমাদিগের অধ্যক্ষ হইয়া বিপক্ষদিগের প্রতিফল প্রদানার্থে রুম নগরে গমন কর। তাহাতে ঐ শিলা সেনাপতি স্বভাবতঃ দ্বেষী প্রযুক্ত জাতক্রোধে তাহা স্বীকার করাতে সৈন্যগণও রাগান্ধ হইয়া তাবৎ বিপক্ষদিগকে সংহার করিতে স্থির করিল। এমন হইলে নগর রক্ষক ব্যক্তি এই সকল সমাচার শ্রবণ করিয়া তাহার আগমনের নিবারণার্থে স্ব সৈন্যে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বাহির হইলেন। এবং সভাস্থ লোকেরাও ঐ শিলাকে নগরের পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আসিতে নিষেধ আজ্ঞা দিলেন বটে, কিন্তু তথাপি ঐ শিলা সেনাপতি এ সকল অপেক্ষা না করিয়া খড়্গহস্ত হওতো দেশাক্রমণের ন্যায় ঐ নগরের সিংহদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। এ প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে মারিয়স সেনাপতি এবং তৎপক্ষীয় লোকেরা প্রাণভয়েতে স্থানান্তরে পলায়ন করিল। এই রূপে শিলা সেনাপতি আপন বিপক্ষ নিরাকরণ করিয়া তৎকালে আপদ শূন্য নগর বোধ হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার ঐ মিথ্রিডেটিশ রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে যাত্রা করিলেন।

অপর এই রূপে শিলা সেনাপতি নির্ব্বিপক্ষ নগর করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে রুম রাজ্যের মধ্যে যে কর্ণীলিয়স সিনা নামে তাহার

born of a patrician family, was strongly attached to the people from motives of ambition. Rash, hot, and obstinate, but at the same time bold and enterprising, he was eager after glory, but incapable of patiently waiting its regular approach. He obtained the consulship in opposition to the influence and interest of Sylla, endeavouring by force to procure an abrogation of the laws in favour of the patricians: a powerful body of Sylla's friends opposed him, and defeated his purpose.

He then began to make levies both of troops and money, and, having prevailed on the soldiers to espouse his cause, was joined by several of the senators, who had hitherto wavered in their resolution. What, however was equal to an army in itself, tidings were brough that Marius, who had escaped from a thousand perils was with his son on the road to make common caus with him. This general, at the age of seventy, afte numberless victories, and six consulates, had wandere for some time as an outcast from society, and in dan ger every hour of falling into the hands of his enemie Thus encompassed with danger, he was obliged t conceal himself in the marshes of Minturnæ, whe he continued a whole night in a quagmire. At brea of day he left this dismal place, and made towar the seaside, where he hoped to find a ship to facilita his escape; but being known and discovered by son of the inhabitants, he was conducted to a neighbou ing town with a halter round his neck, and while st

এক জন প্রবল প্রতিযোগির বল বিক্রমাদি দিনে২ শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল, অনুমান হয় যে শিলা সেনাপতি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; ঐ ব্যক্তি কুলীন বংশোদ্ভব হইলেও তথাপি স্বকার্য্য সাধনার্থে সাধারণ লোকদিগের সহিত প্রণয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা থাকিতেন। তিনি অতিশয় একগুঁয়া ও অবিবেচক ছিলেন, এবং প্রচণ্ডরাগী ও হতবুদ্ধি এবং ভয়শূন্য ঘোর উৎসাহসী ছিলেন। আর তাহার যশ প্রাপ্ত্যর্থে অতিশয় আকিঞ্চন প্রযুক্ত ক্রমে২ সুখ্যাতি লইতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। অতএব শিলা সেনাপতি নানা চেষ্টাতে ব্যাধিত হইলেও তথাপি সে ব্যক্তি দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া কুলীন লোকদিগের পক্ষে পূর্ব্বস্থাপিত ব্যবস্থা সকল লোপকরণার্থে সচেষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু শিলা সেনাপতির দলভুক্ত লোকেরা তদ্বিষয়ে নিতান্ত বাধা জন্মানতে তাহার সে সকল আকিঞ্চন নির্মূল হইয়া উঠিল।

তদনন্তর এমন হইলে শিলা সেনাপতি নানা প্রকারে বিস্তর২ ধন ও সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল, তাহাতে তাবৎ সেনাগণ ঐ সেনাপতির পক্ষ হওয়াতে উভয় পক্ষ ভিন্ন যে সকল সভাস্থ লোক ছিল, তাহারাও তাহার গণীভূত হইল; আর মারিয়স সেনাপতি যে পত্র সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার যুদ্ধের সাহায্যার্থে আসিতেছেন, ইহাতে ঐ শিলা সেনাপতি সর্ব্বপ্রকারে আপনার সৌভাগ্য জ্ঞান করিলেন। ফলতঃ ঐ মারিয়স সেনাপতি সত্তরি বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে ছয় বার দেশাধ্যক্ষ হইয়া অনেক২ বার সংগ্রাম জয়ী হইলেও তত্রাপি লোকেরা তাহাকে দেশান্তর করাতে তিনি শত্রুহস্তগত হওনের ভয়প্রযুক্ত বহু দিবসাবধি দিগ দিগন্তরে ভ্রমণ করিতে ছিলেন; কিন্তু শেষে এমন বিপদ ঘটিল, যে এক দিন চতুর্দ্দিকে শত্রুর আগমন দেখিয়া মিনটর্নী দেশীয় বৃহজ্জলার পঙ্কেতে সমস্ত রাত্রি তাহার লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে হইল। পরদিবস প্রভাতে শত্রুহস্তহইতে মুক্ত হওনার্থে কোন প্রকারে কোন জাহাজে গমন করিবার নিমিত্তে সমুদ্রতীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সে স্থানে এমন বিপদ ঘটিয়া উঠিল, যে তদ্দেশস্থ লোকেরা তাহাকে হস্তগত করিয়া শৃঙ্খলেতে তাহার গল দেশ বন্ধন পূর্ব্বক ঐ সর্ব্বগাত্রে কর্দ্দমের সহিত নিকট বর্ত্তি কোন নগরে প্রেরণ করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিল। অনন্তর ক্রিয়াদিনারণাবে তন্নগরস্থ লোকেরা রুমি সভাস্থ লো-

covered over with mud, sent to prison. Willing to conform to the orders of the senate, the governors of the place soon after sent a Cimbrian slave to dispatch him; but when the barbarian entered the dungeon for this purpose, he stopped short, being intimidated by the dreadful rising and awful voice of the victim, who sternly demanded, if he had the presumption to kill Caius Marius? Unable to reply, the slave threw down his sword, and, rushing back from the prison, declared that he found it impossible to kill him. The governor, considering the fear of the slave as an omen in favour of the unhappy exile, gave him once more his freedom, and provided him with a ship to convey him from Italy. He afterwards landed in Africa, near Carthage, and was ordered to retire by the prætor who governed, and to whom he had been formerly kind. He then embarked once more, and not knowing where to land without encountering an enemy, spent the winter at sea; and after being joined by his son, who had with difficulty escaped from the inhospitable court of an African prince, he accidentally heard of the activity of Cinna in his favour, and accordingly made the best of his way to join him. Cinna, being apprised of his approach, sent his lictors, with all other marks of distinction, to receive him. Marius, having collected a numerous body of forces, posted himself upon a hill that overlooked Rome, where he was joined by Cinna, with an army as

কদিগের আজ্ঞানুসারে ঐ মারিয়স সেনাপতিকে বধ করণার্থে সিম্ব্রি- য়া দেশীয় এক জন ক্রীত দাসকে কারাগারে প্রেরণ করিল। তাহাতে যখন ঐ বন্য লোক খড়্গহস্ত হইয়া কারাগারের দ্বারে প্রবেশ করিল, তখন ঐ সেনাপতির বিকট মূর্ত্তি ও ভয়ঙ্কর গভীর কথা শুনিয়া ভয়েতে কাষ্ঠের ন্যায় স্তব্ধ হইল। এমন হইলে ঐ সেনাপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কেয়স মারিয়সকে বধ করণের উপযুক্ত এতা- দৃশ সাহস কি তোমার আছে? তাহাতে ঐ ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করা দূরে থাকুক, আরো ভয়েতে অবাক্ হইয়া অস্ত্র পরি- ত্যাগ পূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিল। আর নিজ কর্ত্তাদিগের নিকটে গিয়া কহিল, যে মহাশয়, কাহারো এমন সাহস নাই, যে ঐ ব্যক্তিকে বধ করিতে পারে। এমন হইলে তখন তন্নগরস্থ লোকেরা ঐ দাসকে এতাদৃশ বিস্ময়াপন্ন ও ভীত দেখিয়া কারাস্থ ব্যক্তি যে দেবানুগৃহীত লোক, ইহা বোধ হওয়াতে তাহাকে কারাহইতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক দেশান্তর গমনার্থে এক খানি জাহাজ প্রদান করিল। এই প্রকারে মারি- য়স সেনাপতি তথাহইতে উদ্ধার পাইয়া জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক কার্থেজ নগরীয় আফ্রিকা দেশে গিয়া উত্তরিলেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বে তদ্দেশীয় রাজার যথেষ্ট উপকার করিলেও তথাপি সে ব্যক্তি ৎৎ- কালে তাঁহাকে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিল; অতএব সুতরাং পুনর্ব্বার গিয়া তাহার ঐ জাহাজে আরোহণ করিতে হইল। এইরূপ শত্রু ভয়েতে কুত্রাপি উত্তরিতে না পারিয়া শিশির কালে ঐ জাহাজে বাস করাতে আপন পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন; সে ব্যক্তি আফ্রিকা দেশীয় এক জন রাজার শরণাগত হইলেও তথাপি সে স্থানে আশ্রয় না পাইয়া কোন প্রকারে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে রূম দেশীয় শিনা সেনাপতির সহিত যে শিনা অধ্যক্ষ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে, এই সমাচার পাইয়া তাঁ- হারা পিতাপুত্রে তাহার সহিত যোগ করণার্থে অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে মারিয়স সেনাপতির আগমন সম্বাদ শুনিয়া শিনা অধ্যক্ষ কতক গুলীন লোক পাঠাইয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করিলেন। পরে মারিয়স সেনাপতি যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রূম রাজ্যের নিকটবর্ত্তি একটি পর্ব্বতোপরি গিয়া শিনা অধ্যক্ষের সহিত যোগ করাতে ঐ শিনা অধ্যক্ষ তত্তুল্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ এক স্থানে উভয়েই গিয়া রহিলেন। আর উভয়ের অন্তঃ-

unmerous as his own, and being instigated with tl same spirit of revenge, they resolved to lay siege to the native city.

The senate and consuls, driven almost to despair, ha no other resource than submission; and sending amba sadors to the two generals, assured them of their ac quiescence, and desired them to enter the city peaceabl and spare their country. Marius, however, massacre all who had been obnoxious to him, without pity or re morse. Several senators of the first rank were butch ered in the streets, their heads placed upon the rostrum and their bodies given to be devoured by dogs. Th bloodhounds of this monster, breathing slaughter an vengeance, stabbed fathers of families in their ow houses; violated the chastity of matrons; and carrie away their children by force. Many, who sought t propitiate the tyrant's rage, were murdered in his presence; many, who had never offended him, were put to death; and, at last, even his own officers could not approach him without terror. Marius next abrogated all the laws which were made by his rivals, and then created himself consul with Cinna. After gratifying his two favourite passions, vengeance and ambition, and having deluged his country with blood, he died the month after, aged upwards of seventy years. Happy had it been for mankind had his death happened at a more early period.

[illegible] জাত ক্রোধ প্রযুক্ত রুম নগর নিজ২ জন্ম স্থান হইলেও তথাপি ঐ নগর বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

পরে সভাস্থ লোকেরা এবং দেশাধ্যক্ষেরা ঐ দুই সেনাপতির এতাদৃশ ভয়ানক কর্ম্মের চেষ্টা দেখিয়া এক প্রকার নিরাশ হইয়া কেবল তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করণ ব্যতিরেক যে আর কোন উপায় নাই, ইহা নিতান্ত বোধ হওয়াতে তাহাদের নিকটে এক জন দূতদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, যে তোমরা নিজ দেশ নষ্ট না করিয়া অহিংসা ধর্ম্মেতে নগরমধ্যে আগমন কর, ইহাতে আমরা তোমাদিগের আজ্ঞানুসারে চলিব। এপ্রকার মিনতি বাক্য কহিলেন, কিন্তু তথাপি মারিয়স সেনাপতি সে কথা তুচ্ছ বোধ করিয়া মহা ক্রোধেতে আত্ম বিপক্ষদিগকে বধ করিতে লাগিল, এবং রাজ পথি মধ্যে বিস্তর২ সভাস্থ মহল্লোকদিগের মস্তক চ্ছেদন পূর্ব্বক ঐ সকল মুণ্ড মঞ্চোপরি রাখিয়া শরীরকে কুক্কুরদিগকে প্রদান করিতে লাগিল। আর এই পাষণ্ড দুরাত্মার বশকারি সৈন্য সকল প্রচণ্ড রাগোন্মত্ত হইয়া মার২ শব্দেতে স্ব২ পরিবারের সম্মুখে তাহাদের পিতা মাতাকে ছোরাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিল, এবং মান্য স্ত্রী লোকদিগের বলাৎকারেতে সতীত্ব নষ্ট করণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সন্তান সন্ততিদিগকে বলেতে হরণ করিয়া লইল। আর যাহারা ঐ দুরাত্মার এই প্রকার সর্ব্বনাশকারি ক্রোধ সম্বরণ করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের যে স্ব সাক্ষাতে প্রাণ হরণ করিল তাহা কেবল নয়, আরো নিরপরাধ ব্যক্তিদিগেরও প্রাণহন্তা হইল; অতএব এই রূপ আত্যন্তিক ক্রোধ দেখিয়া শেষে তাহার আত্মীয় বন্ধুবর্গও ভয় প্রযুক্ত তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হইল না। পরে শিলা সেনাপতি কর্ত্তৃক যে সকল ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, মারিয়স সেনাপতি তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া নিজ সহকারের নিমিত্তে ঐ শিনা সেনাপতিকে দেশাধ্যক্ষ করিলেন, এই প্রকারে তাহার অন্তঃকরণের প্রতিহিংসা ও উচ্চ পদাভিলাষ সংপূর্ণ করিয়া নিজ জন্ম দেশ রুধিরেতে আপ্লাবিত করিয়া সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের অধিকেতে প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাহার এই মরণ যদ্যপি কিছু দিন পূর্ব্বে হইত তবে লোকদিগের এ রূপ অমঙ্গলের বিষয় ঘটিত না।

These melancholy accounts being brought to Sylla, he concluded a peace with Mithridates, and prepared to take vengeance on his enemies in Rome. Cinna endeavoured to oppose his return, by sending an army into Asia, to attack Mithridates, under the command of Valerius Flaccus, his colleague in the consulship; but the troops, revolting from their allegiance, deserted to join their fellow-citizens in the army of Sylla. Soon after, the ill-timed severity of Cinna produced a tumult and a mutiny through the whole army; and while he endeavoured to prevent or appease it, he was run through the body by an unknown hand.

Sylla, after a favourable passage, landed at Brundusium, where he was joined by Pompey, afterwards surnamed the great, and by the remains of that shattered party which had escaped the proscriptions of Marius. Italy, from one extremity to the other, soon felt all the desolations and miseries of a declared civil war. Sylla employed large sums of that money which hac been plundered from the East in extending his inter ests all over the country, and even among the barba rous nations of Gaul. Carbo and young Marius wer chosen consuls. Both factions, exasperated to madnes by mutual injuries and recriminations, gave vent t their fury in several engagements, in most of whic Sylla was victorious. The forces on the side of Mar us were more numerous; but those of Sylla were bett united and disciplined.

A large army of the Samnites, which was heade by several Roman generals, and by Telesinus, a Sa nite, avoided the troops of Sylla, as well as those of Po pey, and marching with great expedition to Rome,

পরে শিলা সেনাপতি স্ব দেশের এই সকল দুর্ঘটনা সমাচার প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সন্ধি পূর্ব্বক রূম নগরস্থ নিজ বিপক্ষদিগের প্রতিফল প্রদানার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে শিনা অধ্যক্ষ শিলা সেনাপতির ঐ সকল উদ্যোগ ভঙ্গ করণার্থে নিজ সহকারি বালিরিয়স ফ্লাকস নামক ব্যক্তিকে বিস্তর২ সেনার অধ্যক্ষ করিয়া ঐ মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রামার্থে আশিয়া দেশে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু ঐ সকল সৈন্যেরা বালিরিয়স অধ্যক্ষের হস্তবশতা ত্যাগ করিয়া ঐ শিলার অধীন সৈন্যদিগের সহিত যোগ করিল। তাহাতে শিনা অধ্যক্ষ অবিবেচনা পূর্ব্বক লোকদিগের সহিত ঘোরতর দ্বন্দ করাতে ঐ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য মধ্যে কুচক্রের দল হইয়া মহা একটি উপপ্লব হইয়া উঠিল। এমন হইলে তিনি যখন ঐ বিরোধ সান্ত্বনা করিতে গমন করিলেন, তৎকালে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বর্শাঘাতে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এই প্রকারে স্ব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হইল, তাহা ইটালী দেশের আদ্যন্ত সীমার মধ্যস্থ সমুদয় লোকেই বিশেষ রূপে জানিতে পারিলেন। সে যাহা হউক, পশ্চাৎ ঐ শিলা সেনাপতি জাহাজ যাত্রার সুযোগ পাইয়া বৃণডুষিয়ম নামক নগরে উপস্থিত পূর্ব্বক মহান্ উপাধি প্রাপ্ত যে পম্পী নামক সেনাপতি, তাহার সহিত এবং মারিয়স সেনাপতির দণ্ড হইতে রক্ষা প্রাপ্ত যে সকল সৈন্য, তাহাদিগের সহিত যোগ করিয়া পূর্ব্ব দেশ হইতে আনীত যে সকল লুঠিত ধনাদি, তাহা নিষ্কমত্ব রূপে জলবৎ বিতরণ পূর্ব্বক ফরাশীষ অসভ্য লোকদিগকে এবং তদ্ভিন্ন দেশ দেশান্তরীয় লোকদিগকে নিজ পক্ষে আনয়নার্থে সচেষ্ট হইলেন। এমন হইলে কার্ব্বো নামে এবং কনিষ্ঠ মারিয়স নামে এই দুই জন দেশাধ্যক্ষ স্থাপিত হইলে পর উভয় পক্ষীয় লোকেরা জাত ক্রোধে ও হিংসাতে উন্মত্ততুল্য হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল, তাহাতে মারিয়স সেনাপতির বহু সংখ্যক সেনা থাকিলেও তথাপি শিলা সেনাপতির সৈন্যগণ রণবিষয়ে নিপুণ প্রযুক্ত প্রায় জয়যুক্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এদিগে সামনাইট দেশীয় সৈন্যগণ কতক গুলীন রূমি সেনাপতিকে অধ্যক্ষ করিয়া এবং স্ব দেশীয় টেলেসাইনস্ নামে সেনাপতির সহিত গুপ্ত ভাবে গমন পূর্ব্বক বেগেতে শিলা সেনাপতি ও

tacked the city. Though the Romans fought with that decision which the consciousness of defending every thing dear inspires, they became disheartened by the loss of their general, and seemed preparing for flight, when the troops of Sylla arrived to their asisstance. A general and dreadful conflict ensued between the Samnite and Roman army. The battle continued till the morning, when Sylla found himself completely victorious, and visited the field of action, on which more than fifty thousand of the vanquished and the victors lay promiscuously. Marius was found among the slain. Sylla, who had now become the undisputed master of his country, entered Rome at the head of his army. Happy would it have been for his country had he ceased to live when he ceased to conquer. Eight thousand men, who had escaped the general carnage, having submitted to the conqueror of Rome, he caused them to be shut up in a large house in the Field of Mars, and put to death. The day after, he proscribed forty senators and sixteen hundred knights, and two days after that, forty senators more, with an infinite number of the richest citizens of Rome. He declared the children and the grand-children of the opposite party infamous, and divested them of the rights of freemen; and ordained, by a public edict, that those who saved or harboured any of the proscribed, should suffer in their place. He set a price upon the heads of such as were thus to be destroyed, and promised two talents for every murder. Slaves, excited by such offers, massacred their

পক্ষী সেনাপতির দল উত্তীর্ণ হইয়া হঠাৎ রুম নগর আক্রমণ করিল। তাহাতে রুম নগরস্থ লোকেরা স্ব২ সর্ব্বস্ব রক্ষার্থে অতি দৃঢ় সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু হঠাৎ তাহাদিগের সেনাপতির বধ হওয়াতে তাহারা ভরসাশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; এমন সময় শিলা সেনাপতি ঐ ভীত সৈন্যদিগের সাহায্যার্থে হুহুঙ্কারশব্দ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে উভয় লোকেতে ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এইরূপে প্রভাত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত শেষে শিলা সেনাপতি জয়যুক্ত হইয়া রণস্থলে গিয়া দেখিলেন, যে উভয় পক্ষীয় পঞ্চাশ সহস্র সেনা প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক রণশায়ী হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে মারিয়স সেনাপতিও প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এমন হইলে শিলা সেনাপতি নিষ্কণ্টকে রুম নগরে গিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজ কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইতিহাসবেত্তারা লিখেন, যে শিলা সেনাপতি যদ্যপি এই যুদ্ধ জয়ের পর নিবৃত্তি পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতেন, তবে লোকদিগের সর্ব্বমত প্রকারে ভাল হইত; কেননা পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তি এমন দুর্ব্বৃত্তাচরণ করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে নগরস্থ লোকেরা স্থির হইতে পারিল না। অর্থাৎ ঐ সংহারক সমরহইতে রক্ষাপ্রাপ্ত যে আট হাজার সৈন্য ছিল, তাহারা ঐ জয়ি সেনাপতির বশতা স্বীকার করিলেও তথাপি ঐ সেনাপতি তাহাদিগের মার্স্ দেবতার প্রান্তর মধ্যবর্ত্তি একটি বৃহদ্গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া প্রাণ দণ্ড করিল, এবং বিপক্ষ লোকদিগের পুত্র পৌত্রাদিদিগকে পদচ্যুত করিয়া রাজবিষয়ক ক্ষমতা শূন্য করিল। আর চল্লিশ হাজার সভাস্থ লোক, ও ষোল শত সম্ভ্রান্ত লোক, এবং তদ্ভিন্ন রুম দেশীয় অসংখ্য২ ভাগ্যবান্ লোক এই সকল লোকদিগের প্রত্যেকের সর্ব্বস্ব বলেতে হরণ করিয়া যে স্ব২ পদহইতে দূর করিল তাহা কেবল নয়, আরো ঐ সকল লোককে যে ব্যক্তি আশ্রয় দিবে তাহাকেও এই সকল দণ্ড দিতে আজ্ঞা প্রকাশ করিল ফলতঃ ঐ দুরাত্মা এই আজ্ঞা প্রকাশ করিল, যে ঐ সকল লোকদিগকে যে ব্যক্তি বধ করিবে সে ব্যক্তি প্রত্যেক লোকের হিসাবে দুই২ কিকর রূপা পাইবে; অতএব এই একটি লোভের আশা পাইয়া ক্রীত দাস সকল নিজ২ ভর্ত্তাকে বধ করিয়া এবং পুত্রগণেরা নিজ২ পিতা মাতাকে বিনাশ করিয়া রক্ত চিহ্নিত

masters, and, what was more shocking, children, whose hands still reeked with the blood of their parents, came confidently to demand the wages of parricide.

His own enemies were not the only sufferers: Sylla permited his very soldiers to revenge their private injuries. Riches now became dangerous to the possessor, and even the reputation of fortune was equivalent to guilt. The brother of Marius felt the most refined cruelty of the tyrant, who first caused his eyes to be plucked out deliberately; then his hands and legs to be cut off at several times, to prolong his torments; and in this agonizing situation, left him to expire! Humanity sickens at the relation of such horrors. These barbarities, however, were not confined to Rome: the proscription was extended to the inhabitants of many of the cities of Italy; and even whole towns and districts were ordered to be laid waste. Sylla gave these to his soldiers, who, still wanting more, excited him to new acts of cruelty. He, however, permitted Julius Cæsar, who had married the daughter of Cinna, to live; though he was heard to say, that there were many Mariuses in him. After executing these horrid and sanguinary measures, he invested himself with the dictatorship, which gave an air of justice to every oppression. Thus the government of Rome, having passed through all the forms of monarchy, aristocracy, and democracy, began to settle into despotism.

Sylla added three hundred of the knights to the senate, and ten thousand of the slaves to the body of the people. To the surprise of every one, this despot not only quitted a power which he had usurped at so much risk and danger, but offered to take his trial before the

হস্তের সহিত ঐ দুরাত্মার নিকটে আসিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

আর এই রূপে শিলা সেনাপতি যে কেবল নিজ বিপক্ষ লোকদিগকে সংহার করিয়া মনের জাতক্রোধ দূর করিলেন, এমন নয়, সৈন্যদিগের যে সকল বিপক্ষ ছিল তাহাদিগকেও ঐ রূপে বিনাশ করিতে অনুমতি দিলেন। তাহাতে কাহারো ধন আছে এমন জনশ্রুতি হইলেই তাহার এই দণ্ডভোগ করিতে হইত; অতএব তৎকালে এ নিমিত্তে কাহারো কিছু ধন থাকিলেই সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিত। আর বিশেষতঃ মারিয়স সেনাপতির ভ্রাতার প্রতি তাহার এমন বজ্রাঘাত স্বরূপ ক্রোধ বৃষ্টি পড়িল, যে তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক ক্রমে২ হস্ত পদাদি ছেদন করিয়া প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল। অতএব অধিক কি লিখিব, ঐ পাপিষ্ঠের দৌরাত্ম্যের বিষয় শ্রবণ করিলে যাহার শরীরে দয়ার কণিকা মাত্র আছে, সে ব্যক্তিও তাহাকে ধিক্কার না দিয়া নিরস্ত হইতে পারে না। আর এই রূপ দুর্ঘটনা যে কেবল রুম দেশে ঘটিয়াছিল এমন নয়, তাবৎ ইটালী দেশেতেই এক প্রকার দুর্যোগ হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ পাষণ্ড সৈন্যদিগের বেতন দিবার নিমিত্তে ছল করিয়া সমুদয় দেশ প্রদেশ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। এমন হইলেও তথাপি সৈন্যগণ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া ঐ দুরাত্মাকে আরো অধিক দৌরাত্ম্য করণে প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিল। সে যাহা হউক, কিন্তু জুলিয়স কাইসর নামে শিলা সেনাপতির জামাতাকে প্রাণের সহিত নষ্ট করিল না বটে, কিন্তু তথাপি তাহাকে মারিয়স সদৃশ বিপক্ষ কহিয়া দোষী করিল। এই রূপে রুম নগরে ভয়ানক রক্তস্রোত বহিলে পর শিলা সেনাপতির ছলদ্বারা ঐ সকল উৎকট দৌরাত্ম্যকে লোকদিগের যথার্থ বোধ করণার্থে আপনি দেশাধ্যক্ষ হইল; অতএব সেই পর্য্যন্ত রুম নগরে এই রূপে ক্রমে২ রাজ কর্ত্তৃত্ব ও কুলীন কর্ত্তৃত্ব এবং সাধারণ কর্ত্তৃত্ব হইয়া অবশেষে এক জনের অধীনে রাজকর্ত্তৃত্বাদি সম্পন্ন হইতে লাগিল।

তদনন্তর ঐ শিলা সেনাপতি তিন শত সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সভাভর্ত্তি করিয়া দশ হাজার ক্রীত দাসদিগকে সাধারণ লোকের মধ্যে ভুক্ত করিলেন। আর তিনি এই সকল কর্ম্ম করিলেন বটে, কিন্তু শেষে এমন একটি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন যে তাহা দেখিয়া

people, whom he constituted judges of his conduct. After divesting himself, in their presence, of his office, he dismissed the lictors who guarded him, and continued to walk for some time in the forum, unattended and alone. When evening approached, he retired towards home, and was followed all the way by the people in a kind of silent astonishment mixed with awe. Of all that great multitude, which he had so often insulted and terrified, none were found hardy enough to reproach or accuse him, except one young man, who pursued him with invectives to his own door. Sylla disdained to reply to so mean an adversary, but turning to those that followed, he observed, "That the insolence of this fellow would, for the future, prevent any man from laying down an office of such supreme authority." Is is difficult to explain by what motives Sylla was induced to abdicate the dictatorship; whether his vanity, or a deep laid scheme of policy, was the cause of it; whether he was satiated with the usual adulation which he received from the terror of his power, and was now desirous of procuring some for his patriotism; or whether he dreaded assassination, and was willing to disarm vengeance by retiring from the splendours of an envied situation. It is not improbable, however, that he expected that the people would voluntarily confer on him, as a gift, the power which he made a show of relinquishing. He made his own epitaph, which implied, "That no man had ever exceeded him in doing good to his friends, or injury to his enemies."

On the death of Sylla, the old dissensions, which had been smothered for some time, burst out into a

লোকেরা চমৎকার বোধ করিল, অর্থাৎ তিনি এই রূপ দুঃসাহসী ও বিপদগ্রস্ত হইয়া যে সর্ব্বাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বেচ্ছাধীন অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া তাবল্লোকদিগের সমীপে আপনি বিচারিত হইতে স্বীকৃত হইলেন; তাহাতে তাবল্লোকের সাক্ষাতে আপনি পদচ্যুত হইয়া তৈনাতি সেনা সকলকে বিদায় পূর্ব্বক একাকী সভাগৃহমধ্যে ইতস্ততো গমনাগমন করিতে লাগিলেন। পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে নিজগৃহের প্রতি গমন করিলেন। এ রূপ হইলে নগরস্থ সমুদয় লোক আশ্চর্য্যজ্ঞানে অবাক্ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ২ গমন করিল, তাহাতে আরো একটি আশ্চর্য্য বোধ হইল এই, যে তিনি তাবল্লোকের প্রতি এই রূপ লাঞ্ছনা করিলেও তথাপি তৎকালে এক জন যুবা পুরুষ ব্যতিরেক আর কেহ তাহার প্রতি দোষারোপণ করিল না; তাহাতে তিনি ঐ যুবাকে উত্তরের অযোগ্য ক্ষুদ্র শত্রু বোধ করিয়া লোকদিগের নিকটে এই কথা কহিলেন, যে এই প্রকার দুষ্টের নিন্দনীয় কথাতে বোধ হয়, যে অদ্যাবধি এতাদৃশ পদ কেহ পরিত্যাগ করিবে না। সে যাহা হউক, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কি নিমিত্তে ঐ অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিল, তাহা লোকদের বুদ্ধির অগম্য হইলেও লোকেরা নানা প্রকার অনুমান করিতে লাগিল; অর্থাৎ কেহ২ অনুভব করিল এই যে তিনি কেবল নিজ গরিমাতে এ পদ ত্যাগ করিলেন, আর কেহ২ কহিল যে কোন নিগূঢ় চাতুর্য্য প্রযুক্ত, এবং কেহ২ কহিল যে তিনি লোকদিগের ভয় ও মনোরঞ্জন কথাতে তৃপ্ত হইয়া এই ক্ষণে দেশের হিতেচ্ছাদ্বারা আত্ম প্রশংসা প্রার্থনা করিতেছেন, আর কেহ২ কহিলেন যে তাহা নয়, তিনি কেবল শত্রুহইতে গুপ্ত মরণের ভয়েতে নিজ পদ ত্যাগ করিয়া লোকদিগের হিংসাহইতে মুক্ত হইলেন। সে যাহা হউক, কিন্তু তিনি পদ ত্যাগ করিলেও তত্রাপি লোকেরা যে স্বেচ্ছাধীন তাহাকে পুনর্ব্বার ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন এমন বোধ করিলেন। আর মরণের পূর্ব্বে নিজ কবরে এই লিখিয়া রাখিলেন, যে বন্ধু লোকদিগের উপকার করণে এবং শত্রুদিগের অপকার করণে আমার সদৃশ লোক আর কেহ হয় নাই।

তদনন্তর উভয় পক্ষীয় লোকদিগের পরস্পর বিচ্ছেদানল বহু দিবসাবধি ধূমায়মান হইতেছিল বটে, কিন্তু এই ক্ষণে শিলা সেনাপতির মৃত্যু রূপ প্রবল বায়ুর আগমনেতে তাহা দোধূয়মান শব্দে

flame between the two factions, supported severally by the two consuls, Catulus and Lepidus. The latter wished to rescind the acts of Sylla, and recall the exiled Marius; whilst the former vigorously opposed, and effectually counteracted the designs of his colleague. Lepidus escaped into Sardinia, where he fell a prey to grief for his disappointed hopes.

However, the party of Lepidus did not expire with him; for a more dangerous enemy still remained in Spain. This was Sertorius, a veteran soldier, who had been bred under Marius. He was temperate, merciful, and brave; and in military skill he seemed to excel every other general of his time. On the extinction of the Marian party, he fell into the hands of Sylla, who dismissed him with life upon account of his known moderation; but who soon after, capriciously repenting his clemency, proscribed, and drove him to the necessity of seeking safety in a distant province. At length, after several attempts on Africa, and the coasts of the Mediterranean, he found refuge in Spain, whither all who fled from the cruelty of Sylla resorted to him, and of these he formed a senate which gave laws to the whole province. For eight years he continued to sustain a war against the whole power of the Roman state; and he so often defeated Metellus, an old and experienced commander, that the senate found it necessary to send

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে কাটিলস নামে এবং লিপিডস নামে যে দুই জন অধ্যক্ষ উভয় পক্ষের প্রত্যেক দলে এক২ জন ছিলেন, তাহার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি শিলা সেনাপতির স্থাপিত ব্যবস্থা সকল লোপ করণে এবং মারিয়স সেনাপতির পক্ষীয় দেশচ্যুত লোকদিগের পুনরাহ্বান করণে অভিলাষ করিলে পর, কাটিলস নামে অধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সম্মত না হইয়া বহুবিধ চেষ্টাতে এমন শঙ্কলা বাধা দিলেন, যে তাহাতে লিপিডস অধ্যক্ষ দেশ পরিত্যাগ করিয়া সার্ডিনিয়া দেশে পালায়ন করিলেন। আর এইরূপে আপনার সমুদয় চেষ্টা নিষ্ফলা হওয়াতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়া শেষে দুর্ভাবনাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এইরূপে লিপিডস অধ্যক্ষের কাল প্রাপ্তি হইলেও তথাপি তৎপক্ষীয় লোকেরা বিপক্ষ লোকদিগের বৈরতাচরণে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিল ; বিশেষতঃ তৎপক্ষীয় মারিয়স সেনাপতির শিক্ষিত সের্টোরিয়স নামে এক জন প্রবল বৃদ্ধ যোদ্ধা স্পানিয়া দেশে ছিলেন, তিনি পরিমিতাচারী এবং দয়ালু অথচ সাহসী ছিলেন। আর বোধ হয় যে রণবিদ্যাতে তাহার সদৃশ সেনাপতি আর কেহ ছিল না। তাঁহার দেশান্তর গমনের কারণ এই, যে মারিয়স সেনাপতির দল ভঙ্গ হইলে পর যখন তিনি শিলা সেনাপতির হস্তগত হইয়াছিলেন, তৎকালে ঐ সেনাপতি তাঁহাকে ধীর জ্ঞান করিয়া নষ্ট করিল না বটে, কিন্তু অল্প দিন বাদে তাহা দুষ্কর্ম্ম যোগেতে মনস্তাপ করিয়া পুনর্ব্বার বলেতে তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে সুতরাং প্রাণরক্ষার্থে তাঁহার দেশান্তরে পলায়ন করিতে হইল ; তাহাতে তিনি প্রথমে আফ্রিকা দেশে এবং ভূমধ্যস্থ সমুদ্রতীরে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে স্পানিয়া দেশে গিয়া বসতি করিলেন। পরে ঐ দুরাত্মা শিলা সেনাপতির হস্তহইতে পলায়িত ব্যক্তি সকল ক্রমে২ তাহার সন্নিকটে গমন করিলে পর তিনি সে স্থানে একটি রাজসভা প্রস্তুত করিয়া ঐ সভাদ্বারা নিকটস্থ প্রদেশ সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। আর ঐ সের্টোরিয়স সেনাপতি রূমি লোকদিগের সহিত ক্রমিক আট বৎসর পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের প্রাচীন বহু শিক্ষিত মিটলস্ নামক সেনাপতিকে পুনঃ২ এমন পরাস্ত করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে অবশেষে রূমি লোকদিগের পক্ষী

Pompey to his assistance, with the best troops of the empire.

However, Sertorius maintained his ground against them both, and after many engagements, in which he was often victorious, began to meditate the invasion of Italy. But all his schemes were baffled by the treachery of one of his lieutenants, named Perpenna, who had some time before joined him with the shattered remains of Lepidus's army. A jealousy being raised between them, Perpenna invited him to a sumptuous entertainment, and after having intoxicated all his attendants, fell upon Sertorius, and treacherously murdered him. This barbarity only served to ruin his party, which had been entirely supported by the reputation of the general; for Perpenna being soon after overthrown by Pompey, was taken prisoner, and all the revolted provinces readily submitted. Perpenna, in hopes of saving his life, having offered to make some important discoveries, and to put into his hands all the papers of Sertorius, in which were several letters from the principal senators of Rome, Pompey rejected his offer, and ordered the traitor to be dispatched, and his papers to be burnt without reading them.

Pompey was now the most popular man in Rome. In his passage across the Alps homeward, he fell in with and defeated a large body of slaves, who had escaped after their overthrow by Crassus in Italy. By destroying this wretched band, he, as he expressed it to the senate, plucked up the war by the roots. Thus terminated the civil wars, which had been excited by the ambition of Marius and Sylla, and in which it is im-

নামক সেনাপতিকে উভয়ং প্রবল যোদ্ধাগণের সহিত ঐ সংগ্রামে প্রেরণ করিতে হইল।

পশ্চাৎ এমন হইলেও সের্টোরিয়স সেনাপতি এই দুই জন সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পুনঃ২ জয়ী হইয়া শেষে ইটালী দেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে পরপেনা নামে তাঁহার এক জন সেনাপতির দোষেতে ঐ সমুদয় উদ্যোগ বিফল হইয়া উঠিল; যেহেতুক ঐ সেনাপতি লিপিডস সেনাপতির অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ করিলে পর ঐ উভয় সেনাপতির মধ্যে পরস্পর একটি আন্তরিক বিচ্ছেদ হওয়াতে এক সময় ঐ পরপেনা সেনাপতি সের্টোরিয়সকে ভোজনের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সমাদরেতে আনয়ন করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে লোকদিগের বহু পান ভোজনেতে বিহ্বল করিয়া শেষে আক্রমণ পূর্ব্বক ঐ সের্টোরিয়স সেনাপতিকে বধ করিল; কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মদ্বারা তিনি আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই ঘটাইলেন, যেহেতুক সের্টোরিয়সের সেনাগণকে পশ্চাৎ যথেষ্ট সমাদর করাতে তাহারা তৎসহকারী হইলেও তথাপি তিনি পম্পী সেনাপতির সহিত সমরে পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তগত হইলেন। অতএব তাঁহার অধীনে যে সকল নগর ছিল, তাহাদিগের সুতরাং রুমি লোকদিগের বশতা স্বীকার করিতে হইল। আর পরপেনা সেনাপতি নিজ প্রাণরক্ষার্থে সমুদয় গুপ্ত কথা ব্যক্ত করণার্থে এবং রুমি মহাসভাস্থ লোকদিগের বিরুদ্ধ লিপির সহিত সের্টোরিয়স সেনাপতির সমুদয় কাগজ পত্রাদি প্রদানে স্বীকৃত হইলেও তথাপি পম্পী সেনাপতি তাহাতে সম্মত না হইয়া ঐ রাজদ্রোহি সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিতে এবং ঐ সকল কাগজ পত্রাদি অগ্নিতে ভস্ম করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর এই রূপ হওয়াতে পম্পী সেনাপতি লোকদিগের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও মান্য হইয়া যৎকালে আল্পস্ নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া রুম নগরে গমন করিতেছিলেন, তৎকালে পূর্ব্বে ক্রাশস্ সেনাপতি ইটালী দেশে জয়ী হওন কালে যাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, ঐ সকল ক্রীত দাসদিগের সহিত সাক্ষাত হওয়াতে পম্পী সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। আর তিনি মহাসভাস্থ লোকদিগের প্রতি এই নিবেদন পত্র লিখিলেন, যে আমি সংগ্রামকে সমূলে উৎপাটন করি-

possible to advocate the cause of either party, since both were equally cruel, base, and self-interested.

Though the turbulence of faction was now apparently composed, the spirit of ambition still excited the state; and the example of Sylla shewed the probability of obtaining sovereign power. Pompey and Crassus, at this period, engrossed the principal favour both of the senate and the people. They were both conquerors; but Pompey was without an equal in military repute. Crassus, sensible of his inferiority in this respect, amassed wealth, which he devoted to the purposes of ambition. Jealousies soon arose, each secretly wishing to undermine the other, not for the purpose of freeing his country, but of establishing his own power. In order to obtain the favour of the people, Crassus entertained the populace at a thousand different tables; distributed corn to the families of the poor; and fed the greatest part of the citizens nearly three months: whilst Pompey laboured to abrogate the laws made by Sylla against the people's authority, and gave back to the tribunes of the people all their former privileges.

Manlius, one of the tribunes, preferred a law which was passed, 'that all the armies of the empire, the government of Asia, and the management of the war with Mithridates, king of Pontus, and Tigranes, king of Armenia, should be committed to Pompey alone.

স্থাছি; অতএব এই প্রকারে মারিয়স সেনাপতি ও শিলা সেনাপতি এই উভয়ের রাজকর্তৃত্ব লোভেতে যে যুদ্ধ উঠিয়াছিল, তাহা এই ক্ষণে নিবৃত্ত হইল। এই উভয় পক্ষীয় লোকেরাই তুল্যরূপে নিষ্ঠুর এবং স্বার্থী ও অধম ছিল; অতএব তাহাদের যে কোন পক্ষের প্রশংসা করিয়া কোন পক্ষকে দোষী করিব, ইহা স্থির করিতে পারা যায় না।

অপর এই রূপে লোকদিগের দল বিদল জন্য যে কলহাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে নিবৃত্ত হইয়াছে, এমন বোধ হইল বটে; কিন্তু তত্রাপি রাজ্যের মধ্যে রাজকর্তৃত্ব গ্রহণাকাঙ্ক্ষি অনেকে থাকাতে শিলা সেনাপতির তাবৎ কর্ম্মের নিদর্শন দেখিয়া ক্রমে২ তাহাদিগের ঐ লোভের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর তৎকালে পম্পী সেনাপতি এবং ক্রাশস্ সেনাপতি এই দুই জন জয়ী প্রযুক্ত লোকদিগের নিকটে অধিক প্রিয় ছিলেন; কিন্তু তাহার মধ্যে পম্পী সেনাপতি রণবিদ্যাতে অধিক বিখ্যাত প্রযুক্ত ক্রাশস সেনাপতি তদ্বিষয়ে আপনাকে ন্যূন বোধ করিয়া বিস্তর২ ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক ঐ উচ্চ হওনের অভিলাষ পূর্ণ করণের অভিপ্রায়েতে লোকদিগের তুষ্টিনিমিত্ত অপরিমিত ধন ব্যয় করিতে লাগিলেন। আর অল্প দিন বাদে ঐ দুই জন সেনাপতির মধ্যে পরস্পর ঈর্ষাভাব হওয়াতে দেশের মঙ্গল জন্য না হইয়া কেবল আত্ম উচ্চাভিলাষ সম্পূর্ণার্থে পরস্পর উভয়ের উদ্যোগ ভঙ্গ করিতে উভয়েই সচেষ্ট হইলেন: এ কারণ ক্রাশস সেনাপতি সমুদয় লোকদিগকে প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্তে এক সহস্র মেজ সুসজ্জিত করিয়া চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ খাদ্য সামগ্রীদ্বারা যে তাহাদিগের পরিতোষে ভোজন করাইলেন তাহা কেবল নয়, আরো দরিদ্র লোকদিগের পরিবার পালনার্থে বিস্তর২ ধান্য ব্যয় করিয়া নগরস্থ প্রায় অধিকাংশ লোকদিগকে তিন মাস পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। আর এ দিকে পম্পী সেনাপতি করিলেন কি না, বিচারকর্ত্তাদিগের পূর্ব্বরীতানুসারে ক্ষমতা প্রদান করিয়া শিলা কর্ত্তৃক সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতা হ্রাসবিষয়ে যে ব্যবস্থা স্থাপিত ছিল, তাহা অন্যথা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

অপর এই প্রকার হইলে মানলিয়স নামে এক জন বিচারকর্ত্তার উদ্যোগেতে এই একটি নূতন ব্যবস্থা স্থাপিত হইল, যে তাহাতে রুম রাজ্যের সমুদয় সৈন্যগণ ও আশিয়া দেশীয় কর্তৃত্বের ভার

এবং পাণ্টশ দেশীয় মিথ্রিডাটিশ নামক রাজা, ও আর্মিনিয়া দেশীয় টিগ্রানীস নামে রাজা, এই দুই রাজার সহিত সংগ্রামের ভার, এই সকল পম্পী সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হইল; এমন হইলে পম্পী সেনাপতি প্রায় স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রামার্থে আশিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন। আর সে স্থানে থাকিয়া রুমিকৃত সমুদয় যুদ্ধহইতে প্রধান এই যুদ্ধেতে ক্রমেং কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন।

অপর ঐ পম্পী সেনাপতি প্রথমতঃ মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রাম না করিয়া বরং সন্ধি করণের মানস জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ রাজা বারং পরাস্ত হওনের পর তৎকালে কিছু নিজ ক্ষতি সামলাইয়া সবল হওয়াতে সন্ধিবিষয়ে সম্মত না হইয়া সংগ্রামের কল্প স্থির করিলেন। ফলতঃ রুমি লোকদিগের যে আর্ম্মানী দেশে দূর করিয়া চতুর্দ্দিগ বেষ্টন পূর্ব্বক খাদ্যাদি আয়োজন দ্রব্যের অভাব করিবেন, এই মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ উদ্যোগের ভঙ্গ হওয়াতে শেষে এমন বিপরীত হইয়া উঠিল, যে তাহাতে তাহাদের দূর করা দূরে থাকুক, শেষে আপনার দূরে পলায়ন করিতে হইল, আর যাহারা তাহার সহচর হইতে অক্ষম হইল, তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। এমন দেখিয়া পম্পী সেনাপতি বেগেতে তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলে ঐ রাজা ফরাৎ নামক নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে সুতরাং সে স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইল। তাহাতে ঐ রাজার সৈন্যগণ রুমি লোকদিগের প্রবল প্রচণ্ড বেগ নিবারণ করিতে অক্ষম হইলে মিথ্রিডাটিশ রাজা তাহাদিগের যথা সাধ্যানুসারে সাহস প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাক্রমণ করাইতে সচেষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রকারে তাহার ঐ চেষ্টা ফলবতী না হওয়াতে ঐ রাজা পরাস্ত হইয়া যখন আপনাকে শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ দেখিলেন, তখন করিলেন কি না আট শত অশ্বারূঢ় সৈন্যেতে বেষ্টিত হইয়া প্রাণপণ সাহসেতে আক্রমণ পূর্ব্বক একটি পথ করিয়া পূর্ব্বে তাহার বশতাপন্ন ছিল যে কলচিষ নামে রাজ্য, ঐ রাজ্যের প্রতি বেগেতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেও পম্পী সেনাপতি তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে তিনি আরাক্শিষ নামক নদী উত্তরণ পূর্ব্বক নানা প্রকার বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া সিথিয়া নামক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। আর তৎস্থানস্থ বন্য লোকদিগকে সংগ্রহ পূর্ব্বক

acknowledged his power. Being pursued thither b
Pompey, he took another dreary journey, crossed th
Araxes, marched from danger to danger, and assemblin
all the barbarians whom he met in his way, induced th
Scythian princes to declare against Rome. Stedfast
his enmity, he continued his opposition, and even in t
heart of Asia projected the invasion of the Roman em
pire, by marching into Europe, and crossing the Al
as Hannibal had done before him. But his Asia
soldiers were ill disposed to second the views of th
leader: and his intentions being known, a meeting e
sued, which was promoted by his own son Pharnac
Thus obliged to take refuge in his palace, he was
formed by the barbarous wretch Pharnaces, that de
was all that now remained for him. Mithridates, the
fore, swallowed poison, which failing in its effect,
was killed by a Gaulish soldier. Thus died this prin
who for twenty-five years opposed Rome; and w
though often betrayed, continually found resour
and was formidable to the very last.

Pompey soon after compelled Tigranes to sur
der. He now rushed like a torrent, and carrying all
fore him, marched over the vast mountains of Tau
setting up and deposing kings at his pleasure.
compelled Darius, king of Media, and Antiochus, k
of Syria, to submit to his power; and he obl
Phraates, king of Parthia, to retire, and send to entr

তদ্দেশীয় রাজাদিগকে রুমি লোকদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিলেন। আর ঐ রাজা এই প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইলেও তথাপি রুমি লোকদিগের প্রতি দ্বেষভাব ত্যাগ না করিয়া বরং তৎ কালে আরো অধিক বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আশিয়া দেশে থাকিয়া এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে ইউরোপে উপস্থিত পূর্ব্বক আল্পস নামক পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া হানিবল সেনাপতি যাদৃশ যুদ্ধ করিয়াছিল আমিও রুমি লোকদের সহিত তদ্রূপ সংগ্রাম করিব; কিন্তু এই মনস্থবিষয়ে আশিয়া দেশীয় সেনাগণ নিজ স্বামির অভিলাষেতে সম্মত না হওয়াতে ঐ অভিলাষ জনরব হওন প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে একটি দল হইয়া উঠিল, ঐ দলাধিপতি তাহার পুত্র ছিলেন। এই প্রকার দেখিয়া ঐ রাজা পলায়ন পূর্ব্বক নিজ গৃহে লুক্কায়িত হইয়া থাকাতে তাহার ঐ পাষণ্ড সন্তান তাহাকে এই জ্ঞাত করাইল, যে এবার তোমার মরণ ব্যতিরেক আর কোন উপায় দেখিতেছি না; অতএব ঐ রাজা পুত্রের এই পাষণ্ডতা শুনিয়া স্বহস্তে বিষপান করিলেও তথাপি প্রাণ বিয়োগ না হওয়াতে শেষে কোন ফরাশিষ লোকের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ মিথ্রিডাটিশ রাজা ক্রমিক পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত রুম রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক২ বার নিজ লোকদিগের বিশ্বাসঘাতকতাতে পড়িলেও তত্রাপি কোন উপায়েতে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রুমি লোকদিগের একটি মহাকণ্টক স্বরূপ হইয়াছিলেন।

অনন্তর পম্পী সেনাপতি টাইগেনিস নামক রাজাকে স্বাধীন করিয়া সে স্থানে আর কোন বিঘ্ন না দেখিলে পর তথাহইতে সৈন্য সামন্তের সহিত প্রায় বন্যার জলের ন্যায় তাবৎ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া গমন করিলেন। তাহাতে টরস নামক পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া দেশ দেশান্তরীয় রাজাদিগকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পদস্থ ও পদচ্যুত করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ মেডিয়া দেশীয় ডারায়স নামক ভূপালকে এবং সিরিয়া দেশীয় আন্টাইকস নামে নৃপতিকে বশতা স্বীকার করাইয়া পার্থিয়া দেশীয় ফ্রেটিব নামক রাজাকে জয় পূর্ব্বক দূর করাতে সুতরাং তাহার ও সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। এই রূপে সমুদয় সিরিয়া দেশ ও পণ্টশ দেশ রুম রাজ্যের প্রদেশের মধ্যে ভুক্ত করিলে পর তিনি স্ব সৈন্যে পঙ্গপালের ন্যায় য়িহুদা

peace. He then reduced all Syria and Pontus into Roman provinces, and, turning his arms towards Judea, besieged Aristobulus, who had usurped the priesthood, in the temple at Jerusalem, which held out for three months, but was at last taken. He entered into the Holy of Holies, and gazed for some time upon those things which it was unlawful for any except the priests themselves to behold; but he shewed so much veneration for the place, that he forbore touching any of the vast treasures there deposited.

On his return he was honoured with a triumph, the most splendid that had ever entered the gates of Rome. In it were exposed the names of fifteen conquered kingdoms, eight hundred cities taken, and a thousand castles brought to acknowledge the empire of Rome. All these victories, however, served rather to heighten the pride than encrease the stability of the Roman power.

While Pompey was pursuing his conquests abroad, Rome was at the verge of ruin, from a conspiracy, projected and carried on by Sergius Cataline, a patrician by birth, who resolved to build his own power on the downfall of his country. Possessed of courage equal to the most desperate attempts, he could eloquently give a colour to his ambition. Ruined in his fortunes, profligate in his manners, and vigilant in pursuing his aims, he was insatiable after wealth, that

দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে যে স্থানে স্বাধীন মহা-যাজক পদগ্রাহী যে আরিষ্টবলস নামে ব্যক্তি, তাহাকে যিরূশ-লম নগরীয় মন্দিরেতে রুদ্ধ করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম করিলে পর শেষে জয়ী হইয়া ঐ মন্দিরের মহা পবিত্র স্থানে উপস্থিত পূর্ব্বক যাজক ভিন্ন লোকদিগের দর্শনে নিষিদ্ধ যে সকল বস্তু, তাহার প্রতি কেবল এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আর ঐ মন্দি-রে বহুমূল্য ধনাদি থাকিলেও তত্রাপি তাহা স্পর্শও না করিয়া বরং ঐ মন্দিরের প্রতি মান্যতা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করি-লেন।

পশ্চাৎ এই প্রকারে পম্পী সেনাপতি দিগ্বিদিগ্ জয় করিয়া রূম নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর রূমি লোকেরা যে রূপ তাহার জয়ের সম্ভ্রম ক্রিয়া করিল; বোধ হয় এতাদৃশ সমারোহ ও ঘটা পূর্ব্বক সম্ভ্রম ক্রিয়া কেহ কখন দেখে নাই। ফলতঃ তৎকালে যে পঞ্চদশ রাজ্য, ও আট শত নগর, আর এক হাজার দুর্গ, জয় করিয়া ছিলেন, তাহার প্রত্যেকের নাম দীপদ্বারা লিখিত হইল। সে যাহা হউক, পম্পী সেনাপতি এই দিগ্বিজয় করাতে রূম রাজ্যের এবং লোক দিগের অহঙ্কারের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু রাজ্যের পরাক্রম পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই বাড়িল না।

অনন্তর যৎকালে পম্পী সেনাপতি দূর দেশে গমন পূর্ব্বক এই রূপে নানা দিগ্দেশ জয় করিতেছিলেন, ঐ সময় রূম রাজ্যের মধ্যে গোপন ভাবে একটি কুচক্রির দল হওয়াতে ঐ রাজ্য প্রায় আসন্ন বিপদ্-গ্রস্ত হইল; অর্থাৎ কিনা সর্য্যাস কাটালাইন নামে এক জন কুলীন বংশজাত তিনি ঐ কুচক্রিদিগের দলপতি ছিলেন। তিনি নিজ জন্ম-দেশ ধ্বংস করিয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধি হেতুক সচেষ্ট হইলেন। ঐ ব্যক্তি অসমসাহসি কর্ম্মের উপযুক্ত লোক ছিলেন। আর তাহার এমন বক্তৃ-তাশক্তি ছিল, যে আপনি কুকর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ তাহা লোকদিগকে সৎকর্ম্ম রূপে জানাইতে পারিতেন। আর তাহার লাম্পট্যরীতি প্রযুক্ত অপব্যয়েতে ক্রমে২ নিজ পৈতৃক বিষয় সকল লোপ হওয়াতে ঐ কুকর্ম্মের খরচ পত্র না চলিলে পর সুতরাং ধনের নিমিত্তে শেষে তাহার লালায়িত হইতে হইল। তাহাতে দেশাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে দুইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু শেষে ঐ চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে ক্ষোভ প্রযুক্ত অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া গুপ্তভাবে প্রায় ত্রিশ

he might lavish it in guilty pleasures. Having been twice disappointed in suing for the consulship, he became enraged, collected about thirty conspirators, and laid before them his plan of operation. It was resolved that a general insurrection should be raised throughout Italy; that Rome should be fired in several places at once; and that Cataline, at the head of an army collected in Etruria, should in the general confusion possess himself of the city, and massacre all the senators. However, by the vigilance of Cicero, who was consul at that time, a detail of all the deliberations of the conspirators being obtained, proper precautions were used against their designs, and the senate was informed of the danger which threatened Rome. Cataline, finding all discovered, left the city by night, with a small retinue, and hastened towards Etruria, where Manlius, one of the conspirators, was raising an army for his support. In the mean time, Lentulus, Cassius, and several others in the city, were put to death by command of the senate.

Cataline, being informed that his confederates in Rome had been condemned and strangled, attempted to make his escape over the Apennines into Gaul; but was hemmed in on every side by an army under Metellus, superior to his own. An engagement then ensued, in which Cataline and his whole army fought desperately to the last man, and all of them fell in the very

জন কুচক্রি লোকের সহিত যোগ করিয়া এই কুমন্ত্রণা স্থির করি-লেন, যে প্রথমতঃ সমুদয় ইটালি দেশে রাজবিরুদ্ধে একটি উপপ্লব করিয়া পশ্চাৎ রূম নগরের নানা স্থানে অগ্নি প্রদান করিব। আর ইত্রুরিয়া দেশহইতে সেনা সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ গোলমালের মধ্যে আসিয়া স্বচ্ছন্দে রূম নগর হস্তগত করিয়া সমুদয় সভাস্থ লোকদিগকে বধ করিব। এই প্রকার মনস্থ করিলে পর শিষরো নামক অধ্যক্ষ কোন প্রকারে ঐ কুচক্রিদিগের কুচক্রপনা জ্ঞাত হইয়া সাবধান পূর্ব্বক ঐ উদ্যোগের বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন। আর ঐ লোকদিগের যে কি পর্য্যন্ত রাজ্য আঘাতের প্রতি চেষ্টা, তাহা সভাস্থ লোকদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন। এমন হইলে ঐ সর্ব্বাংশ কাটা-লাইন ব্যক্তি আপনার এই সকল কুমন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া উভয়েতে কতক গুলীন লোকের সহিত যে স্থানে আপনাদিগের দলস্থ মানলিয়ুস নামক ব্যক্তি সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, ঐ ইত্রুরিয়া দেশে পালায়ন করিয়া তাঁহারা তৎকালে প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ইতোমধ্যে সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞাদ্বারা লেণ্টলশ নামক ব্যক্তি ও কাশিয়স নামক ব্যক্তি তদ্ভিন্ন আর কতক গুলীন লোক এই সকল লোকের প্রাণ দণ্ড হইল।

তদনন্তর কাটালাইন ব্যক্তি রূম নগরের মধ্যে নিজ সহকারি লোকদিগের যে গলদেশ পীড়নদ্বারা প্রাণ দণ্ড হইয়াছে, এই সমাচার পাইয়া ভয় প্রযুক্ত তথাহইতে আপানাইন পর্ব্বতদ্বারা ফরাশীষ দেশে পলায়ন করিতে ছিলেন। ইতোমধ্যে মিটলস সেনা-পতি সৈন্য সামন্তের সহিত তাহাকে পথিমধ্যে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করাতে তিনি এই মহাশঙ্কটে পড়িয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিলেও তথাপি ঐ রণস্থলে দলের সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন। অতএব তাহা-দিগের বিনাশ হওয়াতে রূম রাজ্যের প্রতি আর সেই বিপদ ঘটিল না এই নিমিত্তে সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞানুসারে লোকেরা ঐ শিষরো দেশাধ্যক্ষের সমীপে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল, এবং কেটো নামক ব্যক্তির মন্ত্রণাদ্বারা তাহাকে দেশের পিতৃতুল্য এই একটি উপাধি দিলেন। পরে অল্প দিনের মধ্যে দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করাতে মহৎ উপাধি প্রাপ্ত যে পম্পী সেনাপতি তিনি রূম রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি বোধ হয় যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব পদে অভিলাষ না থাকিয়া

ranks in which they stood when alive. The commonwealth being thus freed from danger, public thanks were decreed Cicero by the senate, and, at the instance of Cato, he was styled the Father of his country.

Pompey, who had now returned from conquering the East, and had obtained the surname of Great, was unquestionably the man of most influence in the state; but he seemed to be more desirous of being the leader than the ruler of his country, of being applauded than obeyed. Crassus, the richest man in Rome, was, next to Pompey, possessed of the greatest authority, and his party in the senate was even stronger than that of his rival. They had long been disunited by an opposition of interests and of characters. Julius Cæsar, who had lately returned from Spain, conceived he might convert the two rivals to his advantage. Being a descendant of popular ancestors, he warmly espoused the side of the people, whose favourite he consequently became. His services in Spain had deserved a triumph, and his ambition aspired to the consulship. He resolved to attach to him the two most powerful men in the state, by effecting their reconciliation. He soon obtained the confidence and protection of Pompey; and finding neither of them averse to an union of interests, he brought them together, and persuaded them to forget past animosities. Thus was formed a combination, by which they agreed that nothing should be done in the commonwealth but what received their mutual concurrence and approbation. This was called the First Triumvirate.

At this period the commonwealth was composed of three different bodies, each actuated by separate inter-

কেবল সেনাপতি পদবিষয়ক প্রশংসাতে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছা ছিল, আর ক্রাশস সেনাপতি রাজ্যের মধ্যে সকলহইতে প্রচুর ধনবান্ ও অধিক মান্যমান হইলেও তথাপি পম্পী অপেক্ষা তাহার মানের লাঘব ছিল, কিন্তু মহাসভামধ্যে পম্পী সেনাপতি অপেক্ষা ক্রাশস সেনাপতির অনেক আত্মীয় বন্ধু লোক ছিল, ঐ দুই জন সেনাপতিতে পরস্পর ভিন্ন২ চরিত্র ও চেষ্টা প্রযুক্ত বহুদিবসাবধি ক্রমিক বিচ্ছেদ হইয়া আসিতেছে। অনন্তর জুলিয়স কাইশর নামক সেনাপতি অল্প দিবসের মধ্যে স্পানিয়া দেশহইতে রুম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে খ্যাত্যাপন্ন বংশজাত হইয়া চিরকাল সাধারণ লোকদিগের সপক্ষ হওয়াতে তাহাদিগের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, অতএব লোকেরা তাহার স্পানিয়া দেশীয় জয়ের যথেষ্ট সম্ভ্রম ক্রিয়া করিল। আর তাহার দেশাধ্যক্ষ পদেতে সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল, একারণ পম্পী এবং ক্রাশস এই দুই জন প্রতিযোগি সেনাপতির চেষ্টাতে যে আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার এমন বোধ হওয়াতে ঐ উভয় পরাক্রমি সেনাপতিদিগকে পরস্পর মিলন করিয়া স্বপক্ষে আনয়নে চেষ্টান্বিত হইলেন; তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে পম্পী সেনাপতি তাঁহাকে রক্ষা করাতে পরস্পর সৌহৃদ্য জন্মিল। আর ঐ দুই জন সেনাপতির উভয়তঃ একত্র উদ্যোগের সম্মতি দেখিয়া তাহাদিগের এমন প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিলেন, যে তাহাতে ঐ উভয় সেনাপতি পরস্পর বিবাদ মনহইতে দূরীকরণ করিল, এমন হইলে এই পরামর্শ স্থির হইল, যে তাহাদিগের উভয়ের সম্মতি ব্যতিরেক রাজ্যের কোন কর্ম্ম হইতে পারিবে না। এই রূপে তিন জনের কর্তৃত্ব হইয়া রাজ্যের নিয়ম এক প্রকার নূতন হওয়াতে ঐ তিন জনের নাম প্রথম ত্রয়াধিপতি রাখা গেল।

এই প্রকারে রুম রাজ্যের রাজশাসন বিষয়ে ত্রয়াধিপতি লোক ও সভাস্থ লোক এবং সাধারণ লোক এই তিন লোকেতে তিন দল হইয়া উঠিল, তাহাতে ঐ ত্রয়াধিপতি লোকেরা কোন মতে সভাস্থ লোকদের ক্ষমতার ন্যূনতা করিয়া আর সাধারণ লোক কর্তৃক উপাসনা প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই নিমিত্তে সভাস্থ লোকেরা কেবল তাহাদিগকে ভয় করিত, কিন্তু

[illegible]. The triumvirate aimed at sovereign authority, and wished, by depressing the senate and cajoling the people, to extend their influence. The senate, equally apprehensive of the three persons who controlled them, and of the people who opposed them, formed a middle interest between both; and being intent on re-establishing the aristocracy which had been set up by Sylla, their struggles were dignified with the name of freedom. On the other hand, the people were anxious for liberty, in the most extensive sense; and, with a fatal blindness, being only apprehensive of the invasion of it from the side of the senate, gave all their influence to the triumvirate, whose promises were as magnificent as they were specious.

The senate gave Cæsar for a colleague in the consulship one Bibulus, who they supposed would be a check upon his power; but who, finding his opposition too feeble, after a slight attempt in favour of the senate, continued inactive the remainder of the year. Cæsar endeavoured to ingratiate himself with the people, by proposing a law for dividing certain lands in Campania among those poor citizens who had at least three children. To attach Pompey still more closely to him, he gave him his daughter Julia in marriage, who was endowed with every accomplishment that could tend to cement their confederacy.

The triumvirate now divided the foreign provinces of the empire among them: Pompey chose Spain for his part; Crassus, Syria; and to Cæsar were left the provinces of Gaul. Each then prepared for his respective destination; but before Cæsar set out, he wished to remove Cicero, who continued a watchful guar-

র সাধারণ লোকদেরও ভয় করিতে হওয়াতে উভয় বিপক্ষের
। পড়িলেন; অতএব শিলা সেনাপতি কর্ত্তৃক কুলীন লোকদের
বিষয়ক যে ব্যবস্থা স্থাপিত ছিল, তাহা পুনঃ স্থাপন করিয়া
। উদ্ধারার্থে উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। আর সাধারণ লোকেরা
াংশে রাজ্যমুক্তির নিমিত্তে ব্যগ্র ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের
াচনা ত্রুটিতে এই হইল, যে সভাস্থ লোকদিগের রাজ্যমুক্তির
ক বোধ করিয়া ঐ তিন জনের ইচ্ছার পোষকতা করিতে লা-
, তাহাতে ঐ তিন ব্যক্তি তাহাদের প্রতি সর্ব্ব প্রকারে ভরসা
ও মৌখিক প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে ভুলাইতে লাগিল।
পশ্চাৎ এমন হইলে সভাস্থ লোকেরা কাইশর দেশাধ্যক্ষের
াচারের বাধকতার নিমিত্তে বিবলস নামক ব্যক্তিকে তাহার
কারি পদে নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে বিবলস অধ্যক্ষ যাহাতে
স্থ লোকদিগের ক্ষমতার উন্নতি হয় এমন চেষ্টা করিতে লাগি-
ন বটে, কিন্তু শেষে আপনার উদ্যোগ সকল অনর্থক বোধ করি-
অল্প দিনের পর তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন। সে যাহা হউক এখানে
ইশর অধ্যক্ষ লোকদিগের প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্তে নানা প্রকার
টা করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ ত্র্যধিক সন্তান বিশিষ্ট যে সকল
দ্র লোক, তাহাদিগকে কাম্পানিয়া দেশীয় ভূমি সকল বিতরণ
ার্থে একটি নূতন ব্যবস্থার উত্থাপন করিলেন। আর পম্পী সেনা-
তিকে দৃঢ় রূপে স্বপক্ষ করণার্থে তাহার সহিত জুলিয়া নাম্নী নিজ
্যার বিবাহ দিলেন, তাহাতে তাহার ঐ কন্যা ও মিষ্ট ভাষাদ্বারা
স্পর অখণ্ড আত্মীয়তা করণে গুণবতী ছিলেন বটে।
পশ্চাৎ ত্রয়াধিপতি লোকেরা দূরস্থ রাজ্য লইয়া তিন জনে পরস্পর
বাদ করিলে পর শেষে ঐক্য পূর্ব্বক অংশ করিয়া পম্পী সেনাপতি
নিয়া দেশ লইলেন, ও ক্রাশস সেনাপতি সিরিয়া দেশ
ইলেন, এবং কাইশর সেনাপতি ফরাশীষ দেশ প্রদেশাদি লই-
ন, এই রূপে পরস্পর এক ২ দেশ লইয়া তত্তদ্দেশে প্রস্থান করণের
্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিশরো নামে ব্যক্তি যে রুমস্থ
াধারণ লোকদিগের ক্ষমতাপোষক ছিলেন তন্নিমিত্তে তাহাকে
দচ্যুত করণার্থে কাইশর সেনাপতির পূর্ব্বাবধি মনস্থ ছিল; ঐ শি-
রো ব্যক্তি সদ্বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়া ও জ্ঞানী ছিলেন, এবং
চ জাতি হইলেও তথাচ নিজ গুণেতে ক্ষুদ্র পদ হইতে ক্রমে২

dian over the few remaining liberties of Rome. This great orator and statesman, as well as philosopher, had, by his abilities, raised himself from a very humble origin to the foremost rank of the state. Cæsar induced a patrician of dissolute manners and great popularity, to impeach Cicero on the pretence of illegal measures pursued in the suppression of Cataline's conspiracy. Accordingly, Cicero was banished four hundred miles from Italy, and his estates were confiscated.

It is needless to enumerate the battles which Cæsar fought, or the states which he subdued, in his expeditions into Gaul during a period of eight years. Suffice it, therefore, to observe, that the Helvetians were the first brought into subjection, with the loss of nearly two hundred thousand men; while Cæsar sent those who remained after the carnage, to their forests, whence they had issued. He next cut off the Germans to the number of eighty thousand; their monarch Ariovistus narrowly escaping in a little boat across the Rhine. He then defeated the Belgæ with so great a slaughter that marshes and rivers were rendered passable on the heaps of carnage. The Nervians, who were the most warlike of those barbarous nations, made head for a short time, and fell upon the Romans with such fury, that their army was in danger of being utterly routed; but Cæsar, hastily catching up a buckler, rushed through his troops into the midst of the enemy, and so effectually changed the aspect of affairs, that the bar-

।পেক্ষা উত্তম পদস্থ হইয়াছিলেন, একারণ কাইশর সেনাপতি
াল করিয়া লোকদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত অথচ লম্পট এমন এক
কুলীন লোকদ্বারা ঐ শিষরো ব্যক্তির দুর্নামে এই নালিশ
লেন, যে যখন রাজ্যের মধ্যে কাটালাইন সেনাপতি উপপ্লব
য়াছিলেন, তৎকালে ঐ শিষরো ব্যক্তি তত্তৎ উপপ্লব দমন
গর নিমিত্তে অনেক২ রাজবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই
র নালিশ হওয়াতে ঐ শিষরো ব্যক্তির বাটী প্রভৃতি সমস্ত
পাট হইয়া ইটালি দেশহইতে চারি শত ক্রোশ দূর দেশে
ার প্রস্থান করিতে হইল।

দনন্তর কাইশর সেনাপতি ফরাশীষ দেশে উপস্থিত হইয়া
ক অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে যুদ্ধ করিয়া যে সকল
। জয় করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ বিবরণ লিখনে প্রয়োজন
াকিলেও তথাচ স্থূল রূপে লেখা যাইতেছে; যে তিনি প্রথমতঃ
বিসিয়াই জাতিদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম পূর্ব্বক তাহা-
র প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূ
লে পর এই মহা মারী স্বরূপ সংগ্রামহইতে রক্ষিত যে সকল
লোক তাহারা যে স্থানহইতে আগমন করিয়াছিল তত্তৎস্থানে-
াহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তৎপশ্চাদে জর্ম্মণী দেশীয় লোক-
র সহিত যুদ্ধ পূর্ব্বক তাহাদিগের অশীতি সহস্র সৈন্য বিনাশ
তে তাহাদিগের আরিওবিস্টশ নামক ভূপতি ভীত হইয়া নৌ-
ারোহণ পূর্ব্বক রাইন নামক নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভাগ্য ক্রমে প্রাণ
করিলেন। অনন্তর কাইশর সেনাপতি বেল্‌জী নামক জাতি-
ার সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে এমন সংহার
লেন, যে তাহাতে রণমৃত শবদ্বারা জলা ও নদী পরিপূর্ণা
লে তাহার উপর দিয়া লোক সকল স্বচ্ছন্দে পার হইতে লাগিল,
রূপে সমস্ত জয় করিলেন বটে, কিন্তু নর্ব্বিয়াই নামক জাতি
ল ফরাশীষ দেশীয় লোকহইতেও অধিক বলবান্ পরাক্রান্ত
ক্ত তাহারা কিছু দিন পর্য্যন্ত অটল হইয়া থাকিয়া শেষে
র সেনাপতিদিগের প্রতি প্রচণ্ড বেগেতে এমন আক্রমণ করিল,
তাহাতে রুমি সৈন্য সকল ঐ বেগ নিবারণে অসমর্থ হইয়া
য় সমস্ত সৈন্য রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল; এমন হইলে
ইশর সেনাপতি পুনর্ব্বার ঢাল আদি অস্ত্র লইয়া নিজ সৈন্যমধ্যে

barians were all cut off to a man. He next subdued the Celtic Gauls, who were powerful at sea; and after them, the Swedes, the Menapii, and others. Having thus brought under subjection all the nations from the Mediterranean to the British sea, he crossed over into Britain, on pretence that the natives had furnished his enemies with supplies. Thus, in less than nine years, he conquered, together with Britain, all the country extending from the Mediterranean to the German sea.

After the most vigorous, though impolitic support, Pompey began to be roused from his lethargy, by the rising reputation of Cæsar, the fame of whose valour and riches secretly gave him pain. The death of Julia, and soon after of Crassus, tended to hasten the rupture between him and Cæsar. But though Pompey wished to lessen the authority of Cæsar, he found, upon examination of his strength, that his efforts were now too late, and that his rival was loved almost to adoration by his army.

Cæsar, indeed, seemed to acquire immense riches, only to bestow them on the bravest and most deserving of his soldiers; he paid the debts of many of his officers, and held out every motive to wean their love from the public, and to place it on their commander. His attentions were not fixed upon the military alone, but extended to his partizans in the city: he pillaged the wealth of his provinces to diffuse it among the citizens of Rome; and thus even rapine assumed an air of munificence. Pompey was not unapprised of this, and longed to resume that influence which others had insidiously wrested from him. An opportunity soon offered for obtaining his desire; for as all elections had,

শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ এমন
াক সংগ্রাম করিতে লাগিল, যে তাহাতে বন্য সৈন্যের মধ্যে
এক জনও জীবিত থাকিল না। পরে ফরাশীয় লোকদিগের
সেল্‌টিক্‌ নামক জাতি, যাহাদিগের অনেকং যুদ্ধজাহাজ ছিল,
াাকদিগকে পরাজয় করিলেন। এই রূপে ক্রমেং সুইড নামক
। ও মেনাপাই জাতি ইত্যাদি লোকদিগকে জয় পূর্ব্বক ভূম-
সমুদ্রাবধি ও ইংলণ্ড দেশীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিলে পর
াাগের উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড দেশে উপস্থিত পূর্ব্বক এই কথা
লেন, যে ইংলণ্ডীয় লোকেরা আমার শত্রুদিগের সহকারী হই-
লেন, এই নিমিত্তে ইহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ কর্ত্তব্য। এ
কহিয়া কাইশর সেনাপতি নবম বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড দে-
সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরাবধি ও জর্ম্মণী সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয়
হস্তগত করিলেন।

নন্তর পম্পী সেনাপতি নিজ বিবেচনার ত্রুটিতে তদবধি কাই-
সেনাপতির উন্নতির পোষক ছিলেন বটে, কিন্তু এই ক্ষণে
শর সেনাপতির এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি দেখিয়া আপনি যে
র্থক কালক্ষেপণ করিতেছেন, ইহা বোধ হওয়াতে হিংসা প্রযুক্ত
াতে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। আর তাঁহার জুলিয়া নাম্নী স্ত্রী ও
শস সেনাপতি এই দুই জনের পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে পম্পী
াাপতি ও কাইশর সেনাপতি এই দুই জনের মধ্যে শীঘ্র বি-
দ জন্মিয়া উঠিল। তাহাতে পম্পী সেনাপতি কাইশরের ক্ষমতার
নি জন্মাইতে মানস করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে আপন ঐশ্ব-
্যর ন্যূনতা দেখিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় প্রতি-
াগী যে কাইশর সেনাপতি, তিনি নিজ সৈন্যদ্বারা যে এই ক্ষণে
বড়াতুল্য মান্য হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত হই-
ান।

পশ্চাৎ কাইশর সেনাপতি ক্রমেং প্রচুর ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক আ-
ান সাহসিক ও গুণবান্‌ সৈন্য সামন্তদিগকে যথেষ্ট ধন বিতরণ
রিয়া অনেকং সেনাপতিদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন।
লতঃ সৈন্য ও সেনাপতিগণ সাধারণ লোকদিগের সপক্ষ না হই-
া যেন কেবল তাহার অনুগত থাকে, এই নিমিত্তে চেষ্টা করিতে
াাগিলেন। আর সেনাদিগের প্রতি যে কেবল এই ব্যবহার করিলেন,

during many years, been effected by bribery and sedition, the people became weary of a mockery of authority, and no magistrates had been elected for the space of eight months. This state of anarchy was heightened by the death of Clodius, who was killed by Milo, as he was returning to town from the country, and whose body being exposed publicly to view, a tumult was excited in the city. The multitude ran furiously to Milo's house, to set it on fire; but, being repulsed, they drew the dead body to the senate-house, and making a funeral pile with the seats of the magistrates, consumed both the body and that stately edifice. They now committed the greatest outrages which unlicensed fury could suggest; and every street was filled with murders and quarrels. In this universal tumult and distraction, many were inclined to invest Pompey with the office of dictator; but Cato, who was unwilling to endanger the state, by entrusting the greatest power to the most unbounded ambition, prevailed, that instead of being created dictator, he should only be made sole consul. A body of troops were now allotted to Pompey; a thousand talents were granted to maintain them; and the government of Spain was continued to him for four years longer; while Milo was condemned to banishment, even though defended by Cicero. Pompey then took for his colleague Metellus, whose daughter Cornelia, a woman of great beauty, he

এমন নহে, নগরস্থ সপক্ষ লোকদিগের প্রতিও তদ্রূপ আচরণ করিলেন। এই সকল লোকদিগকে বিতরণার্থে ধনের নিমিত্তে নানা দেশ প্রদেশাদি লুটপাট করিতে লাগিলেন। এই রূপে এক জনের ধন অপহরণ করিয়া অন্যান্য লোকদিগকে বিতরণ পূর্ব্বক লোকদিগের নিকটে আপনার দাতৃত্ব শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অতএব পম্পী সেনাপতি কাইশরের এই রূপ লোকবশীভূত করণের ক্রিয়া দেখিয়া আপনার পরাক্রমের যে লাঘব করিবে, ইহা বোধ হওয়াতে তিনি ভীত হইলেন বটে, কিন্তু আপন ক্ষমতার উন্নতির নিমিত্তে যে সকল চেষ্টা করিলেন, তাহাতে একটি মহৎ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হওয়াতে ঐ চেষ্টা সফলা হইয়া উঠিল। ফলতঃ লোকেরা অনেক বৎসরাবধি ঘুষ প্রদান ও অন্যায়দ্বারা বিচার কর্তৃপদেতে নিযুক্ত হয়, এই অবিচার হেতুক অষ্টম মাস পর্য্যন্ত ঐ পদ শূন্য থাকাতে রুম নগর এক প্রকার অরাজক হইয়া উঠিল। তাহাতে ক্লোডিয়স সেনাপতি যখন পল্লী গ্রামহইতে নগরমধ্যে আসিতেছিলেন, এমন সময় মাইলো নামক ব্যক্তি তাহাকে বধ করিল। এমন হইলে লোক সমূহ তাহা দর্শন করাতে নগরমধ্যে একটি মহা উপপ্লব হইয়া উঠিল, তাহাতে লোকেরা ক্রোধান্ধ হইয়া মাইলো সেনাপতির গৃহমধ্যে অগ্নি প্রদান করিল বটে, কিন্তু সে স্থানে উপযুক্ত দণ্ডিত হইলে পর লোকেরা ঐ মৃত শরীর সভাগৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া বিচারকর্ত্তাদিগের আসনদ্বারা একটি চিতা নির্ম্মাণ করিয়া ঐ শব এবং সভাগৃহ এক কালে ভস্মসাৎ করিলেও তথাচ ক্ষান্ত না হইয়া আরো প্রত্যেক রাজপথি মধ্যে উপস্থিত পূর্ব্বক তাবৎ লোকের প্রাণ দণ্ড করিতে লাগিল। এই রূপ লোকদিগের অসঙ্গত অত্যাচার করণ সময়ে পম্পী সেনাপতিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ করণে প্রায় সমুদয় লোকদিগেরই বাঞ্ছা ছিল, কেবল কেটো নামক ব্যক্তি অসম্মত হইয়া এই কথা কহিলেন, যে উচ্চাভিলাষি ব্যক্তির হস্তেতে রাজশাসন সমর্পণ করিলে অবশ্য প্রমাদ ঘটিতে পারে; অতএব মন্ত্রণা পূর্ব্বক অধ্যক্ষ পদে তিন জনকে নিযুক্ত না করিয়া কেবল একা পম্পী সেনাপতিকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। আর তাহার আজ্ঞাকারি নিকটবর্ত্তী এক দল সেনা নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের প্রতিপালনার্থে এক হাজার কিঙ্কর রূপ্য প্রদান করিলেন। এই রূপ হইলে শিশরো নামক সুবক্তা মাইলোকে রক্ষণার্থে চেষ্টা

had lately married, and by this new alliance he flat ed himself that he was once more a match for rival.

Cæsar, who was not insensible of the jealousie Pompey, and who wished to bring matters to an planation, took occasion, from the many honc which the latter had just received, to solicit for consulship in his turn, together with a prolonga of his command in Gaul. Though Pompey seeme be quite inactive, he privately employed two of trusty dependants to allege in his senate, that the l did not permit a person who was absent to offer hin a candidate for the consulship. Pompey wished t lure Cæsar from his government; but the latter, was convinced, that while he headed such an arm was now devoted to his interest, he could at any give laws as well as magistrates to the state, wh suited his convenience to appear, perceived this art and chose to remain in his province.

The senate, from a wish to serve Pompey, who for some time attempted to defend them from th croachments of the people, recalled the two leg which were in Cæsar's army belonging to his rival der pretence of opposing the Parthians; but, in re to diminish Cæsar's power. Though Cæsar e perceived their motive, as his plans were not yet r for execution, he complied with the orders of th nate, having previously attached to him the office benefits, and the soldiers by a bounty.

করিলেও তথাপি তাহাকে দ্বীপান্তর প্রেরণার্থে আজ্ঞা হইল। অপর কিছু দিন গত হইলে পম্পী অধ্যক্ষ মিটলস্ নামক ব্যক্তির এক পরম সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে ঐ শ্বশুরকে নিজ সহকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। এমন হইলে পূর্ব্বের প্রতি-যোগী যে কাইশর সেনাপতি তাহার তুল্য শক্তিমান্ এইক্ষণে হইয়াছি ইহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আপনার প্রতি যে পম্পী সেনাপতির দ্বেষভাব আছে, তাহা কাইশর সেনাপতি জ্ঞাত হইলে পর যাহাতে পরস্পর বিচ্ছেদ ভঞ্জন হয়, এমন ইচ্ছা করিলেন; আর পম্পী সেনাপতির উন্নতির তুলনা দিয়া আপনারও যেন ফরাশীশ দেশীয় কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকিয়া রুম নগরীয় অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়, এই প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে পম্পী সেনাপতি প্রকাশ রূপে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তাহাকে কোন প্রকারে জ্ঞাপনার্থে সভামধ্যস্থ তাহার দুই জন সুহৃদ্ ব্যক্তিকে গুপ্ত রূপে এই পরামর্শ কহিলেন, যে রুম নগরের এমন রীতি নাই, যে বিদেশস্থ হইয়া কোন ব্যক্তি দেশাধ্যক্ষ পদের আকাঙ্ক্ষী হইতে পারে। ফলতঃ লোভ দেখাইয়া কাইশর সেনা-পতিকে স্বদেশচ্যুত করণের অভিপ্রায়েতে কহিলেন; কিন্তু নিতান্ত আশ্রিত সেনাপতিদিগের অধ্যক্ষ হইলে পর যে সুযোগ পাইয়া নূতন২ বিচারকর্ত্তা ও নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারে, ইহা ঐ সুচতুর কাইশর সেনাপতি জ্ঞাত প্রযুক্ত পম্পী সেনাপতির ঐ ছল জ্ঞাত হইয়া নিজ পদ্দ পরিত্যাগ করণে স্বীকৃত হইলেন না।

তদনন্তর সভাস্থ লোকেরা পূর্ব্বে সাধারণ লোক কর্তৃক পরাক্রম হীন হওন কালে পম্পী সেনাপতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে তাহারা ঐ সেনাপতির প্রত্যুপকার করণেচ্ছুক হইয়া কোন প্রকারে কাইশর সেনাপতির পরাক্রম খর্ব্ব করণার্থে পার্থেয়ান দে-শীয় লোকদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পাঠাইবার ছল করি-য়া পম্পীর দুই দল সেনা যে কাইশরের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহা-দিগকে পম্পী সেনাপতির নিকটে পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহা-তে কাইশর সেনাপতি তাঁহাদিগের এই রূপ ছল জ্ঞাত হইল বটে, কিন্তু তথাচ তৎকালে ইষ্টসাধনে আপনি অসমর্থ হওয়াতে তদাজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া সেনাপতিদ্দিগের উপকার পূর্ব্বক ও সেনাদিগের নানা প্রকার দান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

Every person saw the danger attending Cæsar's being continued in the command of an army which was entirely devoted to his interests. The senate, therefore, as his appointment was very near expiring, recalled him from his government. Curio, a tribune of the people, whom Cæsar had bribed to his interests, pretended highly to approve of the resolution of the senate; but intimated, that the best method for public security was, to order both Pompey and Cæsar to lay down their commands, and declare him an enemy to his country that should disobey. Curio made the proposal with a certainty of its being rejected by Pompey, whom he knew to be too fond of command, and too confident of his superiority over Cæsar, to begin the submission. In fact, he judged very justly; for Pompey was rendered arrogant, as well by his good fortune and present honours, as by the false accounts which his flatterers had reported concerning the fancied disaffection of Cæsar's soldiers to their general.

Cæsar, who was instructed by his partisans in all that passed at Rome, was willing to give his actions the appearance of justice; and wrote to the senate several times, desiring that he might be continued in his government of Gaul, as Pompey had been in that of Spain; or else that they should dispense with his absence, and permit him to stand for the consulship. He also agreed to lay down his employment when Pompey

অপর কাইশর সেনাপতি যদি আর কিছু দিন তাহার ঐ সকল নিতান্ত বাধ্য সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকেন, তবে অবশ্য রাজ্যের প্রতি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; এই রূপ স্পষ্ট রূপে সমুদয় লোকের বোধ হওয়াতে সভাস্থ লোকেরা তাঁহার আমলের শেষ হইয়াছে অনুভব করিয়া তাহাকে তদ্দেশ হইতে আগমন করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি কিউরিও নামক বিচারকর্ত্তাকে উৎকোচদ্বারা সপক্ষ করাতে ঐ বিচারকর্ত্তা সভাস্থ সমীপে কাইশর সেনাপতির আগমন বিষয়ক বিবেচনাকে মৌখিক ভাবে উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক শেষে এই কথার উল্লেখ করিলেন, যে কাইশর সেনাপতি ও পম্পী সেনাপতি এই দুই জনে যদ্যপি স্ব২ পদ পরিত্যাগ করেন তবে এই রাজ্য সুস্থির হইতে পারে। ইহাতে যদ্যপি তাঁহারা অসম্মত হন তবে অবশ্য তাহাদিগের রাজ্যের বৈরি জ্ঞান করিতে হইবে, আর ঐ বিচারকর্ত্তা যে এই রূপ মন্ত্রণা প্রদান করিলেন, ইহার কারণ কি না পম্পী সেনাপতির যে কর্ত্তৃত্ব করণে পূর্ণ রূপে ইচ্ছা ছিল, তাহা তিনি বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন। আর পম্পী সেনাপতি যে কাইশর অপেক্ষা অধিক পরাক্রমী জানেতে ঐ পদ পরিত্যাগ করিবে না, ইহাও যথার্থ বটে; কেননা তিনি নানাবিধ সৌভাগ্য ও নানা প্রকার সম্ভ্রম প্রাপ্ত হওয়াতে এবং খোশামুদিয়া লোককর্ত্তৃক কাইশর সেনাপতির সৈন্যগণ যে অধ্যক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, এই সমাচার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার অত্যন্ত দাম্ভিকতা বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাও ঐ বিচারকর্ত্তা বিশেষ রূপে জানিতেন।

পরে কাইশর সেনাপতি নিজ পক্ষীয় লোকদ্বারা ঐ সকল মন্ত্রণা জ্ঞাত হইলে পর আপনাকে ন্যায়কারিরূপে জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্তে সভাস্থ লোকদিগের নিকটে এক নিবেদন পত্র লিখিলেন এই, যে যাদৃশ পম্পী সেনাপতি স্পানিয়া দেশেতে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, তাদৃশ আমিও যেন ফরাশিস দেশেতে প্রভুত্ব করিতে নিযুক্ত থাকি, ইহাতে যদ্যপি তাহার সম্মতি না হয়, তবে রূম নগরে প্রত্যাগমন করিলে যেন দেশাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হই। আর পম্পী সেনাপতি যদ্যপি স্বকীয় পদত্যাগ করেন, তবে আমিও স্বেচ্ছাধীন এই পদ পরিত্যাগ করিব, এই রূপ দরখাস্ত পাঠাইলেন বটে; কিন্তু সভাস্থ লো-

should do the same; but the senate, who were devoted to his rival, blindly confided in their own power, and relied on the conduct and influence of their favorite. Cæsar, who was averse from coming to an open rupture, at last solicited only the government of Illyria, with two more legions; but this was also refused him. The senate, who were seized with a fatal obstinacy, determined to sacrifice his power in order to increase that of Pompey, and thus attempted to repress Cæsar's injustice by still greater of their own. Finding all his attempts at an accommodation fruitless, and conscious of the devotion of his troops, Cæsar began to draw towards the confines of Italy, and, passing the Alps with his third legion, arrived at the city of Ravenna. From this place he once more wrote a letter to the consuls, declaring that he was ready to resign all command, if Pompey would show equal submission: but, he added, that if all power was to be given to one, he would endeavour to prevent so unjust a distribution; and that, if they persisted, he would shortly arrive in Rome, to punish their partiality and the wrongs of his country. By these menaces he exasperated the whole body of the senate against him. Marcellus, the consul, gave way to his rage, and Lentulus, his colleague, who was already of a ruined fortune, and therefore indifferent about events, openly declared that after such an insult, farther deliberation was needless, and that the only resort was to arms.

কেরা পম্পী সেনাপতির নিতান্ত সপক্ষ প্রযুক্ত প্রিয়ব্যক্তির কুশল দৃষ্টি করিয়া ঐ নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু তথাচ কাইশর সেনাপতি হঠাৎ পরস্পর বিচ্ছেদ করণে অনিচ্ছুক হইয়া পুনর্ব্বার এই নিবেদন লিখিলেন, যে যদ্যপি এ রূপ সম্মতি না হইল, তবে আমাকে দুই দল সৈন্য প্রদান পূর্ব্বক ইলিরিয়া দেশের কর্ত্তৃত্ব ভার দিতে আজ্ঞা হউক। কিন্তু সভাস্থ লোকেরা যে দ্বিতীয় বার তাহার ঐ নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন তাহা কেবল নয়, এক জনের পক্ষপাতে উন্মত্ত হইয়া তাহার তাবৎ নিবেদন অমান্য করিতে লাগিলেন। আর কাইশরের অন্যায় নিবারণ করিয়া আপনারা অন্যায় করিয়া কোন প্রকারে যাহাতে কাইশর সেনাপতির ক্ষমতার হ্রাসতা পূর্ব্বক পম্পী সেনাপতির পরাক্রমের বৃদ্ধি হয়, এমন চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; এ কারণ কাইশর সেনাপতি যে সকল চেষ্টা করেন সকলি বিফল হইতেছে দেখিয়া তিনি আপন আশ্রিত সৈন্যদিগকে নিতান্ত বাধ্য জানিয়া ইটালী দেশের সীমাপর্য্যন্ত অগ্রসর হওতো আল্পস নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া নিজ তৃতীয় দল সেনার সহিত রাবেনা নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তথা হইতে পুনর্ব্বার দেশাধ্যক্ষের প্রতি এই নিবেদন পত্র লিখিলেন, যে পম্পী সেনাপতি যদি নিজকর্ত্তৃত্ব পদ পরিত্যাগ করেন, তবে আমিও এই কর্ত্তৃত্ব পদ ত্যাগ করিব। এই রূপ লিখিয়া শেষে লিখিলেন এই, যে যদ্যপি এক ব্যক্তিকে সমুদয় শ্রেষ্ঠ পরাক্রম প্রদান করা তোমাদিগের উচিত হয়, তবে আমারো এই সকল অন্যায় নিবারণ করা উচিত বটে; অতএব এই কথা যদ্যপি তোমাদিগের সমাদৃত না হয়, তবে আমি এই ক্ষণে রূম নগরে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের তাবৎ বিষয় সামঞ্জস্য পূর্ব্বক যাহার যে পর্য্যন্ত অন্যায় তাহাকে তদ্রূপ প্রতিফল প্রদান করিব; অতএব সভাস্থ লোকেরা কাইশর সেনাপতির এই সকল তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক দাম্ভিকতা শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধাপন্ন হইলেন, বিশেষতঃ মার্শেলস নামক দেশাধ্যক্ষ ক্রোধেতে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে লেণ্টলস নামক দ্বিতীয় অধ্যক্ষ তাঁহার প্রচুর ধন ব্যয় হইয়া এক প্রকার নির্ধন হওয়াতে দেশের বিষয়ে সম্যক্ মনোযোগ না থাকিলেও তথাপি তিনি এই কথা কহিলেন, যে এতাদৃশ অপমানের বিষয়েতে কেবল সংগ্রাম করণ ব্যতিরেক আর কোন উপায় নাই।

Soon after, the senate decreed that Cæsar should resign his government, and disband his forces within a limited time, under the penalty of being declared an enemy to the commonwealth. They next invested the consuls, Pompey and Marcellus, with absolute authority. Curio, and the two tribunes, Mark Antony and Longinus, with other partisans of Cæsar, apprehensive of personal danger, disguised themselves as slaves, and fled to the camp of their patron, deploring the injustice and tyranny of the senate, and pleading their merits in his cause. Cæsar produced them to his army in the habits which they had thus assumed, and burst into severe invectives against the senate, alleging their cruelty to his friends, and their flagrant ingratitude to him for all his past services. The soldiers unanimously cried, that they would follow him wherever he should lead, and were ready to revenge his injuries, or die in the attempt. Every man now prepared for a new service of danger, and, forgetting the toils of ten former campaigns, retired to his tent to meditate on future conquest.

Cæsar marched his army to the Rubicon, a little river which separates Italy from Gaul, which terminated the limits of his command, and to pass which with an army, a legion, or even a single cohort, had long before been declared parricide by a decree of the senate. Stopping, therefore, on the banks of the Rubicon, he view-

অনন্তর মহাসভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণাপূর্ব্বক এই আজ্ঞা দিলেন, যে কাইশর সেনাপতি যেন এই নিয়মিত কালের মধ্যে নিজকর্ত্তৃত্ব-পদ পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ সৈন্যদিগকে বিদায় করেন। যদ্যপি এতদ্বিষয়ে সম্মত না হয়েন, তবে অবশ্য তাহাকে রাজ্যের শত্রু বোধ হইবে। এই রূপে কাইশর সেনাপতিকে কর্ত্তৃত্ব চ্যুত করিয়া মার্শেলস সেনাপতি ও পম্পী সেনাপতি এই দুই জনকে রাজশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন; তাহাতে কিউরিও সেনাপতি এবং মাকান্টনি নামক ও লনজাইনস নামক এই দুই জন বিচারকর্ত্তা এবং তদ্ভিন্ন কাইশর সেনাপতির স্বপক্ষীয় কতক গুলীন লোক এই সকল লোকেরা আপনাদের বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া ভীত হওয়াতে ক্রীত দাসের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া কাইশর সেনাপতির ছাউনীতে উপস্থিত হইলে পর রাজ্যমধ্যে যে সভাস্থ লোকেরা এই রূপ অসঙ্গত অত্যাচার ও অন্যায় করিতেছেন, তাহা কাইশরকে জ্ঞাপন করাইয়া আপনারা যে তাহার নিতান্ত আশ্রিত এরূপ জানাইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি ঐ ছদ্মবেশের সহিত তাহাদিগকে নিজ সেনাগণের সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিলেন, যে দেখ, আমি সভাস্থ লোকদিগের বিবিধ উপকার করিলেও তথাপি তাহারা আমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা কেবল নয়, আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গ লোকেরও এই দুর্দ্দশা পূর্ব্বক দূর করিয়াছে; ইহা কহিয়া সভাস্থ লোকদিগের উদ্দেশে নানা প্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তাহাতে সৈন্যগণ সভাস্থ লোকদের এই রূপ অত্যাচারের সম্বাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, যে তোমরা এই সকল অন্যায়ের সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থে যে স্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর আমরাও প্রাণপণে সে স্থানে যাইতে প্রস্তুত আছি; অতএব তাহারা প্রত্যেক জন স্ব২ তাম্বুতে গিয়া ঐ দশ বৎসর ব্যাপিয়া যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহা একেবারে মনহইতে দূর করিয়া ঐ নূতন সংগ্রাম করণের আলোচনা করিতে লাগিল।

অপর এমন হইলে কাইশর সেনাপতি তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া ফরাশীষ দেশ ও ইটালী দেশের সীমা-নির্ধারক যে রুবিকন নামক ক্ষুদ্র নদী, ঐ নদী তীরেতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঐ নদী পারেতে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না, কে-

ed the stream, and exclaimed, "If I pass this river what miseries shall I bring upon my country! and I do not, I am undone." He then plunged in, saying that the die was cast, and was followed by his soldiers with equal promptitude, who quickly arriving at Ariminum, made themselves masters of the place without resistance.

The news of this unexpected enterprise excited the utmost terror in Rome; and at the same instant might be seen the citizens flying into the country for safety and the inhabitants of the country seeking shelter in the city. In this universal confusion, Pompey felt all that remorse which must necessarily arise from the remembrance of having advanced his rival to his present pitch of power. Several of his former friends were ready to accuse him of supineness, and sarcastically to reproach his ill-grounded confidence; and Cato reminded him of the many warnings which he had given him, and to which he had paid no attention.

Wearied with these reproaches, which were offered under colour of advice, Pompey endeavoured to encourage and confirm his followers. He confessed, indeed, that he had been deceived in Cæsar's aims; but if his friends were still inspired with the love of freedom, they might yet enjoy it. He consoled them by holding out the most flattering prospects: that his two lieutenants were at the head of a considerable army in

নবা কোন সেনাপতি সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ নদী উত্তীর্ণ হইলে সভাস্থ লোকদের ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি পিতৃঘাতি তুল্য অপরাধী হইবে; অতএব তিনি ঐ নদীর তটেতে কিছু দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে ঐ জলশ্রোতের প্রতি অবলোকন করিয়া খেদোক্তি পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, যে হায়২! আমি এই নদী উত্তীর্ণ হইলে আমার নিজ দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা হইবে; কিন্তু ঐ নদী পার না হইলেও আপনার অতিশয় দুর্গতি ঘটিবে। এই কথা কহিয়া শেষে যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবে এই কথার উপরে নির্ভর দিয়া ঐ নদীর জলেতে আস্ফালন করিয়া পড়িলেন। এই রূপে ক্রমে২ তাবৎ সৈন্য সামন্ত জলেতে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া আক্রমণ পূর্ব্বক আরিমিনম নগর হস্তগত করিলেন।

অনন্তর এই রূপে কাইশর সেনাপতি যে অগ্রসর হইয়া আরিমিনম নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এই সমাচার শ্রবণ করিয়া রূমি লোকদিগের হৃদয়ে বজ্রাঘাত তুল্য বোধ হওয়াতে একেবারে নগরস্থ লোকেরা পলায়ন পূর্ব্বক পল্লীগ্রামে, ও পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা পলায়ন পূর্ব্বক নগরে, এই রূপে লোক সকল ভয়েতে উদ্ধমুখ হইয়া দেশ দেশান্তর পলায়ন করিতে লাগিল। এমন হইলে পম্পী সেনাপতি আপনি যে ঐ প্রতিযোগি ব্যক্তির এতদ্রূপ উন্নতি করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তখন স্মরণ করিয়া বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহার পূর্ব্বকার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা তাঁহার শৈথিল্য প্রযুক্ত তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, এবং কেহ২ তাহার অপাত্রেতে বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাহাকে শ্লেষ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ কেটো নামক ব্যক্তি এই কথা কহিল, যে আমি তোমাকে ভূয়োভূয়ো বোধ জন্মাইয়াছিলাম, তথাপি তোমার তদ্বিষয়ে অনুধাবন হয় নাই।

অপর এই প্রকারে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা পরামর্শ প্রদানের ছলেতে এই রূপ ভর্ৎসনা করিলে পর পম্পী সেনাপতি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেও তথাপি সপক্ষ লোকদিগের নানা প্রকার ভরসা প্রদান পূর্ব্বক সুস্থির করিতে ইচ্ছা করিয়া এই কথা কহিলেন, যে কাইশর সেনাপতির এই অভিপ্রায়ের যে অনুসন্ধান অগে না জানাতে আমার ত্রুটি হইয়াছে বটে, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু এই ক্ষণে যদ্যপি তোমরা তাহার দাসত্ব স্বীকার

Spain, composed of veteran troops, who had made a conquest of the East; and that, besides these, there were infinite resources both in Asia and Africa, together with the succours which they might reasonably expect to receive from all the kingdoms in alliance with Rome. This representation, in some measure, revived the hopes of the confederacy. Not being in a capacity to resist Cæsar at Rome, he resolved to lead his forces to Capua, and join his two legions which were there stationed; and the greatest part of the senate, his private friends and dependents, together with all those who espoused his cause, agreed to follow him. But no words can paint the misery of the scene when he quitted Rome: ancient senators, respectable magistrates, and many of the flower of the young nobility, thus obliged to leave their native city defenceless to the invader, raised an universal concern in all ranks of people, who followed them part of the way with tears and lamentations.

Cæsar being unable to bring Pompey to an accommodation, resolved to pursue him into Capua, and marched on to take possession of the cities that lay between him and his rival, without regarding Rome, which he knew would fall of course to the conqueror. Corsinium was the first city which attempted to stop the rapidity of his progress, and which was defended by Domitius, whom the senate had appointed to succeed him in Gaul, and was garrisoned by twenty cohorts. Domitius, however, being disappointed in his hopes of relief, was at last obliged to endeavour to escape privately; but the garrison, being informed of his intention, resolved to consult their own safety, by

না কর তবে এ বিপদহইতে অবশ্য মুক্ত হইতে পারিবা, কেননা আমার প্রতিনিধি স্বরূপ দুই জন সেনাপতি তাহাদিগের সহিত বহু দূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব দেশ জয়কারি যে প্রাচীন সেনা সকল স্পানিয়া দেশেতে আছেন, তদ্ব্যতিরেকে আশিয়া দেশে ও আফ্রিকা দেশে যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন আছে, আর রুম রাজ্যের অন্তঃপাতি অন্যান্য রাজগণও আমাদের সাহায্য করিবে। এই রূপ বাক্যেতে তাহাদিগকে সুস্থির করিলে পর কাইশর সেনাপতির সহিত যে রুম নগরের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করণে সমর্থ হইব না, ইহা তিনি জ্ঞাত হইয়া যে স্থানে তাহার দুই দল সৈন্য ছিল, ঐ কাপুয়া নগরে সৈন্য সামন্তের সহিত যাত্রা করিলেন; তাহাতে সভাস্থ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরা, ও তাহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা এবং পারিষদ্গণ তদ্ভিন্ন সপক্ষ লোকেরা, এই সকল লোকেরা তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে স্বীকৃত হইল। এমন হইলে তাহারা যখন রুম নগরহইতে যাত্রা করিলেন, তখন কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার আগবাড়ন গিয়াছিল যে প্রাচীন সভাস্থ লোক ও মর্য্যাদাপন্ন বিচারকর্ত্তা ও যুবা লোক সকল, ইহারা তাহাদের নগর ত্যাগ করণ দেখিয়া শত্রু আগমনের আশঙ্কাতে রোদন পূর্ব্বক হাহাকার শব্দেতে গমন করিলেন।

অনন্তর এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পম্পী সেনাপতির সহিত পুনর্ম্মিলনের অসম্ভাবনা বোধ করিয়া জয়ি ব্যতিরেক সে নগরাধিকারী হওয়া দুর্লভ, ইহা নিশ্চয় করিলেন; অতএব তৎকালে তিনি প্রথমতঃ রুম নগরে না গিয়া তন্নিকটস্থ নগর সকল জয় পূর্ব্বক হস্তগত করিয়া পশ্চাৎ কাপুয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করিলেন। এমন হইলে ঐ সকল নগরের মধ্যে করাশনিরূম নামক নগরের শাসনকর্ত্তা যিনি ঐ কাইশরের পদ প্রাপ্তি নিমিত্তে সভাস্থ লোককর্ত্তৃক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ ডিমিত্রিয়স নামক সেনাপতি বিংশতি দল সৈন্যের সহিত তাহার আক্রমণ নিবারণার্থে সচেষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু শেষে তাহার সাহায্যার্থে অন্য সেনার আগমন না হওয়াতে তিনি গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন হইলে কেল্লাস্থিত সৈন্যেরা তাহার এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে শত্রুহস্তগত করণার্থে সচেষ্ট হইল। এমন সময় লেণ্টলস নামক দেশাধ্যক্ষ দুর্গহইতে নির্গত হইয়া কাইশর

delivering him up to the besiegers, Lentulus, the consul, who was one of the besieged, came out to implore forgiveness for himself and the rest of his confederates, and reminded Cæsar of their ancient friendship. Cæsar, without waiting the conclusion of his speech, replied, that he entered Italy not to injure but to restore the liberties of Rome and its citizens. This reply being made known in the city, officers of the garrison came out to claim the protection of the conqueror, who gave them their liberty, and allowed them to depart whither they would. However, while he dismissed the leaders, he, upon this, as upon all other occasions, attached the common soldiers to his interest, being sensible that he might stand in need of an army.

Pompey being informed of what passed upon this occasion, immediately retreated to Brundusium, where he resolved to stand a siege, in order to delay the enemy till the forces of the empire could be called. Cæsar, as was expected, soon arrived before the place, and after offering in vain to reconcile their differences by negotiation, turned all his thoughts to carry on the war, which Pompey, on his side, resolved to prosecute with equal vigour.

Having succeeded in detaining Cæsar some time before Brundusium, Pompey privately embarked the garrison of the town, and transported them to Dyrrhachium, where the new-made consul was levying men for the service of the empire. Cæsar, finding that he could not follow him for want of shipping, returned to Rome, and took possession of the public treasury, which he pillaged of three thousand pounds weight of

সেনাপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক তাহার সহিত পূর্ব্বকার বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া নিজ লোকদিগের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি তাহার এই প্রার্থনা সমাপন অপেক্ষা না করিয়া এই উত্তর প্রদান করিলেন, যে আমি নগরস্থ লোকদিগকে দস্যুহস্তহইতে মুক্ত করণ ব্যতিরেকে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করণার্থে আগমন করি নাই। অতএব এই কথা নগরমধ্যে প্রকাশ হওয়াতে দুর্গস্থ লোকেরা কিঞ্চিৎ সাহস পূর্ব্বক কাইশর সেনাপতির সাক্ষাতে নিবেদন করণার্থে আগমন করিল। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কারাস্থ না করিয়া বরং তাহাদের ইচ্ছানুসারে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। আর এমন হইলে সেনাপতিদিগকে স্ব২ স্থানে বিদায় করিয়া তিনি পারিণামদর্শী প্রযুক্ত এতদ্রূপ দিনেতে সৈন্যদিগের পুনরাগমনের সম্ভাবনা রাখিবার নিমিত্তে তাহাদের সন্তুষ্ট্যর্থে যথেষ্ট ধন বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে রাখিলেন।

পরে এই সকল সমাচার পম্পী সেনাপতি জ্ঞাত হইলে পর বুণডুষিয়ম নামক নগরে প্রস্থান করিয়া এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে যাবৎ স্বরাজ্যের সৈন্য সকল সংগ্রহ করিতে না পারিব, তাবৎ এই নগরমধ্যে বাস করিয়া সংগ্রাম করিব; কিন্তু এই মনস্থ শেষে ফলবান্ হইল, অর্থাৎ অল্প দিবসের মধ্যে কাইশর সেনাপতি ঐ নগরে উপস্থিত হইলে পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন কোন প্রকারে না হওয়াতে উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম করণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অপর কাইশর সেনাপতি ঐ যুদ্ধের আশ্বাস অবলম্বন করিয়া ঐ নগরসম্মুখে কিছু দিন পর্য্যন্ত বাস করাতে পম্পী সেনাপতি আপন মনস্থকে ফলবান্ দেখিয়া গুপ্ত রূপে জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক যে স্থানে স্ব দেশীয় নূতন অধ্যক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, ঐ দিরাক্কম নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি জাহাজের অভাব প্রযুক্ত তৎপশ্চাৎ গমনে অশক্ত হইলে পুনশ্চ রুম নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমুদয় রাজধনাগার হস্তগত করিয়া অপরিমিত রূপা ব্যতিরেক সার্দ্ধসপ্ত ত্রিংশৎ মোন সুবর্ণ গ্রহণ করিলেন। এই প্রকার হইলে তিনি বহু দিনাবধি নানা সংগ্রাম জয়কারি ঐ প্রাচীন সেনাপতির সহিত সংগ্রামার্থে পুনর্ব্বার

gold, besides an immense quantity of silver. He then led his army a long and fatiguing march across the Alps, and through the extensive provinces of Gaul, to meet in Spain those veteran legions which had long been constantly victorious. After defeating the best troops of the empire, and obliging them to yield at discretion, he became master of all Spain, and returned again victorious to Rome. The citizens received him with fresh demonstrations of joy, and created him dictator and consul; but he laid down the former office, after holding it only eleven days.

In the mean time, Pompey was actively employed in making preparations in Epirus and Greece; and all the monarchs of the East had declared in his favour, and sent him very large supplies. He was master of nine effective Italian legions, and possessed a fleet of five hundred large ships, under the conduct of Bibulus, an experienced commander. He had already attacked and defeated Antony and Dolobella, who commanded for Cæsar in that part of the empire, and he was daily joined by crowds of the most distinguished nobles and citizens who arrived from Rome. At one time he had in his camp above two hundred senators, among whom were Cicero and Cato, whose approbation of his cause was equivalent to an army. All these advantages, both of strength and counsel, induced many to wish well to his cause, and raised an opposition which threatened Cæsar with destruction, notwithstanding the progress he had made.

After making the necessary preparations, with a courage that might seem to be rashness, Cæsar resolved to face his rival in the East, and embarked his forces

অপরিমিত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া নানা দুর্গম্য পথদ্বারা আল্পস পর্ব্বতশ্রেণী ও ফরাশীষ দেশ প্রদেশাদি উত্তীর্ণ হইয়া স্পানিয়া দেশে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সে স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া রুম নগরীয় প্রধান২ যোদ্ধাদিগকে জয় পূর্ব্বক স্বেচ্ছাতে বশীভূত করিয়া অল্প দিনের মধ্যে সমুদয় স্পানিয়া দেশ হস্তগত করিলেন। এই রূপে সে স্থানহইতে কৃতকার্য্য হইয়া পুনশ্চ রুম নগর আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করাতে রুম নগরস্থ তাবল্লোক গলবস্ত্র হইয়া আনন্দোৎসবেতে সম্যক্ সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পদ ও সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ এই দুই পদেতে নিযুক্ত করিল; কিন্তু তিনি একাদশ দিবসানন্তর স্বেচ্ছাধীন ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ পরিত্যাগ করিলেন।

এই রূপে কাইশর সেনাপতি যৎকালে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন, ইত্যবকাশে পম্পী সেনাপতি পূর্ব্ব দেশীয় তাবৎ ভূপতিদিগকে সপক্ষ করিয়া অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ইপাইরস দেশে ও গ্রীক দেশেতে ঘোরতর সংগ্রামের আড়ম্বর করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার পক্ষে ইটালী দেশীয় নয় দল সমর সুপারক সৈন্য ছিল। তদ্ব্যতিরেক সংগ্রামে পারদর্শী যে বিবলস নামে অধ্যক্ষ, তাঁহার তাঁবে পাঁচ শত বড়২ জাহাজ ছিল। আর কাইশর সেনাপতির সপক্ষীয় যে আণ্টনী সেনাপতি ও ডলাবেলা সেনাপতি, এই দুই জন পরাজিত হইয়া তাহার পক্ষ হইয়াছিল, এবং রুম নগরীয় প্রধান২ কুলীন লোক ও প্রজাবর্গ সকলেই ক্রমে২ তাহার সপক্ষ হইতে লাগিল; অতএব অধিক কি লিখিব? এক সময় তাহার শিবিরেতে দুই শতের অধিক সভাস্থ লোক সভা করিয়া বসিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকে শত২ সেনার প্রতিবল যে শিষরো সভাপতি ও কেটো সেনাপতি, এই দুই জন তাহার অনুকূল হইয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি বলেতেও বুদ্ধিতে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত হইলে লোক সকলে তাঁহার গণীভূত প্রচুর সৈন্য সেনাপতি দেখিয়া তাহাদিগের এমন বোধ হইয়াছিল, যে কাইশর সেনাপতি এই রূপ জয়ী হইলেও তথাপি শেষে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

অপর এ স্থানে কাইশর অধ্যক্ষ যথা প্রয়োজনোপযোগি সংগ্রামের আয়োজন করিলে পর অসম সাহস পূর্ব্বক আপন প্রতি-

at Brundusium. The two armies came in sight of each other near Dyrrhachium, on the opposite banks of the river Apsus; yet neither of the commanders was willing to hazard a battle. Pompey not being able to rely upon his new levies, and Cæsar not wishing to venture an engagement till he was joined by the rest of his forces, who were still in Italy, and whose arrival he awaited with great impatience.

Pompey led his troops to Asparagus, near Dyrrhachium, and encamped on a tongue of land that jutted into the sea, where also was a small but safe bay for ships. Cæsar finding him intrenched in so advantageous a post, drew circumvallations behind him, and hoped by a blockade to force his opponent to a battle, which he ardently desired, and which the other as studiously declined. At length, an engagement took place, and Cæsar's army being entangled in some old intrenchments, fell into disorder, and great numbers of them perished. Pompey pursued his success to the very camp of Cæsar, but fearing an ambuscade, withdrew his troops, and thus lost his advantage. However, the resolution of Cæsar did not forsake him, nor his hopes fail. He found that hitherto his attempts to force Pompey to engage on equal terms were ineffectual; and he therefore resolved to appear as if willing to protract the war in his turn. Having called his army together, he addressed them with his usual composure and intrepidity, and after encouraging his legions, and degrading some of the subaltern officers, who had been remiss in their duty, he prepared to decamp, and make his retreat to Apollonia, where he designed to refresh and recruit his troops. Having,

যোগি ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে পূর্ব্ব দেশে গমনের মনস্থ করিয়া বুণডুষিয়ম নগরে উপস্থিত পূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ করিলেন। পরে এক সময় দিরাক্কম নগর সন্নিধানে আপ্সুশ নদীর উভয় তীরে উভয় দলে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু তত্রাপি তৎকালে উভয় সেনাপতির মধ্যে কেহ সংগ্রামের নিমিত্তে ব্যগ্র হইলেন না; কারণ এই যে পম্পী সেনাপতি ঐ সকল নূতনং সৈন্য সমূহের প্রতি নিতান্ত ভরসা রাখিলেন না, এবং কাইশর সেনাপতি ও ইটালী দেশীয় সৈন্যগণের আগমন অপেক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

এমন হইলে পম্পী সেনাপতি তাবৎ সৈন্য সামগ্র্যাদি সমভিব্যাহারে লইয়া দিরাক্কম নগরের সান্নিধ্য সমুদ্রমধ্যে জিহ্বাকৃতি আম্পারাগাস নামে যে ভূমি তন্মধ্যে জাহাজ থাকিবার উপযুক্ত একটি খাল থাকাতে ঐ স্থানে গিয়া ছাউনী করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি পম্পীর এরূপ দুর্গম স্থানে ছাউনী দেখিয়া আর তাহার যুদ্ধেতে সম্যক্ ইচ্ছা না থাকাতে তাহাকে কোন প্রকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে তাহার পশ্চাৎ গিয়া ক্ষুদ্রং মোর্চা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এমন হইলে কিছু কালের পর একটি সংগ্রাম হইয়া কাইশর সেনাপতির সৈন্য সকল হঠাৎ কোন পুরাতন মোর্চাবন্দির উপরে পতিত হইয়া শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে অনেকং সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। এই রূপে পম্পী সেনাপতি তখন জয়যুক্ত হওয়াতে অধিক সাহসী হইয়া কাইশর সেনাপতির শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু কি জানি সম্মুখে কোন সৈন্য লোকেরা ওত করিয়া বসিয়া আছে, ইহা সন্দেহ করত শিবিরের সম্মুখ দিয়া আক্রমণ না করিয়া দুর্ভাগ্য ক্রমে পশ্চাদ্ দিগ্ দিয়া গমন করাতে এমন দুর্দ্দশা ঘটিল, যে পূর্ব্বকার জয় পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইয়া উঠিল। কিন্তু কাইশর সেনাপতি এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও তথাচ তাহার জয়ী হওনের আশা এবং উপস্থিত বুদ্ধির ভ্রংশ হয় নাই; এ কারণ উভয় পক্ষে সমান জয় পরাজয়ের উপায় থাকিতে পম্পী সেনাপতি যে যুদ্ধবিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া এখন আপনার যে সংগ্রামের ইচ্ছা নাই তাহা জ্ঞাপন করাইল। আর নিজ সৈন্য সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক অম্লান বদনে ঐ পরামর্শানুসারে সাহসজনক কথা কহিয়া অপ-

therefore, sent his baggage forward, he followed at the head of his soldiers, and, though pursued by Pompey, yet having the advantage in point of time, he effected his intention. Cæsar, being informed that Domitius, one of his lieutenants who was stationed in Macedonia, was in danger of being cut off by the superior force of the enemy, marched hence to his assistance, and was joined by Domitius on the frontiers of Thessaly.

The officers of Pompey, being greatly elated with their recent victory, continually solicited their general to bring them to a decisive battle, and even presumed to question his motives for procrastination. Pompey, thus incessantly teazed with importunities to engage, renounced his own better judgment, and advancing into Thessaly, encamped on the plains of Pharsalia. Thither also Cæsar marched; and the approach of these two great armies, together with the empire for which they contended, filled the minds of all with anxiety. The army of Pompey, however, which was much more numerous than that of his antagonist, seemed confident of victory.

When the two armies were drawn out for battle, they continued to gaze upon each other for some time with mutual terror and dreadful serenity. At length the trumpets sounded, and the engagement commenced with great impetuosity. The infantry maintained the contest with equal success, but the cavalry of Pompey, which was more numerous, and on which he

রাখি অপ্রধান সেনাপতিদিগকে অপদস্থ করিলেন। আর সৈন্য সেনাপতিদিগকে কিছু কাল বিশ্রাম দিবার নিমিত্তে সে স্থান হইতে ছাউনী উঠাইয়া আপলোনীয়া নামে নগরে প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিলেন। তাহাতে সরঞ্জামের দ্রব্যাদি অগ্রে পাঠাইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপনি প্রস্থান করিলে পর এখানে পম্পী সেনাপতি ঐ সম্বাদ পাইয়া তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু দূর অগ্রসর হওয়াতে তাহার নাগাইল ধরিতে পারিলেন না। পরে কাইশর সেনাপতি ঐ সমাচার অবগত হইয়া ডমিষিয়স নামে যে সেনাপতি, সে ব্যক্তি মাষিডন দেশেতে বহু শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া থেশালী নামক দেশের সীমাতে উপস্থিত পূর্ব্বক তাহার সহিত যোগ করিলেন।

আর পম্পী সেনাপতির সেনাপতিগণ অল্প দিন গত যুদ্ধেতে জয়ী প্রযুক্ত প্রফুল্ল হইয়া পুনর্ব্বার কাইশর সেনাপতির সহিত মহা সংগ্রাম করিবার জন্যে পম্পীকে পুনঃ২ প্রবৃত্তি দিতে পরামর্শ দিল। আর তিনি যে যুদ্ধ করিতে বিলম্ব করিতেছেন এ কারণ তাঁহার প্রতি নানা প্রকার দোষারোপণ করিতে লাগিল। এই রূপ নিত্য২ সেনাপতিদিগের উত্তেজনাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া থেশালী দেশে প্রবেশ করা যে আপন সুবিবেচনা তাহা পরিত্যাগ করিয়া ফার্শেলিয়া নামে প্রান্তরে গিয়া ছাউনী করিলেন; অতএব কাইশর সেনাপতিও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রূপে দুই প্রবল সৈন্য দলেতে একত্র হইলে একটি প্রধান রাজ্যের নিমিত্তে যে এমন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তাহা দেখিয়া লোক সকলে ভয়েতে কম্পান্বিত কলেবর হইতে লাগিল; কিন্তু পম্পী সেনাপতির বহু সংখ্যক সেনা থাকাতে তিনি যে জয়যুক্ত হইবেন এমন নিতান্ত ভরসা করিলেন।

কিন্তু এই দুই দল মহা প্রবল সৈন্যগণ রণসজ্জাতে সুসজ্জীভূত হইয়া শ্রেণী বদ্ধ পূর্ব্বক যখন পরস্পর সম্মুখাসম্মুখী হইয়া দাঁড়াইল, তখন উভয় দলেরই সৈন্যশৃঙ্খলা ও বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া আশঙ্কাতে উভয় সৈন্যেতেই কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে যখন গুড়ু২ শব্দেতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল তখন উভয় সৈন্যেতেই ক্রোধান্বিত হইয়া প্রচণ্ড বেগেতে ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। তাহাতে উভয় পক্ষেরই পদাতিক সৈন্যেরা

rested all his hopes, were totally routed, and fled great disorder to the neighbouring mountains. Cæs then marched to the camp of his opponent, which w bravely defended for some time; but as nothing cou resist the ardour of the victorious army, the camp ai trenches were at last evacuated, and the survivo escaped to the mountains. The loss of Cæsar amour ed only to two hundred men; whilst that of Pomp was not less than fifteen thousand. Twenty-four tho sand men surrendered themselves prisoners of w and the greatest part of them entered into Cæsa army. Being determined to follow Pompey, he beg his march, and arrived the same day at Larissa.

Pompey fled with precipitation, and, embarking board a vessel, steered to Lesbos, to take in his w Cornelia, whom he had left there, at a distance from t theatre of war. He then resolved to apply to Ptolen king of Egypt, to whose father he had been a con derable benefactor; and, sailing to the Egyptian coa sent to implore protection and safety. But the min ters of Ptolemy, dreading the power of Cæsar, bas determined to court his favour by the murder of rival. Accordingly, they sent a boat to the ship Pompey, and as soon as he was brought on shore, Roman centurion, who had fought under his banne stabbed him, and, cutting off his head, threw the nak body on the strand, which was abandoned to ev

অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর সমান সাহসে ও সমান বলেতে যুদ্ধ করিল বটে; কিন্তু শেষে পম্পী সেনাপতির সমুদয় ভরসা যে সকল অশ্বারূঢ়সৈন্যেতে ছিল, তাহারা অসহ্য সমরবেদনাতে আকুল হইয়া সর্ব্ব প্রকারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল; অতএব কাইশর সেনাপতি এই রূপ বিপক্ষ সৈন্য ভগ্ন দেখিয়া আরো অধিক সাহস পাইয়া তাহাদের শিবির পর্য্যন্ত গিয়া আক্রমণ করিলেন। তাহাতে সে স্থানে তাহারা কিছু কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু তথাপি ঐ জয়ি সৈন্যদিগের প্রবল আক্রমণের বেগং নিবারণ করিতে না পারিয়া শিবির ও মূর্চ্চা সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে সকলেই ঐ পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল। এই রূপে কাইশর সেনাপতি জয়ী হইলেও ঐ যুদ্ধে তাহার দুই শত সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল; এবং পম্পী সেনাপতির পঞ্চ দশ সহস্র সৈন্য রণশায়ী হইল, আর ছাব্বিশ হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইয়া প্রায় তাহার অধিকাংশ সৈন্য কাইশরের সৈন্যমধ্যে ভুক্ত হইল। এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পম্পীর অন্বেষণে লারিষা নামক নগরে প্রস্থান করিলেন।

এস্থানে পম্পী সেনাপতি প্রাণভয়েতে ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক এক খানি ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ করিয়া যে স্থানে কর্ণিলিয়া নাম্নী আপন ভার্য্যাকে রাখিয়া সংগ্রামে আসিয়াছিলেন; এখন সেই ভার্য্যাকে আনয়ন করিবার জন্যে ঐ লেজবশ নগরের প্রতি গমন করিলেন। পরে এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে পূর্ব্বে মিশর দেশীয় টলমী নামক রাজার পিতা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; অতএব টলমির নিকটে শরণাপন্ন হইলে রক্ষা পাইতে পারিব; ইহা স্থির করিয়া মিশর দেশের সমুদ্র তীরেতে গিয়া উপস্থিত পূর্ব্বক কোন আত্মীয় লোকদ্বারা ঐ রাজার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু ঐ টলমী রাজার মন্ত্রিবর্গ কাইশর সেনাপতির প্রতাপ ও পরাক্রমেতে ভীত হইয়া এমন বিপরীত মন্ত্রণা দিল, যে তাহাতে শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, আরো কাইশর সেনাপতির আনুকূল্য পাইবার জন্যে তাহাকে বিনাশ করিতে স্থির করিলেন; অতএব এই রূপ তঞ্চকতা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার ছলেতে তাহার নিকটে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা পাঠাইয়া দিলে পর, যখন পম্পী সেনাপতি ঐ নৌকাদ্বারা আসিয়া তীরেতে পাদক্ষেপণ করেন,

insult. However, Philip, his faithful freeman and an old soldier who had served under Pompey in his youth, burnt the corpse, and collecting the ashes, buried them under a little rising earth. Such was the melancholy end, and such the mean funeral of Pompey the Great, who had many opportunities of enslaving his country, but rejected them with disdain.

Cæsar pursued Pompey to Alexandria, where one of the murderers presented the head and ring of his rival, in order to propitiate the conqueror. Cæsar, however, turned from it with disgust. He shortly after caused a magnificent tomb to be erected to his memory on the spot where he was murdered.

At this time, the sovereignty of Egypt was in dispute between Ptolemy and his sister Cleopatra, who though joint heir by the will of her father, was ambitious of undivided authority. Cæsar, captivated by the charms of the beauteous queen, decided in her favour. A war ensued, in which Ptolemy was killed and Egypt subdued by the Roman arms. Cæsar then appointed Cleopatra, with her younger brother an infant, joint governors. At length, in order to c

এমন সময় রুম দেশীয় যে এক জন মহৎ সেনাপতি, সে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঐ পম্পী সেনাপতির অধীন থাকিলেও তথাপি অকস্মাৎ এক খান ছোরা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিল; এবং মস্তক ছেদন করিয়া তাহার অধিক অপমান করণার্থে ঐ শবকে কবর না দিয়া সমুদ্রকূলে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু ফিলিপ নামে তাহার এক জন বিশ্বাসি সেনা, যে যৌবনকাল পর্য্যন্ত তাহার নিকটে ছিল, ঐ ব্যক্তি ঐ শব দাহনাদি করিয়া সমুদায় ভস্ম একত্রীকরণ পূর্ব্বক মৃত্তি-কাতে পুতিয়া রাখিল। এই রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মহান নামে বিখ্যাত যে পম্পী সেনাপতি, তাহার অপঘাত মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন হইল। কিন্তু ঐ পম্পী সেনাপতি রুমনগর দাসত্বে আনিবার ক্ষমতা পুনঃ২ পাইলেও যে তথাপি তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত ছিল, ইহা একটি প্রশংসার বিষয় বটে।

এখানে কাইশর সেনাপতি আপন প্রতিবাদি পম্পী সেনাপতির অন্বেষণ করিতে২ আলিগ্জেন্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলে পর ঐ খুনি লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কাইশরের স্বপক্ষ হইবার জন্যে ঐপম্পী সেনাপতির ছিন্ন মস্তক ও অঙ্গুরীয় হস্তে লইয়া তাহার হস্তে প্রদান করিল; কিন্তু তাহাতে কাইশর সেনাপতি এমন বিপক্ষের মস্তক পাইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। আর কিছু দিনের মধ্যে ঐ পম্পী সেনাপতিকে স্মরণার্থে তাহার মৃত্যু স্থানেতে একটি আশ্চর্য্য কবর নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অপর ঐসময়ে মিশর দেশীয় রাজার কালপ্রাপ্তি হওয়াতে তাহার টলমি নামক পুত্র ও ক্লিয়োপাত্রা নাম্নী কন্যা এই উভয়েতে রাজ-সিংহাসন লইয়া বিরোধ হইতেছিল; কারণ তাহাদের পিতৃ আজ্ঞা-তে উভয়ে সমভাগে সিংহাসন পাইতে পারে; কিন্তু ক্লিয়োপাত্রা স্বয়ং রাজকর্তৃত্ব গ্রহণ করণার্থে বিবাদ উপস্থিত করিল। ঐ রাজকন্যা এমন অন্যায় বিবাদ করিলেও কাইশর সেনাপতি তাহার সৌন্দ-র্য্যেতে মোহিত হইয়া তাহার পক্ষে রাজকর্তৃত্ব আজ্ঞা দিলেন। এই রূপ হইলে টলমির সহিত মহা একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া টলমি প্রাণত্যাগ করিলে পর সমুদয় মিশর দেশ রুমিলোকদিগের আয়ত্ত হইল। পরে কাইশর সেনাপতি ক্লিয়োপাত্রা এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই উভয়কে রাজ্যের সমান অংশী করিলেন, এমন

pose Pharnaces, who had made some inroads up
the Roman dominions in the east, he resolved to lea
Egypt. Pharnaces, who was the son of Mithridate
anxious to recover his paternal dominions, had seize
on Armenia. Cæsar gained a victory over him wit
so much ease, that, in writing to Rome, he expresse
the rapidity of his conquests in three words, *Veni
vidi, vici.*

Cæsar, having disposed of the government of th
Asiatic provinces, embarked for Italy, where he arrive
sooner than his enemies could expect, but not befor
his affairs there absolutely required his presence. During his absence, he had been created consul for five
years, dictator for one year, and tribune of the people
for life. But Marc Antony, who had acted as his deputy at Rome, had filled the city with riot and debauchery; and several commotions ensued, which only the
opportune arrival of Cæsar could have appeased.
Having restored order, and confirmed his authority at
home, he hastened to land in Africa, where Pompey's
party had rallied under Scipio and Cato, assisted by
Juba, king of Mauritania. Cæsar's good fortune still
seemed to attend him, and the enemy received a complete and final overthrow, with little or no loss on his
side. Juba and Petrius killed each other in despair;
and Scipio was slain in attempting to escape into Spain.
Cato shut himself up in Utica, where he meditated

সময় মিথ্রিডাটিস সেনাপতির পুত্র ফার্নেসিস নামক সেনাপতি যে ব্যক্তি পিতৃরাজ্য হস্তগত করণার্থে আরমানি দেশ জয় করিয়াছিল, ঐ সেনাপতি রুম রাজ্যের পূর্ব্বদিগ আক্রমণ করিয়াছে, এই সম্বাদ পাইয়া তিনি ঝটিতি মিশর দেশহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক তত্তদ্দেশে গমন করিয়া অনায়াসে তাহাকে জয় করিলেন, তাহাতে রুম নগরে এক লিপি প্রেরণ করিলেন এই, যে আমি এখানে আইলাম ও দেখিলাম ও জয় করিলাম।

অপর এই রূপে কাইশর সেনাপতি আশিয়ার দেশ প্রদেশাদি সমুদয় সুব্যবস্থিত ও সুস্থির করিয়া জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক ইটালি দেশে প্রস্থান করিলেন; কেননা তাঁহার সে স্থানে গমনের অত্যাবশ্যক ছিল, এ কারণ শত্রুলোকদের আনুমানিক দিনের পূর্ব্বে সে স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। আর তিনি যখন দেশ দেশান্তরে প্রবাস করিতেছিলেন ঐ সময়ে রুমি লোকেরা তাঁহাকে এক বৎসরের নিমিত্তে সর্ব্বাধ্যক্ষপদ ও পাঁচ বৎসরের জন্যে দেশাধ্যক্ষ পদ এবং যাবজ্জীবনের নিমিত্তে বিচারকর্তৃপদ দিতে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু মার্ক-আণ্টনি নামে তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তি আত্যন্তিক লম্পটতা ও দুরাচার ক্রিয়া করিয়াছিল, এই জন্যে লোকদের এমন বোধ হইয়াছিল, যে যদ্যপি তখন কাইশর সেনাপতির আগমন না হইত তবে রুম রাজ্যে অবশ্য নানা উপপ্লব উপস্থিত হইতে পারিত; সে যাহা হউক কিন্তু তিনি তৎকালে কিছু দিনের মধ্যে রুম রাজ্য পূর্ব্বমত সুস্থির করিয়া শ্রবণ করিলেন, যে আফ্রিকা দেশে পম্পী সেনাপতির গণীভূত লোক সকল মরিটানিয়া দেশীয় যুবানামক রাজা এবং সিপিও নামে ও কেটো নামে দুই জন সেনাপতি এই তিন ব্যক্তিকে সহায় করিয়া সংগ্রামের আড়ম্বর পূর্ব্বক আসিতেছে। এ কথা শুনিয়া তিনি সত্বর আফ্রিকা দেশে প্রস্থান পূর্ব্বক তাহাদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বে তাহার যেমন সৌভাগ্য ছিল, তখনও তাদৃশ সৌভাগ্য ফলবান্ হইয়া উঠিল; ফলতঃ আত্মপক্ষ লোকের মধ্যে এক জনও নষ্ট না হইয়া কেবল বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া একেবারে পরাজিত হইল। এই রূপে অত্যন্ত পরাজিত হইয়া যুবা নামক রাজা ও পিত্রিয়েস ব্যক্তি তাহারা নিরাশ হইয়া অপমানেতে পরস্পর কাটাকাটী করিয়া মরিল; এবং সিপিও সেনাপতি স্পানিয়া দেশে পলায়ন করণকালে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

resistance; but, finding this to be impossible, he determined not to survive the liberties of his country, and fell by his own hand. Thus died Cato, who, excepting this last act, was perhaps one of the least faulty characters recorded in the Roman history. Though severe, he was not cruel; and he was always ready to pardon much greater faults in others, than he could forgive in himself.

The war in Africa being terminated, Cæsar returned in triumph to Rome; and, as if he had abridged all his former triumphs only to increase the splendour of this, the citizens were astonished at the magnificence of the procession, and the number of the countries which he had subdued. The people seemed eager only to load him with fresh honours, which he received with equal vanity. But having neglected to rise from his seat one day, when the Senate ordered him some particular honours, it began to be rumoured that he intended to make himself king, and that the month of March was fixed on for investing him with the diadem. A conspiracy was, therefore, formed against him by sixty of the senators, at the head of whom were Brutus and Cassius. Cæsar had spared

আর কেটো সেনাপতি ইউটিকা নগরের চতুর্দ্দিকে কটক বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে থাকিয়া কাইশরের সহিত সংগ্রাম করিবেন, এমন মনস্থ করিলেন বটে ; কিন্তু শেষে ঐ কর্ম্ম যে আপনার অসাধ্য তাহা নিশ্চয় জানিলেন, আর সমুদয় রুম রাজ্য কাইশরের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছে ইহা জ্ঞাত হওয়াতে আপনার জীবনকে নিষ্ফল বোধ করিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ঐ কেটো সেনাপতি আত্মহত্যা রূপ এই একটি গুরুতর দোষ করিলেন বটে, নতুবা তাহাছাড়া রুম রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে অন্য অপেক্ষা অল্প দোষী ছিলেন, ফলতঃ তিনি যদ্যপিও কঠিন শাসন করিতেন, তথাপি কদাচ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতেন না ; আর আপনার অল্প দোষ হইলেও ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু পরের উৎকট অপরাধও মার্জ্জনা করিতেন।

এই রূপে আফ্রিকা দেশীয় সংগ্রাম সাঙ্গ হইলে পর কাইশর সেনাপতি দিগ্বিজয়ী হইয়া রুম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহাতে নগরমধ্যে তাঁহার যে রূপ আশ্চর্য্য জয়ের সম্ভ্রম ক্রিয়া হইল, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্ব২ কার যে সকল আশ্চর্য্য২ জয়ের সম্ভ্রম ক্রিয়া, তাহা বুঝি এই ক্রিয়ার শোভাবৃদ্ধিকরণার্থে ন্যূন কল্প হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার আগমনের ঘটা ও সমারোহ দেখিয়া এবং তিনি যে কত২ দেশ জয় করিয়া ছিলেন, তাহা দেখিয়া রাজপথের চতুর্দ্দিকস্থ লোক সকল এক কালে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। আর তাঁহাকে যে কে কিরূপে অধিক সম্ভ্রম করিবে এই চেষ্টাতে সকলেই ব্যস্ত হইল; তাহাতে তিনিও অহঙ্কার পূর্ব্বক তাহাদের সম্ভ্রম ক্রিয়া গ্রাহ্য করিলেন। সে যাহা হউক কিছু দিনের পর এক দিবস মহাসভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে কোন বিশেষ সম্ভ্রম করিতে আজ্ঞা করিলে পর তিনি অহঙ্কার প্রযুক্ত নিজ আসনহইতে গাত্রোত্থান না করাতে নগরমধ্যে এই জনরব হইয়া উঠিল, যে কাইশর সেনাপতি সার্ব্বভৌমরাজা হইতে স্পৃহা করিয়াছেন, আর এই আগামি মার্চ্চ মাসের মধ্যে রাজমুকুট গ্রহণ করিবেন। এই রূপ জনশ্রুতি হওয়াতে মহাসভাস্থ লোকদিগের মধ্যে ষষ্টি জন লোক তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দল করিল ; তাহার মধ্যে ব্রুটস নামে ও ক্যাশিয়স নামে দুই জন সেনাপতি প্রধান ছিলেন, কিন্তু ঐ ব্রুটস সেনাপতি ফার্শেলিয়া সংগ্রামে পরাজিত হইলে যে ঐ কা-

the life of this Brutus after the battle of Pharsalia, and heaped on him many favours.

Brutus always plumed himself on being descended from that Brutus who first gave liberty to Rome. The passion for freedom seemed to have been transmitted down to him with the blood of his ancestors. But though he detested tyranny, he felt regard for the tyrant, from whom he had received the most signal benefits. However, at length breaking the ties of friendship, he entered into a conspiracy which was to destroy his benefactor. On the other hand, Cassius was impetuous and proud, and hated the person of Cæsar still more than his cause; and he had often sought an opportunity of gratifying his revenge by assassination. In order to give a colour of justice to their proceedings, the conspirators delayed the execution of their designs till the 15th of March, on which day Cæsar was to be offered the crown. In the mean time several circumstances which happened in some measure began to change his intention of attending the senate. However, one of the conspirators prevailed on him to keep his resolution by describing the preparations made for his appearance. As he proceeded to the senate, a slave wished to inform him of the conspiracy, but could not come near him for the crowd. It is said also that Artemidorus, a Greek philosopher, who had discovered the whole plot, delivered to him a memorial, which Cæsar gave to his secretary without reading it. After taking his seat in the senate house, he was suddenly attacked by the conspirators, against whose daggers he bravely defended himself for some time, till, seeing Brutus in the number, he faint-

ইশ্বর সেনাপতি দয়া করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কেবল নয়, তদ্ভিন্নও নানা প্রকারে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

অপর ঐ ব্রুটস সেনাপতির কোন পূর্ব্ব পুরুষহইতে একদা রুম রাজ্য রক্ষিত হইয়াছিল, এ কারণ তিনি সর্ব্বদা আত্ম অভিমান করিতেন। আর তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষাদিক্রমে ব্রুটস বংশেতে চিরকাল স্বাধীনতার অনুরাগ ছিল, এই প্রযুক্ত তাঁহার পরাধীন হওয়া ঘৃণার্হ বটে; কিন্তু তথাচ ঐ অত্যাচারকারি কাইশর সেনাপতিহইতে নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত প্রণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে কৃতঘ্নতা রূপ অস্ত্রদ্বারা আত্মীয়তা রূপ তাবৎ বন্ধন ছেদন করিয়া এমন এক কুতন্ত্রি দলমধ্যে ভুক্ত হইলেন, যে তাহাতে ঐ উপকারি ব্যক্তির প্রাণপর্য্যন্ত সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। আর কাশিয়স সেনাপতি নিজে অহঙ্কারী প্রযুক্ত সকল লোককেই তুচ্ছ বোধ করিতেন, বিশেষতঃ কাইশর সেনাপতির সমস্ত আচরণকে ও তাঁহাকে অতি অপকৃষ্ট জ্ঞান করিতেন; অতএব আপন হিংসাভিলাষ পরিপূর্ণ করণার্থে তাঁহাকে বধ করিতে পুনঃ২ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আর ঐ কুপরামর্শি দলস্থ লোকেরা আপনাদের কর্ম্ম সকল যথার্থরূপে প্রচার করণার্থে যে দিবসে কাইশর সেনাপতি মুকুট ধারণ করিবেন, ঐ মার্চ্চ মাসের পঞ্চ দশ দিবসে তাহাকে বধ করিতে পরামর্শ স্থির করিলেন। ইতোমধ্যে কাইশর সেনাপতি কোন ঘটনাতে সন্দিগ্ধ হইয়া আপনি যে সভাগৃহমধ্যে যাইবেন না, ইহা মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ কুচক্রি দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া বাগ্‌জালেতে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপালন করিতে লওয়াইল, অর্থাৎ এই কথা কহিল, যে সভাস্থ লোকেরা তোমার আগমনের অপেক্ষা করিয়া নানাবিধ আয়োজন করিয়াছেন, এই কথাতে ভুলাইল। আর তিনি যে সময় সে স্থানেতে গমন করিতেছিলেন এমন সময় এক জন ক্রীত দাস তাঁহাকে ঐ দুষ্ট লোকদিগের দুষ্টতা সকল জ্ঞাপন করাইতে যাইতে ছিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিগেতে অত্যন্ত ভিড় প্রযুক্ত তাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারিল না। এবং ইতিহাসবেত্তারা আরো লিখেন, যে গ্রীক দেশীয় আর্টিমিডরস নামে এক জন জ্ঞানি লোক, তিনি তাহাদের ঐ সকল কুমন্ত্রণা জানিয়া লিপিদ্বারা ঐ সংম্বাদ কাইশরের হস্তে প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ লিপি আপনি পাঠ না করিয়া আপন সহকারির হস্তেতে দিলেন। পরে তিনি ক্রমেং

ly exclaimed, "And you too, my son!" and covering his face with his robe, resigned himself to his fate. Thus died Cæsar under fifty-three wounds, from hands which he vainly supposed had been disarmed by his benefits, or awed by his power.

The death of Cæsar excited in the minds of the Roman people horror and detestation against his murderers. Marc Antony and Lepidus, ambitious of succeeding to the power of the dictator, resolved to endeavour to obtain it by avenging his death. Accordingly, Antony, after reading to the people the will of Cæsar, by which he had bequeathed them a great part of his property, made an oration over the bleeding body, exposed in the forum, and so inflamed the minds of the populace, that the murderers of Cæsar would have met with instant destruction, had they not precipitately escaped from the city. Antony, who had excited this flame, in order to convert it to his own advantage, having gained the people by his zeal in the cause of Cæsar, endeavoured to bring over the Senate by a seeming concern for the freedom of the state. He demanded and obtained a guard for the security of his person, and every day continued to make rapid strides to absolute power.

Antony, however, found a formidable competitor in Octavius, the relation and adopted heir of Cæsar, who at this critical period arrived at Rome, and whom, as he was afterwards surnamed Augustus, we shall henceforward designate by that title. At this time the state was divided into three distinct factions: that of Augustus, who aimed at procuring the inheritance of Cæsar, and revenging his death; that of Antony, whose sole view was to obtain absolute power; and that of the conspirators, who wished to re-establish the liberty of Rome.

The Senate having granted to Augustus the consulship, with powers superior to all law, he joined his forces with those of Antony and Lepidus. These three men resolved that the supreme authority should be lodged in their hands, under the title of the Triumvirate, for the space of five years; that the provinces of the empire should be divided among them; and that all their enemies should be destroyed, of which each presented a list. By this last article of their union, which deserves the deepest condemnation, Lepidus gave up his brother Paulus to the vengeance of his colleagues: Antony permitted the proscription of his uncle Lucius; and Augustus, to his lasting disgrace, sacrificed Cicero. In this horrible proscription, three hundred senators, and three thousand knights, were put to death.

সভাগৃহ মধ্যে উপস্থিত হইয়া বসিবা মাত্র ঐ সকল দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বারং ছোরাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি কত ক্ষণ ঐ সকল আঘাত কিছু নিবারণ করিয়া তন্মধ্যে ব্রুটসকে দেখিয়া কাতরোক্তিতে এই কথা কহিলেন, যে হে পুত্র, তুমিও কি ইহাদের মধ্যে এক জন? এ কথা কহিয়া পরিচ্ছদদ্বারা আপন মুখ আবরণ করিয়া মরণেতে শরীর সমর্পণ করিলেন। এই রূপে কাইশর সেনাপতি নিজ পরাক্রম ও উপকারদ্বারা যাহাদিগকে স্বপক্ষ জ্ঞান করিলেন, তাহাদেরই হস্তের তিপ্পান্ন অস্ত্রাঘাতদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

এই রূপে কাইশর সেনাপতির অপঘাত মৃত্যু দেখিয়া রুমি লোকেরা ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ দুষ্কর্ম্মকারি লোকদিগকে ধিক্কার করিতে লাগিল। বিশেষতঃ মার্কাণ্টনী নামক ও লেপিডস নামক দুইজন সেনাপতি ঐ খুনিলোক সকলের প্রাণদণ্ড করিয়া আপনারা যাহাতে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ পাইতে পারে এমন সুপরামর্শ স্থির করিল। পরে মার্কাণ্টনী সেনাপতি ঐ মন্ত্রণানুসারে সমুদয় লোকের সমীপে কাইশরের লিখিত দানপত্র পাঠ করিতে লাগিল; আর কাইশর সেনাপতি যে আপন বিষয়ের প্রধান অংশ লোকদিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহা তাহাতেই প্রকাশ হইল। সে যাহা হউক, মার্কাণ্টনী সেনাপতি সভার মধ্যে ঐ রক্তাক্ত শরীরটাকে সম্মুখে রাখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বাক্যের কৌশলদ্বারা লোকদিগের মনেতে এমন ক্রোধ জন্মাইতে লাগিল, যে তাহাতে বোধ হয় যদ্যপি ঐ খুনিলোকেরা আশু পলায়ন না করিত তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু ঐ ধূর্ত্ত সেনাপতি যে আত্মীয় ব্যক্তি কাইশরের শোকেতে খেদান্বিত হইয়া লোকদিগের ক্রোধ জন্মাইলেন তাহা নয়, কেবল স্বার্থের নিমিত্তে; অতএব এইরূপে কাইশরের পক্ষে উদ্যোগী হইয়া লোকদিগের মনোহরণ করিলে পর কোন প্রকারে সভাস্থ লোকদিগকে আপন পক্ষে আনিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। আর এই বিরোধ সময়ে পাছে রুম রাজ্য শত্রুহস্তগত হয় এই নিমিত্তে আপনাকে অত্যন্ত ব্যস্তরূপ দেখাইয়া নিজরক্ষার্থে প্রার্থনা পূর্ব্বক এক দল সৈন্য নিযুক্ত করিল। আর ক্রমেং শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে আপনি যে সম্রাট রাজা হন এমন আকার দিনেং দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর অক্টেবীয়স নামে এক জন সেনাপতি ঐ দুর্য্যোগের সময়ে রুম নগরে আসিয়া মার্কাণ্টনী সেনাপতির একটি প্রবল প্রতিযোগী হইয়া উঠিল। সে ব্যক্তি কাইশর সেনাপতির নিজ কুটুম্ব ছিল তাহা কেবল নয়, তাহার বিষয়ের অধিকারিত্ব পদ প্রাপ্তও বটে; আর ঐ ব্যক্তি পশ্চাদে অগষ্টস নামে বিখ্যাত হইয়াছিল একারণ ঐ নামেতেই তাহার বিবরণ লিখিত হইবে। এই রূপ হইলে রুম রাজ্য ভিন্নং তিন দলেতে বিভক্ত হইল, তাহাতে প্রথমতঃ অগষ্টস সেনাপতির অভিপ্রায় এই, যে তিনি খুনিলোকদিগের উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ পদের অধিকারী হয়েন; দ্বিতীয় মার্কাণ্টনী সেনাপতি আপনি যে রাজ্যের সর্ব্বকর্তৃত্ব করে এই তাহার ইচ্ছা; তৃতীয়তঃ যাহারা কাইশরকে নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের অভিপ্রায় এই, যে সাধারণ লোকদিগের পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা যেন বজায় থাকে, এই রূপে ভিন্নং অভিপ্রায়েতে পরস্পর বিরোধি তিন দল হইয়া উঠিল।

পরে অগষ্টস সেনাপতি মহাসভাস্থ লোককর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলে পর আপনার তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে গিয়া আণ্টনী সেনাপতি ও লেপিডস সেনাপতির সহিত মিলন করিলেন; অতএব এমন হইলে তিন জনে ঐক্য হইয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে ত্রয়াধিপতি নামে একটি তিন জনের কর্তৃত্ব পদ স্থাপিত হইয়া পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে তাহাদের হস্তে সমুদয় রাজ কর্তৃত্ব থাকিবে, এবং সেই তিন জনের নিমিত্তে রুম রাজ্যের তাবৎ দেশ প্রদেশাদি তিন অংশে বিভক্ত হইবে। আর ঐ তিন জনের স্বং বৈরির নাম ফর্দ্দেতে লিখিয়া ত্রয়াধিপতির নিকটে উপস্থিত করিলে পরস্পর তাবতের তাবৎ শত্রুতাবতে বিনাশ করিবেন। এই রূপ নূতনং ব্যবস্থা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু অবশেষে শেষের লিখিত যে নিয়ম, তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে এমন গর্হিত হইয়া উঠিল, যে লেপিডস সেনাপতি পলস নামে আপন সহোদরকে অংশির হস্তে প্রাণ দণ্ডার্থে সমর্পণ করিল, এবং আণ্টনী সেনাপতি আপন পিতৃব্য লুষিয়সকে প্রাণ দণ্ডের নিমিত্তে সমর্পণ করিল, আর অগষ্টস সেনাপতি শিষরো নামক ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া চির কালের নিমিত্তে আপন অপমান আপনি করিল; অতএব এই ভয়ানক শত্রুসংহারের নিয়মেতে তিন শত সভাস্থ লোক এবং তিন সহস্র সম্ভ্রান্ত লোক প্রাণত্যাগ করিল।

In this horrid carnage, Cicero was one of those principally sought after. For some time he evaded the malice of his pursuers, and set forward from his Tusculan villa, towards the sea-side, with an intent to transport himself directly out of the reach of his enemies. He found a vessel ready, and presently embarked, but the winds being adverse, he was obliged to land, and spend the night on shore. The importunity of his servants forced him again on board; but, weary of life, he again went on shore, and proceeded to one of his country seats in the vicinity. He slept soundly for some time; but his servants having heard that he was pursued, once more forced him away in a litter towards the ship. They were scarcely departed when the assassins arrived at his house, and, perceiving him to be fled, pursued him immediately towards the sea, and overtook him in a wood near the shore. They cut off his head and his hands, which they carried to Rome as the most agreeable present to Antony, their cruel employer; who received them with extreme joy, rewarded the murderer with a large sum of money, and placed Cicero's head on the rostrum, whence he had often declaimed against tyranny and oppression. Thus died Cicero in the sixty-third year of his age.

অপর এই ভয়ানক নিয়মেতে অগ্রাধিপতি লোকেরা সর্ব্বাদৌ শিষরো নামক সদক্তার প্রাণদণ্ড করিবার জন্যে তাহাকে স্থানে২ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি পলায়ন করিয়া কিছু দিনের নিমিত্তে শত্রুহস্তগত হইলেন না বটে; যেহেতুক তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া চির দিনের নিমিত্তে রক্ষা পাইবার মনস্থ করিয়া পল্লী গ্রামস্থ আপন অট্টালিকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র তীরের অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। আর তাহাতে ঘটনাক্রমে গত মাত্রে এক খানি প্রস্তুত জাহাজ পাইয়া ঐ জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক কতক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ একটি প্রবল প্রতিকূল বায়ুর আগমনেতে ঐ জাহাজ পুনর্ব্বার তীরেতে লাগাইতে হইল। এমন হইলে সেই সমস্ত রাত্রি তটোপরি কাল যাপন করিয়া পর দিনেতে তাঁহার আত্যন্তিক ইচ্ছা না থাকিলেও তথাপি সমভিব্যাহারি পরিবার লোকদিগের মিনতিতে পুনর্ব্বার জাহাজে আরোহণ করিলেন। কিন্তু শেষে পলাইয়া জীবন ধারণেতে বিরক্ত হইয়া তিনি পুনর্ব্বার জাহাজহইতে তটে নামিয়া নিকটস্থ পল্লী গ্রামে তাহার যে বাটী ছিল, ঐ বাটীতে গিয়া বসতি করিলেন। তাহাতে তিনি যখন অল্পক্ষণের নিমিত্তে নিদ্রাগত হইলেন, এমন সময় তাহার ভৃত্যবর্গেরা শত্রুপক্ষীয় চরগণের পুনঃ২ অনুসন্ধান ও গমনাগমন দেখিয়া ভয়েতে সহসা তাঁহাকে শিবিকা বাহনে লইয়া আরবার সমুদ্রতীরে পলায়ন করিল। ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষীয় লোকেরা তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা অবিলম্বে সমুদ্রতীরে গিয়া অন্বেষণ করিতে২ একটি বনমধ্যে তাঁহাকে পাইয়া গেপ্তার করিল। আর তাঁহার হস্তদ্বয়ের সহিত মস্তক ছেদন করিয়া ঐ ছিন্ন মস্তক উপঢৌকন স্বরূপ করিয়া রুম নগরে আণ্টনী সেনাপতির নিকটে পাঠাইয়া দিল, তাহাতে ঐ আণ্টনী সেনাপতি মহা আনন্দেতে ঐ ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া ঐ খুনিব্যক্তিকে প্রচুর ধন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন, আর ঐ সভাসদ শিষরো যে মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া দেশাধ্যক্ষদের নানাবিধ অত্যাচারেতে দোষ প্রদান পূর্ব্বক বক্তৃতাদি করিতেন, তদুপরি তাঁহার ছিন্ন মস্তক রাখিলেন। এই রূপে শিষরো সদক্তাঃ ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে অস্ত্রাঘাতে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। জুলিয়স কাইশরের ইতিহাসে তাঁহার বিষয়ে

Julius Cæsar says, "The glory which he obtained was much above that of the greatest of the Roman generals."

Brutus and Cassius, the principal conspirators against Cæsar, after being driven from Rome, went into Greece, and persuaded the Roman students at Athens to declare in the cause of freedom. Then parting, the former raised a powerful army in Macedonia, and the adjacent countries; while the latter went into Syria, where he soon mustered twelve legions. In short, they soon found themselves at the head of a flourishing army, and in a condition to support a contest, on the event of which depended the empire of the world. This astonishing success in raising levies, was in part owing to the apparent moderation of Brutus, who seemed desirous of promoting the welfare of his country.

Antony and Augustus having advanced into Macedonia, Brutus and his colleague passed over into Thrace, and arrived at the city of Philippi, near which the forces of the triumviri were posted. The empire of the world once more depended on the fate of a battle; and all mankind regarded the approaching armies with terror and anxiety. Brutus only appeared to view these great events with calmness and tranquillity. The republican army consisted of eighty thousand foot, and twenty thousand horse; whilst that of the triumviri amounted to one hundred thousand

ত্রু সৈন্য লইয়া, উভয় দলেতে ঘোরতর সংগ্রামের আড়ম্বর পূর্ব্বক
থ্রশ দেশের সীমাস্থ ঐ ফিলিপাই নগরের সমীপে পর্ব্বতোপরি গিয়া
ছাউনী করিলেন। ঐ নগরের পশ্চিম দিগে দ্বাবিংশতি ক্রোশ পরি-
মিত একটি মহাপ্রান্তর ছিল, ঐ প্রান্তর ক্রমেং ঢালু হইয়া ষ্ট্রাইমন
নদীতে গিয়া সংলগ্ন হইয়াছে, আর তন্মধ্যবর্ত্তি নগরহইতে এক
ক্রোশ দূরে পরস্পর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে দুইটি ক্ষুদ্রং পর্ব্বত ছিল,
দুই পর্ব্বতের একপার্শ্বে সমূহ পর্ব্বতশ্রেণী এবং অন্যপার্শ্বে সমুদ্র
সংলগ্ন একটি বৃহৎ জলাশয় ছিল, ঐ দুই পর্ব্বতোপরি কাসিয়স্
এবং ব্রুটস্ দুই দলেতে গিয়া ছাউনী করিলেন। তাহাতে উভয়
দলাকেরাই সংগ্রামের আয়োজিত দ্রব্যাদি ছয় ক্রোশ দূরে থাসস
নামক উপদ্বীপেতে লইয়া রাখিলেন। আর নিকটস্থ সমুদ্র
হইতে অনায়াসে খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন হইতে লাগিল ; অত-
এব এমন উত্তম স্থানেতে ছাউনি করাতে পরস্পর ইচ্ছা ব্যতিরেক
কেহ তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে পারেন না ; আর
তাহারা উভয় ছাউনিতে উভয়ত গমনাগমন ও পরস্পর রক্ষণা-
বেক্ষণ করিত। কিন্তু ত্রয়াধিপতি লোকদিগের সৈন্য পর্ব্বতের
অধঃ ঐ প্রান্তরের মধ্যে ছাউনী করাতে তাহাদের দ্বাবিংশতি ক্রোশ-
হইতে বাহনদ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি আনিতে হইত, একারণ তাহা-
দের আহারাদির দারুণ কষ্ট হওয়াতে তাহারা শীঘ্রং যুদ্ধারম্ভ
করণার্থে বারং চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে প্রতিবাদি
লোকেরা যুদ্ধের প্রসঙ্গও না করিয়া ঐ প্রান্তরে উত্তরণ পূর্ব্বক সসৈন্যে
শ্রেণী বদ্ধ হইয়া তাহাদের ছাউনীর সম্মুখে রহিল। এই রূপে কিছু
দিন গত হইলে, ব্রুটস্ সেনাপতি আপনার কতক গুলিন সেনাপ-
তিকে বিপক্ষ পক্ষে হেলিত দেখিয়া ত্বরায় শত্রুর প্রতি আক্রমণ
করিতে কাশিয়সের প্রতি পরামর্শ দিলেন। পরে কিছু দিন বাদে
থাসস নামক উপদ্বীপের প্রতি গমন করিয়াছে যে পথ, ঐ পথে প্রবেশ
করিতে উভয় সেনাপতি লোকেরাই এক কালে চেষ্টা করাতে ক্রমেং
একটি মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া উঠিল, তাহাতে কাশিয়স্ ও ব্রুটস্
সেনাপতি প্রাণপণ করিয়া যে সংগ্রাম করিবেন, আর পরাজিত

themselves of the road which led towards the island of Thasos, were drawn to a general engagement, in which the republican leaders seemed to have anticipated the worst, and to have determined on a voluntary death, in case of defeat. The engagement was obstinate and dreadful; but the precipitate despair of Cassius finally and fatally turned the fortune of the day against the republicans. The lives of Brutus and Cassius were terminated by their own hands, and with them expired the hopes of their followers.

The triumviri now became irresistible, and, after this decisive battle, punished those whom they had formerly marked for vengeance. The people chiefly lamented to see the head of Brutus sent to Rome, to be thrown at the foot of Cæsar's statue. The power of the triumviri being thus established on the ruin of the commonwealth, Antony went over into Greece, and thence passed into Asia, where all the monarchs of the East who acknowledged the dominion of Rome, came to pay him their obedience or court his smiles. In this manner he proceeded from kingdom to kingdom, attended by a crowd of sovereigns, exacting contributions, distributing favours, and disposing of crowns with capricious insolence. But among all the sovereigns of the East, none had such a distinguished place in his regard as Cleopatra, queen of Egypt, who, having received orders from Antony to clear herself of some slight imputation of infidelity to his cause, so captivated him with her beauty and address, that, abandoning business to satisfy his passion, he followed her into Egypt.

এই কথা কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন, যে রুম নগরীয় সমস্ত সেনাপতি অপেক্ষাও ঐ শিবরো ব্যক্তি অধিক সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

সে যাহা হউক, এদিগে কাইশরের প্রতিহিংসক যে ব্রুটস্ ও কাশিয়স্ সেনাপতি, তাঁহারা ত্রয়াধিপতি লোকদিগের তাড়নাতে পলায়ন পূর্ব্বক দেশবহির্ভূত হইয়া গ্রীক দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাতে সে স্থানে আথেন্স্ নগরে রুম নগরীয় যে সকল যুবা লোক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে সপক্ষ করণার্থে নানা প্রকারে মন লওয়াইতে লাগিলেন। পরে দুই জনে ভিন্ন২ হইলে ব্রুটস্ সেনাপতি মাসিডন দেশে উপস্থিত পূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং কাশিয়স্ সেনাপতি শিরিয়া দেশে গিয়া দ্বাদশ দল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এই রূপে তাহারা অতি অল্প দিনের মধ্যে এত প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, যে তাহাতে ঐ অতুল্য পরাক্রমি আদমুত্র করগ্রাহি রুমি লোকদিগের সহিত তাহারা যুদ্ধ করিতে আপনাদিগকে সমর্থ বোধ করিলেন। আর সার্ব্বভৌম রাজা কে হইবেন তাহাও এই যুদ্ধে নির্ণীত করিতে মনস্থ করিলেন। আর এত শীঘ্র যে তাহাদের এত অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহার কারণ এই, যে ব্রুটস্ সেনাপতি সর্ব্বত্র লোকদের নিকটে এমন সৌজন্য ও সদয়াচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাবলোকেতেই তাঁহাকে পৃথিবীর হিতকারী ও শুভজনক বলিয়া মান্যমান করিয়াছিল।

পরে এই রূপ সমাচার পাইয়া আণ্টনী সেনাপতি ও অগষ্টস্ সেনাপতি উভয়ে সুসজ্জীভূত হইয়া মাসিডন দেশের প্রতি অগ্রসর হইলে পর এখানে ব্রুটস্ সেনাপতি ও কাশিয়স্ সেনাপতি দুই জনে সংগ্রামার্থে যে স্থানে ত্রয়াধিপতিদিগের তাবৎ সৈন্য সামন্ত ছিল, ঐ ফিলিপাই নগরেতে গমন করিলেন; তাহাতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ত্রয়াধিপতি সেনাপতির অগ্রগমন দেখিয়া তাবৎ লোকেরাই মহা উদ্বিগ্ন ও বিস্ময়াপন্ন হইল; কিন্তু কেবল ব্রুটস্ সেনাপতি নির্ভয়েতে সহজ রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন; অতএব এই সমুদয় পৃথিবীব্যাপক যে রাজ্য, ইহা যে কাহার হস্তগত হইবে, তাহা এই যুদ্ধেতে জানা যাইবে; সে যাহা হউক, এই রূপে ব্রুটস্ সেনাপতি অশীতি সহস্র পদাতিক এবং বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া, এবং ত্রয়াধিপতি লোকেরাও এক লক্ষ পদাতিক ও ত্রয়োদশ সহস্র অশ্বা-

foot, and thirteen thousand horse. Thus prepared each side, they met and encamped near Philippi, city on the confines of Thrace, situated upon a mou tain, towards the west of which a plain stretched its by a gentle declivity, almost fifteen leagues, to tl banks of the river Strymon. In this plain, about tw miles from the town, were two little hills at a mi distant from each other, defended on one side b mountains, and on the other by a marsh which com municated with the sea. Upon those two hills Brutu and Cassius fixed their camps, between which wa kept a firm communication, and which mutually de fended each other. This situation enabled them to give or decline a battle. The sea furnished them witl all kinds of provisions, and the island of Thasos, a twelve miles distance, served them for a general ma gazine. On the other hand, the triumviri were en camped on the plains below, and obliged to bring their provisions from a distance of fifteen leagues; and it was therefore their interest to hasten an engagement. This they offered several times; but the patriots contented themselves with drawing up their troops at the head of their camps, without descending into the plain. At length, Brutus, beginning to suspect the fidelity of some of his officers, used all his influence to persuade Cassius to engage the enemy. Soon after both armies, in attempting to possess

হইলে স্বহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন এমন মানস করিলেন; কিন্তু শেষেও তাহাই ফলিয়া উঠিল, অর্থাৎ এইরূপে কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইলে কাশিয়ুস সেনাপতি অকস্মাৎ এমন পরাভূত হইলেন, যে একেবারে জয়েতে নিরাশ হইয়া সৈন্যগণ যে কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারে এমন কিছু মাত্র ভরসা দেখিলেন না; অতএব এই রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লজ্জাতে ব্রুটস্ ও কাশিয়ুস্ সেনাপতি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এমন হইলে তাহাদের অনগামি সপক্ষ লোকদিগের দীর্ঘ আশারূপ যে বৃক্ষ, তাহা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইল।

অতএব এই রূপে ত্রয়াধিপতি লোকেরা এই সংগ্রামে সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হইয়া অনিবার্য্য অপরিমিত পরাক্রম যুক্ত হওয়াতে পূর্ব্বে যাহাদের দণ্ড দিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ঐ লোকদিগকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। আর ঐ ব্রুটস্ সেনাপতির মস্তক যে কাইশরের প্রতিমূর্ত্তির চরণেতে নিক্ষেপ করণার্থে রূম নগরে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে ইতর লোকেরা অত্যন্ত খেদান্বিত হইল। সে যাহা হউক, এই রূপে রূম রাজ্যে সাধারণ কর্তৃত্ব একেবারে উঠিয়া ত্রয়াধিপতিলোকদিগের হস্তে রাজকর্তৃত্ব সমর্পিত হইল; অতএব আণ্টনী সেনাপতি ক্রমেং গ্রীক দেশে ও আশিয়া দেশে উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব দেশীয় রাজগণকে বলেতে রূম রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করাইলেন, এ কারণ রাজগণেরা তাঁহার অনুকূল হওনার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল; এই প্রকারে আণ্টনী সেনাপতি নানা দিগ্দেশ ভ্রমণ করিয়া অসংখ্যং রাজগণকে সমভিব্যাহারে রাখিয়া করগ্রহণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাধীন রাজাদিগের একং রাজ সিংহাসন দিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব দেশীয় তাবৎ রাজাজ্ঞাপেক্ষা মিশর দেশীয়া ক্লিয়োপাত্রা নাম্নী রাণীকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছিলেন; ফলতঃ ঐ রাণী কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনজন্য যে দোষ, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর দিতে আজ্ঞা পত্র পাইলে পর যখন ঐ রাণী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন আণ্টনী সেনাপতি ঐ রাণীর লাবণ্য দেখিয়া এবং তাহার বাক্যের কৌশলেতে কন্দর্পেতে এমন মুগ্ধ হইলেন, যে রাজ্যের হিতাহিতে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার আশা পরিপূর্ণ করণার্থে মিশর দেশে প্রস্থান করিলেন।

He remained for some time in this country, indulging in the most vicious refinement of voluptuous pleasure; but Augustus having excited the jealousy of Antony's adherents by the distribution of certain lands, he left Egypt to oppose Augustus in person. A reconciliation, however, being effected, all offences and affronts were mutually forgiven; and to cement the union, a marriage was concluded between Antony and Octavia, the sister of Augustus. By a new division of the Roman empire, Augustus was to have the command of the West; Antony of the East; and Lepidus of the provinces in Africa.

But Lepidus having incurred the displeasure of Augustus, by attempting to add Sicily to his province he was deprived of all his former power, and banished to Circæum. Antony now alone remained to prevent Augustus from attaining sovereign and undivided power; and his character and conduct greatly facilitated the designs which his ambitious rival had conceived against him. Regardless of the business of the state, he seemed to live only to pleasure, and spent whole days and nights in the company of Cleopatra, who studied every art to increase his passion, and vary his entertainments. He even proceeded to repudiate his wife Octavia, and marry Cleopatra.

অপর এই রূপে আণ্টনী সেনাপতি ঐ মনোরমা ক্লিয়োপাত্রার সহিত হাস্যকৌতুকাদি নানাবিধ অনর্থক ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগেতে রত হইয়া কিছু দিন পর্য্যন্ত মিশর দেশে রহিলেন; কিন্তু অবশেষে এখানে অগষ্টস্ সেনাপতি তাহার সম্মতি ব্যতিরেক লোকদিগকে কতক গুলিন ভূমি বিতরণ করাতে তাহার সপক্ষ লোকেরা অগষ্টসের এই রূপ স্বয়ং কর্তৃত্বে দ্বেষ করিয়া তাহাকে সংবাদ করিল। অতএব আণ্টনী সেনাপতি এই রূপ সমাচার পাইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ অগষ্টসের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন বটে, কিন্তু শেষে কোন প্রকারে পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন হইলে পর তাঁহারা উভয়ের নিকটে উভয়েই দোষের মার্জ্জনা করিলেন, আর উভয়ে অখণ্ড প্রণয় রাখিবার জন্যে অগষ্টস সেনাপতি আণ্টনী সেনাপতির সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিলেন; আর সকলের পরামর্শানুসারে ঐ রুম রাজ্য নূতন রূপে বিভক্ত হইলে পর আণ্টনী সেনাপতি পূর্ব্ব দেশীয় রাজ্য খণ্ড লইলেন, এবং অগষ্টস্ সেনাপতি পশ্চিম দেশীয় খণ্ড লইলেন, ও লেপিডস্ সেনাপতি আফ্রিকা দেশীয় খণ্ড লইলেন।

অপর লেপিডস্ সেনাপতি আপন রাজ্য খণ্ডের মধ্যে শিসিলী দেশ ভুক্ত করিতে নানা প্রকার আকিঞ্চন করাতে অগষ্টস্ সেনাপতির এমন ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইলেন, যে তাহাতে একেবারে সমুদয় পূর্ব্ব ক্ষমতাতে বঞ্চিত ও দেশচ্যুত হইয়া সে কর্কইয়ম দেশে গিয়া তাঁহার থাকিতে হইল; অতএব তদ্রূপ অগষ্টস্ সেনাপতি যখন একা রাজা রাজেশ্বর হইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তখন আণ্টনী সেনাপতিও তাহার তেমনি এক জন প্রতিবন্ধক ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি ঐ আণ্টনীর যে লোক প্রসিদ্ধ আচরণ ও চরিত্র সকল তাহা আপন প্রতিহিংসক ঐ প্রতিযোগী অগষ্টসের বিরুদ্ধ চেষ্টাকে ফলবতী করণের একটি প্রধান কারণ হইয়াছিল; ফলতঃ আণ্টনী সেনাপতি রাজকীয় সমুদয় চিন্তাকে মনহইতে দূর করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত ছিলেন। আর ঐ রাজ্ঞীও কোন প্রকারে ঐ সেনাপতিকে বশীভূত করণার্থে নানা কৌশল করিতে লাগিলেন; অতএব শেষে আণ্টনী সেনাপতি অক্টেবিয়া নিজ ভার্য্যাকে ত্যাগ পত্র দিয়া ঐ ক্লিয়োপাত্রা রাণীকে বিবাহ করিলেন।

Augustus eagerly laid hold of the insult offered to his sister, as a sufficient provocation for declaring war against him, and avowed his intentions to the senate. Accordingly, each side made preparations; but the conduct of Antony was so inconsistent and unwarlike, that he lost his military reputation, which had alone supported him, and began to be forsaken by his best friends, who considered him as ruined. Antony delayed his army at Samos, and afterwards at other places, till his opponent had time to make ample and deliberate preparations for war, which was declared in form. Antony was followed by all the forces of the East; and Augustus by those of the west.

A naval battle, fought near Actium, a city of Epirus, at the entrance of the gulf Ambracia, decided the fate of the Roman world, which became subject to a single despot. Antony ranged his ships before the mouth of the gulf, and Augustus drew up his fleet in opposition. The two land armies, on opposite sides of the gulf, were only spectators of the engagement, and encouraged their respective fleets. Antony was defeated, chiefly through the treachery of Cleopatra, who fled in the midst of the battle, and whom the infatuated Antony also followed, leaving his fleet at the mercy of his opponent. At length the naval forces of Antony submitted to the conquerors; and the troops on shore, following the example of the navy, yielded to Augustus without striking a blow.

অপর অগষ্টস সেনাপতি এই রূপ অকারণে নিজ ভগিনীর অপমান দেখিয়া ক্রোধেতে আন্টনী সেনাপতির সহিত যে সংগ্রাম করা উচিত, তাহা সমস্ত লোকদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন করাই-লেন; এ কারণ আন্টনী সেনাপতিও ক্রোধাপন্ন হইলে উভয় পক্ষ সেনাপতিরাই সংগ্রামার্থে সুসজ্জীভূত হইল; কিন্তু আন্টনী সেনাপতির ক্রিয়া সকল তদ্রূপ চঞ্চল প্রযুক্ত যুদ্ধবিষয়ে পূর্ব্বে যে রূপ সুখ্যাতি ছিল, তাহা হারাণতে সেনাপতির অনুপযুক্তত্ব প্রকাশ হইল; অতএব তাঁহার আত্মীয় বন্ধুলোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ক্ষণে তিনি যে নিতান্ত অপদার্থ হইয়াছেন ইহা সকলেই কহিতে লাগিল; সে যাহা, হউক। পরে আন্টনী সেনাপতি অগ্রসর না হইয়া সামস নগরে ও আথেন্স নগরে ক্রমেং ভ্রমণ করিয়া কালবিলম্ব করাতে তাহার প্রতিযোগি অগষ্টস সেনা-পতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পূর্ব্বক সংগ্রামের প্রচুর আয়োজন করিতে অবকাশ কাল পাইলেন, তাহাতে পশ্চিম দেশীয় সৈন্য সামন্ত সকল অগষ্টসের পক্ষে হওয়াতে পূর্ব্ব দেশীয় তাবৎ সৈন্য সেনাপতি আন্টনীর পক্ষে হইল; অতএব যথাযোগ্য রীতি পূর্ব্বক সংগ্রাম করণের ঘোষণা হইল।

পরে ইপাইরস দেশীয় আক্সীয়ম নামক নগরের সন্নিকট সমু-দ্রোপরি আম্ব্রেষিয়া নামে মোহানার মুখেতে একটা মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল; তাহাতে আন্টনী সেনাপতি ঐ মোহানার মুখে আপন জাহাজ সকল সারিং শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং অগষ্টস সেনাপতি তাহার সম্মুখে জাহাজ সকল শ্রেণীবদ্ধ করিলেন; আর উভয় পক্ষীয় সেনা সকল মোহানার উভয় তীরেতে থাকিয়া উভয় পক্ষেতে সাহস প্রদান পূর্ব্বক কেবল সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল। এই রূপে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আন্টনী সেনাপতি যুদ্ধবিষয়ে বিজ্ঞতম হইলেও হঠাৎ পরাজিত হইলেন। তাহার প্র-ধান কারণ এই, যে তাঁহার ঐ ক্লিয়োপাত্রা নাম্নী স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ঘোরতর যুদ্ধসময়ে কতক গুলিন জাহাজ লইয়া পলায়ন করিল, তাহাতে ঐ স্ত্রৈণ হতবুদ্ধি আন্টনী সেনাপতি শত্রুহস্তে সমুদয় জাহাজ সমর্পণ করিয়া আপনিও তাহার পশ্চাৎ পলায়ন করিলেন। এমন হইলে জয়ি লোকেরা তাঁহার সমুদয় জাহাজ হস্ত গত করিয়া তীরস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ যুদ্ধ না করিলেও জাহাজস্থ সৈন্যের ন্যায় তাহাদিগকেও বশতা স্বীকার করাইল।

Augustus advanced with an army before the city of Pelusium, of which the governor, either wanting courage to defend it, or previously instructed by Cleopatra to give it up, permitted him to take possession without resistance; and Augustus, having no obstacle in his way to Alexandria, marched thither with all expedition. Upon his arrival, Antony sallied out to oppose him, and put the enemy's cavalry to flight; and this slight advantage once more revived his declining hopes, and determined him to make a resolute and final effort both by land and sea. On the evening before the day which was appointed for this last desperate attempt, he ordered a grand entertainment to be prepared. "Let me live to-day," said he to his friends; "to-morrow, perhaps, you may serve another master."

At break of day, Antony posted the few troops that he had left upon a rising ground, near the city, and sent orders to his galleys to engage the enemy. He waited with his troops to behold, and at first had the satisfaction to see them advance in good order; but his joy was soon turned into rage, when his ships only saluted those of Augustus, and both fleets uniting together, sailed back into the harbour. At the same instant his cavalry also deserted to the enemy. However, he tried to lead on his infantry, which were easily vanquished; and he himself was compelled to return into the town. His rage was ungovernable, and he

এই রূপে অগষ্টস সেনাপতি জয়যুক্ত হইলে পর সৈন্য সামন্তের সহিত অগ্রসর হইয়া পেলুষিয়ম নামক নগরের সম্মুখে গিয়া ছাউনী করিলেন; তাহাতে তন্নগরীয় রাজা দুর্ব্বল সাহসহীন প্রযুক্ত, কিম্বা ঐ ক্লিয়োপাত্রার আজ্ঞাদ্বারাতেই বা হউক, কলহ বিগ্রহাদি কিছু মাত্র না করিয়া হঠাৎ আসিয়া তাঁহার হস্তেতে আপন নগর সমর্পণ করিল; অতএব অগষ্টস সেনাপতি আর কোন বাধা না পাইলে ঝটিতি আলিগজেন্দ্রিয়া নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এ কথা শুনিয়া আণ্টনী সেনাপতি যুদ্ধ করণার্থক ঐ নগর হইতে বেগেতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া শত্রু পক্ষীয় কতকগুলীন অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগকে প্রহার পূর্ব্বক নগরসম্মুখহইতে তৎক্ষণাৎ দূর করিলেন; অতএব এই কৃতকার্য্য হওয়াতে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে এই বার জলে কি স্থলে প্রাণ পণে যুদ্ধ করিয়া আপন প্রাণ কিম্বা শত্রুর প্রাণ নষ্ট করিয়া সংগ্রামের শেষ করিব। অতএব এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ সংগ্রাম নিষ্পাদক যুদ্ধের পূর্ব্ব দিনে মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক উত্তম ২ খাদ্য সামগ্রীদ্বারা একটি ভোজ করিতে আজ্ঞা করিয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি কহিলেন, যে আমি অদ্য যেন জীবৎ ব্যক্তির মত কাল যাপন করি; কেননা কি জানি হয়তো তোমরা কল্য নূতন একটি মনিব পাইবা।

পরে ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে পর আণ্টনী সেনাপতি আপনার অবশিষ্ট কতকগুলীন সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ নগরের নিকট একটি উচ্চ ভূমিতে গিয়া শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক সৈন্য রচনা করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণার্থে যুদ্ধের জাহাজ প্রেরণ করিলেন। আর আপনি ঐ সৈন্যশ্রেণীমধ্যে থাকিয়া ঐ জাহাজের প্রতি অবলোকন করিয়া থাকাতে আপন জাহাজ সকল যে রীতি পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে, ইহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হইলেন, কারণ তাঁহার জাহাজ সকল অগ্রসর হইয়া শত্রু পক্ষীয় জাহাজের সন্নিকট হইলেও কোন সংগ্রামাদি না করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ক্রমেং মোহানাতে আসিয়া পৌঁছিলে; তাহাতে পুনর্ব্বার অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগকে সংগ্রামার্থে প্রেরণ করিলে তাহারাও শত্রুসৈন্যমধ্যে ভুক্ত হইল; অতএব অবশেষে তিনি প্রচণ্ড রাগান্বিত হইয়া আপনি কেবল

cried out in an agony, that he was betrayed by Cleopatra; and, in fact, his suspicions were just, for it was by the secret orders of the queen that the fleet had passed over to Augustus.

Antony was now so humbled, that he only desired of the victor that his life might be spared, and that he might be allowed to pass the remainder of his days in obscurity. To these proposals, however, Augustus sent no answer. Antony, having received a false report that Cleopatra was dead, stabbed himself in the belly with his sword, and expired soon after. Cleopatra endeavoured to propitiate Augustus; but finding that he intended to lead her as a captive in his triumph, she procured her death by an asp, which was conveyed to her in a basket of figs.

EMPERORS.

Augustus was now at the head of the most extensive empire which mankind had ever beheld. It contained—in Europe, among other countries, Italy, Gaul, Spain, Greece, Britain, and some part of Germany;—in Asia, all the provinces known by the name of Asia Minor, together with Armenia, Syria, Judea, Mesopotamia, and Media; and in Africa, Egypt, Numidia, Mauritania, and Libya. The whole comprised an

পদাতিক সৈন্যদিগকে আশ্রয় করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অশেষরূপে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ নগর মধ্যে পলায়ন করিলেন। আর এই অপমানজন্য অদম্য ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, যে ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে নষ্ট করিল। আর তিনি যে এই অনুমান করিয়াছিলেন তাহাও সত্য; কেননা ঐ রাজ্ঞী তাঁহার জাহাজীয় সৈন্যদিগের শত্রু পক্ষীয় হইতে গুপ্ত রূপে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন!

অপর আণ্টনী সেনাপতি এই রূপ দুরবস্থাতে পড়িয়া এইক্ষণে তাহাতে প্রাণদান পাইয়া নির্জ্জনেতে থাকিয়া অবশিষ্ট পরমায়ু ক্ষয় করিতে পারেন, এমন অনুগ্রহ মাত্র প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাহাতে অগষ্টস সেনাপতি কিছু মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না; আর ঐ মনোরমা ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞীর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, এই মিথ্যা সম্বাদ রাষ্ট্র হওয়াতে ঐ আণ্টনী সেনাপতি শোকেতে উদরমধ্যে ছুরিকাঘাত করিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আর ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞী ঐ অগষ্টসের ক্রোধ সামা করণার্থে নানা প্রকার কৌশল পূর্ব্বক আকিঞ্চন করিল বটে, কিন্তু সে সকল চেষ্টা নিষ্ফলা হইয়া বরং অগষ্টস সেনাপতি আপন জয়ের একটি চিহ্নের নিমিত্তে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক রূম নগরে লইতে মনস্থ করিলেন; অতএব ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞী কোন উপঢৌকনেতে ডুম্বুর ফলের সহিত গুপ্ত রূপে একটি কালসর্প পাইয়া ঐ সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অথ সম্রাটের বিবরণ।

এই রূপে অগষ্টস সেনাপতি জগতের মধ্যে আসমুদ্র করগ্রাহী রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন, তাহাতে ইউরোপ খণ্ডেতে ঐ রূম রাজ্যের মধ্য ভুক্ত অন্যান্য দেশ ব্যতিরেক ইটালী দেশ, ও ফরাশীষ দেশ, ও স্পানিয়া, ও গ্রীক, ও বৃটন, ও জর্ম্মনীয়া দেশের কতক গুলীন প্রদেশ, ও আশিয়া দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র আশিয়া নামে খ্যাত যে সকল দেশ, ও আর্ম্মানী দেশ, ও সিরিয়া, ও য়িহুদী, ও মেষোপোটামিয়া, মিডিয়া, এবং আফ্রিকাখণ্ড ভুক্ত মিশর দেশ,

extent of territory between three and four thousand miles in length, and half as much in breadth.

In order to lessen envy, and procure favour Augustus disguised his new despotism under familiar names, which were allowed by the constitution that he had destroyed. He assumed the title of Emperor, to preserve authority; he caused himself to be created Tribune, that he might manage the people; and Prince of the senate, that he might govern them. However, he considered for a long time whether he should keep the empire, or restore the people to their ancient liberty, the examples of Cæsar and Sylla operating upon him in a different manner. At length, by the advice of Mecænas, who described the empire as too great and unwieldy to subsist without the most vigorous master, and likely to fall into pieces under several rulers, Augustus was easily prevailed on to preserve that power which he had so hardly laboured to obtain.

In order, however, to impress the people with an idea of his magnanimity, he pretended a wish to relinquish the sovereign power; but all unanimously beseeching him to continue the government, he complied, apparently with reluctance, though doubtless with real pleasure. He assumed the government only for ten years; but managed so well that his power was constantly renewed. The senate now bestowed on

ও নুমিয়া দেশ, ও মরিটেনিয়া, ও লিবিয়া, এই কতকগুলীন দেশ সমুদায়েতে ঐ রুমরাজ্য দীর্ঘে দুই হাজার ক্রোশ এবং পরিসরে এক হাজার ক্রোশ ছিল।

তদনন্তর ঐ অগষ্টস রাজা রাজ্যের এই রূপ একাধিপত্য পাইলেও লোকদিগের কোন প্রকারে ঈর্ষা না জন্মাইয়া বরং তাহাদের অনুকূল করণার্থক যত্নবান্ হইলেন, তাহাতে পূর্ব্ব ২ রাজনীতি সকল পরিবর্ত্ত করিয়া সমুদয় রাজনীতি নূতন রূপে সংস্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে সকলি ঐ প্রাচীন নামে বিখ্যাত করিলেন। আর তিনি যে কেবল লোকদিগের অসামঞ্জস্য ভয়েতে সম্রাট্ নামে বিখ্যাত হইলেন, ইহা লোকেতে প্রচার করিলেন। আর সকলের শাসনকরণার্থে আপনি বিচারকর্ত্তা হইতেন, এবং সভাপতি হইতে লোকদিগকে অভিমত করাইলেন; কিন্তু কাইশর সেনাপতি ও শিলা সেনাপতির মৃত্যু নিদর্শন দেখিয়া আপনি যে সম্রাট হইবেন কিম্বা লোকদিগের ক্ষমতাপ্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্বমত সাধারণ কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিবেন, ইহা বহু দিন পর্য্যন্ত মনে ২ আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাহাতে অবশেষে মিশিনাস নামক তাঁহার এক জন মন্ত্রী এই পরামর্শ দিলেন, যে এই অজগর তুল্য অতিবৃহৎ রাজ্য সুকঠিন শাসন ব্যতিরেক কোন মতে সুস্থির থাকিবে না; বিশেষতঃ এক রাজ্যে অনেকের কর্ত্তৃত্ব ও শাসন হইলে অবশ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব অগষ্টস রাজা নানা প্রকার আকিঞ্চন পূর্ব্বক অতি যত্নেতে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ পদ সংস্থাপনের মন্ত্রণা অতি মনের মত বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য করিলেন।

পরে ঐ অগষ্টস রাজা জগতে আপনি মহাপুরুষ রূপে বিখ্যাত, ও মান্যমান হইবার জন্যে ছলক্রমে এমন ভাণ করিলেন, যে বৈরাগ্য দশাতে যেমন ঔদাস্য করিয়া বিষয় পরিত্যাগ করে, তেমনি ঐ প্রার্থনীয় সাম্রাজ্য পদ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা লোকদিগকে জানাইলেন। তাহাতে সমুদয় লোকেরা ঐ সাম্রাজ্য পদে থাকিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কাকুতি মিনতি করাতে তিনি যেন তাহাদের অনুরোধে সম্মত হইলেন, এমন ভাণ করিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার তদ্বিষয়ে পরম তুষ্টি ছিল। তাহাতে দশ বৎসরের নিমিত্তে রাজত্ব করিতে স্বীকৃত হইয়া

him the surname of Augustus, confirmed him in the title of Father of his country, and declared his person sacred and inviolable. When he entered into his tenth consulship, they approved by oath all his institutions, set him wholly above the power of the laws, and even offered to swear to the observance of whatever he should in future think proper to enact. In short, being a consummate politician, though he possessed not the virtues of a great man, he exercised the most unlimited power over the people, without their seeming to feel or know it.

Augustus reposed unlimited confidence in Mecænas, a very able minister, who sincerely desired the interest and the happiness of the people. By his excellent counsels all public affairs were conducted, and the most salutary laws enacted, for the remedy of public grievances, and even for the correction of the morals of the people. To his patronage literature and the arts owed their advancement and support. In short, by the influence and wise instructions of his minister, Augustus assumed those virtues to which his heart was a stranger, and which had so beneficial an effect on the happiness of his subjects.

Indeed, the accumulation of titles and employments did not diminish the assiiduty of Augustus in fulfilling the duties of each. By his command, several very wholesome edicts were passed, tending to suppress

এমন উৎকৃষ্ট রূপে তাবদীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পুনঃ ২ ঐ পদাভিষিক্ত করিতে লাগিল। আর ঐ অবধি সভাস্থ লোককর্তৃক অগষ্টস্ নামে বিখ্যাত হইলেন, বিশেষতঃ রুমি লোকদের পিতা এই নামেতে প্রসিদ্ধ হইলেন। অতএব তাঁহার শরীর যে পুণ্য ভারাক্রান্ত ও অবধ্য, ইহা সকলেরি বোধ হইল; তাহাতে যখন পুনঃ ২ দশ বার দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন, তখন লোকসকলে শপথ পূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় ব্যবস্থাতে অনুমতি দিয়া তাঁহাকে যে স্বাধীন করিয়া রাখিল তাঁহা কেবল নয়; পশ্চাৎ যে কোন ব্যবস্থা স্থাপিত করেন, তাহাতেও শপথ পূর্ব্বক সম্মতি প্রদানে প্রস্তুত ছিল। আর বাস্তবিক ঐ রাজার মহাপুরুষ তুল্য কোন গুণ ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি তিনি রাজনীতিবিষয়ে এমন পারদর্শী ছিলেন, যে লোকেরা বোধ করিত যে পূর্ব্বমত সাধারণ কর্তৃত্ব আছে, বাস্তবিক তিনি আপনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন কর্তৃত্ব করিতেন।

আর মিশিনাস নামে মন্ত্রী মন্ত্রণাবিষয়ে বিজ্ঞতম ও গুণান্বিত প্রযুক্ত সর্ব্ব প্রকারে ঐ অগষ্টস রাজার বিশ্বাসের পাত্র হইলেন। আর যাহাতে রুম রাজ্যের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হয় সর্ব্বদাই এমন আকিঞ্চন করিতেন; অতএব তাঁহার মন্ত্রণাতেই রুম রাজ্যের বিধি ব্যবস্থাদি তাবৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম চলিতে লাগিল। আর লোকদিগের কণ্টক সকল দূর করণার্থে উত্তম ২ উপায় সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে শিষ্টাচারাদি উৎকৃষ্ট ২ নীতিশিক্ষা করাইলেন; অতএব সেই সময়ে বিদ্যাতে কি শিল্প কর্ম্মেতে লোকদিগের যে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, সে কেবল তাঁহাহইতে হয়, আর অধিক কি লিখিব, ঐ রাজা কোন অংশে বিদ্যারূপ অলঙ্কারেতে বিহীন থাকিলেও তিনি গুণভূষণেতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

আর ঐ রাজা নূতন ২ পদ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সম্ভ্রমের উপাধি সকল পাইলেও তত্রাপি তাবৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে কোন প্রকারে ত্রুটি করিতেন না। আর তিনি আজ্ঞাদ্বারা অতকগুলীন শুভদায়িকা ব্যবস্থা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সভাস্থ লোকদিগের কোন কুৎসিত ব্যবহারে চলিতে নিষেধ ছিল, তাহা কেবল নয়, সাধারণ লোকদিগেরও কোন লম্পটতাদি অত্যাচার করিতে বারণ ছিল। আর সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞা ব্যতিরেক কোন ব্যক্তি অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধ কিম্বা ক্রীড়াদি করিতে পারিবে না; বিশেষত

corruption in the senate, and licentiousness in the people. He ordained that none should exhibit a show of gladiators without orders from the senate, and then not oftener than twice a year. The knights, and some women of the first distinction, had exhibited themselves as dancers upon the theatre; but he ordered that not only they, but their children and grand-children, should be restrained in future from such exercises. He fined many who had refused to marry at a certain age, and rewarded such as had several children. He enacted that virgins should not marry till twelve years of age, and permitted any person to kill an adulterer taken in the fact. Adding to the outward dignity of the senators what he had taken from their real power, he ordered that they should be always held in great reverence. No man was to have the freedom of the city conferred upon him without a previous examination into his merit and character. He appointed new rules and limits to the manumission of slaves, and was himself a very strict observer of them. That he might prevent bribery in suing for offices, he took considerable sums of money from the candidates by way of pledge; and if any indirect practices were proved against them, they were obliged to forfeit all. These, and many other laws, all tending to extirpate vice, or deter from crimes, gave the manners of the people another complexion; and the rough character of the Romans was now softened into refinement.

His station placing him above equality, he was familiar with all, and suffered himself to be reprimanded with the most patient humility. One of his veteran soldiers having intreated his protection in a law-suit, Augustus took little notice of his request,

পূর্ব্বাবধি চলিত যে মাটি মন্দিরে গিয়া অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সহিত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী লোকদিগের নৃত্য গীতাদি করা, তাহাও অদ্যাবধি এবং তাহাদের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল। আর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যদ্যপি বিবাহ না করে, তবে তাহাদের অর্থ দণ্ড হইবে; কিন্তু বহু পুত্রবান্ হইলে পুরস্কার পাইবে, আর দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এবং ব্যভিচার কর্ম্ম করিলে প্রাণ দণ্ডার্হ হইবে। আর সভাস্থ লোকদিগের অন্তর্ভূত ক্ষমতা ক্ষয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাহ্যেতে তাহাদিগের অধিক সম্ভ্রম করিতে আজ্ঞা দিলেন; আর লোকদিগের পরীক্ষাদ্বারা চরিত্রাদি না জানিলে রুমি প্রজাদিগের ন্যায় কেহ ক্ষমতা পাইতে পারিবে না। আর ক্রীত দাসদিগের দাসত্ব হইতে মুক্তি করণবিষয়ে একটি নূতন নিয়ম স্থাপিত করিলেন। আর কোন ব্যক্তির কোন পদ প্রাপ্ত হইতে হইলে রাজ সরকারে টাকা বন্ধক রাখিতে হইবে; কারণ পদ প্রাপ্ত হইয়া যদ্যপি কেহ উৎকোচ গ্রহণ করে কিম্বা অব্যবস্থিত কর্ম্ম করে ইহা সপ্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি ঐ টাকার নিঃস্বত্বাধিকারী হইবে। আর এই সকল ব্যবস্থা যে তিনি কেবল স্থাপিত করিলেন এমন নয়, আপনিও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে প্রতিপালন করিলেন; অতএব তিনি এই রূপ শুভদায়ক রাজনীতি স্থাপিত করাতে অল্পে২ রুমি লোকদিগের দুশ্চরিত্রতা দূর হইয়া ক্রমে২ সকলেই সভ্য ভব্য শিষ্ট শান্ত হইয়া উঠিল।

আর ঐ অগস্টস রাজা আপনি একাধিপতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তথাপি যে কোন লোকদের সহিত নম্রতা পূর্ব্বক আলাপ করিতেন, বিশেষতঃ তাহাদের সদুত্তরেতে যদি আপনাকে অনুযোগ বোধ হয় তাহাও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে স্বীকৃত ছিলেন। তাহাতে এক দিন কোন প্রাচীন সেনা নিজ মকদ্দমার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলে পর ঐ রাজা ঔদাস্য করিয়া তাহাকে কোন উকীলের নিকটে নিবেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাহাতে সেনা কহিল, যে আমিত আকসিয়ম নগরের সংগ্রামেতে কোন প্রতিনিধিদ্বারা সংগ্রামাদি করি নাই। অতএব ঐ সেনার এই রূপ উত্তর শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বিচারস্থানে গিয়া আপনি উকীলতা করাতে তাহার মকদ্দমা সফলা হইল। আর ঐ রাজার এতদূর পর্য্যন্ত শিষ্টতা ছিল, যে কোন লোকেরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে নমস্কার করিতেন। আর এক সময় কোন ব্যক্তি ভয়েতে কম্প কম্পা-

and desired him to apply to an advocate. "Ah!" replied the soldier, "I did not serve you by proxy at the battle of Actium." This reply so pleased Augustus that he pleaded his cause in person, and gained it for him. He was so affable, that he returned the salutations of the meanest person. One day, a person presented him with a petition with so much awe, that Augustus was displeased with his manners, and said "What! friend, you seem as if you were offering something to a tiger, and not to a man:—be bolder." As he was sitting on the tribunal in judgment one day, Mecænas perceived by his temper that he was inclined to be severe; and not being able to approach him for the crowd, he threw into his lap a paper, on which was written, "Arise, executioner." Augustus, after reading it, immediately rose, and pardoned those whom he was disposed to condemn. Cornelius Cinna, the grandson of Pompey, entered into a very dangerous conspiracy against him; but the plot being discovered before it was ripe for execution, Augustus sent for him, and addressed him as follows: "I have twice given you your life, first as an enemy, and now as a conspirator." This generosity had such an effect, that from that instant conspiracies ceased to be formed against the emperor.

During a long reign of forty years, Augustus seemed to find his own happiness in that of his people, whom he studied to preserve in peace. The wars carried on in the distant provinces, rather aimed at enforcing submission than extending dominion; but the Roman arms were still generally crowned with success. Augustus had married Livia, the widow of Tiberius Nero, who had two sons by her former husband;

ম্বিত কলেবর হইয়া তাহার নিকটে নিবেদন করাতে ঐ রাজা তাহাকে ভীত দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, যে ওরে, অবোধ, তুমি কি ব্যাঘ্রের নিকটে দরখাস্ত দিতে আসিয়াছ? অতএব ভয় করিও না। এবং আরো এক দিবস বিচারাসনে বসিবার সময়ে মিশিনস নামক মন্ত্রী ঐ রাজাকে ক্রোধ ভাবাপন্ন দেখিয়া জনতা প্রযুক্ত নিকটবর্ত্তী হইতে না পারাতে কৌশল পূর্ব্বক এক খানি লিপি ঐ রাজার ক্রোড়েতে ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে লিখিত ছিল, যে হে সংহারকারিন্, গাত্রোত্থান কর। অতএব রাজা ঐ লিপি পাঠ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যাহাদের দণ্ড দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তাহাদের দোষ মার্জনা করিলেন। এবং যখন কর্ণিলিয়স নামে পম্পি সেনাপতির প্রপৌত্র ঐ অগষ্টস রাজার বিরুদ্ধে একটি কুচক্রি দল করিয়াছিলেন, তখন ঐ রাজা তাহাদিগের ঐ গুপ্ত কুমন্ত্রণা শুনিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড না করিয়া বরং আপন সম্মুখে ডাকিয়া এই কথা কহিলেন, যে তোমাকে দুই বার ক্ষমা করিলাম, অর্থাৎ পূর্ব্বে তুমি যখন শত্রু ছিলা তখন ক্ষমা করিয়াছিলাম, এই ক্ষণে রাজদ্রোহী হইলেও পুনর্ব্বার ক্ষমা করিলাম; অতএব ঐ অগষ্টস রাজার এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমা দেখিয়া তদবধি আর কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহিত্বাচরণ করিত না।

অপর ঐ অগষ্টস রাজা চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া প্রজাদিগের সুখেতেই আত্মসুখ জ্ঞান করিয়া শাসন পালন করাতে ঐ রূম রাজ্য ক্রমেং নির্যুদ্ধ ও সুস্থির হইয়া উঠিল; তবে যদ্যপিও কোনং দূর দেশে দুই একটি সংগ্রাম হইয়াছিল, সে কেবল দুষ্টদমনের নিমিত্তে, নতুবা রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে যুদ্ধ করণের কোন প্রয়োজন ছিল না; অতএব সৈন্য সামন্তগণেরা জয়যুক্ত হইয়া নিরস্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অপর ঐ অগষ্টস রাজা টাইবিরিয়স নামে কোন ব্যক্তির অবিদ্যমানেতে তাহার বিধবা পত্নীর ড্রসস নামে এক সন্তান আর তিন মাস গর্ভ থাকিলেও রাজা ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে ঐ স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র টাইবিরিয়সকে পোষ্য পুত্র করিয়া তাহাকে তাবৎ রাজত্বের অধিকারী করিলেন, তাহাতে ঐ রাজকুমার যুদ্ধবিষয়ে নিপুণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কিছু বক্র স্বভাব ছিল। আর ঐ শেষ গর্ভজাত ড্রসস নামক রাজকুমার এক সময়

Tiberius and Drusus. The latter was born three months after she had been married to Augustus. The former, whom he afterwards adopted, and who succeeded him in the empire, was an able general, but a suspicious temper. Drusus died on his return from an expedition against the Germans, and left Augustus inconsolable for his loss. But his greatest affliction was the lewd conduct of his daughter Julia, whom he had by Scribonia, his former wife, and who set no bounds to her lewdness. Augustus gradually withdrew himself from the cares of the empire, and died at Nola, in Campania, in the seventy-sixth year of his age, and the forty-fourth of his reign. One Numerisus Atticus, willing to convert the adulation of the times to his own benefit, received a large sum of money for swearing that he saw him ascending towards heaven.

Such were the honours paid to Augustus, whose reign began in the slaughter, and terminated in the happiness of his subjects; and of whom it has been said, "that it would have been good for mankind had his life been prolonged." He gave the government an air suited to the disposition of the times, and indulged his subjects in seeing the appearance of a republic, while in reality he made them happy in the effects of a most absolute monarchy, guided by the utmost prudence. The long peace which his subjects enjoyed, may be entirely ascribed to his moderation; and about the middle of his reign, the greatest part of mankind saw themselves, at once, professing obedience to one monarch, and in perfect harmony with each other.

At this period terminates what is usually denominated Ancient History.

জর্ম্মানী লোকদিগের সহিত সংগ্রামেতে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিবামাত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে অগষ্টস, রাজা পুত্রশোকেতে অত্যন্ত কাতর হইলেন, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রী-গর্ভজাত সক্রাইবোনীয় নাম্নী কন্যার ব্যভিচারাদি নানাবিধ দুষ্ক্রিয়াতে বিরক্ত হইয়া ক্রমেং সমুদয় রাজ্যের ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম্পানিয়া দেশীয় নোলা নামক নগরে গিয়া প্রস্থান করিলেন; অতএব এই রূপে চৌয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া ছেয়াত্তুর বৎসর বয়ঃক্রমে ঐ নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে নুইমরিশস আটিকশ নামে কোন ব্যক্তি [illegible] পূর্ব্বক লোকদিগের নিকটে কিছু অর্থ লইয়া কৌশলেতে ঐ রাজা[illegible] অনুরাগ কথনে প্রমোদচিত্ত প্রজাদিগের নিকটে এই কথা ক[illegible] [illegible] মরণকালে ঐ রাজাকে স্বর্গারোহণ করিতে দেখিয়াছি; [illegible] কহিয়া সকলেরি মন ও ধন হরণ করিল।

অতএব ঐ অগষ্টস রাজা নিজ গুণদ্বারা লোকদিগের নিকটে [illegible] রূপ প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন, আর তাহার রাজ[illegible] নের প্রথম সূত্রেতে লোকদিগের প্রাণ হরণাদি নানা দুর্গতি [illegible] বটে, কিন্তু অবশেষে প্রজাদিগের অতুল সুখ হইয়া উঠিল; এব[illegible] ইতিহাসবেত্তারা লিখেন, যে ঐ রাজা যদ্যপি কিছু অধিক [illegible] জীবৎ থাকিতেন, তবে ক্রমেং প্রজাদিগের আরো অধিক ম[illegible] হইতে পারিত; ফলতঃ ঐ রাজা দেশ কাল পাত্র বিবেচ[illegible] করিয়া সর্ব্বদা শাসন পালন করাতে ঐ রাজ্যের মধ্যে যে সাধা[illegible] কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহা বোধ করিয়া লোকেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকি[illegible] [illegible] বাস্তবিক তিনি সম্পূর্ণরূপে একাধিপত্য করিতেন; অতএব [illegible] রাজার অধিকারের সময়ে প্রায় পৃথিবীস্থ অধিকাংশের লোকেরা এক জনের অধীনে থাকিলেও তাহার মৃদুতা পূর্ব্বক এমন পরি-মিতাচার ছিল, যে তথাপি কোন প্রকারে তাহাদিগের পরস্পর কলহাদি উপস্থিত হইত না।

ইতি প্রাচীন ইতিহাসঃ সমাপ্তঃ।